ডেপুটীর জীবন

Reminiscences of the author, a retired member
of the Bengal Civil Service)

শ্রীগিরিশ চন্দ্র নাগ বি, এ

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৩৪

মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

Published by the Author
Girish Chandra Nag B. A.
26, Rankin Street, Wari,
DACCA.

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান।

(১) প্রকাশকের নিকট।

(২) স্কুল সাপ্লাই এণ্ড কোং, সদরঘাট, ঢাকা।

(৩) বাণীমন্দির, সদরঘাট, ঢাকা।

(৪) বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ৫০নং জনসন রোড্, ঢাকা।

(৫) চক্রবর্ত্তী চাটার্জি কোং, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

Printer—
Hridoylal Chakraborty,
Hena Press, Lakshmibazar,
DACCA.

উৎসর্গ।

বাবা,

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনার এই মাতৃহীন অযোগ্য সন্তানকে বিপদসঙ্কুল সংসারে অসহায় রাখিয়া আপনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের জন্য বিশেষ কিছু পার্থিব ধনসম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। কিন্তু আপনার উদারতা, সততা, সরলতা, সৌজন্য, সেবাপরায়ণতা, মানবপ্রেম প্রভৃতি চরিত-মাধুর্য্যের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও পুণ্য-স্মৃতি আমি উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছিলাম তাহাই আমার অমূল্য সম্পদ ছিল—তাহাই আমাকে জীবনপথে আলোক দেখাইয়া সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু বাবা, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। বাল্যে 'আত্মনির্ভরশীলতা'র যেমন্ত্রে আমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার ফলে জীবনে বিশেষ কোন সফলতা ও কৃতিত্ব লাভ করি নাই, কিন্তু আত্মপ্রসাদ পাইয়াছি। সর্ব্বোপরি আপনার মুমূর্ষু সময়ের 'আশীর্ব্বাদ' জীবনে 'রক্ষাকবচ' হইয়া কত বিপদজাল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছে। বোধ হয়, আপনি যে-রাজ্যে আছেন, সেখান হইতেই আপনার প্রিয় সন্তান ও তাহার পরিবারের উপর স্নেহবারি সিঞ্চন করিতেছেন।

'পিতৃ-ঋণ' শোধের কোন যোগ্যতা আমার নাই। জীবনের সন্ধ্যায় কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও পূজার এই সামান্য অর্ঘ্য লইয়া চরণপ্রান্তে আসিয়াছি, কৃপা-দৃষ্টিতে দেখিলেই কৃতার্থ হইব।

আপনার স্নেহের সন্তান

শ্রীগিরিশ চন্দ্র নাগ।

নিবেদন।

সকল প্রতিভা ও জ্ঞানের উৎস, সকল আশা ও সফলতার বিধাতা, পরমমঙ্গলময় ভগবানের করুণা স্মরণ করিয়া এই আত্মস্মৃতি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইহা এক উদ্দেশ্য বিহীন খেয়াল মাত্র। মহাপুরুষদের জীবন জাতীয় গৌরব ও সম্পদ। ক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবন হয়তো শুধু তাহার প্রিয়জনের কৌতূহল মিটাইতে পারে। তদতিরিক্ত আর কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে কিনা, তাহা কেবল নিরপেক্ষ সমালোচক 'সময়' বলিতে পারে। সাধারণ মানুষের জীবনেও শিক্ষাপ্রদ, বিচিত্র ঘটনাবলীর অভাব নাই। সেখানেও আশা-নৈরাশ্য, জয়-পরাজয়, সাফল্য-বিফলতা, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, এবং হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব ও অবস্থার সম্মোহন চিত্র দেখা যায়।

এই অযোগ্য ব্যক্তির স্মৃতিগুলি কখনও পৃথিবীর আলোক দেখিবে, সে আশা লেখক হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। তবে তাঁহার জীবন-নিয়তির সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা ও আশা ক্রমে বলবতী হইয়াছে, যে তাঁহার প্রিয় সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাহাদের অবসর সময়ে, বিশেষতঃ দুঃখ, দৈন্য ও অশান্তির সময়ে, ইহার কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া হয়তো কিছু উপকৃত হইতে পারিবে, অথবা অন্ততঃ তাহাদের কৌতূহল মিটাইতে পারিবে।

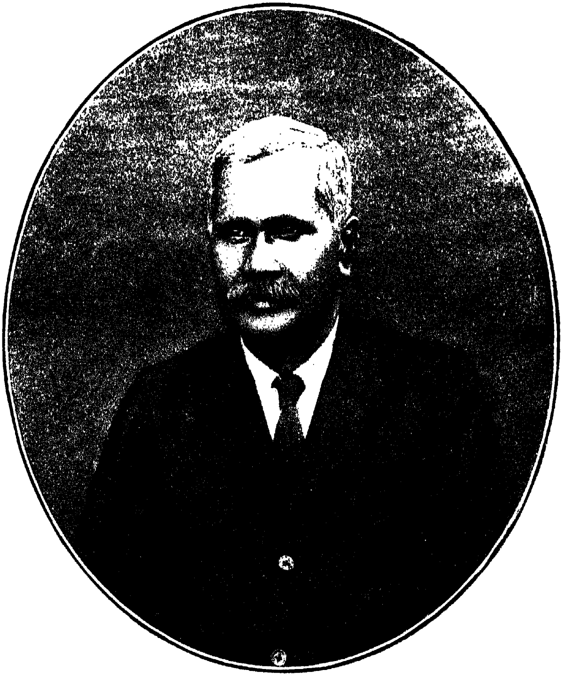
আর, লেখকের জীবনপথের পথিক—রাজকর্ম্মচারীগণ দয়া করিয়া এই স্মৃতিগুলি পাঠ করিলে উপকার না পাইলেও আমোদজনক অনেক সংবাদ পাইবেন, ইহা আশা করা অসমীচীন হইবে না।

তারপর, সাধারণ জীবনেরও প্রকৃত ঘটনাবলী কল্পিত উপন্যাস অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিপ্রদ হওয়া অসম্ভব নয়।

এইরূপ নানাবিধ ধারণা ও দুরাশার প্রেরণায় এই আত্মকাহিনী মুদ্রিত হইল।

ঢাকা,
১লা আশ্বিন, ১৩৩৪। }

শ্রীগিরিশ চন্দ্র নাগ।



শ্রীগিরিশ চন্দ্র নাগ

সূচী ।

পরিচ্ছেদ		বিষয়		পৃষ্ঠা
১ম	”	বাঁশাইল গ্রাম, জন্ম	...	১
২য়	”	ঢাকায় ছাত্রজীবন	...	৭৮
৩য়	”	কলিকাতায় ছাত্রজীবন	...	৯৭
৪র্থ	”	চাকুরী গ্রহণ	...	১১৩
৫ম	”	পুনরায় কলিকাতার জীবন	...	১২১
৬ষ্ঠ	”	ডেপুটী পরীক্ষা	...	১২৭
৭ম	”	ছমকা	...	১৪৯
৮ম	”	মালদহ	...	১৮১
৯ম	”	যশোহর	...	২১৫
১০ম	”	বৈদ্যনাথ দেওঘর	...	২৪৭
১১শ	”	রাজমহল	...	২৬৫
১২শ	”	দেওঘর (২য় বার)	...	২৭৫
১৩শ	”	আরারিয়া (পূর্ণিয়া)	...	৩০৪
১৪শ	”	নেত্রকোণা	...	৩৪০
১৫শ	”	বড়পেটা (আসাম)	...	৩৭১
১৬শ	”	গৌহাটী ও বড়পেটা	...	৩৭৯
১৭শ	”	বরিশাল	...	৪২৩
১৮শ	”	ময়মনসিংহ	...	৪৩২
১৯শ	”	দিনাজপুর	...	৪৩৮

পরিচ্ছেদ	বিষয়		পৃষ্ঠা
২০শ ”	পুনরায় বরিশাল	...	৪৫২
২১শ ”	চট্টগ্রাম	...	৪৮৪
২২শ ”	ঢাকা	...	৫০১
২৩শ ”	দিল্লী	...	৫২৬
২৪শ ”	সিমলা	...	৫৫৮
২৫শ ”	অবসরান্তে	...	৫৭১
২৬শ ”	উপসংহার	...	৫৮৫

ডেপুটীর জীবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশের সামাজিক অবস্থা।

যে সময় এই ক্ষুদ্র ইতিহাস আরম্ভ হয়, সে আজ প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন গ্রাম ও সমাজের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। পেটে অন্ন, মুখে হাসি, ও হৃদয়ে শান্তি ছিল। জলাভাব, অন্নাভাব, দারিদ্র্য, সংক্রামক ব্যাধি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া গ্রামগুলিকে তখনও ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে নাই। বর্ত্তমান প্রণালীতে পরিচালিত শিক্ষা তত বিস্তৃত হয় নাই। বেশ ভূষা, আচার পদ্ধতি, আহার বিহার, যান বাহন ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক বা প্রতিবিম্ব তেমনভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। জীবনযাত্রা মোটের উপর সাদাসিধে ধরণের ছিল। মধ্যবিত্ত ভদ্র, কৃষক ও শ্রমজীবী অনেকেই তাহাদের আয়াসলব্ধ সামান্য অর্থে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখী হইত। অপ্রেম, হিংসা ও বিদ্বেষের বহ্নি তখন সমাজ ও গৃহপরিবারকে ভস্মীভূত করিতে অগ্রসর হইত না। একইগ্রামে হিন্দু মুসলমান, ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ ও নীচ জাতি প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য লইয়া বাস করিত। পরস্পরের সম্পদে হর্ষ, বিপদে সহানুভূতি,

দৈন্যে সহায়তা, উৎসবে আনন্দ, কলহে শান্তির প্রয়াস—এই সব ছিল সেই সময়ে সমাজের বিশেষ লক্ষণ। সাধারণ শিক্ষা ও অগর্ব্বিত সভ্যতার ভিতর দিয়া কেমন একটা প্রেম, শান্তি ও প্রসন্নতার স্নিগ্ধ হাওয়া প্রবাহিত হইত। Ignorance was then bliss. জ্ঞানবিজ্ঞানের অভাবই হয়তো সে সুখের, সে শান্তির উৎস ছিল। ধর্ম্মে সরল বিশ্বাস ও মতি ছিল। ধর্ম্মের আচার ও অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সহিত অনুসৃত ও প্রতিপালিত হইত।

যেখানে ধরিত্রীর আলোক প্রথম দেখিলাম, সেই আমার প্রিয় ও গৌরবের জন্মভূমি 'বাঁশাইল' একটী গণ্ডগ্রাম। ৪।৫ বর্গ মাইল ব্যাপী, শস্যশ্যামল, প্রান্তর বেষ্টিত, ভূমিখণ্ডে প্রায় ৬।৭ হাজার লোক বাস করিত। পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকেই বিস্তৃত মাঠ গ্রীষ্মান্তে হরিৎ—ধান্যের চারা গাছে পূর্ণ, বর্ষায় জলে প্লাবিত, সেই জলের উপর ধান গাছের সবুজ মাথাগুলি দক্ষিণে ও পূবে হাওয়ায় হেলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিত এবং এখনও করে।

জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী।

বাঁশাইল গ্রাম।

পশ্চিমপ্রান্তে একটী ক্ষীণস্রোতা ক্ষুদ্র সরিৎ ('নাঙ্গলাই' নামে অভিহিত) গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করিত। এখন গ্রীষ্মের সময় তাহা স্থানে স্থানে জলশূন্য হইয়া যায়। পূর্ব্বপ্রান্তে 'চাপড়া' নামক প্রকাণ্ড হ্রদ (বিল) ৫২ খাদা বা প্রায় এক সহস্র বিঘা ভূমিরবক্ষে আসন পাতিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্যবহার্য্য জল ও মৎস্য সরবরাহ করিত। বর্ষায় ঈষৎনীলাভ শুভ্র বারিরাশি কখনও স্থির

কখনও বাতাভিঘাতে তরঙ্গায়িত। গ্রীষ্মে প্রান্তদেশ কুমুদ কমল শোভিত, অন্তর্দেশ নির্ম্মল বারিপূর্ণ। প্রতি দিন বহু লোক আসিয়া সেখানে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে মৎস্য শিকার করিত ও জলরাশি পঙ্কিল করিয়া তুলিত। সেখানে যে "কই" মাছ ছিল, এত বড় কই আমি বাঙ্গালার আর কোথায়ও দেখি নাই। সে সময়ে গ্রামের সমস্ত ক্ষেত্রে কেবল ধান, মুসুরি, মটর, খেসারি, কলাই, তিল চিনা প্রভৃতি শস্য হইত। আজকাল পাটই রবিশস্যের জমি অধিকার করিয়াছে।

গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তেই নাতিবৃহৎ মাঠ, তৎপর অন্য সব গ্রাম। পশ্চিম সীমাতে যে ক্ষুদ্র "নাঙ্গলাই" নদীর উল্লেখ করিয়াছি, অতীতকালে, তাহা হইতে একটী শাখা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আঁকাবাঁকা পথে গ্রামখানির বক্ষ ভেদ করিয়া প্রায় ৩।৪ মাইল পূর্ব্বে বংশাই নদীতে পতিত হইত। কালক্রমে ঐ শাখা নদীটী শুকাইয়া তাহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র রাখিয়াছে। বুধু খাঁ নামক জনৈক সহৃদয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান নিজ ব্যয়ে পশ্চিম পার্শ্বে শাখানদীর উৎপত্তিস্থানে একটী খাল কাটাইয়া দিয়াছিলেন, যদ্দারা বর্ষান্তেও নৌকা চলাচলের সুবিধা হইত। এখনও লোকে ঐ খালকে 'বুধু খাঁর কাটা খালি' বলে। গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবাহিত শাখা নদীকে এখন "মরগাঙ্গী" অর্থাৎ 'মৃত গঙ্গা' বলে।

এই গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির লোকই প্রায় সমসংখ্যায় বাস করিত। মোট ছয় সাত শত পরিবার।

হিন্দুর ভিতর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, কুম্ভকার, বৈশ্যসাহা, লগ্নাচার্য্য, মালাকার, নরসুন্দর, রজক, মালি, নমঃশূদ্র, সূত্রধর, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি নানাজাতির বাস ছিল। পশ্চিম ও উত্তর অংশেই অধিকাংশ মুসলমান গৃহস্থদের বাসস্থান। একবারে পশ্চিমপ্রান্তে কতক ঘর পাল বা কুম্ভকার একটী বৃহৎ দীর্ঘিকার পারে বাস করিত। তাহার উত্তর পূর্ব্বে কতক মুসলমান বসতির পর একটী প্রকাণ্ড হাট, প্রতি সোমবারে সেই হাট বসিত এবং এখনও বসে। আজকাল হাটের উপরই মনোহারী ও প্রয়োজনীয় ২।৩ খানা স্থায়ী দোকান হইয়াছে। হাটের নিকট, উত্তর পূর্ব্ব দিকে কয়েক ঘর সমৃদ্ধিশালী সাহা জাতীয় ব্যবসায়ীর বাস। হাটের দক্ষিণেই থানা। এই থানা প্রায় দশ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। যেস্থানে থানা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ভূমি আমাদের ছিল। পূর্ব্বে ধান ইদানীং পাট শস্য হইত। অপ্রচুর মূল্য প্রদানে সরকার তাহা acquire করিয়া লইয়াছিলেন। আমি তখন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলাম বলিয়া প্রতিবাদ করা কিংবা অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দাবি করা সঙ্গত মনে করি নাই।

গ্রামের পূর্ব্ব অংশে ভদ্রলোকদিগের বাস। এইস্থানে "মরগাঙ্গী" প্রথমে পূর্ব্ববাহিনী, পরে দক্ষিণ ও তৎপরে পুনরায় পূর্ব্ববাহিনী হইয়া প্রবাহিত ছিল। ইহার উভয় তীরেই ভদ্রগণ তাঁহাদের বাসগৃহ প্রথম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণও প্রায় পৈত্রিক "ভিটাতেই" বাস

করিতেছেন, যদিও কালস্রোতে কতক বংশ লোপ পাইয়াছে এবং অন্য লোকে সেস্থান অধিকার করিয়াছে। এই গ্রামে ৭টা পাড়া বা পল্লী। ইহার তিন পাড়াতে ভদ্রদের বাসস্থান। উত্তর পাড়া ‘পানিশাইল’ নামে অভিহিত, অন্য দুই পাড়ার নাম “পূব পাড়া” ও “মধ্য পাড়া”, এই পূব পাড়ার ভদ্র পল্লীর সর্ব্ব দক্ষিণের বাড়ী আমাদের। আমাদের বাড়ীর পশ্চিমে ও দক্ষিণেই “মরগাঙ্গী”। তাহার পশ্চিম পাড়ে আমাদের পুরোহিত বাড়ী। গ্রামের মধ্যস্থানে সর্ব্বসাধারণের কালী বাড়ী। এখনও সেখানে নিত্য কালী পূজা হয়।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নাগবংশের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক উদ্যমশীল যুবক, চক্রবর্ত্তী বংশীয় এক পুরোহিত লইয়া এই গ্রামে আসিয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। বোধহয় তাঁহারা ফরিদপুর জেলা কিংবা বরিশাল হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। কোন্ গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত বিবরণ আমি জানিতে পারি নাই। সঙ্গে হয়তো

নাগ বংশ।

তাঁহারা কতিপয় আত্মীয় স্বগণও আনিয়াছিলেন। ইহাঁরা জমিদার হইতে প্রভূত পরিমাণ জমি কতক নিষ্কর ও কতক খাজনা করিয়া বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মোত্তর জমি পাইয়াছিলেন। নাগ বংশ দেবসেবার জন্য কতক জমি দেবোত্তর পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কতগুলি বিগ্রহ গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাঁদের নাম ‘গোবিন্দ’, ‘গোপাল’, ‘গিরিজনার্দ্দন’। তদ্ভিন্ন শালগ্রাম শিলাও

ছিল। এই বিগ্রহের নিত্য পূজা ও /৩া০ সের চাউলের অন্ন ও পঞ্চ ব্যঞ্জন প্রভৃতি দ্বারা নিত্য ভোগ সম্পাদিত হইত। নিরামিষ আহার্য্য দ্বারা এই ভোগ প্রস্তুত হইত। ইহার জন্য একজন পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিত। প্রথমতঃ নাগবংশীয় বিভিন্ন পরিবারের লোক একত্রে এই দেবসেবা করিতেন ও দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেন। পরে অন্য অন্য পরিবার সম্পত্তি ছাড়িয়া বিগ্রহ সেবাও ছাড়িয়া দেন। তখন নাগবংশের এক পরিবারই সেবা চালাইতেন। ক্রমে ঘোষ বংশীয় এক পরিবার ও বসু বংশীয় অন্য এক পরিবারও দৌহিত্র-স্বত্বাধিকারে বিগ্রহের সেবাইত হন। বর্ত্তমান সময়ে নাগ ও বসু বংশীয় সেবাইতগণ পূর্ব্ব রীত্যনুসারে বিগ্রহের সেবা চালাইতেছেন, যদিও সেবাপূজা ও পার্ব্বণাদির আড়ম্বর অনেক পরিমাণে কমিয়াছে।

এই নাগ বংশ শিক্ষা, সম্মান ও প্রভুত্বে গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহাদের ভিতর দুই এক জন এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন যে তাঁহারা লোকের ভীতিও উৎপাদন করিতেন। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল তুলারাম নাগ। তাঁহার প্রভুত্বের পরিচয় একটী জনপ্রবাদে পাওয়া যায়—“পাহাড় খাইল বাঘে, ভর খাইল তুলারাম নাগে।” গ্রামের ৫ পাঁচ মাইল পূর্ব্বে পাহাড় অর্থাৎ মধুপুরের জঙ্গল যাহা ময়মনসিংহ জেলা ও ঢাকার ভাওয়াল পরগণার ভিতর দিয়া ঢাকা সহরের প্রায় উত্তরাংশ পর্য্যন্ত

বিস্তৃত। সেই জঙ্গলে বড় বাঘের উৎপাত ছিল। সেই জন্য বলা হইয়াছে "পাহাড় খাইল বাঘে। "ভর" অর্থ সমতল ভূমি যাহা পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। সেখানে উক্ত নাগ মহাশয়ের বিপুল প্রভুত্ব ছিল। এই বংশের আর এক কৃতী ও সাধুপুরুষ ছিলেন স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ নাগ। তিনি রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কিশোরীগঞ্জ নামক স্থানে নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি অতি উদার, সদাশয়, দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। রঙ্গপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে আজিও তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত হন। আমি ১৯১৪।১৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর থাকার সময় তাহার সাক্ষ্য পাইয়াছি। এইরূপে স্মরণীয় ও বরণীয় হইবার বিশেষ কারণও ছিল। ৺গুরুপ্রসাদ নাগ মহাশয় একজন ধর্ম্মপ্রাণ, সরল, পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। তাহার গৃহে সদাব্রত ছিল। অতিথি কখনও তাঁহার গৃহ হইতে অভুক্ত ফিরিতনা। তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ বন্ধু তাঁহার বাসায় থাকিতেন এবং বোধহয় তাঁহার অনুগ্রহে নীলকুঠীতে একটী কার্য্যও করিতেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নাগ মহাশয় কিছু সময়ের জন্য দেওয়ানী কার্য্য হইতে অপসৃত হন। তখনও তাঁহার গৃহে সদাব্রত চলিতেছিল। একদিন মধ্যাহ্নসময়ে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। তিনি তখন অন্দর মহলে ছিলেন। একজন ভৃত্য সেই ব্রাহ্মণ অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল "মশায়, আমাদের বাবুর চাকরী নাই, এখনও আপনারা

আসিয়া ভিক্ষার্থী হন এবং তাঁকে ত্যক্ত করেন।” তখন ব্রাহ্মণটী চলিয়া যান। ইহার অব্যবহিত পরেই নাগ মহাশয় এই ঘটনা অবগত হইয়া ভৃত্যকে ভৎর্সনা করেন ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাকে পাওয়া যায়না। সেই হইতে তিনি অন্নাহার পরিত্যাগ করেন ও বলেন “আমার গৃহ হইতে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ যে অন্ন না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি আর জীবদ্দশায় সে অন্ন গ্রহণ করিব না।” তিন বৎসর তিনি এই ভাবে ফলমূল ও দুধ খাইয়া জীবনধারণ করিলেন। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরই তিনি তাঁহার দেওয়ানী পদ পুনঃ প্রাপ্ত হন। গুরুতর কার্য্যশ্রম ও ফলমূলাহারে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার আত্মীয় স্বগণ, গুরু পুরোহিত প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বন্ধতার সহিত তাঁহাদের সমবেত প্রার্থনা জানাইলেন যে তাঁহাকে অন্নগ্রহণ করিতে হইবে। তখন তিনি কয়েক শত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের প্রসাদ স্বরূপ অন্ন লইয়া পুনরায় অন্নগ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন।

এই বংশে স্বর্গীয় “স্বরূপচন্দ্র নাগ” নামক একজন ছিলেন তিনি বাঙ্গলা ও ফার্সী (পারস্য) ভাষা এবং গণিতে মহা পণ্ডিত ছিলেন। মানসাঙ্ক, হরণ পুরণ প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রে তিনি সে সময়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। সময় সময় পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের

সুধীগণের সঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিচার হইত। কথিত আছে তিনি সকলকে পরাস্ত করিয়া অত্যন্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়াছিলেন, সেইজন্য লোকে তাঁহাকে "পাগলা স্বরূপ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। তিনিও অপুত্রক পরলোক গমন করেন।

এই নাগবংশের অন্য কেহ রাজকার্য্যে কি অন্য চাকুরীতে ছিলেন কিনা জানা যায় নাই। তবে সকলেই প্রচলিত প্রথানুযায়ী লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিজদের জোতজমির তত্ত্বাবধান করিতেন এবং তাহার আয় হইতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এই ইতিহাস আরম্ভের সময় অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে প্রায় দশ ঘর ব্রাহ্মণ, ৪০।৪৫ ঘর কায়স্থ ও ১০।১২ ঘর শূদ্রাভিহিত কায়স্থ বাস করিতেন। তখন নাগবংশের তিন পরিবার ছিল এবং এখনও আছে। দুই পরিবার মধ্য পাড়ায় বাস করিতেন। এক পরিবারের গৃহ কালীবাড়ীর সংলগ্ন উত্তর দিকে, অপর পরিবারের গৃহ কালীবাড়ীর সংলগ্ন পশ্চিম দিকে। আর এক নাগ পরিবারের গৃহ পূর্ব্ব পাড়ায় দক্ষিণ প্রান্তে। এই পরিবারেই আমি জন্মগ্রহণ করি।

সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আমাদের পুরোহিত চক্রবর্ত্তী বংশ, অপর চৌধুরী বংশ ও সান্যাল বংশই বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই রঙ্গপুর, কুচবিহার, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে চাকুরী বা ব্যবসায় করিতেন। তাঁহারা

অনেকেই একাকী বিদেশে থাকিতেন। পরে পরিবার সহ বিদেশে বাসের প্রথা ক্রমে প্রচলিত হইতে লাগিল।

কায়স্থগণের মধ্যে রায়পরিবারের অবস্থা তখন সর্ব্বোন্নত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই রায় বংশ নাগবংশের সহিত বিবাহ ও আত্মীয়তা সূত্রেই প্রথম বাঁশাইল আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ৺শ্যামকিশোর নাগ মহাশয়ের এক কন্যা ফরিদপুর জেলার চাঁদপ্রতাপ কায়স্থ সমাজের আলগীর কুলিন গুহবংশে বিবাহিতা হন। তাঁহার এক কন্যা স্বর্গীয় কেবলকৃষ্ণ রায় মহাশয় বিবাহ করেন। কেবলকৃষ্ণ রায় মহাশয় বিদ্বান ও প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন। তিনি এক সময়ে বিজনি রাজার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। প্রথম পুত্র স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র রায়। তিনি শিক্ষিত রসিক পুরুষ ছিলেন। বাড়ীতেই থাকিতেন। যৌবনে সখের যাত্রাগান করিতেন। শেষবয়সে তিনি শ্রাবণমাসে বেহুলা উৎসবের সময় নিজগৃহে পদ্মা পুরাণ পাঠ করিয়া গ্রামের ভদ্র ও মহিলাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। প্রোক্ত কেবলকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র, শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় কুচবিহার মহারাজ ষ্টেটে Public Works Department এ Superintendent পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৫০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। এই বেতন পরে বৃদ্ধি হইয়াছিল। সেসময়ে তিনি গ্রামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ও প্রধান ব্যক্তি

রায় বংশ।

স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায়।

ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল উপবিভাগে একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হয় নাই। তাঁহার কৃতী বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ পুত্রগণ এবিষয়ে একটু চেষ্টা করিলে হয়তো এক উৎকৃষ্ট জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ হইতে পারে। এখানে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথার কিছু উল্লেখ করিব। ইনি বাঙ্গলা শিক্ষালাভ করিয়া ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াই স্কুল পরিত্যাগ করেন। তৎপর চাকুরীর উদ্দেশ্যে আসাম অঞ্চলে গমন করেন। তথায় প্রথমতঃ অল্প বেতনে এক স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তারপর কিছু দিন বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন চাকুরী করিয়া P. W. D. এ সামান্য কার্য্য গ্রহণ করেন। সে-চাকুরী গেলে, তিনি অপরিমিত অধ্যবসায় সহকারে গ্রন্থ কিনিয়া নিজে ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন গোয়ালপাড়াতে তাঁহার কোনও এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত ২ বৎসর কাল Theodolite Survey এবং Engineering শিক্ষা করেন। দারুণ শীতের সময় রাত্রিতে গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি পাঠ করিতেন। দিবসেও গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতেন। ইহার ফলে তিনি গবর্ণমেণ্ট অধীনে P. W. Department এ অল্পবেতনে স্থায়ী কার্য্য প্রাপ্ত হন। পরে তথা হইতে তাঁহার মুরুব্বি এক সাহেব (বোধহয় Colonel Dalton Dy. Commr.) তাঁহাকে

কুচবিহারে পূর্ত্তবিভাগে Superintendent নিযুক্ত করেন। বহু বৎসর সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের সহিত এই কার্য্য করিয়া তিনি ২৫০৲ পেনসন লইয়া দেশে আসেন। পরে প্রায় দুই বৎসর কাল ঢাকার নবাব এষ্টেটে Engineer এর কার্য্য করেন। তৎপর জীবনের অবশিষ্ট সময় তিনি বাড়ীতেই থাকিতেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে (১৩১১ সন ৯ই ভাদ্র) তিনি পরলোক গমন করেন।

কুচবিহার চাকুরী করার সময়ই তাঁহার অবস্থা ক্রমে উন্নত হয়। ক্রমে দেশে চকমেলান পাকা বাড়ী নির্ম্মান করেন এবং ভূসম্পত্তি ক্রয় ও টাকা লগ্নি করিয়া বহু অর্থশালী ও প্রতিপত্তি-শালী হইয়া উঠেন।

তিনি গ্রামের ও আত্মীয় স্বগণের অনেককে তাঁহার অধীনে চাকুরী দিয়া বহু পরিবারের হিতসাধন করিয়াছিলেন। স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ও টান ছিল। প্রায় প্রতি বৎসর পূজার সময় নৌকাযোগে বাড়ী আসিতেন এবং ধুমধামের সহিত দুর্গা পূজা করিয়া গ্রামবাসীদিগকে খাওয়ান, দুঃখী ভদ্রপরিবারের সমস্ত লোককে বস্ত্রদান প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি গ্রামস্থ ভদ্র ব্রাহ্মণ, ইতর ও অন্যান্য জাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানদিগকে সর্ব্বদাই নানাবিধ উপায়ে সাহায্য করিতেন। এক কালীন সাহায্য, বিনাসুদে বা অল্পসুদে ঋণ দান, আহার্য্য সামগ্রী বিতরণ, বস্ত্রদান প্রভৃতি নানাপ্রকারে দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রদিগের

শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভারবহন, তাহাদের ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদের সদ্বংশে বিবাহ প্রদান, জ্ঞাতিকুটুম্বদের শিক্ষা ও বিবাহাদিতে সাহায্য প্রদান এসমস্তই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করিতেন। মাণিকগঞ্জ মহকুমাস্থ খলসী নিবাসী তাঁহার জ্ঞাতিগণ অনেকেই তাঁহার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন, কেহ কেহ তাঁহার অধীনে বা তাঁহার সাহায্যে চাকুরী পাইয়া সুখে সংসার চালাইতেন। তিনি তাঁহাদের অন্নপ্রাশন বিবাহাদিতেও সাহায্য করিতেন। আভিজাত্য গৌরব-বোধ তাঁর বিলক্ষণ ছিল। খলসীর রায় (রাহারায়) বঙ্গজ কায়স্থদের সমাজে সম্মানিত স্থান অধিকার করেন ও গোষ্ঠীপতি বলিয়া অভিহিত হন। তিনি এই বংশাভিমানে সর্ব্বদাই গর্ব্বিত ছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেহ নীচবংশে বিবাহাদি দিলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতেন। সদ্বংশে বিবাহ সম্বন্ধের জন্য তিনি অনেক আত্মীয়স্বজনকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। গ্রামে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার পদ ও বংশ মর্য্যাদা অনুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধও করাইয়া দিতেন। অনেক স্থলে তিনি তাহার সমস্ত ব্যয় বহন করিতেন। সুধু শ্রাদ্ধক্রিয়া নয়, যাহাতে গ্রামস্থ লোক খাওয়ান হয় তাহারও বন্দোবস্ত করিতেন। গ্রামে কোন আত্মীয় অনাত্মীয় ভদ্র পরিবারে বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি হইলেও নিজে উপস্থিত থাকিয়া সুবন্দোবস্ত করিতেন, শক্তির অভাব দেখিলে নিজেও তাহার কতক ব্যয় বহন করিতেন। তিনি গ্রামিক সকলের সহিত একত্র নিমন্ত্রণ খাইতে বিশেষ আনন্দ

উপভোগ করিতেন। এই সব নিমন্ত্রণের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাঁহার নিজগৃহে আসন, পিতলের গ্লাস, পাকের বাসন প্রভৃতি উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে রাখিতেন, কেননা তাঁহার নিজগৃহেই বারমাসে এইরূপ নিমন্ত্রণ হইত। দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, রাস, দোল প্রভৃতি ক্রিয়াতে তো আত্মীয়স্বগণ, গ্রামস্থ ভদ্র ও সাধারণ লোকে নিমন্ত্রণ পাইতেনই, এতদ্ব্যতীত জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মণ ভদ্রদিগকে আম খাওয়ান উপলক্ষে, পৌষ সংক্রান্তিতে পিষ্টক ও মিষ্টান্ন খাওয়ান উপলক্ষে প্রতি বৎসর নিমন্ত্রণের বিশেষ আয়োজন করিতেন। লক্ষ্মীপূর্ণিমার কোজাগর প্রথাটী তিনি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। পূর্ণিমার রাত্রিতে ২।৩ খানা নৌকায় গ্রামের যুবক বালকদিগকে লইয়া তিনি নিজে সমস্ত বাড়ীতে ঘুরিয়া জলযোগ করিতেন। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই নারিকেল ও তিলের নানাবিধ জলখাওয়ার সামগ্রী এবং মোয়া মুড়কী প্রভৃতি প্রস্তুত হইত ও উপস্থিত ভদ্র লোকদিগকে বিতরিত হইত। এই "কোজাগরী" প্রথম আমাদের বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশেষে গোবিন্দ বাবুর বাড়ী গিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ হইত"। সেখানে ঐ সমস্ত জলপানি, ক্ষীর, দধি, মুড়কী, সন্দেশ প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্যভোগে সকলে পরিতৃপ্ত হইতেন।

এই জনপ্রিয় সহৃদয় মহাপুরুষের জীবনের একটী বিশেষত্ব ছিল তাঁহার অতিথি-সেবা। বিদেশে চাকুরী স্থলে যেমন তিনি বহু উমেদার, ভিক্ষার্থী ও অতিথির ভরণপোষণ যোগাইতেন,

দেশের বাড়ীতেও তেমনই তাঁহার সদাব্রত ছিল। অতিথিশালা সর্ব্বদাই সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে হিন্দুমুসলমানদিগের পৃথক পৃথক রন্ধনশালা ছিল। ভাঁড়ারে সর্ব্বদাই বহু লোকের আহার্য্য মজুত থাকিত। যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি কিংবা যত লোক অতিথি আসিত তিনি অথবা তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক অতিথি সর্ব্বদাই আসিতেন, তাঁহাদের পদ-মর্য্যাদা ও বংশগৌরবানুযায়ী আহার ও শয্যার ব্যবস্থা করিতেন। সম্মানিত ব্যক্তি হইলে তাঁহার জন্য পোলাও মিষ্টান্ন মৎস্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত হইত। তিনি মাংস খাইতেন না এবং জীব হত্যা করিয়া অতিথিকে মাংস খাওয়াইতেও ব্যস্ত হইতেন না। কিন্তু মৎস্যের ব্যঞ্জনাদি এত অধিক পরিমাণে হইত যে অতিথি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক অতিথিদের আহার্য্য ও পানীয় রূপার থালা বাটী গ্লাসে পরিবেশিত হইত। কার্পেটের আসন দেওয়া হইত। টাঙ্গাইল মহকুমার হাকিম, কখনও উকিল, মোক্তার, পোলিস ও অর্থী প্রত্যর্থী, সাক্ষী, মাঝি মাল্লা প্রভৃতি বহু লোক সহ সফরে আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন। তখন এই বহু সংখ্যক লোককে ষোড়শোপচারে খাওয়ান হইত। ইহা স্নুধু এক সন্ধ্যার ব্যাপার ছিল না। সময় সময় দুই তিন দিন ব্যাপিয়া এই নিমন্ত্রণ চলিত। সেসময়ে গ্রামে রাজকর্ম্মচারীদের বাসের

অন্য স্থান ছিল না। সুতরাং সকল ডিপার্টমেণ্টের লোকই সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

অষ্টমী স্নান ও অন্য পর্ব্বাদি উপলক্ষে বহু লোক এই পথে যাতায়াত করিত এবং গোবিন্দ বাবুর গৃহে অতিথি হইত। আমাদের গ্রামের ৬।৭ মাইল উত্তরে "ভণ্ডেশ্বর" নামক গ্রামে একবার স্নানের এক হুজুগ হইয়াছিল। সেখানে একটী ক্ষুদ্রায়তনের হ্রদ ছিল। কতক স্বার্থপর লোক এক গুজব তুলিল, সেই হ্রদে স্নানে বহু পুণ্য সঞ্চিত হয় এবং উৎকট ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়। দলে দলে লোক সেখানে স্নান করিতে যাইত ও দেবতার উদ্দেশ্যে সেই হ্রদে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করিত। আমার মনে হয়, কয়েক দিন ব্যাপিয়া ১০০ হইতে ৬০০ লোক প্রতি বেলায় অতিথি হইয়া "রায়বাড়ীতে" আহার করিত। গ্রামের ভদ্র লোকগণ সাগ্রহে এই বৃহৎ ব্যাপারে সহায়তা করিতেন। আর "বাইগুণ বাড়ী" নামক স্থানে অষ্টমী স্নানের সময় বহুসংখ্যক যাত্রী প্রতি বৎসর অতিথি হইত। এখনও তাঁহার যোগ্য পুত্রগণ সেই অতিথিসেবা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। গোবিন্দ বাবুর বহু সদ্গুণের জন্য দেশীয় সমস্ত লোক তাঁহার স্মৃতিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। সর্ব্বোপরি তাঁহার এই অতিথি সৎকারের জন্য তাঁহার নাম ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

গোবিন্দ বাবু অতি সামান্য লেখাপড়া লইয়া জীবনপথে অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা

গুণে তিনি অতি সম্মানের উচ্চ কার্য্য বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া কুচবিহার ষ্টেটে বিপুল গৌরব অর্জ্জন করেন। তিনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমন তাহা বাড়াইতেও জানিতেন এবং সদ্ব্যবহারও করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি Entrance স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইংরেজী ভাষা এমন সুন্দর শিখিয়াছিলেন যে সাধারণ বি, এ, এম, এ, তাঁহার নিকট অনেক সময় অপ্রতিভ হইত। অতি সহজ বিশুদ্ধ ইংরেজি বলিতে ও লিখিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আমি অনেক সময় তাঁহার dictation অনুযায়ী তাঁহার চিঠি পত্র লিখিয়াছি। আর সে সময় এমনও হইয়াছে আরও দুএকজন দ্বারা বাঙ্গলাতে চিঠি লেখাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সবদিগে মনোযোগ দিয়া সহজ idiomatic ইংরেজিতে অল্পকথায় সুন্দর চিঠি dictate করিতেন। সংসারের সকল কার্য্যে তাঁহার আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যে সময় যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি মনোযোগ দিতেন। তিনি একজন সদালাপী ছিলেন। তাঁহার বাক্যালাপ ও গল্পাদি সর্ব্বদাই সরস ও কৌতূহল পূর্ণ ছিল। কেহ নিকটে বসিলে তাঁহার আলাপ ছাড়িয়া উঠিতে পারিত না। এমন conversational powers (আলাপের শক্তি) অল্প লোকেই দেখা যায়।

তিনি গ্রামের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে পূর্ব্ব হইতেই একটি উৎকৃষ্ট ছাত্রবৃত্তি বাঙ্গলা স্কুল

ছিল। গোবিন্দ বাবু নিজব্যয়ে সেটিকে নিজের নামানুসারে Govindo M. E. School নাম দিয়া মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নীত করেন। গ্রামে একটি পোষ্ট অফিস স্থাপন করেন। একটি ডাক্তারখানা স্থাপন করিয়া যাহাতে সকলের অল্পব্যয়ে চিকিৎসার সুবিধা হয় তাহার বন্দোবস্ত করেন। ডাক্তারের বেতন নিজে দিতেন। ঔষধের মূল্যও কতক দিতেন। গরীব দুঃখী বিনামূল্যে ঔষধ পাইত। গ্রামে যে হাট আছে, সেখানে জলকষ্ট নিবারণ জন্য একটী পাকা ইন্দারা দিয়াছেন, জলকষ্টের সময় বহু লোক তাহা হইতে পানীয় জল পায়। গ্রামের কালীগৃহ নিজব্যয়ে পাকা পোস্তাসহ টিনদ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন তাহাতে বহু লোক স্নান করে। বাহির অঙ্গনে ইন্দারার জল সর্ব্বসাধারণের পানীয় জল যোগায়।

এই খ্যাতনামা পরোপকারী প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীর সুখসম্পদ ও জনসাধারণের শ্রদ্ধা সম্মান ভোগ করিতে করিতে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এক উইল করিয়া যান। সে-উইল আমার হাতের লেখা। আমি ও শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বসু প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি Executor নিযুক্ত হই। তিনি তাহার সম্পত্তি চারি পুত্রকে সমান ভাগ করিয়া দিয়া যান। ইহাতে তাঁহার পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদন, তীর্থ পর্য্যটন, দেবসেবা ও অতিথিসেবার

সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হেমচন্দ্র তাহার অপর তিন ভাইয়ের সহিত একত্রে সম্পত্তি ভোগ করা অসুবিধা মনে করায় এক Family Settlement Deed দ্বারা তাহার অংশ পৃথক করিয়া লন ও Executorগণ সম্পত্তি রক্ষার ভার হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অপর তিন পুত্র সকলেই কৃতী ও উদীয়মান। শ্রীমান চারুচন্দ্র বি, এল পাশ করিয়া টাঙ্গাইলে ওকালতি করিতেছেন। শ্রীমান অপূর্ব্বচন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া বিলাত হইতে Incorporated Accountantship পাশ করিয়া ঢাকাতে এক Firm খুলিয়াছেন। শ্রীমান স্বরোজবন্ধু Benares Hindu Universityতে Engineering departmentএ পড়িতেছেন।

বসু বংশ
৺রামকুমার বসু

ঐ সময়ের গ্রাম্য ইতিহাস লিখিতে আরও একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইঁহার নাম স্বর্গীয় রামকুমার বসু। ইনি তখন রংপুর সহরে মোক্তারি করিতেন ও অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া রংপুরে চকমেলান পাকা বাড়ী করিয়া তথায় 'অন্নপূর্ণা' প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি তেজস্বী ও অভিমানী পুরুষ ছিলেন; নিজকে গোবিন্দ বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন। উভয়ের ভিতর সদ্ভাব ছিল না। ফলে বসু মহাশয়কে প্রায় 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনিও গ্রামের লোকের সময় সময় কিছু কিছু উপকার করিতেন। কিন্তু গ্রামের প্রকৃত কল্যাণ বিশেষ কিছু

সাধন করিয়া যান নাই। তবে তিনি মনে করিতেন গ্রামে তিনি একজন বিশেষ পদস্থ। তাঁহার একান্ত দুঃখ ছিল গোবিন্দ বাবুর মত সম্মান লোকে তাঁহাকে কেন করে না। এইজন্য গ্রামবাসী অনেক লোকের সহিত তাঁহার অসৌহার্দ্দ্য ঘটিত। তিনি অতি সাহসী, ক্রোধপরায়ণ ও চঞ্চলমতি লোক ছিলেন। তাঁহার আত্মাভিমান সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত গল্প কথিত আছে। একবার পূজার সময় তিনি নৌকাযোগে রংপুর হইতে বাঁশাইল নিজগৃহে আসিতেছিলেন। বাড়ীর নিকট আসিলে রাত্রিকালে মাল্লাগণ নৌকার 'দারা' (নৌকাপথ) ঠিক না পাইয়া লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমরা বাঁশাইল মোক্তার বাবুর বাড়ী কোন দারায় যাইব ?" লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল "সে বাড়ী কোন্ পাড়ায়" ? একজন মাঝি বলিল, "গোবিন্দ বাবুর বাড়ীর নিকট", বসু মহাশয় বলিলেন, "গোবিন্দ বাবুর বাড়ীর নিকট আমার বাড়ী, না আমার বাড়ীর নিকট গোবিন্দ বাবুর বাড়ী ? গোবিন্দ বাবুর পরিচয়ে আমাকে গ্রামে চিনিবে, এ গ্রামে আমি যাইব না, নৌকা ফিরাইয়া চল"। তিনি বাড়ী না আসিয়া পুনরায় রংপুর চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ বাবু পাকা বাড়ী করিয়াছিলেন, সুতরাং বসু মহাশয়ও একখানা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দেশে আসিতেন না। এখন তাহার বাসভূমি শূন্য ভিটাতে পরিণত হইয়াছে। রংপুরে একদা এক ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এক মোকদ্দমার বিচারফল লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হুজুর, বড় দুঃখ বোধহয়, এই

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও সাক্ষীর জবানবন্দী যদি আমার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত করিতাম, তিনিও আপনার চেয়ে ভাল বিচার করিতে পারিতেন।" হাকিম আদালত অবমাননার অপরাধে তাঁহার ৬৪৲ অর্থদণ্ড করেন।

একবার কোন কার্য্য উপলক্ষে তিনি রাজা গোবিন্দলালের হাতী চাহিয়াছিলেন। হাতী অসুস্থ অজুহাতে তাঁহাকে হাতী দেওয়া হয় না। তিনি তৎপর দিনই নিজে এক হাতী ক্রয় করেন এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া রাজা গোবিন্দলালের অনুদারতা সম্বন্ধে লোকদিগকে নানা কথা বলিতেন।

বসু মহাশয় ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষা বেশ ভাল বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি "সঞ্জীবনীতে" ধারাবাহিকরূপে বাহির করিতেন। তাহা পাঠ করিয়াছি, সুপাঠ্য হইয়াছিল। তিনি রংপুরেই বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সেখানেই পূর্ণবয়সে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে পূর্ব্ব পাড়ার সর্ব্ব দক্ষিণের বাড়ী আমাদের। এই বাড়ী পূর্ব্বে প্রশস্ত দশ বিঘা পরিমাণ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। তাহার কতক অংশ, দক্ষিণ,

গৃহ।

পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে নিম্নভূমি। অবশিষ্ট প্রায় ৫ পাঁচ বিঘা পরিমাণ উচ্চভূমি। এই উচ্চস্থানের উপরই বাসগৃহ। এদেশে নিম্নভূমি বর্ষাতে জলপ্লাবিত হয় বলিয়া প্রত্যেক গৃহই উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মাণ করিতে

হয়। ভূমি নীচু থাকিলে মাটি উঠাইয়া তাহা উচু করিতে হয়, তবে তাহাতে বাসগৃহ প্রস্তুত সম্ভবপর হয়। আমাদের ১২ খানা খড়ের ঘর ছিল। বাড়ীতে তিন চারিটী আঙ্গিনা। বাহিরের আঙ্গিনায় উত্তর ভিটায় মণ্ডপঘর, দক্ষিণ ভিটায় কাছারী অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘর, তাহার পূর্ব্বে গোরা ঘর (যেখানে দিনের বেলা গরু থাকিত)। মণ্ডপের পশ্চাতে ক্ষুদ্র আঙ্গিনা, তাহার পশ্চিমে অতিথির রান্নাঘর বা ভোগঘর। মধ্য আঙ্গিনায় উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারি ভিটায় চারিখানা বৃহৎ ঘর উঠানের চারি পার্শ্বে। উত্তরের ভিটার ঘর দক্ষিণদ্বারী সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহাকে বড় ঘর বলা হইত। এই আঙ্গিনার পশ্চিমদিকে এক ক্ষুদ্র অঙ্গন—সেটাকে 'পাছ দুয়ার' বলা হইত। এইটী রমণীদের অন্দর মহল। দক্ষিণদ্বারী ঘরের পশ্চিম ও পূর্ব্বদ্বারী ঘরের উত্তর এই আঙ্গিনা অবস্থিত ছিল। ইহার উত্তরে মাছের ও সাধারণ রান্নাঘর। পশ্চিমে হবিষ্য অর্থাৎ নিরামিষ রান্নাঘর। এই বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে একঘর মালী বাড়ী ছিল। সে সময়ে প্রায় প্রত্যেক ভদ্র পরিবারেই এক ঘর মালী থাকিত। ইহারা উঠান ঝাট দিয়া বাড়ীর আঙ্গিনা পরিস্কার রাখিত। গৃহস্বামীর ক্ষেত্রে উপার্জ্জিত শস্য হইতে ইহারা একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইত। অন্য কয়েক ঘর নমঃশূদ্র প্রজার বাড়ী। ইহারা প্রায়ই কোন খাজানা দিত না। সময় সময় ভৃত্যের কার্য্য করিয়া দিত। ইহারা সকলেই আমাদের অনেক জমি বর্গা বা ভাগে চাষ করিত ও শস্যের

অর্দ্ধাংশ দিত। বাড়ীর পূর্ব্বপ্রান্তে একটী পাতকূয়া পানীয় জল যোগাইত। পশ্চিমপ্রান্তে একটী ছোট পুকুর ছিল, পরে উহা এক ডোবাতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণ ও উত্তরে হিজল প্রভৃতি গাছ ছিল, যাহা হইতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাষ্ঠ সংগৃহীত হইত।

গৃহে সকল সময়ই প্রচুর ধান্য মজুত থাকিত। ভিতর অঙ্গনের পশ্চিমদ্বারী ঘরে এই ধান মজুত থাকিত। সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সেখান হইতেই মাঝে মাঝে ধান্য বিক্রী হইত। গোশালায় ৪।৫টী ভাল সবৎসা গাভী থাকিত। তাহারাই প্রচুর দুগ্ধ দিত। গরুর আহার জন্য পালা খড়ও মজুত থাকিত। সর্ব্বদাই একজন নমঃশূদ্র বাহিরের চাকর থাকিত। কখনও গোচারণ জন্য একজন রাখালও থাকিত। একজন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে বাড়ীখানি সজ্জিত ও সুন্দর ছিল। কিন্তু অচিরেই এই সচ্ছল অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। জগতে প্রতিনিয়ত এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। মানুষ শত চেষ্টাতেও তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে না।

আমার পিতামহ ৺ভবানী প্রসাদ নাগ মহাশয়ের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ আমার দেবতা জনক ৺স্বরূপচন্দ্র নাগ।

পরিবার।

তিনি তৎসময়ের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺জগৎচন্দ্র নাগ বাঙ্গলা ও পারস্যভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।

ফার্সীতে তিনি নাকি দুই একখানা বইও লিখিয়াছিলেন। যৌবনারম্ভেই তিনি কুমার অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার অনেক ফার্সী গ্রন্থ এক বেতনির্ম্মিত "পেটারায়" দেখিয়াছিলাম। গৃহদাহে স্মৃতির উপাদান এই সব অমূল্য গ্রন্থগুলি ভস্মীভূত হয়। পিতৃদেব 'জয়দুর্গা' নাম্নী এক ধর্ম্মপ্রাণা সরলা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি আমার 'বড় মা'। ইহাঁর গর্ভে এক শিশু জন্মের অল্প পরেই লোকান্তর চলিয়া যায়। তৎপর বহু বৎসর পর্য্যন্ত আর সন্তান হয় না। তিনি দেখিলেন, পিতৃদেবের পিণ্ডদানের কেহই রহিল না। তিনি নিজে উদ্যোগ করিয়া পিতৃদেবকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। পিতৃদেব অনেক দিন পর্য্যন্ত বড়মার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। পরে বড়মা মহিষামুড়া নিবাসী দত্ত বংশের এক কন্যা 'রত্নমণি দেবী'কে নিজে পছন্দ করিয়া আনিয়া পিতৃদেবের করে সমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তিনি নাকি বিশেষ বয়স্থা ছিলেন। পিতৃদেবের বয়সও বোধ হয় ৪০।৪৫ বৎসর হইয়াছিল। আমার উদার বড়মা সাদরে এই সপত্নীকে গৃহে বরণ করিয়া লইলেন এবং দাম্পত্য জীবনের সুখ তাঁহাকেই সম্যক্ প্রদান করিয়া সংসারে গৃহকর্ত্রীর মত চলিতে লাগিলেন।

বিবাহের কিছু দিন পরে, বোধ হয় বাঙ্গলা ১২৬৩ সনে আমার জ্যেষ্ঠ ৺গোপালচন্দ্র নাগ ভূমিষ্ঠ হন। আমার কুষ্ঠি

নষ্ট হইয়া যায়। আমি পরে শুনিয়াছিলাম, ইহার ৯ বৎসর পর বাঙ্গলা ১২৭২ সনের ২২শে শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে আমি ধরিত্রীর মুখ প্রথম দেখিলাম। সে-সময়ের প্রথানুযায়ী নিশ্চয়ই আমার সূতিকা-গৃহ, প্রাঙ্গণে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, বাদলের বারি-সম্পাত সময়ে, এক শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলাম। গৃহে আনন্দ কোলাহল হইল। কিন্তু এই আনন্দলহরী অনেক দিন স্থায়ী হইল না। 'ছয় ষষ্ঠীর' দিন রজনীযোগে বিধাতা সূতিকাগৃহে আসিয়াছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু ছয় দিন পর তিনি আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃদেবীকে ইহ সংসার হইতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে অমরধাম-নিবাসিনী করিলেন। কি দুর্ভাগ্য! জন্মিয়া মায়ের মুখ দেখিলাম, কিন্তু তাহার উপলব্ধিও নাই, স্মৃতিও নাই। আমি পরে আমার মা'র সম্বন্ধে কত অদ্ভূত কল্পনা করিতাম। কোন কোন প্রাচীন মহিলা একজন রমণীকে দেখাইয়া বলিতেন, 'তোর মা অনেকটা এঁর মত ছিল"। সেই শ্যামাঙ্গিনী, আয়ত-লোচনা দীর্ঘাকৃতি সহাস্যবদনা রমণী আমাকে জননীর স্নেহ দিয়া কোলে লইতেন, আমি কেবলই মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম (ইনি আমাদের প্রতিবেশী ৺আনন্দমোহন ঘোষের স্ত্রী ছিলেন)। মা কি সত্যই তাঁহার মত ছিলেন, তবে কাল হইলেও মা সুন্দরীই ছিলেন। যদি জ্ঞানে মাকে পাইতাম, তবে অসুন্দরী হইলেও আমার হৃদয়ে তিনি সুন্দর মনোহর

জন্ম।

মূর্ত্তি লইয়াই বিরাজ করিতেন। "মা, তুমি কেন চলে গেলে? তুমি কি ভেবে ছিলে তোমার এই অযোগ্য সন্তানের সেবা ভক্তি, আদর যত্ন তুমি পাবেনা? মা, কত দিন তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু তোমার চেহারা ঠিক ধর্‌তে পারি নাই। বসে আছি ভরসা নিয়ে, শীঘ্র তোমার সঙ্গে মিলব, তোমার কোলে বসব, তোমার স্তন পান করবো, তোমার কাছে আবদার করবো, তোমাকে ত্যক্ত করে ছাড়বো, এই যে ৬০ বৎসর তোমার স্নেহ হতে বঞ্চিত, সুদ শুদ্ধ সে স্নেহ আদায় করবো। আচ্ছা মা, তুমি কি গোপনে আমার কাছে থাক্‌তে? বোধ হয় থাক্‌তে; তা না হ'লে শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের সহস্র বিপদ হ'তে কেমন ক'রে বাঁচলাম্? মা, তুমি চলে যাবার সময় আমাকে কি অমূল্য আশীর্ব্বাদ দিয়ে গিয়েছিলে? মা-মরা ছেলে তাই এত দীর্ঘ ৬০ বৎসর বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে নয়, সুস্থ ও সবল আছি। শুধু দেহে সুস্থ নয়, মনেও অনেকটা সুস্থ আছি। আর সংসারক্ষেত্রে ভগবৎকৃপায় ও তোমার আশীর্ব্বাদে কতনা সম্পদ, সুখ, স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিলাম। কতলোকের আদর, যত্ন, স্নেহ, প্রীতি পাইলাম। জীবনে ধনোপার্জ্জন বেশী না হইলেও যেটুকু হইয়াছে তাহা আমার যোগ্যতা অপেক্ষা অনেক বেশী। আর কখনও তো অভাব হয় নাই। সততার সহিত যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহাতেই আমি তোমার নিকট ও জগজ্জননীর নিকট কত কৃতজ্ঞ। মনে আত্মপ্রসাদের গর্ব্ব জাগিয়া উঠে। মাগো, এখনও তো স্বর্গ

থেকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছ। যেদিন এই সংসারের মায়া কাটিয়ে তোমার কাছে যাব, কোলে তুলে নিও, যে-মুখ জীবনে দেখি নাই সেই মুখে চুমো খেয়ো, আমার এই মাতৃবিরহসন্তপ্ত জীবন ধন্য হবে।"

মা তো ছয়দিনের শিশু রেখে নির্ম্মমের মতন চলে গেলেন। কিন্তু সেই নিস্তব্ধ, শোকসন্তপ্ত সূতিকাগৃহে তাঁর চেয়ে অধিক স্নেহশীলা সন্তানবৎসলা করুণাময়ী জগজ্জননী এসে আমাকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন। গর্ভধারিণীর অভাব হলো বটে, কিন্তু জগন্মাতা অনেক রমণীতে আমার মাতৃরূপ ধরে এসে হাজির হলেন। প্রথমেই এলেন আমার বড়মা যিনি দাদাকে এই ৮।৯ বৎসর 'মানুষ' কর্‌ছিলেন। তিনি এই দুর্ভাগ্য শিশুকে তাঁর বক্ষে তুলে নিলেন। প্রতিবেশিনী অনেক রমণী এসে আমাকে স্তনের দুগ্ধ দিতেন। কিছু দিন পর একজন নমঃশূদ্র জাতীয়া বিধবা রমণী আমার স্তনদায়িনী ধাত্রীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইনি কয়েক দিন পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোড়ে ৪ মাসের এক কন্যা ছিল। সেই কন্যার নাম নন্দরাণী। লোকে তাঁহাকে "নন্দর মা" বলিয়া ডাকিত; আমি তাঁকে পরে 'মা' বলিয়াই ডাকিতাম। মার মৃত্যুর পর আমার "বড় মা"ই প্রকৃত "রক্ষাকালী মা" হইলেন। 'নন্দর মা' আমাকে স্তন দিতেন ও লালন পালন করিতেন। সেই সময় আমাদের সংসারে একজন বিধবা রমণী থাকিতেন, তাঁহার নাম 'দয়াময়ী' ছিল। তিনি খুব দূরসম্পর্কে

বাবার কিরূপ ভগ্নী ছিলেন। কোন গুহবংশে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি যৌবনপ্রারম্ভেই নিঃসন্তান বিধবা হইয়া বাবার সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিও আমার আর এক "মা" হইলেন। একমার অভাবে আমার ভাগ্যে তিন মা জুটিল। "বড়মা", পিসিমা, ধাইমা। ইহাঁদের সম্মিলিত যত্নে আমি ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম। গর্ভধারিণীর কোন কথাই জানিতাম না। বড় মাকেই প্রকৃত মা বলিয়া জানিতাম। তিনি আমার জ্যেষ্ঠকেও অপত্য সদৃশ আদর যত্ন করিতেন। দুই ভাই ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। দাদা গ্রামের বাঙ্গলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। যথাসময়ে আমার অন্নপ্রাশন হইল ও আমি 'গিরিশ' নামে অভিহিত হইলাম। বাবা ও মা'রা আমাকে 'গিরি' বলিয়া ডাকিতেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

আমার বয়স যখন ৫।৬ বৎসর হইল, তখন 'হাতেখড়ি' হইল। সেসময়ে পুরোহিতের সহায়তায় হাতেখড়ি হইত। আমার তাহা হইল না। পিতৃদেব এক দিন খড়িমাটী দিয়া ক, খ, গ, লিখিয়া দিলেন। আমি তাহা দেখিয়াই মাটিতে ঐরূপ অক্ষর লিখিতে প্রয়াস পাইলাম। পরে শুনিয়াছি, প্রথম দিনই আমি নাকি তিন চারিটী অক্ষর লিখিতে শিখিলাম। এইরূপে অল্প সময়েই অক্ষর বোধ হইল এবং লেখাপড়ায় একটু আগ্রহ দেখাইতে লাগিলাম। তখন গ্রাম্য ছাত্রবৃত্তি স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইলাম। কিন্তু দাদা প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই স্কুল

ছাড়িলেন। আমি লেখা পড়ায় একটু একটু প্রতিভা ও যত্ন দেখাইতে লাগিলাম। নীচের কয়েক ক্লাশে আমি তত মনোযোগ প্রদর্শন করি নাই, তবে পড়া করিতে ক্রুটী করি নাই। প্রথম স্থান অধিকার সব সময়ে বোধ হয় ঘটে নাই; কিন্তু অন্য সহপাঠী অপেক্ষা আমার একটু বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ্য করিতেন। পিতৃদেব তাহাতে গর্ব্বিত বোধ করিতেন। তিনি গৃহের বাহিরে সভা সমিতি প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদাই আমাকে লইয়া যাইতেন। হাট বাজারেও সঙ্গে নিতেন। মাতৃহীন বালক বলিয়াই বোধ হয় অধিকাংশ সময় আমাকে নিকটে রাখিতেন। ইহার আরও একটী হয়তো কারণ ছিল। আমি বাল্যে বড় দুষ্ট ছিলাম। ঠিক দুরন্ত বালক না হইলেও গ্রাম্য বালকদের মধ্যে একজন mischief maker বা অনর্থ-সাধক ছিলাম। একটী ঘটনা একটু একটু মনে পড়িতেছে। একদিন বর্ষার প্রারম্ভে গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে স্কুলে যাইতেছি। তখন দেখি আমার অপর জ্ঞাতিদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে কালীবাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে যে পুকুর আছে, তাহার মোহানায় কে যেন 'চাই' (a kind of fishing trap) পাতিয়াছে। নূতন জলের মৎস্য সেই 'চাইতে' অনেক প্রবেশ করিয়াছে, আর বাহির হইতে পারে না। 'চাই' প্রায় মৎস্যে পূর্ণ। কি খেয়াল হইল, চাইটী তুলিয়া ঢাকনি খুলিয়া দিলাম। মৎস্যগুলি সব আনন্দে বাহির হইয়া গেল। চাইটী ঢাকনি খোলা অবস্থায় সেখানে রাখিয়া স্কুলে চলিয়া গেলাম। কথাটী

প্রকাশ হইয়া পড়াতে, গৃহে বা স্কুলে কিছু ভৎর্সনা লাভ ঘটিল। স্কুলে পড়ার জন্য কখনও শাস্তি পাই নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুষ্টামির জন্য, ভূমিতে ও কাষ্ঠাসনে দণ্ডায়মান বহুবার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। সে সময়ের প্রচলিত 'ছিছি', হাডুডু বা কাপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেলাতে প্রায়ই যোগদান করিতাম। গ্রামে তখন ব্যাটবল ভাল প্রচলিত হয় নাই। আর কোন খেলাতেও আমি কুশলতা প্রদর্শন করিতে পারি নাই। পৌষ সংক্রান্তির দিন ডাণ্ডাগুলি খেলা হইত। তাহাতে গ্রামের বয়স্ক ভদ্রলোকগণও যোগ দিতেন। কয়েক বৎসর পরই এই খেলা উঠিয়া গেল। তখন পৌষ সংক্রান্তির দিন ব্যাটবল বা ক্রিকেট খেলার match হইত। আমি আমের সময় প্রায়ই নিজেই গাছে উঠিয়া আম পারিতাম। বি, এ, পাশ করার বারও এইরূপ গাছে উঠিয়া আম পারিতেছি, এক ভদ্র মহিলা আসিয়া আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন "তুমি বি, এ, পাশকরে গাছে উঠ, এ কেমন কথা ?" আমার ধাইমা (নন্দর মাতা) নীচে আম কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি তাহার উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন, "নমঃশূদ্রের রক্ত উহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, কেন গাছে উঠিতে পারিবে না।"

বাবা আমাকে গ্রামান্তরেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। মনে পড়ে, একবার বর্ষাতে বাবা মানরা গ্রাম নিবাসী (৺ কৃপানাথ চক্রবর্ত্তী কি ভট্টাচার্য্য নামক) তাঁহার এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর বাড়ীতে এক অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে আমাকে নিয়া

গিয়াছিলেন। "মানরা" গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। সেই নিমন্ত্রণ সভাতে বহু ব্রাহ্মণ বালক উপস্থিত ছিলেন। সেসময়ের প্রথানুসারে, সেই বালকদিগের সহিত আমার জ্ঞানযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তাঁহারাই আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিছু কঠিন কঠিন বাঙ্গলা শব্দের অর্থ ও সন্ধিবিচ্ছেদ সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন হইতে লাগিল। সবই পণ্ডিতের ছেলে, তাঁরা সন্ধিটাই ভাল করিয়া শিখিয়াছেন। আমি সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়াতে সভাস্থ অনেক প্রাচীন পণ্ডিতেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইলাম। একটী বালক জিজ্ঞাসা করিল "ভিত্তরচোত্তর দায়ক" সন্ধি কি? আমি কিছুই বুঝিলাম না। পরে জ্ঞান হইলে জানিয়াছিলাম। পণ্ডিতের ছেলে বাপের নিকট বোধ হয় "ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ" সংস্কৃত শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিল। তাহার অপভ্রংশে এক অর্থহীন বাঙ্গলা শব্দ প্রস্তুত করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। যখন তাহাদের প্রশ্নরূপ শিলাবর্ষণ শেষ হইল, তখন একজন পণ্ডিত আমাকে বলিলেন, "এখন তুমি প্রশ্ন কর।" আমি ভাবিলাম এদের সঙ্গে ব্যাকরণ কি সন্ধি বিদ্যায় আমি আঁটিয়া উঠিবনা তখন প্রথম ভূগোলের ২।১টী প্রশ্ন করিলাম, সকলেই নিরুত্তর। পণ্ডিত তখন বলিলেন ইহারা অনেকেই টোলে পড়ে, ভূগোল পড়েনা। তখন মৌখিক অঙ্কের ২।১টী প্রশ্ন করিলাম, যথা— ২॥০ টাকা মণ হইলে ১।০ সোয়া সেরের দাম কত? পূর্ব্ববৎ

নিরুত্তর। তখন পণ্ডিত বলিলেন, “ইহারা অঙ্ক তেমন পড়েনা, ভাষা, শব্দ, ব্যাকরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর।” তখন ‘প্রশংসা’, ‘শুশ্রূষা’, ‘অশ্লীল’, ‘সমীরণ’ ইত্যাদি কয়েকটী শব্দের বর্ণবিন্যাস ও অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহই শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস করিতে পারিল না। দুএকটী শব্দের অর্থ বলিল। তখন পণ্ডিতগণ আমারই জয় ও ব্রাহ্মণ বালকদের পরাজয় ঘোষণা করিলেন।

আর একবার পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে করিয়া কেদারপুরের নিকট হামজা নামক গ্রামে নৌকাযোগে গিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক “হরি ঠাকুর” ছিলেন, সেখানে বহু লোকে লুট দিবার জন্য যাইত। তখন আমার বয়স ১৪ বৎসর হইবে। হামজা ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। নদীর স্রোত প্রবল ও এবং নদীও গভীর। ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকার অগ্রভাগে মুখ ধুইতে গিয়া জলে পড়িয়া যাই। সাঁতার জানিনা, খরস্রোতে কিছুদূর ভাসিয়া গেলাম। জগজ্জননী এক আশ্চর্য্য ভাবে আমাকে কোল পাতিয়া লইলেন। দেখিলাম একটা গাছ (বোধহয় আম গাছ) স্খলিতমূল হইয়া নদীগর্ভে পড়িয়াছে। তাহার একটী শাখা ধরিয়া ফেলিলাম ও বাবাকে ডাকিলাম। ইহার পূর্ব্বে নৌকাস্থ কোন লোকই টের পায় নাই, হঠাৎ আমাকে নদীগর্ভে বৃক্ষশাখায় ঝুলিতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত ও চিন্তিত হইল। বাবা আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। এই ঘটনার স্মৃতি ভবিষ্যৎ জীবনে আমাকে ভগবানের করুণার কথাই শিক্ষা দিয়াছিল। ছয় দিন বয়সের মাতৃহীন শিশুকে

যিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি জীবনে এই দ্বিতীয় বিপদেও রক্ষা করিলেন। এইরূপ আরও কত বার আসন্ন মৃত্যু হইতে আমি রক্ষা পাইয়াছি তাহার বিবরণ ক্রমে বর্ণিত হইবে।

দশ এগার বৎসর বয়সেই আমি শিক্ষার বড় অনুরাগী হইলাম। শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের অভিলাষ জন্মিল। নূতন কিছু শিখিতে পারিলে বড় আনন্দ উপভোগ করিতাম। অল্প সময়মাত্র বই পড়িতাম। কিন্তু কিছু মেধা ছিল বলিয়া, সহজেই পড়া শিখিতে পারিতাম। মাতৃহীন বালক বলিয়া কেহ আমাকে শাসন করিত না, এবং শিক্ষার জন্যও বিশেষ যত্ন করিত না। বাবা বলিতেন "হাউসে বিদ্যা বক্ষিলে ধন" অর্থাৎ বিদ্যালাভে যাহার "হাউস" বা সখ আছে সেই শিক্ষা লাভের অধিকারী হয়, আর যে কৃপণতা করে সেই ধন সঞ্চয় করিতে পারে। বিদ্যার্জ্জন প্রকৃতই সখের জিনিষ। শুধু তাড়নায় হয় না। দুঃখের বিষয় আমার 'সখ' যত ছিল, অধ্যবসায় তত ছিল না। আরামপ্রিয় না হইলেও সর্ব্বদা বই ঘাটা আমি মোটেই পছন্দ করিতাম না। এই কম পড়ার জন্যই বোধ হয় স্বাস্থ্য নষ্ট হয় নাই। ঐ সময়ে আমার সমবয়স্ক আমাদের পুরোহিত বংশীয় একজন বালক ৵ গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী প্রতিভার পরিচয় দিয়া স্কুলে খুব ভাল ছেলে হইয়াছিলেন। ইনি ক্রমে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি অত্যধিক পরিমাণে পড়াশুনা করিয়া শেষে অকালে অমর ধামে চলিয়া যান। ইহাঁর মত প্রতিভাসম্পন্ন সচ্চরিত্র

বালক আমাদের গ্রামে আর কেহ ছিলেন না। ইনি, ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ৺মাণিক চক্রবর্ত্তী ও আমি একসঙ্গেই থাকিতাম ও খেলা ধূলা করিতাম। মাণিক ঠাকুরদাদা লেখা পড়া শিখিলেন না, কিন্তু বড় বুদ্ধিমান ছিলেন এবং আমাদের দুষ্টামির শিক্ষক ও নেতা ছিলেন। ইনিও পরে অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান।

ইংরেজি ১৮৭৭ সালে ১২ বৎসর বয়সে আমি গ্রামের মধ্য বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। তখন Intermediate Vernacular Examination নামে এক পরীক্ষা ছিল, উচ্চ প্রাইমেরীর মত। সেই পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। ১৮৭৯ সালে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। কাওয়াইলজানি নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় তখন আমাদের স্কুলের প্রথম বা Head পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গ্রামের জনপ্রিয়, বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবী, কার্য্যকুশল পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নর্‌ম্যাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন না। কিন্তু শিক্ষাপ্রদানপ্রণালীতে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহের সহিত শিক্ষা দিতেন। আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় একজন ইন্‌স্পেক্টর আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি পরিদর্শন সময়ে আমাকে সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি সমস্ত পাঠ্য বিষয়ে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে পরীক্ষা করেন। আমি তাঁহার সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়াতে তিনি একটু বিস্মিত হইয়া,

ইতিহাস হইতে আমাকে পুনরায় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বোধ হইল যে, দুএকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে যেন আমি অসমর্থ হই। কিন্তু আমি এবারও তাঁহাকে হারাইলাম। স্কুল পরিদর্শন মন্তব্য বহিতে আমার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গেলেন, "প্রথম শ্রেণীর বালকটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট"। ঐ বৎসর মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াও ময়মনসিংহ জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৪৲ মাসিক বৃত্তি পাইলাম। সেবার পরীক্ষা অতি কঠিন হইয়াছিল, ময়মনসিংহ হইতে প্রথম শ্রেণীতে কেহই পাশ করিতে পারেন নাই। ইহার ২ বৎসর পর পূর্ব্বোল্লিখিত ৺ গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৪৲ বৃত্তি পান। ইহার কিছু দিন পর আমাদের গ্রামের বিদ্যোৎসাহী জননায়ক গোবিন্দবাবু আমাকে ও গঙ্গাদাসকে দুইটী রৌপ্য পদক দান করিয়াছিলেন।

আমার নিজ জীবনকাহিনীর সহিত আরও অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদের সাংসারিক অবস্থা কিছু লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয়। আমার ১০।১২ বৎসর বয়সের সময়ই দাদার বিবাহ হয়। এই বিবাহ এক বিষাদময় স্মৃতির সহিত জড়িত। সেই বিবাহ-সময় হইতেই সংসারের অবনতি আরম্ভ হইল। পাকুটীয়া নিবাসী স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা গঙ্গাসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ফাল্গুন মাসে এই বিবাহ হয়। কন্যা

দাদা
গোপালচন্দ্র নাগ

তুলিয়া আনিয়া গ্রামে এক বাড়ীতে রাখা হয়। বিবাহের পূর্ব্বদিবসে মণ্ডপগৃহে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হইতেছিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ, সমস্ত ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নের একটু পরে ব্রাহ্মণগণ আহার করিতে বসিয়াছেন। আহার প্রায় শেষ, পাতে দই মিষ্টান্ন পড়িতেছে, এমন সময় পশ্চিম পার্শ্বস্থ এক প্রজার গৃহে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রবল হাওয়াতে সেই অগ্নি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের ও প্রজাদিগের সমস্ত গৃহগুলি ভস্মীভূত করিয়া দিল। একটী প্রজার ৮।৯ বৎসরের ছেলে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া ভয়ে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে। সে সেই গৃহের সহিত ভস্মীভূত হয়। গোলাগৃহে প্রায় ৬ শত মণ ধান্য ছিল, তাহার অধিকাংশ পুড়িয়া নষ্ট হয়। এই আনন্দের ব্যাপারে এক ভীষণ বিষাদের ছায়া পড়িল। অনেকেই বিবাহ স্থগিত রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু বাবা বিশেষ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত পর দিনই বিবাহ সম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পর দিন কতক ছায়লা (temporary shed) বাঁধা হইল। পুনরায় গ্রামস্থ ভদ্র লোকদিগকে খাওয়ান হইল। রাত্রিতে বিবাহ সম্পন্ন হইল। পিতৃদেব ঋণ করিয়া পুনরায় গৃহগুলি একে একে তুলিলেন। বিবাহের জন্যও ঋণ করিতে হইল। এই ঋণই সংসারিক সুখসচ্ছন্দতার মূলে কুঠারাঘাত করিল। ক্রমে অভাব ও দৈন্য আসিয়া সংসারটী ঘেরিয়া ফেলিল। ভূসম্পত্তির রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। ফলে সংসার অচল হইল।

তখন দাদা চাকুরীর উদ্দেশ্যে কুচবিহার গিয়া গোবিন্দবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। P. W. Departmentএ তিনি অস্থায়ী মুহুরীরূপে প্রথম নিযুক্ত হইয়া পরে সময় সময় Sub-Overseerএর কার্য্যেও অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইতেন। এইরূপ ৪।৫ বৎসর তিনি কুচবিহারে চাকুরী করিলেন। অবস্থাও একটু ফিরিল। কিন্তু এ সুদিন বেশী চলিল না। দাদা বড় শান্তস্বভাবাপন্ন যুবক ছিলেন। গ্রামের সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে কুচবিহার থাকার সময় তিনি নেশার বশীভূত হন। হঠাৎ চাকুরী ছাড়িয়া তিনি এক দিন বাড়ী চলিয়া আসেন। উন্মাদ অবস্থা। এই অবস্থায়ই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র সকলের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। মাঝে মাঝে বেশ জ্ঞান হইত ও তখন ভাল ব্যবহারও দেখাইতেন। তাঁহার এক কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী ও পুত্র শ্রীমান যোগেশ এই চাকুরী অবস্থায় ও অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করে। পরে একটী কন্যা ও পুত্র জন্মিয়া বাল্যকালেই তাহারা অনন্তধামে চলিয়া যায়। দাদার সজ্ঞান অবস্থায় আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, আমার পাঠ্য পুস্তকাদি নিজে ব্যগ্রতার সহিত সংগ্রহ করিয়া দিতেন। পরে উন্মাদ অবস্থায় আমার স্ত্রী পুত্রদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাদিগকে সুখাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রয়াসী হইতেন। এবং তাহাদের প্রদত্ত আহার্য্য বড় আনন্দে গ্রহণ করিতেন। বধূঠাকুরাণী বড় কর্ম্মঠা কিন্তু ক্রোধপরায়ণা রমণী ছিলেন।

তাঁহার সহিতই দাদার বেশী অসদ্ভাব ছিল। বাবা ও বড়মা এই বধূর পক্ষ অবলম্বন করাতেই দাদা তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন। দাদা এইভাবেই উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ীতে থাকিতেন, সংসারের কোন কার্য্যই করিতেন না বা দেখিতেন না। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে জুন মাসে তিনি গ্রহণী রোগে পরলোক গমন করেন। সে-বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আমি যেবার গ্রাম্যস্কুলে দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি সেবার আমাদের গৃহে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। শীতকাল। এক দিন সকাল ৮।৯ টার সময় হঠাৎ আমাদের রান্নাঘরের চালে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তখন রান্নার জন্য চুলাও ধরান হয় নাই। সকলে আসিয়া আগুন নিভাইয়া গৃহ রক্ষা করিল। ইহার পর প্রায় ১॥ মাসের মধ্যে বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে আমাদের অন্যান্য ছয়খানা ঘরে আরও ৬ দিন ঐরূপ আকস্মিক ভাবে আগুন লাগিয়াছিল। লোকে টের পাইয়া সববারই আগুন নিভাইয়া দিয়াছিল।

আর এক দিন দেখি আমার পাঠ্য সমস্ত বাঙ্গলা বইগুলি গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই দিনই বিকালে আমাদের একজন প্রজা নৌকাযোগে আমাদের বাড়ীর দক্ষিণস্থ "মরগাঙ্গী" দিয়া যাওয়ার সময় একটা পুস্তকের গাঠরী জলে ভাসিতে দেখিয়া তুলিয়া লয় এবং আমাদিগকে সংবাদ দেয়। গাঠরী খুলিয়া দেখি আমারই হারান সমস্ত বই। ঐ সময়ে আমাদের বাড়ীতে একজন আত্মীয় ছাত্র থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। তিনি

নিতান্ত অমনোযোগী দুষ্টপ্রকৃতির বালক ছিলেন। স্কুলে যাইতেও নারাজ, পড়াশুনার তো কথাই নাই, এই উভয় ব্যাপারেই তাহার প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বৃত্তি লইয়া সন্তোষ গিয়া জাহ্নবী স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। সেখানে গোবিন্দ বাবুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ৺মহিমচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় সন্তোষ স্কুল বোর্ডিং সংলগ্ন এক গৃহে বাস করিতেন। ঐ স্থানটীকে "আয়না মহল" বলিত। তাঁহাদের এক ভৃত্য ছিল কৃষ্টমোহন, সেই ইহাঁদের আহার্য্য প্রস্তুত ও অন্য সেবা করিত। আমিও তাঁহাদের সহিত সেই বাসায় থাকার বন্দোবস্ত করিলাম। আহার্য্য খরচ আমাকে অংশমত দিতে হইত। ইংরেজী First Book হইতে আরম্ভ করিতে হইল। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীতে (9th Classএ) ভর্ত্তি হইলাম। অল্প সময়ে শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলাম। সেই সময় ধামরাই নিবাসী ৺ললিতচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জাহ্নবীস্কুলের Headmaster ছিলেন। তিনি সুদর্শন, যোগ্য, সুশাসক ও কৃতী হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। ইংরেজী ভাষা ভাল জানিতেন। স্কুলে ভাল discipline বা সুশাসন রক্ষা করিতেন। আয়না মহলে স্কুল বোর্ডিংএ অনেক ছাত্র থাকিয়া পড়িতেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা, সন্তোষ।

হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় সময় সময় আমার ইংরেজী শিক্ষার progress সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেন। ৬ মাস পর আমাকে

অষ্টম শ্রেণীতে প্রমোশন দেন। আবার ছয় মাস পর বার্ষিক পরীক্ষা অন্তে আমাকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ডবল প্রমোশন দেন। ইহার পরই নানা কারণে আমাকে আয়না মহল ও সন্তোষ স্কুল ছাড়িতে হইল। আমি তখন টাঙ্গাইল গিয়া দ্বারকানাথ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। সে-সময়ে টাঙ্গাইল গ্রেহাম স্কুল নামে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত আরও একটী স্কুল ছিল। দ্বারকানাথ স্কুলে তখন ৺ পূজ্যপাদ বরটীয়া নিবাসী বাবু ভবাণীচরণ ঘোষ মহাশয় Asst. Headmaster ছিলেন। তখন ভাবি নাই এই মহাপুরুষের সহিত ভবিষ্যতে আমি এক গুরুতর নিকট সম্বন্ধে মিলিত হইব।

টাঙ্গাইল স্কুলে।

সিহরাইল নিবাসী ৺ বাবু সর্ব্বানন্দ ঘোষ মহাশয় টাঙ্গাইল মোক্তারি করিতেন। তাঁহার বাসায় আমার থাকার স্থান হয়। আমার আহার্য্য জন্য তাঁহাকে মাসিক চারি টাকা দিবার বন্দোবস্ত হয়। এইভাবে আরও দুএকটী ছেলে সেখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তিনি প্রথম মোক্তারী আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিশেষ আয় হইত না। কিন্তু তিনি বড় হিসাবী ছিলেন। গৃহে প্রায়ই ভৃত্য থাকিত না। আমাদিগকেই পাচক ও ভৃত্যের কার্য্য করিতে হইত। আমি নিজে পাক করিতে পারিতাম না। আমার সহবাসী ছাত্রগণ আমার পালাতে পাক করিতেন, আমি তাঁহাদের ভৃত্যের কর্ত্তব্য অনেক কাজ করিয়া দিতাম। সর্ব্বানন্দ বাবু তখন বাসায় পরিবার রাখিতেন না। এই ভাবে থাকিয়া পড়াশুনার বড় অসুবিধা হইত। পরে তিনি তাঁহার স্ত্রী ও এক

বিধবা পিসিমাতাকে বাসায় আনেন। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতেছি, এই উভয় রমণীই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও আমার আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিতেন। সর্ব্বানন্দ বাবুর স্ত্রী আমাকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সুতরাং কিছুকালের জন্য আমার আহারাদির বেশ সুবিধা হইল।

আমি ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডবল প্রমোশন পাইয়া ৪র্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। দ্বারকানাথ স্কুল ভগ্নোন্মুখ হইলে আমি গ্রেহাম স্কুলে গিয়া ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। এই সময় শাঁকরাইল নিবাসী, মহামতি, উদার, চরিত্রবান, পণ্ডিত, শান্তস্বভাব ৺ গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় গ্রেহাম স্কুলের Headmaster ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ তালুকদার মহাশয়গণ তখন এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই পরে ওকালতী ব্যবসা অবলম্বন করেন। ৺ দ্বারকানাথ লাহিড়ী মহাশয় নেত্রকোনা ওকালতি করিতেন, পরে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বাবু টাঙ্গাইল ওকালতী করিতেন। ইনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ, চরিত্রবান শিক্ষক ছিলেন। যৌবনের প্রথমেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নববিধানের আশ্রয় পাইয়া ছিলেন। এমন শান্ত শিষ্ট, পূতচরিত্র, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে উন্নত পুরুষ কম দেখা যায়। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালীতে ছাত্রদিগের অন্তরে বিদ্যা, বিনয়, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ বিকাশ হইত। তিনি ছাত্রদিগের দ্বারা সভাসমিতি করাইয়া সর্ব্বদা

উপদেশ দিতেন। বেশ মধুর বক্তা ছিলেন। ছাত্রদিগের দ্বারা রচনা লেখাইতেন, debating society করিয়া তাহাদের বলার শক্তি বাড়াইয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র আমার জীবনের উপর বিশেষ কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

৪র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইবার পর সর্ব্বানন্দ বাবুর বাসায় থাকা আমি কতিপয় কারণে অসুবিধাজনক মনে করিলাম। আমি টাঙ্গাইল পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলাম। তখন গ্রেহাম স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ফৌজদারীর সেরেস্তাদার বাবু ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি স্কুলের কর্ম্মকর্ত্তাগণ আমাকে টাঙ্গাইল রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার বাসস্থানের অসুবিধা জানাইলাম। তখন অভাবিতরূপে টাঙ্গাইলে এক নূতন আশ্রয় পাইলাম, যাহা আমার আপন গৃহাপেক্ষাও সুখ ও শান্তিপ্রদ হইল।

আমার সঙ্গে শাঁকরাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহার সহিত আমার বাল্য-সৌহার্দ্দ্য ও বন্ধুতা জন্মে। পরে এই সৌহার্দ্দ্য এত গভীরতা লাভ করে যে উভয়েই উভয়কে সহোদরবৎ স্নেহ ভক্তি করিতাম। তিনি আমার ৩।৪ বৎসরের ছোট। অদ্য পর্য্যন্ত তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধুর ভাবে দেখেন। তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। এই তারিণী বাবুর পিতার মামাত ভাই কাতলি নিবাসী স্বর্গীয় পূজ্যপাদ চন্দ্রনাথ

সেন মহাশয় টাঙ্গাইল ওকালতী করিতেন। টাঙ্গাইলে তাঁহার বাসা ছিল। কাতলির বাড়ী নদীতে ভাঙ্গিয়া নিয়াছিল। তারিণী বাবুর শাঁকরাইলস্থ বাড়ীতেই সেন মহাশয় থাকিতেন। তারিণী বাবুর পিতা স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় তারিণী বাবুকে শিশু অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সেন মহাশয় তারিণীর অভিভাবক হইয়া তারিণীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁহাদের একখানা ভাল তালুক ছিল। সেন মহাশয় নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তারিণীকে পুত্রবৎ লালনপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী স্বর্গগতা, মাতা বরদা সুন্দরী দেবী আদর্শ হিন্দু রমণী ছিলেন। কি স্নেহ মমতা, সরলতা, পবিত্রতা ও পতিপরায়ণতা এই রমণীতে দেখিয়াছি! সে আদর্শ এখনকার হিন্দুসমাজে বিরল। আমি যখন টাঙ্গাইল পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলাম, তখন তারিণী (আমার স্নেহের ছোট ভাই, তাহাকে তারিণী বাবু বলিতে ভাল লাগে না) তাঁহার খুড়া সেন মহাশয়কে আমার বিষয় কি যেন বলিয়াছিল। হঠাৎ এক দিন তারিণী আসিয়া আমাকে তাঁহার খুড়ার নিকট ডাকিয়া নিল। সেন মহাশয়ের সহিত সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ আলাপ। সেই উদারহৃদয়, স্মিতাস্য মহাপুরুষকে দেখিয়া ভক্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ—“শুনিতেছি, এখানে তোমার থাকার অসুবিধার জন্য তুমি এস্থান ছাড়িয়া যাইতেছ, তারিণী তোমার কথা অনেক আমাকে বলিয়াছে। আমি তোমাকে একটী কথা বলিবার জন্য ডাকাইয়াছি। আমি আমার বাসায় তোমাকে

সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। যেমন তারিণী আছে, সেইরূপ তুমিও থাকিবে। ইহাতে কিছু আপত্তি আছে কি? তোমার এখন পাঠ্যাবস্থা, এখন সামাজিক কোন বাধা থাকিলেও তোমার সে বাধার প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই।" আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "আমি আগামী রবিবার বাড়ী গিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে জানাইব"। পর রবিবার বাড়ী গিয়া বাবাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি গ্রামবাসী অন্য ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলেই একবাক্যে বলিলেন "একজন ছাত্রের পক্ষে কোন আপত্তি নাই"। টাঙ্গাইলে ফিরিয়া সেন মহাশয়কে পিতৃদেবের অভিমত জানাইলাম। তারপর এক দিন সেন মহাশয়ের বাসাতে আমার গ্রন্থ, কয়েকখানি বস্ত্র ও সামান্য শয্যা লইয়া উপস্থিত হইলাম।

এই অপরিচিত পরিবারে প্রথম প্রথম আমার একটু লজ্জা ও শঙ্কা বোধ হইত। একমাত্র তারিণীই আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু। এই গৃহে সময় সময় আরও দুএকটী বৈদ্য বা কায়স্থ ছাত্র থাকিয়া স্কুলে পড়িতেন। তাঁহাদের সঙ্গে ও বাড়ীর অন্য লোকের সঙ্গে ক্রমে আমার ভাব হইতে লাগিল। অল্পদিনেই টের পাইলাম, হৃদয়বান্ গৃহস্বামী ও তাঁহার স্নেহময়ী পত্নী উভয়েই আমাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। জানিনা কোন্ গুণে তাঁহাদের নিকট পুত্রস্নেহ পাইতে লাগিলাম। একটী ঘটনাতে গৃহকর্ত্রী মা বরদাসুন্দরী দেবী আমার প্রতি বড়ই স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। সেন মহাশয় প্রায় প্রতি শনিবারই

শাঁকরাইল তারিণীদের গৃহে যাইতেন ও সোমবার আসিয়া কাছারি করিতেন। শীতকালে এক দিন তিনি শাঁকরাইল গৃহে গিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার শয়নগৃহে আমি ও তারিণী উভয়ে তাঁহাদের খাটের উপর শুইয়াছি। মেঝেতে মা বরদাসুন্দরী এক স্বতন্ত্র শয্যা করিয়া একখানা র‍্যাপার গায় দিয়া শুইয়াছেন। আমি ও তারিণী ২ খানা স্বতন্ত্র লেপ গায় দিয়া শুইয়াছি। রাত্রি কিছু বেশী হইলে অত্যন্ত শীত বোধ হইল। তখন বুঝিলাম মা নীচে শীতের তাড়নায় সুনিদ্রার অভাব জনিত দুএকটী কাতরোক্তি করিতেছেন। আমি নিঃশব্দে আমার গায়ের লেপখানা, নীচের শয্যায় আস্তে আস্তে মার শরীর ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসিলাম। আমি ও তারিণী এক লেপ গায় দিলাম। মা টের পাইলেন না। শীতের তাড়না দূরীভূত হইলে তিনি সমস্ত রাত্রি সুখে ঘুমাইলেন। পর দিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে গায়ে লেপ দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। আমাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "একাজ বুঝি তোমার"। সেন মহাশয় বাসায় ফিরিলে তাঁহাকে এই সামান্য ঘটনাটী বিবৃত করিয়া আমার সম্বন্ধে অনেক অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিলেন। গোপনে বোধ হয় অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে কেমন একটা সন্তানস্নেহ আমার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি বরদাসুন্দরী দেবীতে আমার চতুর্থ 'মা' পাইলাম। আমার মনে হইত তারিণীকে যে স্নেহ করিতেন, আমাকে তাহা অপেক্ষাও বেশী স্নেহ করিতেন। এই রমণীর গুণ আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

বাসাতে সর্ব্বদাই অতিথি অভ্যাগতের সমাগম ছিল। বৈদ্য জাতীয় যে কেহ মামলা মোকদ্দমা কি অন্য কার্য্যে টাঙ্গাইল আসিলেই এখানে থাকিতেন। সেন মহাশয় এই সদাব্রতের জন্য তাঁহার আর্থিক অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতেন। সমস্ত লোকের ভাল আহারের জন্য প্রচুর বড় মৎস্য, দুধ, তরিতরকারি আনাইতেন। দুই বেলাই অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত। বিশেষতঃ রাত্রির আহারে। সে-সময়ে নানা প্রকার তরকারী ব্যঞ্জনাদি থাকিত ও সকলেই বেশ ঘন দুগ্ধ পাইতেন। মা বরদাসুন্দরী দুইবেলা স্বহস্তে একাই পাকের কার্য্য করিতেন। তিনি অল্পসময়ে ক্ষিপ্রতার সহিত নানাবিধ সুখাদ্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার রান্নাতে আমি অমৃতাস্বাদন পাইতাম। সময়ে সময়ে ভৃত্য থাকিত না। তিনি নিজে সমস্ত কার্য্য চালাইয়া রান্না করিতেন। এই গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার দরুণ কোন কোন দিন রান্না আরম্ভ করিতে একটু দেরী হইত। আমি বাড়ীর ভিতর তেল মাখিতে গিয়াছি দেখিলেই, তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া চুলা ধরাইতেন। আমরা একটু অল্প দূরে পোষ্ট অফিসের পশ্চিম দিকে যে পুকুর ছিল সেখানে স্নান করিতে যাইতাম। আসিয়া দেখি, আমাদের স্কুলগামীদের জন্য ডাল, ভাত আর একটা ভাজি বা অন্য কিছু প্রস্তুত হইয়াছে। Steaming hot খাদ্য পাতে পড়িত, সুস্বাদ ও সুগন্ধ,—কত তৃপ্তির সহিত খাইতাম! যদি দুপ্রহরে কোনও ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইত,

আমাদের জন্য রাখিয়া দিতেন, রাত্রির আহারের সময় তাহা পাইতাম। আমি প্রায় তিন বৎসর কাল এখানে ছিলাম। মাঝে মাঝে প্রায়ই শনি রবিবারে তারিণীদের বাড়ী যাইতাম। সেটিও একটী আপন গৃহ হইয়া উঠিল। তারিণীর মাতৃদেবী (স্বর্গীয়া) রসময়ী দেবী আমার ৫ম মাতা হইলেন। সেখানে আমিও তারিণী দুইভাই এই মার প্রস্তুত আহার্য্য পাইয়া আনন্দে উপভোগ করিতাম। আমরা গেলেই বড় মৎস্য, প্রচুর দুধ, আর বিশেষভাবে "কালীকুমারের" বিখ্যাত 'চম্‌চম্‌' ও 'রসগোল্লা' আসিত। এমন উৎকৃষ্ট রসগোল্লা ও চম্‌চম্‌ আর কোথায়ও খাই নাই। তারিণী এখনও আমার জন্য চম্‌চম্‌ লইয়া আসেন বা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কালীকুমারের অভাবের পর সেরূপ 'চম্‌চম্‌' আর খাই নাই। কোন ব্যাপার বিধান হইলেই তারিণীর সহিত ছায়ার মতন আমি সেখানে উপস্থিত। তারিণীও এক আশ্চর্য্য ছেলে। সে আতিথ্যসৎকারে বিশেষ আনন্দ পাইত। এমন প্রশস্ত হৃদয়! বন্ধুবান্ধবকে এত খরচ ও যত্ন করিয়া খাওয়াইতে এমন আর দ্বিতীয় দেখি নাই। ইহাতেই তিনি প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। আর আমার সম্বন্ধেতো কথাই নাই। উভয়ে খাইতে বসিয়াছি। মা রসময়ী আমার পাতে যদি হঠাৎ একটু ছোট মাছ কি কম পরিমাণে কোন খাদ্য দিয়াছেন অমনি রাগিয়া সে নিজের পাতের সব খাদ্য ফেলিয়া দিত। ফল এই হইত যে সমস্ত খাদ্যের সার বা উৎকৃষ্টতর অংশ আমার

পাতেই পড়িত। আমরা শাঁকরাইলের বাড়ী গেলেই সমবয়স্ক বন্ধু বালক বা যুবকদের একটী নিমন্ত্রণ জুটিত। এইভাবে কি আনন্দে দিন কাটাইয়াছি তাহা মনে হইলে কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া উঠে। এ অকৃত্রিম স্নেহমমতার প্রতিদান কিছুই হয় নাই।

প্রতি বৎসর তারিণীদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। আমি পূজার সময় প্রায়ই সেখানে থাকিতাম। বাড়ী যাওয়া ঘটিত না। পূজায় তারিণী যে বস্ত্র উপহার পাইত, আমিও তাহা বা তাহা অপেক্ষা ভাল কাপড় উপহার পাইতাম। পূজার সময় তারিণীর বহু প্রজা আসিয়া নিমন্ত্রণ খাইত। সে গ্রামে অনেক বড়লোকের বাড়ীতেও এত খাওয়া দাওয়ার ধুম ছিলনা।

আমি টাঙ্গাইল থাকার সময়ই তারিণীর বিবাহ হয়। তখন সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। শাঁকরাইল নিবাসী স্বর্গীয় তারিণী নিয়োগী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎশশী দেবীর সহিত এই বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে আমিও এই বালিকাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাঁহার বয়স ১২।১৩ হইবে। ইনি অতি সুশীলা, কোমলপ্রাণা রমণী। স্বামীগৃহে আসার পর আমি তাঁহার নিকট অনেক সেবা ও দয়া পাইয়াছি। তিনি আমাকে তারিণীর বন্ধু ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার চক্ষে দেখিতেন। আমার আহারের জন্যও বালিকাবধূরূপে কত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। ভবিষ্যৎ জীবনেও আমি

সস্ত্রীক, সসন্তান তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। তারিণীর ৪ কন্যাই আমাকে জ্যাঠামহাশয় বলিয়া জানে। দুঃখের বিষয় কর্ম্মজীবনে দেশদেশান্তরে থাকার দরুণ অনেক দিন তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

টাঙ্গাইল অবস্থানকালে স্কুলে ভাল ছাত্র বলিয়াই আমার খ্যাতি ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতেই প্রথম হইয়া প্রমোশন পাইতাম। দুষ্টামি ও খেলা-ইয়ারকিতেই অনেক সময় ব্যয় হইত। তবে অল্প সময়েই ক্লাশের পড়াটা শিখিয়া ফেলিতাম। গণিতের প্রতি আমার বিশেষ বিরাগ ছিল। অঙ্ক, জ্যামিতি, এলজেব্রা প্রায়ই বুঝিতাম না। মুখস্থ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতাম। যেবার তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেবার গ্রীষ্মাবকাশের সময় ময়মনসিংহ বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কর্ণা নিবাসী ৺মহেশচন্দ্র ঘোষ, আমার দাদার সম্বন্ধী, ময়মনসিংহ জিলাস্কুলে ৫ম শ্রেণীতে পড়িতেন। ইনি কর্ণাবাসী ৺ গোবিন্দ রায় মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। আমি তাঁদের বাড়ী প্রায়ই যাইতাম, তাঁহার স্ত্রী ৺শরৎসুন্দরী ঘোষ এক সরলপ্রাণা, সুশ্রী রমণী ছিলেন, পতিব্রতা ও সরলতার মূর্ত্তি। আমি সেখানে গেলে তিনি নিজহস্তে রান্না করিয়া আমাকে খাওয়াইতে বড় সুখী হইতেন। মহেশ বাবু আমাকে বুদ্ধি দিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রীষ্মের অবকাশ সময়ে ময়মনসিংহ রওনা হইলেন। পদব্রজে অবশ্য। পথে মধুপুরের জঙ্গল পার হইতে হয়। ৮ মাইল প্রশস্ত

নিবিড় জঙ্গল। দক্ষিণে বংশাই বা বংশ নদী। এই 'বংশ' হইতে ক্রমাগত উত্তর পূর্ব্বদিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। ৮ মাইল গেলে জঙ্গলের উত্তর প্রান্ত, সেখানে একটী নদী। তাহার তীরে 'গাবতলি' নামক আশ্রয়স্থান, অনেক মুদিদোকান ছিল। বৈশাখ শেষ কি জ্যৈষ্ঠের প্রারম্ভ। আমরা খুব প্রত্যুষে কতিপয় সঙ্গীসহ এই গড়ে (জঙ্গলে) প্রবেশ করিলাম। ৪।৫ মাইল গেলে একটী বৃহৎ পুরাতন দীর্ঘিকা বা পুকুর পাইলাম। পুকুরে জল ছিল, তার উপর 'তারা' জঙ্গল। পাড় ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ। কয়েকটী আম গাছ আছে, তাতে কতকটী পক্কোন্মুখ সুন্দর আম দেখিলাম। সূর্য্যদেব তাঁহার তীক্ষ্ণ রশ্মি ঢালিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দারুণ গ্রীষ্ম অনুভব করিলাম, তৎপর পথশ্রান্তিতে ক্লিষ্ট ও অত্যন্ত তৃষার্ত্ত। শুনিলাম পুকুরের পাড়েই নাকি বাঘের আড্ডা। যা হউক, আম গাছে কিছু উঠিয়া কতকটা ঝাকি মারিয়া, কতক ঢিল ছুড়িয়া এইরূপ নানা উপায়ে কিছু আসন্ন-পক্ক, কিছু প্রকৃত পাকা আম সংগ্রহ করিলাম। খোসা ছাড়াইয়া দেখি সুন্দর হলুদ রঙ্গের ফল, কিন্তু এত টক যে মুখে দেওয়া অসাধ্য। তখন আমের রস নিঙ্গড়াইয়া খোসাতে রাখিয়া তাহা পান করিতে লাগিলাম। টক হইলেও তৃষ্ণা দূর হইল, একটু সুস্থ বোধ করিলাম। পুকুরের জল অপেয় বোধ হইল। সঙ্গীরা বলিলেন, অদূরে নির্ঝরিণীতে ভাল জল পাওয়া যাইবে। সুতরাং জল খাইলাম না। সেখানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় হাটিতে

লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই দেখি, খাট ঘাসের উপর দিয়া এক সন্ত রক্তের track বা রাস্তা, যেন তাহার উপর কোন বড় জিনিষ কেহ টানিয়া নিয়াছে। পথপার্শ্বে ২।১টী লোক পাইলাম, তাহারা বলিল, ইহার ১৫।২০ মিনিট পূর্ব্বে এক বাঘ একটী গরু ধরিয়া সেই পথে নিয়া গিয়াছে। মনে বড় আতঙ্ক হইল। চলিতে লাগিলাম। কিছু দূরে এক স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণ নালা বাহিয়া চলিয়াছে। মৃদু স্রোত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট মৎস্য। স্ফটিকের মত জল। পান করিলাম, বড় সুস্বাদু ও শীতল। বেশ refreshed বোধ করিলাম। বেলা ১২টার সময় গাবতলী পঁহুছিয়া আহার্য্য সন্ধানে এক মুদীর দোকানে উঠিলাম। মুদির সহিত আলাপ করিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল "রামতনু ছ্যাব"। 'দেব' শব্দটা সে 'ছ্যাব' উচ্চারণ করিল, মহেশ বাবু হাসিয়া আকুল। তিনি বলিলেন "ছ্যাব" মশয়, আমাদিগকে চারটী ভাত খাওয়াইতে পারেন? 'ছ্যাব' তখন ভাত রাঁধিতেছিল। সে বলিল "মশয়, তোমরার ভাত রাঁধতে পারতাম না, চিড়া গুড় দই আছে, খাইতাম পার", পরে আমরা চিড়া দই গুড় ও আঁঠিয়া কলা কিনিয়া খাইলাম। এই মধুপুরের গড় বা জঙ্গল হিংস্রজন্তুপূর্ণ নিবিড় বন। মাঝে মাঝে গারো জাতীয় লোক লঙ্কা, ধান, ফুটির আবাদ করিয়াছে, জঙ্গল পোড়াইয়া তাহারা ঐরূপ আবাদ করিত। অন্য জন প্রাণী নাই। মাত্র ২।১ দল পথিকের সঙ্গে দেখা হইল।

এই বন ভয়াবহ হইলেও বড় রমণীয় বোধ হইল। নানাজাতি বিহঙ্গের ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাকে বনভূমি মুখরিত। সেই ভয়াবহ নিবিড় নির্জ্জন বনেও স্বভাবের বিচিত্র শোভা দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার কত মহিমা অনুভব করিলাম। ভীতির সঙ্গেও তিনি আনন্দ দান করেন।

আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মুক্তাগাছার অনতিদূরে কুমারগাথা গ্রামে ৺গুরুপ্রসাদ বল মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ইনি মুক্তাগাছার জমীদারদের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। ভাল অবস্থা ও খুব প্রতিপত্তি। পাকা বাড়ী, সম্মুখে সুবৃহৎ পুষ্করিণী। বল মহাশয় মহেশবাবুর দূর সম্পর্কান্বিত। সেখানে বেশ আদর পাইলাম। বল মহাশয়ের এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল। গোপনে মহেশ বাবু তাহার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া বোধ হয় বল পরিবারে আমাকে দেখাইতে নিয়াছিলেন। আমি ইহা কিছুই টের পাই নাই। অনেক দিন পরে মহেশ বাবু আমাকে ইঙ্গিতে জানাইয়া ছিলেন। পরে ঐ বিবাহের আর কোন কথাবার্ত্তা না হওয়াতে বুঝিতে হইবে আমার চেহারা দেখিয়াই বল পরিবার আমাকে অপছন্দ করিয়াছিলেন।

পর দিন ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলাম। সহরের উপকণ্ঠে মহেশ বাবুর পরিচিত এক ভদ্রলোকের গৃহে আমরা ২।১ দিন থাকিয়া সহর দেখিলাম ও পরে সেই মধুপুরের গড়ের ভিতর দিয়া হাটিয়া বাড়ী ফিরিলাম। এই বন্ধু সঙ্গে ভ্রমণে বড় আনন্দভোগ ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম।

ইহার পরে মহেশ বাবু আর পড়াশুনা করিলেন না। তিনি বাড়ী থাকিয়া স্ত্রীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও তাহা বিনষ্ট করিতেন। অতি বুদ্ধিমান লোক হইয়াও মামলা মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। শরৎসুন্দরী দেবী ইহার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইবার পর জীবনের এক নূতন ও আবশ্যকীয় ঘটনা ঘটিল।

১৮৮৫ খৃঃ অঃ এক দিন শীতকালের শেষ দিকে পিতৃদেব হঠাৎ টাঙ্গাইল আসিলেন। তিনি সেন মহাশয়কে বলিলেন, "আমি গিরিশের বিবাহ ঠিক করিয়াছি। আগামী ৭ই ফাল্গুন (১২৯০ বাঙ্গলা সন) বিবাহ হইবে, ওকে তার এক দিন পূর্ব্বে বাড়ী পাঠাইবেন।"

বিবাহ।

আমিতো স্তম্ভিত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে বিবাহের বিশেষ কিছু প্রস্তাবই শুনি নাই। তখন শুনিলাম, আমাদের গ্রামসংলগ্ন ব্রাহ্মণপাড়িল গ্রামের ৺ পূজ্যপাদ মহেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শরৎকামিনীর সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। মহেশ বাবু পিংনা চৌকীতে ওকালতি করিতেন। আর ৭।৮ দিন পরই বিবাহ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। বয়স ১৮।১৯ বৎসর মাত্র। বিবাহ সম্বন্ধে আমার নিজের মত বা ধারণা কিছুই ছিল না। পিতার আদেশ, শিরোধার্য্য, পালন করিতেই হইবে। ভবিষ্যৎজীবনসঙ্গিনী কোন্ রূপের, কোন্ গুণের হইবেন, তাহা ভাবিবার শক্তি ও প্রয়োজনীয়তাবোধ

আমার ছিল না। সুখী কি দুঃখী, সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট বোধ করিলাম কিছুই বলিতে পারি না। তবে একটা নূতন ভাব মনে হইয়াছিল নিশ্চয়। জীবনের এক জন সঙ্গিনী জুটিবে, হয়তো নূতন সুখ, নূতন আমোদ কিছু মিলিবে। বাবা আজ্ঞা করিলেন বিবাহের ২।১ দিন পূর্ব্বে বাড়ী যাইতে হইবে। আমি নীরবে মস্তক অবনত করিলাম। তিনি চলিয়া গেলেন। পরে আমি ভাবেরস্রোতে আকুল হইলাম। কেমন হবে, নূতন জীবন সুখের কি দুঃখের হবে, পড়াশুনা কি একদম শেষ হইবে, ইত্যাদি শত চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিল। পরে বিবাহের পূর্ব্ব দিবস বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ৭ দিন স্কুল হইতে ছুটী লইবার জন্য একখানি আবেদন পত্র ক্লাশ মাষ্টারের নিকট দাখিল করিলাম। তৎসময় শ্রদ্ধেয় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্কুলের Assistant Headmaster ছিলেন। তিনি অতি যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। আর একটু রসিকও ছিলেন। আমার ছুটী মঞ্জুর করিয়া আবেদন পত্রের উপর লিখিলেন "marriage is a rosy way to destruction." যাহা হউক যথাসময়ে গৃহে গমন করিলাম। যাইয়া দেখি বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক। নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। আমার জীবনসঙ্গিনী শরৎ আমার নিকট অপরিচিতা ছিলেন না। মহেশবাবুর মামাত ভাই স্বর্গীয় দিগিন্দ্রমোহন গুহ মহাশয়ের বাড়ী আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন, উত্তর পার্শ্বে। সেখানে শরৎ প্রায়ই আসিতেন, আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

হইত। বাল্যে নাকি তাঁর সঙ্গে স্বামী স্ত্রী সাজিয়া খেলাও করিতাম। কিছু বয়স হইলে দিগিন্দ্র বাবুর মাতা আমাদের পরিণয় প্রস্তাব করিয়া আমাকে ও শরৎকে লজ্জিত করিতেন। কিন্তু তখন বুঝি নাই বা ধারণাও করি নাই যে এই বালিকাই আমার প্রথম প্রেমের অধিকারিণী হইবেন। তিনি অতি বুদ্ধিমতী বালিকা ছিলেন। সামান্য বাঙ্গলা লেখাপড়াও প্রথমে করেন নাই, কিন্তু বিবাহের পর নিজচেষ্টাতে বাঙ্গলা শিখিয়া পরে চলন সই বেশ লেখাপড়া শিখিয়া ছিলেন। যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১৩।১৪ হইবে। তিনি অতি কৃশাঙ্গিনী ছিলেন। প্রশস্ত, স্বভাবচকিত নেত্র দুইটী তাঁহার মুখশ্রীতে একটী লাবণ্য দিয়াছিল। তিনি সুন্দরী ছিলেন ইহা বলা যায় না। তবে তাঁহার চেহারাতে তিনি ভাগ্যবতী রমণী হইবেন ইহা সকলেই অনুমান করিত। পিতৃদেব বোধ হয় একটী বিশেষ কারণেই এত শীঘ্র আমার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। আমাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার অভিলাষ তাঁহার প্রথম হইতেই ছিল। অথচ সংসারের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে ছিল। বিদেশে আমাকে রাখিয়া পড়াইবার ব্যয়ভার তিনি বহন করিতে পারিবেন না মনে করিয়া এই বিবাহ দিলেন এবং আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুতি লইলেন যে আমার কলেজে পড়ার ব্যয়ভার তিনি বহন করিবেন। বিবাহের পর পুনরায় টাঙ্গাইল গিয়া পূর্ব্বের মতই ছাত্রজীবন চালাইতে লাগিলাম। নূতন জীবনে কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল এমন বোধ হইত না।

তবে অন্য একটী ভাল স্থানে গিয়া ভাল স্কুলে পড়িবার স্পৃহা হইল। গ্রীষ্মকালে বাড়ী গেলাম। সেখানে নবপরিণীতা যৌবনোন্মুখা গৃহিণীর সহিত আলাপ পরিচয় ও ভাব হইল। বলিতে কি উভয় হৃদয়েই এক মধুর স্নিগ্ধ প্রেমের সঞ্চার হইল। শরৎ মুখে কখনও প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু আমি বুঝিলাম তিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিলেন। তখন হইতেই আমাকে কিছু সেবা করার স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে এমন উপলব্ধি করিলাম। আর আমার পড়াশুনায় কোন ব্যাঘাত না হয়, এদিকে তাঁহার বেশ দৃষ্টি আছে ইহাও বুঝিলাম। আমরা উভয়ে একটু দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিলে সর্ব্বদা মিলনের সুবিধা ও পড়াশুনার বাধা কমিয়া যাইবে এই যুক্তি দিয়া আমি টাঙ্গাইল ছাড়িয়া ময়মনসিংহ ভাল স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইব এমন প্রস্তাব করিলাম। তিনি আমার সহিত সানন্দে একমত হইলেন।

ময়মনসিংহে ছাত্রজীবন।

গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইলে যথাসময়ে আমি টাঙ্গাইল ফিরিয়া গিয়া, ময়মনসিংহ চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু ভীষণ বাধা পড়িয়া গেল। আমার শ্রদ্ধেয় Headmaster শাঁকরাইল নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় আমাকে ছাড়িতে অসম্মত। আমি তাঁহার উৎকৃষ্ট ছাত্র। যে কারণেই হউক তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেন মহাশয় ও তাঁহার পত্নী, তারিণী ও তাহার

মাতৃদেবী কেহই আমাকে ময়মনসিংহ যাইতে দিবেন না। কিন্তু আমি সকলের বাধা ঠেলিয়া যাইতে প্রস্তুত। কেমন একটা একগুয়েমী ভাব আসিল, আমি তাঁহাদের কোন আপত্তি, যুক্তি, স্নেহমমতা প্রভৃতির কথা ভাবিলাম না। গ্রেহাম স্কুল হইতে নাম উঠাইয়া transfer certificate লইলাম। বাড়ী গিয়া একজন ভৃত্য (নমঃশূদ্র চাকর, নাম রামনাথ) সঙ্গে লইয়া টাঙ্গাইল বাসায় আসিলাম। যখন বিদায় কালে সেন মহাশয় ও মা বরদাসুন্দরীর পদধূলি লইতে গেলাম, তখন উভয়েই সাশ্রুলোচন ও বিষণ্ণ। মা বরদাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিতে পারি না। ইহার স্মৃতিই পরে আমাকে টাঙ্গাইল ফিরিতে বাধ্য করিয়াছিল। যাহোক, তখন তাঁহাদের ও বন্ধু তারিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ময়মনসিংহ রওনা হইলাম। ভৃত্য রামনাথ, আমার কাপড় চোপড় ও বইগুলি বহন করিয়া সঙ্গে চলিয়াছে। তখনও পদব্রজেই ময়মনসিংহ যাইতে হইত। ৬০ মাইল পথ। প্রায় তিন দিন লাগিত। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন ঠিক মনে নাই, প্রায় সন্ধ্যাকালে মুক্তাগাছার কিছু পশ্চিম দক্ষিণে একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সে গ্রামে বাবু ভবানী (চরণ কি প্রসাদ) নন্দী নামক একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি আমাদের গ্রামে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়াছিলেন, সেই সময় পরিচয় হইয়াছিল। ইচ্ছা তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইব। "সড়ক" বা বড় রাস্তা ছাড়িয়া সেই

গ্রামে প্রবেশ করিতেছি। দুইপাশেই অনুচ্চ জঙ্গল, গ্রাম্যপথে অগ্রসর হইতেছি। রামনাথ আমার অগ্রে, আমি ২।৪ হাত পশ্চাতে। পশ্চিমগগনে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু রজনীর আঁধার তখনও ঘনীভূত হয় নাই। হঠাৎ রামনাথ দুই এক পা পিছাইয়া আমার সাম্‌নে দুই হাত বাড়াইয়া, আমাকে আর অগ্রসর হইতে বাধা দিয়া, আস্তে বলিল, "সাম্‌নে বাঘ", তখন চাহিয়া দেখি আমাদের সম্মুখে ১০।১২ হাত দূরে বেশ বড় রকমের stripe সংযুক্ত (চকরা বকরা) এক ব্যাঘ্র সেই গ্রাম্য পথ হইতে পশ্চিম পার্শ্বের জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমি কিছু সময়ের জন্য প্রায় চেতনাবিহীন হইলাম। পরে দেখিলাম, আরও দুই এক জন লোক আসিয়া আমাদিগকে ভবানীবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া গেল। এই সময়ে পুনরায় এক মায়ের মঙ্গল হস্ত আমার রক্ষার জন্য প্রসারিত দেখিলাম।

ভবানীবাবুর বাড়ী গিয়া দেখি, তিনি গৃহে নাই। গৃহে তাঁহার মাতা ও পত্নী আছেন। আমি কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিয়াছি এই সংবাদ লইয়া, ভবানীবাবুর মাতা আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে তাঁহার স্ত্রী স্বহস্তে আমাদিগকে সুন্দর ভাজা মুগের দাইল ও আরও খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করাইলেন। এমন ভাল সোণামুগের দাইল অন্যত্র কম খাইয়াছি।

পর দিন ময়মনসিংহ সহরে পৌঁছিলাম। সেখানে আমার পরিচিত আত্মীয় কেহ ছিলেন না। প্রথমে কোন্ বাসায়

উঠিলাম ঠিক মনে হইতেছে না। আমি আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত Mymensingh Institution এ ভর্ত্তি হওয়ার জন্য পূর্ব্বেই কৃতসংকল্প ছিলাম। ঐ স্কুল ব্রাহ্মদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। সেখানে ৺শরৎচন্দ্র রায় নামক একজন ধর্ম্মপ্রাণ, সৎকর্ম্মী, উদ্যমশীল ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদের একটী দোকানের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি আমার বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। সেসময়ে শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল চৌধুরী মহাশয় (Dr. B. L. Choudhury of Sherpur) সেরপুরের ৷৴০ আনীর বাসায় থাকিয়া Zilla School এ প্রথম শ্রেণাতে পড়িতেছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহী খ্যাতনামা শ্বশুর ৺ হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেন। তাঁহার পাচক, ভৃত্য প্রভৃতি ছোট একটী Establishment ছিল। এই বন্দোবস্ত হইল আমি বনোয়ারী বাবুর সঙ্গে খাইব এবং হরচন্দ্র বাবুর বাসার (৷৴০ আনীর বাসা বলিয়া অভিহিত) ঘরে শুইব। এই স্থানে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কতকটী ছাত্র একটা mess এর মত করিয়া থাকিতেন। এই বন্দোবস্ত করিয়া Mymensingh Institutionএ 2nd Classএ ভর্ত্তি হইলাম।

শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল চৌধুরী মহাশয় সেবার জিলাস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। ভাল ছাত্র, সুন্দর চরিত্র, বেশ অধ্যবসায়ী ও অনুসন্ধিৎসু। সেইবার তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১০ কি ১৫ টাকা scholarship

পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বেশ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। আমার মত অপর একটী ব্রাহ্মণ ছাত্রও তাঁহার ওখানে থাকিয়া আহার পাইতেন। প্রথম দিন মধ্যাহ্ন আহারের সময় বনোয়ারী বাবুর সহিত একত্রে বসিয়াছি। নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদির সহিত থালে ভাত পরিবেশিত হইয়াছে। 'কালিজিরা' নামক সুগন্ধ অতি সরু চাউলের অল্প অন্ন (বোধ হয় ১½ ছটাক চাউলের হইবে) প্রত্যেকের পাতে। বনোয়ারী বাবু তারও সমস্তটা অন্ন খাইতে পারিলেন না। আমি এক নিঃশ্বাসে সমস্ত অন্ন উদরসাৎ করিলাম। পাচক আর ভাত লাগিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল। আমি আরও অল্প ভাত লজ্জার সহিত লইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার সম্যক্ ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইল না। আহার্য্যের ভিতর হাঁস কিংবা পায়রার মাংসও এক বাটীতে ছিল। বনোয়ারী বাবু প্রতিদিনই প্রায় দুই বেলা ঐ জাতীয় মাংস খাইতেন। তাঁহার বাসাতে ২৫।৩০টা হাঁস ও পায়রা সর্ব্বদা জমা থাকিত। রাত্রিতেও ঐরূপ আহার। আমার ক্ষুধা কিছু কিছু থাকিয়া যায়। আমি পরে গোপনে জলখাবার খাইয়া সেটুক মিটাই। দুই দিন গত হওয়ার পর, যখন একসঙ্গে আহার করিতেছি, তখন বনোয়ারী বাবুর সাক্ষাতেই পামি পাচককে বলিলাম, "ঠাকুর, আমার জন্য আপনারা যেরূপ মোটা চাউল খান, সেই ভাত দিবেন।" বনোয়ারী বাবু বলিলেন, "এইভাতে আপনার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না, বেশী চাউল নিলেই হইতে পারে।" ঠাকুরকে বলিলেন, "ইহাঁকে বেশী ভাত দিবে, কালীজিরার চাউলই বেশী

করিয়া নিও।” আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, “অত সরু চাউলের ভাত খাওয়ার অভ্যাস আমার নাই, মোটা চাউল না হইলে আমার তৃপ্তি হইবেনা।” তার পর হইতে আমি ঠাকুর চাকরদের জন্য যে ভাত হইত তাহাই খাইতাম, সে ভাতও নিতান্ত মোটা বা খারাপ নয়। মাংসও প্রতিদিন খাইতাম না। সপ্তাহে দুই এক সন্ধ্যা মাংস খাইতাম।

এইরূপে পড়া চলিতে লাগিল। Institutionএ 2nd. Classএ ভর্ত্তি হইলাম। তখন স্বর্গীয় দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয় ঐ স্কুলের হেড্ মাষ্টার। শ্রীযুক্ত নবকুমার সমদ্দার মহাশয়ও তখন ঐ স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাদের নিকট পড়িতাম। উভয়েই যোগ্য, ধর্ম্মপরায়ণ, চরিত্রবান্ লোক। ক্লাশে ভালই চলিলাম। কিন্তু টাঙ্গাইলের স্মৃতি আমাকে সময় সময় ব্যথিত করিত। ময়মনসিংহ গিয়া যেন তেমনটা আনন্দ পাইলাম না। যাহউক পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিলাম। পূজার সময় তারিণীদের বাড়ীতে গিয়াছি। সেখানে সকলে টাঙ্গাইল ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। যখন পূজার পর বাড়ী ফিরি, সেদিন মা বরদাসুন্দরী অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, “তুমি না থাকিলে আমার বাসা খালি লাগে, আমাদের মনে বড় অশান্তি হয়, তুমি আর ময়মনসিংহে যেয়োনা, এই স্কুলে আবার ভর্ত্তি হও।” এই বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন। আমি তাঁর কে? এই পরের ছেলের জন্য এত মায়া, এ যে স্বর্গের দৃশ্য। তখনই সংকল্প করিলাম, আর ময়মনসিংহ

যাইব না। বাড়ী গিয়া বাবাকে ও শরৎকে সব বলিলাম। তাঁরাও আমাকে টাঙ্গাইল থাকিতেই যুক্তি দিলেন। পূজার ছুটীর পর আবার আমি টাঙ্গাইল গিয়া 'পুনর্মূষিকোভব' হইলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ও আমি ক্লাশে প্রায় সব বিষয়েই প্রথম ছাত্র। অনেক দুষ্টামি করিতাম। কখন কখন cricket খেলিতাম, তবে ভাল পারিতাম না। তারিণী আমার চেয়ে ভাল খেলিতেন। কিন্তু খেলা নাজানাতেও এক দিন হঠাৎ একটু প্রতিপত্তি লাভ করিলাম। সেদিন টাঙ্গাইলের সাব-ডিভিসন্যাল

পুনরায় টাঙ্গাইলে ছাত্রজীবন।

মাজিষ্ট্রেট Mr. Holmwood I. C. S. (পরে যিনি Inspector General of Registration and High Courtএর Judge হইয়া Sir উপাধি পাইয়াছিলেন) আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেল্‌ছিলেন। সেদিন আমি হঠাৎ ৪।৫ টা বল caught ধরাতে সাহেবের মনোযোগ আমার দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন আমি একজন ভাল খেলোয়ার। এই উপায়ে Holmwood সাহেবের সহিত আমার একটু পরিচয় হইল। পরে অন্য এক ঘটনাতে এই পরিচয় আরও ঘনীভূত হইল। টাঙ্গাইল সহরের উত্তর প্রান্তে এক দিন রাত্রিতে এক ভদ্রলোকের বাসায় আগুন লাগিল। সে আগুন নিভাইতে বহু লোক সেখানে উপস্থিত হইল। Holmwood সাহেবও উপস্থিত হইলেন। বহু স্কুলের ছাত্র সেখানে উপস্থিত। সাহেব তাহাদিগকে নিকটস্থ এক জলাশয় হইতে জল বহিয়া

আনিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ছাত্রই জল আনিতে অগ্রসর হইল না, তাহারা উহা অপমানজনক মনে করিল। যা হউক, অগ্নি নানাচেষ্টায় নির্ব্বাপিত হইল। পর দিন Holmwood সাহেব স্কুল দেখিতে গিয়া হেড মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "তোমার স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে 'what is noble pride and what is ignoble pride' এ বিষয়ে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট Essay বা রচনা লিখিতে পারিবে তাহাকে আমি দশ টাকার একটী পুরস্কার দিব"। মাষ্টার মহাশয় আমাদিগকে জানাইলেন। আমি ঐ রচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্য কতিপয় ছাত্রও লিখিলেন। যথাসময়ে, সকলের রচনাই সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল। তিনি পরীক্ষা করিয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয়কে জানাইলেন, আমার প্রবন্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি রচনা ফিরাইয়া দিলেন এবং জানাইলেন "ঢাকার কমিশনার পরিদর্শনে শীঘ্রই এখানে আসিবেন, তিনি স্বহস্তে এই পুরস্কার বিতরণ করিবেন।" আমি প্রবন্ধটিকে পুনরায় ভাল কাগজে সুন্দর করিয়া লিখিয়া, রেসমী সূতাদ্বারা কাগজগুলিকে খাতার আকারে উপহার উপযোগী করিয়া সাজাইলাম। কয়েক দিন পর Commissioner Mr. Lowis, Mrs Lowis সহ টাঙ্গাইল আসিলেন। (এই Lowis সাহেবের নামেই Darjeeling Lowis Sanitarium অভিহিত হইয়াছে। ইনি পরে কুচবিহারে State Superintendent নিযুক্ত হইয়াছিলেন)। উচ্চশ্রেণীর

ছাত্র ও শিক্ষকগণকে লইয়া এক সভা আহূত হইল, সেই সভাতে Mrs. Lowis ঐ পুরস্কার বিতরণ করিবেন। Headmaster মহাশয়ের আদেশ মত প্রবন্ধটী আমি Mrs. Lowis এর হস্তে অর্পণ করিলাম। তিনি মাঝে মাঝে পাতা উল্‌টাইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার হাতের লেখা তখন সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমতঃ সেই লেখা ও খাতাখানির get-up সম্বন্ধে প্রশংসা করিলেন। তৎপর এই রচনার বিবরণ উল্লেখ করিয়া Holmwood সাহেব কিছু বলিলেন এবং Mrs. Lowis আমার হস্তে দশ টাকার একখানি নোট "সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার পুরস্কার" বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার প্রবন্ধটী সুন্দর হইয়াছে ; ইহা আমি আদ্যন্ত পড়িতে চাই, এইটী আমার নিকট রাখিতে তোমার কোন আপত্তি না থাকিলে আমি এখানি রাখিব।" আমি বিনীতমস্তকে ধন্যবাদ দিয়া সম্মতি জানাইলাম। তিনি প্রবন্ধটী রাখিয়া দিলেন। এই ঘটনা হইতে আমি পরে কিভাবে উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা যথাসময়ে প্রকাশ পাইবে।

আমি ক্লাশে প্রথম স্থান পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। সেসময়ে Holmwod সাহেব বদলী হইয়া অন্যত্র গিয়াছেন। Mr. K. J. Badshaw I. C. S. Su bdl. Officer হইয়া আসিয়াছেন। তিনি অতি বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। ছেলেদের মধ্যে যারা ভাল ইংরেজী বলিতে পারিত, তাহাদিগকে তিনি ভালবাসিতেন। তিনি এক দিন স্কুলে গিয়া আমাদিগকে ইংরেজী ও ইতিহাসে পরীক্ষা করিলেন।

আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What are you going to be ? What is your aim in life ?" যখন আমাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন, তখন আমি বলিলাম "I aspire to be a Deputy Magistrate." তিনি বলিলেন, "Young man, I hope to see you a Deputy Magistrate serving under me when I shall be the Commissioner of a Division." পরে তিনি Postmaster Generalএর পদ পাইয়া অন্যত্র বদলী হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় ঢাকা বিভাগের School Inspector স্মরণীয়, মহামতি, স্বদেশপ্রেমিক ৺ রায় বাহাদুর দীননাথ সেন মহাশয় একবার স্কুল পরীক্ষা করিতে যান। তিনি আমাদের ক্লাশ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করেন। আমার মনে হয় তিনি নিম্নলিখিত একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

Q. Note the difference in meaning in the sentences,

(1) He arrived lately. (2) He arrived late. & (3) He arrived too late.

তিনি ইংরেজী সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে অনেকক্ষণ আমাদের ক্লাশ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরিদর্শন মন্তব্যে আমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

বড়মার মৃত্যু।

এই বৎসর আমাদের পরিবারে এক বিপদ ঘটিল। বর্ষাকালে আমার 'বড়মা' জয়দুর্গা দেবী হঠাৎ তিন

দিনের জ্বরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। আমি সেসময় টাঙ্গাইল ছিলাম। মাকে দেখিতে পাইলাম না। তিনি যে আমার 'বিমাতা' ছিলেন, তাহা ১২।১৩ বৎসরের সময় লোকের নিকট শুনিতাম। বাস্তবিক ষোল আনা মাতৃস্নেহ আমি তাঁহার নিকট পাইতাম। দাদার মস্তিষ্ক খারাপ, তাঁহাকেও বড়মা পুত্রবৎ যত্ন করিতেন, তবে আমিই তাঁহার বিশেষ আদর ও যত্নের পাত্র ছিলাম। আমার আহার, শয়ন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। ধাইমাও যত্ন করিতেন, তবে তাঁহার দুধ ছাড়ার পর আমার কার্য্যের ভার বড়মাই লইয়া ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণা, স্নেহশীলা রমণী ছিলেন। সংসারের কার্য্য করিয়া তিনি পূজা করিতেন। মহিম্নঃস্তব পাঠ করিতেন। আমি বড় হইয়া যখন কিছু সংস্কৃত শিখিলাম, তাঁহার সেই স্তবের উচ্চারণে ভুল ধরিয়া তাঁকে খেপাইতাম। এমন মা চলিয়া গেলেন। বড় ব্যথা লাগিল। মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বাড়ী গেলাম। রীতিমত হবিষ্য করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পুনরায় টাঙ্গাইল ফিরিলাম।

Test পরীক্ষায় সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাইলাম। যেসকল ছাত্র পরীক্ষায় অনুমতি পাইলেন (allowed হইলেন), তাঁহারা সকলেই ঢাকা Centreএ পরীক্ষা দিতে আসিলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ঢাকা আসিলাম। বালিয়াটীর জমিদার বাবুদের কুমারটুলিস্থ বৃহৎ দ্বিতল গৃহের নীচতালায়

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা।

২টী কোঠা আমাদের থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। আমরা বোধ হয় দশ জন আসিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চৌধুরী, হৃদয়নাথ চৌধুরী প্রভৃতির কথা আমার মনে আছে। কেশব বাবু বড় superstitious ছিলেন। ঢাকার বড় বড় গৃহগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন ও বলিতেন "Oh কি vast buildingরে"। আমরা একজন পশ্চিমা raw (আনাড়ি) পাচক রাখিলাম। সে দুই হাত দিয়াই আমাদের থালের ভাত সাজাইয়া দিত; এক দিন দেখিয়া নিষেধ করিলাম। পরেও মাঝে মাঝে তাহাই করিত। আমরা ঢাকার সহর দেখিতাম, পড়াশোনা কম করিতাম। দুষ্টামি ও গল্পগুজবই বেশীর ভাগ চলিত। একদিন রাত্রিতে আমাদের একজন বন্ধু কিছু শীঘ্র শীঘ্রই ঘুমাইতেছিলেন। আমরা কয়েকজনে তাঁহাকে ধরিয়া 'হরিবোল' বলিয়া মৃত ব্যক্তির সৎকার করিবার অভিনয় করিয়া বাহির করিলাম। রাত্রিতে মাঝে মাঝে একটু গান করিয়া সঙ্গীত চর্চ্চাও করিতাম। কেশববাবু পরীক্ষা গৃহে যাওয়ার সময় দালানের সিঁড়িগুলি এক ভঙ্গি করিয়া লাফাইয়া পার হইতেন এবং ভগবানের নাম করিতেন। তখন সকাল বেলা মাত্র পরীক্ষা হইত ও দশ দিন ব্যাপিয়া পরীক্ষা হইয়াছিল। বোধ হয় March মাস। পরীক্ষাও চলিতেছে, আমাদের আমোদ প্রমোদও চলিতেছে। আমাদের অবস্থা দেখিয়া বালিয়াটীর নায়েব মহাশয় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "টাঙ্গাইল থিকে একদল বাঁদর এসেছে, এদের মধ্যে এক আধটা ছাড়া কেউ পাশ হবেনা।"

এখন যেখানে Normal স্কুল, সেখানে Collegiate School ছিল। এই গৃহের পূর্ব্বদিকের একটী রুমে ground floor এ আমার seat ছিল। Gunni's স্কুলের Head-master মহাশয় আমাদের একজন Guard ছিলেন। তিনি প্রতিদিন আমার উত্তরের কাগজগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। শেষ দিন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার সমস্ত পেপার খুব ভাল হইয়াছে, তবে জ্যামিতির পেপারটাতে কিছু গোলমাল হইয়াছে। তুমি ভাল পাশ করিবে।"

পরীক্ষান্তে আমরা নৌকাযোগে টাঙ্গাইল রওনা হইলাম। বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরীর স্রোতে প্রতিকূলে যাইতে আমাদের তিন কি চারি দিন লাগিয়াছিল। এই নৌকাযাত্রার পথে বহু আমোদ উপভোগ করিলাম। কোন দিন একবেলা মাত্র ডাল ভাত জুটিত, কিন্তু তাহাই তৃপ্তির সহিত অধিক পরিমাণে খাইতাম। সিলিমপুরের কোলে নৌকা লাগিল, সেখান হইতে হাটিয়া টাঙ্গাইল রওনা হইলাম। পথে দেখি এক সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া টাঙ্গাইল অভিমুখে যাইতেছেন। তিনি আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাঙ্গাইল কতদূর ও কোন্‌পথে যাইতে হইবে" ? আমি ইংরেজীতে বলিলাম "It is 6 miles from here, proceed along this route, you will have to turn to the right after going about 2 miles." সাহেব তখন ইংরেজিতে বলিলেন "Well boy, you talk

fine English, what do you do?" আমি বলিলাম, 'এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ঢাকা হইতে ফিরিতেছি।' সাহেব বলিলেন, "If you pass the Examination, I shall be glad to take you in my office. I am Mr. Mac Donald of Sherajgunge jute firm. I am going to the S. D. O., Tangail. Please write to me or see me if you want my help". আমি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া সেলাম করিলাম। তিনি গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। আর সাহেবের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টাও করি নাই, দরকারও হয় নাই। টাঙ্গাইল হইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম।

তখন গ্রীষ্মকাল। কিছুদিন বাড়ী থাকিলাম। এই সময় আমার পিসিমা দয়াময়ী দেবী, আমাদের সংসার ছাড়িয়া তাঁহার এক ভগিনীর পুত্রের বাড়ী চলিয়া গেলেন। গর্ভধারিণী, বড়মা, পিসিমা এই তিন মাই হারাইলাম। কয়েক বৎসর পর পিসিমা মারা গেলে, তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য আমি কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলাম।

পরীক্ষান্তে আমি বাড়ী থাকার সময়, আমার স্ত্রী পিংনা তাঁহার পিতামাতার বাসায় ছিলেন। শ্বশুর মহাশয় আমাকে পিংনা যাইতে অনুরোধ করিলেন। সেই সময় তাঁহার কতিপয় আত্মীয় বন্ধুকেও আমাকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। পিংনা যাওয়ার জন্য আমিতো উৎসুকই আছি। তথাপি পিতৃদেবের অনুমতি প্রতীক্ষা করিলাম। তিনি সম্মতি দিলেন।

বৈশাখ মাসের শেষ কি জ্যৈষ্ঠের প্রথমে আমি, আমার মাতুল শ্বশুর শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বসু ডাক্তার মহাশয় (মহেশবাবুর শ্যালক), ৺ আনন্দচন্দ্র ঘোষ (তারকবাবুর আত্মীয়, আমারও জ্ঞাতি খুড়ার ভাগিনেয়) এবং স্বর্গীয় দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় (বাঁশাইল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত) সকলে পদব্রজে পিংনা রওনা হইলাম। পথে আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ী অতিথি হইতে হইতে তৃতীয় দিবস পিংনা পহুছিলাম। বিদেশে শ্বশুর গৃহে ৪।৫ দিন সকলে আদর যত্ন ও রাজভোগ সম্ভোগ করিলাম। যমুনা নদী হইতে প্রতি দিন রুই, ইলিস প্রভৃতি মৎস্য আসিত। জলখাবার নানা আয়োজন। সে সময় শ্বশুর মহাশয়ের আর্থিক অবস্থাও ভাল। খুব আনন্দে দিনগুলি কাটিল। বিশেষতঃ অবসর সময়ে জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গ পাইলাম, কিছু দীর্ঘ সময় অদর্শনের পর। 'জামাই' বলিয়া দুই এক বাবুর বাসাতে নিমন্ত্রণও জুটিল। অতি বিষাদের সহিত আমরা সকলে বাড়ী ফিরিলাম। পথে ভরুয়া গ্রামে তারকবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী, ৺ প্যারীমোহন চাকী মহাশয়ের বাড়ীতে ২।১ দিন ছিলাম। তিনি আমাদিগকে পরম আদরে আহারাদি করাইয়া বস্ত্রাদি উপঢৌকনও দিয়াছিলেন। পথে আসিতে 'পাঠন্দ' নামক স্থানে পৌছিলে, সন্ধ্যা হইল। সেখানে উত্তর রাঢ়ীয় কায়েস্থ জমীদারদের এক কাচারী বাড়ী আছে। আমরা সেই বাড়ীতে অতিথি হইলাম। বাড়ীর কর্ত্তা বা নায়েব (ঠিক মনে নাই) আদেশ দিলেন, মুদীর দোকান হইতে

আমাদের জন্য চাল্, ডাল প্রভৃতি খাদ্য সরবরাহ হইবে এবং মুদীকে চিঠী দেওয়া হইবে। অর্থাৎ মুদীকে লিখিয়া দেওয়া হইবে "ইহাঁদিগকে পাক করিয়া খাওয়ার জন্য সরকারীখরচে চাল, ডাল, কাষ্ঠ প্রভৃতি দিবে।" ইহাতে আমার বয়স্ক সঙ্গীগণ অবমানিত বোধ করিলেন। মুদীকে চিঠি দিয়া সাধারণ অতিথিদিগের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, কাছারী বাড়ীর বাবুদের খাওয়ার সঙ্গে আমাদেরও আহারের বন্দোবস্ত হইবে। যাহউক তাঁহারা কাছারীর বাবুদের এই অসম্মানজনক offer (প্রস্তাব) প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমরা আরও অগ্রসর হইয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় এক দূরবর্ত্তী গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী অতিথি হইলাম। ব্রাহ্মণ এই অসময়ে এতজন ভদ্রলোক অতিথি দেখিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, খুব আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। সঙ্গীরা গতিক দেখিয়া বলিলেন, আমরা কোন আহার্য্য চাইনা, শুধু আপনার গৃহে রাত্রি যাপন করিতে চাই। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার ঘরে মুড়ি আছে, আপনারা গ্রহণ করিলে আমি দিতে পারি" এই বলিয়া তিনি গৃহিণীর নিকট গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিলেন, "আপনারা এতগুলি ভদ্রলোক আসিয়াছেন, আমার গৃহে ডাল ভাত গ্রহণ না করিলে আমাদের মনে কষ্ট হইবে। রান্না করিতে একটু সময় লাগিবে। আপনারা হাত মুখ ধুইয়া একটু বিশ্রাম করুন, আমার গৃহিণী আপনাদের জন্য রান্না চাপাইলেন।" আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার প্রস্তাবে

সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। প্রায় ১৷৷ ঘণ্টা পরে, আমাদিগকে আহার করার জন্য অন্দরে লইয়া গেলেন। আহারে বসিয়া দেখি, চমৎকার আতপ চাউলের অন্ন, বেগুন ভাজা, উৎকৃষ্ট মুগের ডাল, গোলসা মাছের ব্যঞ্জন, ঘন দুধ প্রভৃতি উপাদেয় সুখাদ্য সকল আমাদের পাতে পরিবেশিত হইল। অসময়ে ব্রাহ্মণ পরিবারকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমরা লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশের সহিত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। পরে বৈঠকখানা ঘরে ২।৩ খানা তক্তপোষের উপর পাটী (মাদুর) পাতা ছিল, সেখানে শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রা উপভোগ করিলাম। প্রথমে ব্রাহ্মণ একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে দেখিলাম, তাঁহার হৃদয়খানি প্রেমপূর্ণ ও ব্যবহারে অসাধারণ সৌজন্য। আমরা পর দিন আমাদের ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। অন্য যেসব স্থানে অতিথি হইয়াছিলাম, সর্ব্বত্রই সমাদর ও অভ্যর্থনা পাইয়াছি। সেসময়ে হিন্দু পরিবারে অতিথি সৎকার একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। দুঃখের বিষয়, আজকাল জীবনসংগ্রাম এত কঠোর হইয়া উঠিয়াছে যে, গৃহস্থের পক্ষে পূর্ব্বের মত অতিথি সৎকার আর সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মভাব এবং পুণ্যসঞ্চয়স্পৃহাও শিথিল হইয়াছে।

গ্রীষ্মাবকাশ সময়ে একবার টাঙ্গাইল ও শাঁকরাইলও গেলাম। আমার টাঙ্গাইল বাসের জীবন এখন শেষ হইবে। সুতরাং বন্ধুবান্ধবের সহিত কিছু সময় কর্ত্তনের জন্য তথায় গেলাম।

আমার পিতৃমাতৃ সম সেন মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর নিকট কিছু দিন থাকিলাম। শাঁকরাইল তারিণী বাবুর বাড়ী গিয়া কিছু দিন থাকিলাম। সেখানে অনেক বাল্য বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের সংসর্গে বড় আনন্দ পাইতাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম আমি Entrance পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। তখনও উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে আমার আপেক্ষিক স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাহউক আত্মীয় বান্ধব সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। সেন মহাশয় ও মা বরদা সুন্দরীর আনন্দ ধরেনা। তাঁহারা দুচারজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া এই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমার টাঙ্গাইল প্রবাস শেষ হইল।

সেন মহাশয়।

টাঙ্গাইল বাসের সময় সেন মহাশয়ের পরিবারের স্নেহ মমতা, আদর যত্ন জীবনে কখনও ভুলিব না। সেন মহাশয়ের মত উদার, পরোপকারী, সরল, সুজন ভদ্রলোক আজকাল সমাজে কম দেখা যায়। তাঁহার কখনও ক্রোধ দেখি নাই। যখন রাগিতেন তখনও হাসিয়া কথা বলিতেন, ভৃত্য প্রভৃতিকে মধুর ভাষায় শাসন করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে মদ্য পান করিতেন। সে মাতালের মদ খাওয়া নয়। তিনি তন্ত্রমত পূজাহ্নিকের সময় মদ্য শোধন করিয়া পান করিতেন। তাহাতে কখনও মাতলামি দেখি নাই। ৺ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক মিতরার অর্দ্ধকালী বংশীয় একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনিও ঐভাবে অধিক মাত্রায় মদ্য পান করিতেন, কিন্তু সব সময়েই

টনটনে জ্ঞান। তিনি একজন সাধক ছিলেন। আমাকেও বড় স্নেহ করিতেন। রাত্রিতে আমরা পরিবারের সকল লোকেই এক সঙ্গে খাইতাম। কর্ত্তা, ছাত্র, অতিথি, উমেদার সকলেই এক রকম আহার্য্য পাইতেন। আমার মনে হইত মা বরদাসুন্দরী বুঝি আমাকে বেশী খাওয়াইতেন। সেন মহাশয় অত্যন্ত রসিক পুরুষ ছিলেন। আহারের সময় কত গল্পগুজব হইত। একবার আমের সময় আম উৎসর্গ হওয়ার পর, সেন মহাশয় আম খাইতেছেন, যথানিয়মে আমার নিকটও পাকা আম দিতে মা আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, "আমি আম খাবনা।" সেন মহাশয় বলিলেন, "কেন খাবেনা ?" আমি বলিলাম, "বাড়ী হইতে সংবাদ পাই নাই যে বাবা আম উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি হয়তো আম খান নাই।" সেন মহাশয় বলিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ, তোমার উৎসর্গ ভিন্ন আম খাওয়াতে বাধা কি ? এখানে আমি তোমার এক বাবাতো উৎসর্গ করিয়াছি, তুমি খাও"। তদুত্তরে বলিলাম, "আপনার পিতা কোন্ দিন স্বর্গে গিয়েছেন, তাঁকে আম না দিয়ে খাননা, আমার পিতা জীবিত, তিনি আম খাইলেন কিনা না জানিয়া আমি আম খাইব, ইহা কি ভাল হইবে ?" এই উত্তরে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং আমার পিতৃভক্তির প্রশংসা করিলেন। পরে বাবার উৎসর্গের সংবাদ আসিলে আমার প্রাপ্য আম সুদ সহ আমাকে খাইতে দিলেন। তাঁহাদের দয়া ও স্নেহের কথা অনেক মনে পড়ে। বেশী লিখিয়া পুঁথি বাড়ান নিষ্প্রয়োজন।

সেন মহাশয়ের বাসার দক্ষিণদিকে এক সঙ্গীতজ্ঞ কালোয়াত ছিলেন স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি টাঙ্গাইলে সিভিল কোর্টে আমিন ছিলেন। আমি কখনও কখনও গান গাইতাম। তিনি আমার স্বর বড় মধুর ভাবিতেন এবং অন্য ছেলেদিগকে বলিয়া আমাকে গান করাইতেন ও গোপনে শুনিতেন। আমার কণ্ঠস্বর ভালই ছিল, যৌবনেও হারমোনিয়াম-সহ গান করিতাম, কিন্তু সঙ্গীতচর্চ্চা বড় করি নাই।

টাঙ্গাইল বাসের ইতিহাসে আমাদের স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ তালুকদার মহাশয়ের কথা কিছু উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করি। ইনি নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম ছিলেন। ইহাঁর নিকটই ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বগুলি প্রথম শুনি। ইনিই হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ প্রথম সঞ্চারিত করেন। ইনি প্রায়ই সভা সমিতি করিয়া ছাত্র-দিগকে উপদেশ দিতেন; ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্র গঠন, সততা প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন মধুর উপদেশ দিতেন যে তাঁহার ছাত্রদের ভিতর দুর্নীতি প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি বেশ বক্তাও ছিলেন। আমাদিগকেও সভাতে কিছু বলিতে শিখাইতেন। তাঁহার নিকট একটী vow লইয়াছিলাম। "বারবনিতা সংস্পৃষ্ট কোন নাট্যাভিনয় কি নৃত্যগীতাদিতে কখনও যোগ দিব না", দুঃখের বিষয় দুই তিন বার নানা অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। তামাক সেবনের বিরুদ্ধে তিনি উপদেশ দিতেন। শেষজীবনে সে উপদেশও রক্ষিত হয় নাই। শশীবাবু অতি বিনয়ী, মধুরভাষী,

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ তালুকদার।

পূতচরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি পরে শিক্ষকতা ছাড়িয়া ওকালতি পাশ করিয়া টাঙ্গাইল ওকালতি করিতেন। তিনি একজন ভাল লেখক। ধর্ম্ম সম্বন্ধে গদ্যে ও পদ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

গ্রীষ্মাবকাশের অবশিষ্ট সময় বাড়ীতেই রহিলাম। শরৎ-কামিনী তখন পিংনা হইতে আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন। বধূ ঠাকুরাণী ও তিনি রান্না করিতেন। অবস্থা খারাপ হইলেও ঘরে ধান, গোশালায় দুগ্ধবতী গাভী থাকাতে আহারাদি ভালই চলিত। পিতাপুত্রে এক সঙ্গে আহার করিতে বসিতাম। শরৎ পরিবেশন করিতেছেন, বাবা সেসময়ে দুএকটী হাসি ঠাট্টার কথা বলিয়া আমাদের উভয়কে লজ্জিত ও অপ্রতিভ করিতেন। প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছি ইহাতে বাবা ও গৃহিণী উভয়েই যথেষ্ট আনন্দিত। পিংনাতে শ্বশুর শাশুড়ী ছিলেন, তাঁরা ও গ্রামের আত্মীয় বন্ধুগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত তারক বাবু সকলেই সন্তুষ্ট। আমার বিবাহের পর অনেকেই আমার পিতৃদেবকে তাঁহার বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার অভাব দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "ছেলেটা ভাল হচ্ছিল, আপনি বিবাহ দিয়ে তার মাথা খেলেন, তার লেখাপড়া শীঘ্রই খতম হবে"। ঐ শ্রেণীর সমালোচকগণ আনন্দিত হইলেন কি না জানিনা—একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একথা এখানে স্বীকার্য্য বিবাহের দরুণ আমি ছাত্রজীবনে সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই। তবে শরৎ কখনও আমার লেখাপড়ায় বাধা দেন নাই। দিনে তাঁহার সহিত কম সাক্ষাৎ

হইত। রাত্রিতে আমার নিকটে থাকিলেও, বই হাতে দেখিলে কখনও ঘেঁসিতেন না। শিক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদাই আমাকে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু কোন অবকাশে বাড়ী গিয়া আমি স্কুল কলেজের বই কমই পড়িতাম। সংসারের নানা কাজে ও খেলান বেড়ানেই বেশী ব্যস্ত থাকিতাম! মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়া ২।১ দিন থাকিতেন। আমি সেখানে বেড়াইতে গিয়া খুব চর্ব্ব্যচোষ্য খেয়ে আসিতাম, কিন্তু কখনও রাত্রি বাস করিতাম না। ইহাতে আমার শ্বশ্রূমাতা একটু দুঃখিত হইতেন। আমাদের উভয়ের বাহ্যিক ব্যবহারে কেহ কেহ সন্দেহ করিতেন, আমাদের প্রেমের গভীরতা কম। আমাদের যে গুণ ও দোষ থাক্‌না কেন, হৃদয়ে হৃদয়ে আমরা একপ্রাণই ছিলাম। পরিণয়ের পর আমার কখনও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নাই। আমাতে আত্মসমর্পণ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আমি কেমনে তাঁহার এত অনুগত হইয়া পড়িলাম, তাহার কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাইনা। এসময়টা আমাদের বেশ সুখে কাটিয়া ছিল।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম, পরীক্ষাতে ঢাকা ডিভিসনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১৫৲ টাকা মাসিক Second grade scholarship পাইয়াছি। হেড্ মাষ্টার মহাশয় (গোবিন্দ বাবু) আনন্দিত হইয়া আমাকে একখানা অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন।

তখন ইহা স্থির হইল, আমি ঢাকায় যাইয়া কলেজে পড়িব। টাঙ্গাইল গিয়া সেন মহাশয় ও মাতা বরদাসুন্দরীর হর্ষপ্লাবিত

আশীর্ব্বাদ লইয়া বাড়ী আসিলাম। পিতৃদেব নৌকাযোগে আমাকে লইয়া রথের সময় ধামরাই আসিলেন। আমি সেখানে বাবার চরণধূলি লইয়া নৌকাযোগে আমার এক আত্মীয় বালকের সহিত ঢাকা আসিলাম। ১৮৮৭ সাল, জুলাই মাস।

২য় পরিচ্ছেদ।

ঢাকায় ছাত্রজীবন।

পূর্ব্বে টাঙ্গাইল অঞ্চলের ছেলেরা ঢাকাতে পড়ার জন্য কম আসিতেন। আমি আসিয়া দেখি, আরও ২।৩ জন কলেজে পড়িতে আসিয়াছেন। তাঁহারা পাটুয়াটুলি Students Library এর উপর তালার ঘরগুলি ভাড়া করিয়া এক mess খুলিয়াছেন। আমি সেই মেসে এক seat লইলাম। টাঙ্গাইলের বাঘিল নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী (যিনি পরে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল Collectorate clerk নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেন), কৈজুড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীমোহন গুহ (যিনি পরে পাঙ্গা Estateএর ম্যানেজার ও ঐ সময়ের পর বিবাহসূত্রে আমার নিকট আত্মীয় হইয়াছেন), নাহালি নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ (যিনি একটু দূরসম্পর্কে শরৎ-কামিনীর দাদা হইতেন), কড়াইল নিবাসী (স্বর্গীয়) ললিতমোহন

সরকার এই মেসে থাকিতেন। অন্য অধিকাংশ ছেলে বিক্রমপুর বা ঢাকাবাসী। কাসিমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সরকার তাঁহার দুই কনিষ্ঠ সহোদর সহ আমাদের মেসে থাকিতেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সরকার মাত্র ৮।৯ বৎসরের বালক ছিলেন। তাঁহাকে আমরা তাঁহার বাল্যনামে "লেবু" বলিয়া ডাকিতাম। ইনি এখন Police Inspector এর কার্য্য করেন। চাকুরী-জীবনে তাঁহার সহিত পুনরায় একস্থানে মিলিত হইয়াছিলাম, যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে। এই মেসে কুমিল্লা জেলার তারিণী নামে আমাদের একজন ভৃত্য ছিল, সেই পাচক, সেই দারোয়ান, সেই বাজার সরকার, ম্যানেজার। আমরা প্রত্যেকে তাহাকে ৩৸৹ করিয়া মাসে দিতাম। সে আমাদিগকে রান্না করিয়া খাওয়াইত ও ভৃত্যের কার্য্য করিত। দুই বেলা ডাল, মাছের ঝোল, আর একটা course ভাজা কি টক কি অন্য কিছু খাইতে দিত। দই, দুধ, ক্ষীর, মালাই কি জলখাবার আমাদের নিজের প্রয়োজনমত কিনিতে হইত। আমি প্রায়ই সকালে দুপয়সার বাখরখানি ও একপয়সার চিনি দিয়া প্রাতরাশ করিতাম। আমরা ১০ কি ১২টী ছেলে থাকিতাম। বাড়ী ভাড়া ২৫৲ কি ২৮৲ টাকা ছিল। আমার ছিট্‌রেণ্ট ২॥৹ কি এইরকম কিছু লাগিত।

আমি প্রথমে ঢাকা কলেজে Ist year classএ ভর্ত্তি হইলাম। Mr. Booth তখন Principal, Dr. P. K.

Roy, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত, ৺ নীলকণ্ঠ মজুমদার, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন, স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায় প্রভৃতি অন্য প্রফেসার বা লেকচারার ছিলেন।

ঢাকা কলেজ।

প্রফেসার রাজকুমার সেন মহাশয় গণিত পড়াইতেন। আমার অবস্থা স্বচারু নয়, ইহা জানাইলে, Booth সাহেব কালীনারায়ণ scholarship নামক মাসিক ৬৲ টাকার একটী stipendও আমাকে দিয়াছিলেন। সুতরাং আমি Government scholarship ১৫৲ সহ ২১৲ পাইতাম। প্রায় ৪।৫ মাস ঢাকা কলেজেই পড়িলাম। শ্রদ্ধেয় রাজকুমার বাবু প্রথম হইতেই দেখিলেন, আমি গণিতে অত্যন্ত কাঁচা, মনোযোগও কম দেই, অথচ অন্য সব বিষয়েই ভাল। আমাকে গণিত শিখাইতে তিনি বিশেষ যত্ন নিতে লাগিলেন। আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ "উলটা বুঝিলি রাম" হইল। তিনি গণিতের ঘণ্টায় প্রায়ই আমাকে লইয়া টানা হেঁচ্‌ড়া করিতেন। ক্লাশে ঢুকিয়াই আমাকে ডাকিতেন, "Come to the board & solve this problem" এই বলিয়া Algebra কি Geometryর একটী আঁক বা problem চক দিয়া লিখিয়া দিতেন। অধিকাংশ সময়েই আমি তাহা solve করিতে পারিতাম না। তখন অন্য কাহাকেও ডাকিয়া দিতেন, সে কসিয়া ফেলিত বা অন্য কেহ কসিত। তারপর তিনি তাঁহার peculiar intonation সংযুক্ত উচ্চারণে বলিতেন "Well, you are a scholar and cannot solve this simple problem. Nothing is more

shameful than this." কখনও বলিতেন, "You cannot work out this simple sum, how shameful it is" কোন কোন বালকের সহিত তাঁহার এইরূপ আলাপ হইত।

Professor :—Q. What are you doing there? (A boy rose to answer who was not meant by the professor).

Professor :—Not you, but that boy sitting in the corner & lowering the head.

The boy (this time the right boy)—Sir, I am writing out the sum shewn on the board.

Professor :—You are bending your head, moving your pen this way & that to make me understand that you are writing something, whereas you are doing nothing.

যাহউক তাঁহার আক্রমণটা আমার উপরই বেশী হইত। তিনি বড় উদার, মহাপ্রাণ, অঙ্কশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমার মঙ্গলের জন্যই তিনি আমাকে সব আঁক বা প্রব্লেম কসিতে দিতেন। আমার দুর্ব্বদ্ধি, আমি তাহাতে অপ্রতিভ ও অবমানিত মনে করিতাম। এই কারণেই আমি ঢাকা কলেজ ছাড়িতে কৃতসংকল্প হইলাম।

Principal Booth সাহেব আমাদের Physics পড়াইতেন। তিনি এক উদার মহামতি পুরুষ ছিলেন। বাহ্যজ্ঞান কম ছিল,

গণিত ও Science লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। যখন Experiment successful হইত তখন আনন্দে নৃত্য করিতেন। এক দিন আমরা সব ছাত্র গ্যালারীতে বসিয়াছি। ক্রমোচ্চভাবে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বেঞ্চগুলি দ্বারা গ্যালারী প্রস্তুত। প্রায় ৫।৭টী row, ক্রমে নীচ হইতে উপরে উঠিয়াছে। Booth সাহেব গণিত কি বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন করিলেন। সর্ব্বনিম্নের row তে উপবিষ্ট ছাত্রগণকে প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই উত্তর দিতে পারিল না। ২য়, ৩য় row এর ছাত্রগণও উত্তর দিতে পারিল না। ৪র্থ rowএর একটী ছাত্র তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিল। তিনি সেই rowএর ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমরা নামিয়া নীচে এসে বস।" আর ১ম, ২য় rowএর ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা উপরে গিয়া বস।" তিনি বলিলেন, (To the boys of the upper row) "You come down and (To the boys of the lst row) you go up, higher and higher the atmosphere, rarer the density."

ঠিক মনে নাই পূজার ছুটির পরেই বোধ হয় ঢাকা কলেজ ছাড়িয়া জগন্নাথ কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।

সেসময়ে শ্রদ্ধাভাজন, সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক, সুশিক্ষক ৺ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় জগন্নাথ কলেজের Principal, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী গণিতের ও

Science এর প্রফেসার। ইহাঁরা উভয়েই ভাল ইংরেজি বলিতেন এবং সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারিতেন।

জগন্নাথ কলেজ।

কুঞ্জবাবু ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস গণিত প্রভৃতি অনেক বিষয়ই খুব ভাল জানিতেন। যেমন বিদ্যা, তেমন সুন্দর চেহারা, তাদৃশ মধুর ও পবিত্র চরিত্র। এই কলেজে আসিয়া এই উভয় কৃতী শিক্ষকেরই সুনজরে পরিলাম। বৈকুণ্ঠবাবুকে আমি সরলভাবে বলিলাম, "আমি গণিত জানিনা এবং তাহাতে আমার taste বা রুচিও কম।" তিনি আমাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিলেন। ফলে এমন হইল যে আমি মুখস্থ করিয়া Class Examination এ ভাল নম্বর পাইতাম। তথাপি গণিতে আমার মাথা ঢুকিত না। Ist year class এর অবশিষ্ট কয়েক মাস ও 2nd year class এই কলেজেই পড়িলাম।

এই কলেজে আসার অল্প দিন পর আমাদের একটা ইংরেজী পাঠ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা হইল। মনে পড়ে Homer's Illiad গ্রন্থ হইতে কতক প্রশ্ন হইয়াছিল। আমি সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছিলাম। কুঞ্জবাবু বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সেই বৎসর X'mas holidays এর সময় বাড়ী গেলাম। বাড়ীতে প্রধান আকর্ষণ "শরৎ" ইহা স্বীকার করিতেছি। গয়নার নৌকায় ধামরাই গেলাম। সেখানে কাকরাণ আমার দূরসম্পর্কে মাতুলবাড়ী রাত্রিতে থাকিয়া পর দিন সকালে হাটিয়া রওনা হইলাম। মধ্যাহ্নে যখন 'বহুরিয়া' গ্রামে

পঁহুছিলাম, তখন ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত। অথচ সেখানে পিতৃদেবের পরিচিত ২।১ ঘর ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহাদের বাড়ী যাইতে লজ্জা বোধ হইল। ঐগ্রামে তখন একটা সুন্দর, প্রশস্ত ও গম্ভীর জলাশয় (কুম) ছিল। তাহার উত্তর পার্শ্বে টীনের ঘর পরিবৃত ১খানা বাড়ী দেখিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম; এটা কিলোকের বাড়ী? উত্তর হইল "কায়েস্থ বাড়ী"। আমি সেই বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আশায় গেলাম। দেখিলাম, এক অতি কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ফরাসে বসিয়া আছেন। বাহিরের আঙ্গিনায় অনেক ধানের পালা। দুইস্থানে ধান মাড়াই হইতেছে। ঐ ব্যক্তিটী বাড়ীর কোন কার্য্যকারক বা কর্ত্তাশ্রেণীর কেহ হইতে পারেন এমন বুঝিলাম। আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি পাক করিয়া খাইবেন?" আমি বলিলাম, "আপনাদের গৃহে তো পাক হয়, সেখানেই খেতে পারি"। তিনি বলিলেন, "তাহাই হইবে।" কিছুকাল পরে ভিতর আঙ্গিনার এক ঘরে খাইতে বসিলাম। সেই ঘরে ৪ খানি বড় শালকাঠের তক্তপোষ পাতা ছিল, তার উপর এক প্রকাণ্ড তোষক। অথচ উপরের চাদরখানা ভীষণ ময়লা। ঘরে একটী লোহার সিন্দুকও ছিল। একটী বিধবা স্ত্রীলোক আমার আহার্য্য পরিবেশন করিতে আসিলেন। থালা বাটী গেলাসগুলি কদর্য্য, অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকে ব্যবহার করেন না। প্যাঁজ সংযুক্ত কই মৎস্যের একটী ব্যঞ্জন আর অন্য কিছু উপাদান ছিল। আমি পেট ভরিয়া খাইলাম।

পরে বিধবাটী এক ভাঙ্গা পাথরের বাটীতে করিয়া কিছু দধি আনিলেন। আমি বলিলাম, "দই খাবনা", তিনি বলিলেন "দই বুঝি আপনার সেবায় লাগেনা।" সমস্ত ব্যবহারে ও বাসনপত্রাদি দেখিয়া আর "সেবায় লাগেনা" এই ভাষা শুনিয়া মনে করিলাম গৃহস্থ খুব ধনী লোক হইলেও ভদ্র কায়েস্থ নহেন। পরে বাড়ী গিয়া আমার অনুমান ঠিক শুনিলাম। সেই দিন সন্ধ্যার পর বাড়ী পহুঁছিলাম। গৃহিণী ঔৎসুক্যের সহিত আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ৭।৮ দিন বাড়ীতে থাকিয়া আবার ঢাকা ফিরিলাম।

এইবার সারস্বত উৎসব দেখিতে ট্রেইনে চড়িয়া শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন গুহ মহাশয়ের সঙ্গে ময়মনসিংহ গেলাম। তখন ময়মনসিংহে সারস্বত সম্মিলন ও তৎসঙ্গে একটী Exhibition বা প্রদর্শনী হইত। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় কালীশঙ্কর গুহ উকিল মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। অতিথির জন্য তাহার গৃহ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। তিনি বহু সংখ্যক ছাত্রের আহার যোগাইতেন। কামিনীবাবুও ময়মনসিংহে তাঁহার বাসায় থাকিয়া পড়িয়াছিলেন। সরস্বতী পূজার দিন তাঁহার গৃহে খিচুরী মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যসব গ্রহণ করিলাম। একটা লম্বা টীনের ঘর। তাহাতে প্রায় ১০০ লোক বসিয়া খাইতে পারে। আমরা বোধ হয় ৬০।৭০ জন লোক একত্রে খাইলাম। রাত্রিতে স্বর্গীয় দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেখানেও নানাবিধ আয়োজনে

প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিলাম। দেবেন্দ্রবাবু একজন দেশ-হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, পরোপকারী জমীদার ছিলেন। সেসময় তাঁহার গৃহে আমাদের গ্রামের ৺ গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় থাকিয়া Entrance Class এ পড়িতেন। দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার সমস্ত খরচ দিতেন। পর দিন সকালেই ঢাকা চলিয়া আসিলাম।

গ্রীষ্মাবকাশে পুনরায় বাড়ী গেলাম। এই সময়ে আমি কেবল দাম্পত্য জীবনই যাপন করিলাম। শ্বশুর বাড়ী প্রায়ই যাইতাম। শাশুড়ীঠাকুরাণী নানারূপ জলখাবার খাওয়াইতেন। পড়াশোনা বড় একটা করিতাম না। অবকাশের পর ঢাকায় আসিয়া 2nd year class এ পড়া আরম্ভ করিলাম। পূজার বন্ধে অবশ্য বাড়ী গেলাম। এবৎসর পড়াশুনা কিছু করিলাম, কিন্তু তেমন নয়। গল্পগুজবে অনেক সময় নষ্ট হইত। মাঝে মাঝে রবিবারে সমাজে যাইতাম। তখন স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সমাজের গায়ক ছিলেন। তাঁহার মধুরকণ্ঠনিঃসৃত গান সেসময়ে সমাজের একটা বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। মার্চ্চ মাসে (১৮৮৮) First Arts পরীক্ষা দিয়া বাড়ী গেলাম।

ঢাকাতে আমি নিজে সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিলাম। আমার scholarship হইতে আমি প্রতি মাসে ৫৲ করিয়া পিতৃদেবের নিকট পাঠাইতাম। আর দশ টাকাতেই আমার খরচ প্রায় চলিয়া যাইত। অন্য কোন খরচ নির্ব্বাহের জন্য শ্বশুর মহাশয় সময়ে সময়ে আবশ্যক মত কিছু কিছু পাঠাইতেন।

এবার বাড়ী গিয়া প্রায় ৩ মাস রহিলাম। বৈশাখ মাসের শেষ দিকে সংবাদ পাইলাম F. A. পরীক্ষা প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়াছি। কিন্তু খুব ভাল স্থান পাই নাই। 42nd কি এইরূপ দাঁড়াইয়াছি। তবে 2nd grade Senior Scholarship পাওয়ার আশা ছিল।

ইতিমধ্যে পিতৃদেব আমাশয় রোগে পীড়িত হইলেন। ক্রমে উহা গ্রহণী রোগে পরিণত হইল। প্রথমতঃ আমার বৌঠাকুরাণী ও আমার স্ত্রী ও ধাইমা তাঁহার শুশ্রূষাদি করিতেন। কিন্তু অসুখ আরম্ভের ১০।১২ দিন পর হইতেই বাবা শয্যাশায়ী হইলেন। দিনে ও রাত্রিতে অনেকবার পায়খানা হইত। মনে করিলাম, মলমূত্র পরিষ্কার করিতে বধূগণ হয়তো মনে মনে একটু ঘৃণা বোধ করিতে পারে। বাবার সমস্ত শুশ্রূষার ভার আমি গ্রহণ করিলাম। ধাইমা আমার সহায়তা করিতেন। বধূগণ কেবল বাবার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। আমি নিজহস্তে তাঁহার মলমূত্র স্থানান্তরিত ও পরিষ্কার করিতাম। উত্তরদ্বারী ঘরে এক তক্তপোষে তিনি শুইতেন। আমি দক্ষিণদ্বারী ঘরে শুইতাম। রাত্রিতে প্রায় বাবার শয্যা পার্শ্বেই থাকিতাম। দিনে আমার ঘরে গিয়া ২।১ ঘণ্টা মাত্র ঘুমাইতাম। এইরূপে প্রায় ১৬।১৭ দিন আমি প্রফুল্লচিত্তে বাবার শুশ্রূষা করিলাম। কেহ কেহ আমার প্রশংসা করিতেন। আমি নিজের মনে এই পিতৃসেবাতে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতাম। মাকে চোখে দেখি নাই। বাবাইতো আমাকে মানুষ

করিয়াছিলেন, তাই আমি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম। ধাইমা আমাকে সাহায্য করিতে আসিলে আমি প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করিতাম। বুঝিলাম, এবার বাবা বাঁচিবেন না। কিছু চিকিৎসা হইল, কিন্তু তিনি নিজে ঔষধ খাইতে বড় নারাজ ছিলেন। মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বে সংবাদ আসিল আমি ২০৲ বৃত্তি পাইয়াছি। বাবা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। আর একটি প্রাণী বড় আহ্লাদিত হইলেন। এই সংবাদ আসার সময় তিনি রাঁধিতেছিলেন। আমার দিকে একবার মাত্র স্মিতমুখে চাহিলেন। এই দৃষ্টিতেই সব বুঝিলাম।

পিতৃবিয়োগ।

বাবার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। শেষ দিন (বাঙ্গলা ১২৯৫ সন, ৩রা জ্যৈষ্ঠ) আমি তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া স্নান ও আহার করিয়া দক্ষিণ-দ্বারী ঘরে একটু ঘুমাইতেছিলাম। বেলা প্রায় ২টার সময় বাবা আমার নাম ধরিয়া তাঁহার গৃহ হইতে দুই তিন বার ডাকিলেন। পূর্ব্বরাত্রিতে কিছুই ঘুমাই নাই। আমার একটু বিরক্তি বোধ হইল। তথাপি উঠিয়াই তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, "আমার যাত্রার সময় নিকট হইতেছে, তুমি গ্রামের প্রাচীন ভদ্রলোকদিগকে ডাকিয়া পাঠাও, আর মাঠ হইতে লোক পাঠাইয়া একটী বকন গাভী (যাহা কোন বৎস প্রসব করে নাই) আনাও, বৈতরণী পারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমি 'গোবিন্দ রায়ের' (আমাদের কুল বিগ্রহ

দেবতার) প্রসাদ খাইব। আমার জন্য ভোগের প্রসাদ আনাইয়া দেও।" আমি এইগুলি তাঁহার প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে করিলাম। ধাইমা কিছু কিছু নাড়ী দেখিতে পারিতেন, তিনি দেখিয়া বলিলেন, "নাড়ীটা যেন কিছু বেশী চঞ্চল ও সবল বোধ হয়, হরি বিশ্বাস মহাশয়কে ও ডাক্তার বাবুকে আনিতে পাঠাও।" আমি লোক পাঠাইলাম। হরি বিশ্বাস মহাশয় তখনই আসিলেন, তিনি ভাল নাড়ী দেখিতে পারিতেন। তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "ইহার সকল কথামত কার্য্য কর, ইনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক"। আরও কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার দেহ লইয়া যাইবার সময় তোমরা হরি সংকীর্ত্তন করিও, খোলকর্ত্তাল সংগ্রহ কর। আর আমাকে বংশাই নদী-তীরে লইয়া গিয়া সৎকার করিও।" শ্রীযুক্ত তারকবাবুর ভগিনী (আমার মাসীশাশুড়ী ঠাকুরাণী) 'গোবিন্দ রায়ের' প্রসাদ অর্থাৎ ভাত, তরকারী পায়সাদি লইয়া আসিলেন। বাবা দুএকটী খাদ্য মুখে ছোঁয়াইলেন মাত্র। বলিলেন, "বেশ প্রসাদ খাইলাম, যেন অমৃত খাইলাম।" বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমি বাবার শিয়রে বসিয়া, দাদা তাঁহার পায়ের নিকট। দাদাকে গোপাল নামে ডাকিয়া আমার দিকে চাহিলেন। ঠিক এই সময়ে দেখা গেল, তাঁহার চক্ষুর তারা উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। 'হরি হরি' বলিয়া সকলে তাঁহাকে বাহির করিলেন। উঠানে তাঁহার শয্যা রাখামাত্রই, দেহ হইতে প্রাণবায়ু আকাশে

মিলিয়া গেল। ক্রন্দনের রোল উঠিল। আমি বড় বিচলিত হইলাম না। আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলাম। সৎকারের বন্দোবস্ত হইল। গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক আসিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার শব গ্রামের পূর্ব্বদিকে বংশাই নদীর তীরে বহিয়া নিলেন। আমিও এই পূত দেহ যথাসাধ্য স্কন্ধে বহিয়া নিলাম। বাবার সুন্দর বিরাট দেহ বার্দ্ধক্য ও দারিদ্র্যে শীর্ণতর হইলেও, তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় নাই। তখনও তাঁহার হাতের ১টি অঙ্গুলী আমার প্রায় ২টার সমান মোটা ও সুগোল ছিল। শ্মশানে পিতৃদেবের নশ্বর দেহ বৈশ্বানরকে উৎসর্গ করিলাম, উহা ভস্মীভূত হইল। চিতাভস্ম লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

আজ পৃথিবী আমার নিকট শূন্য বোধ হইল। এক গর্ভধারিণীর অভাবে কত মাতা পাইয়াছিলাম। আজ সংসারে এক উন্মাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার স্ত্রী, ২।৩টী শিশু সন্তান, আর আমার বালিকা বধূ। আমি কদিন হইতেই পিতৃবিয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। কিন্তু শোকের বেগ দামোদরের বন্যার ন্যায় অতর্কিতভাবে আসিয়া আমাকে প্লাবিত করিল। সংসারের ভার স্কন্ধে পড়িল। পড়াশোনা কি শেষ হইল? সর্ব্বোপরি বাবার স্নেহমমতার স্মৃতি আমাকে উদ্বেলিত করিল। বাবা পণ্ডিত ছিলেন না, বড় চাকুরে ছিলেন না, সংসারে যাকে কৃতিত্ব বলে, তাহা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি একজন 'খাঁটি মানুষ' ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন

স্বাধীনচেতা ছিলেন, অন্যদিকে অপরের ন্যায্য সম্মান বা প্রাপ্য সমস্তই তিনি আনন্দের সহিত প্রদান করিতেন। হৃদয়ে যেমন অমিত তেজ ছিল, তেমনি অফুরন্ত প্রেমও ছিল। হিন্দু মুসলমান নিম্নশ্রেণীর লোককেও তিনি স্নেহ, প্রীতি, সৌহার্দ্য দান করিতেন। অতিথি গৃহ হইতে কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। আমি শৈশবে দেখিয়াছি, কোন কোন দিন মধ্যাহ্নে দলে দলে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী আসিয়া উপস্থিত হইত। গৃহে চাউল না থাকিলে অন্য বাড়ী হইতে চাউল ধার করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়ান হইত। এমন দেখিয়াছি গৃহে কিছু অতিরিক্ত মৎস্যের যোগার হইলেই গ্রামিক কতকটী ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিতেন। নিজে কখনও কখনও মৎস্য-জীবীদের গৃহে গিয়া অতিরিক্ত মৎস্য পাইলে, আসার সময় রাস্তাতেই কত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেন। তাঁহাকে লোকে খুব সম্মান করিত। বিবাদ কলহ মিটাইতে তিনি প্রায়ই মধ্যস্থ নিযুক্ত হইতেন। সর্ব্বদাই উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি জন্মাইতে চেষ্টা করিতেন। সকলের ভিতর শান্তি স্থাপন ও সকলকে প্রেম দেওয়া এইটীই যেন তাঁর ধর্ম্ম ছিল। পরনিন্দা শুনিতে পারিতেন না। নিতান্ত হীনজনের ভিতরেও তিনি গুণ দেখিতেন। এই সব কারণে নব্যদলের যুবকগণ তাঁহার কিছু কিছু নিন্দাও করিত। একটী দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গ্রামের ভদ্রগণ নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়াছেন। বাবা বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়দের সঙ্গে বসিয়াছেন।

আমার বয়স তখন ১৫।১৬ বৎসর, আমি নবীন যুবকদের সঙ্গে বসিয়াছি, একই গৃহের মেজেতে, অল্প দূরে। আহার্য্য জিনিষ প্রচুর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রান্না ভাল হয় নাই। ব্যঞ্জনগুলি প্রায়ই অতিরিক্ত ঝাল, বা মসল্লা ও লবণ সংযুক্ত হইয়া প্রায় অখাদ্য হইয়াছে। গৃহকর্ত্তা আসিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কেমন রান্না হয়েছে?" বাবা বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনিই মুখপাত্র স্বরূপ উত্তর দেন। তিনি বলিলেন, "জয়দুর্গার পাক বেশ হয়েছে, অপূর্ব্ব" অথচ তাঁহার এই উক্তি শুনিয়া নবীন এক ভদ্রলোক বলিলেন "ওঁর জ্বালায় কোথায়ও ভালভাবে নিমন্ত্রণ খাওয়ার উপায় নাই, আমরা একটী তরকারীও মুখে দিতে পারিনা, আর উনি বলেন জয়দুর্গার পাক 'অমৃত' ইত্যাদি।" যুবকগণ সকলেই হাসিদ্বারা তাহাদের ব্যঙ্গভাব প্রকাশ করিতেছে। আমি ইহা লক্ষ্য করিলাম ও একটু দুঃখিত বা লজ্জিত হইলাম। বাড়ী গিয়াই বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, আপনি সব নিমন্ত্রণে গিয়াই রান্নার প্রশংসা করেন। আজ সকলগুলি রান্নাই প্রায় অখাদ্য হইয়াছিল, তথাপি আপনি বলিলেন 'জয়দুর্গার পাক অপূর্ব্ব' ইহাতে এক ভদ্রলোক আপনার কথায় অবজ্ঞাসূচক সমালোচনা করিলেন।" বাবা বলিলেন "বাপু, তুমি এখন বুঝিবে না, আরও বয়স হইলে বুঝিবে। গৃহকর্ত্তা প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত বাসনা সকলকে ভাল ক'রে

খাওয়ান। তাঁহার দোষে আহার্য্য নষ্ট হয় নাই; অথচ যদি বলিতাম 'রান্না তেমন সুবিধা হয় নাই', তিনি কত ক্ষুণ্ণ হইতেন। যাঁহারা পরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়ায়, নিজে নিমন্ত্রণ দেয়না, তাহারা ঐরূপ বলিয়া থাকে"। এই শিক্ষা বাবার নিকট পাইয়া ভবিষ্যৎজীবনে আমিও অখাদ্য জিনিষ 'মন্দ হয় নাই' বলিয়াছি। তিনি নিমন্ত্রণ খাইতে বড় আমোদ পাইতেন ও ভাল খাইতেও পারিতেন। সমস্ত জিনিষ খাইয়া নিমন্ত্রণের শেষে ৫।৬ সের দধির হাঁড়ি একলা নিঃশেষ করিতেন। তিনি দই বড় ভালবাসিতেন। গৃহে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ১ খাদা (বড় পাথরের বাটী) দই খাইতেন। আর বর্ষান্তে কাঁচা তেতুলের টকও বড় এক বাটী খাইতেন। টক অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

তিনি সেকেলে ধরণের হিন্দু হইলেও উদারভাবাপন্ন ছিলেন। শেষবয়সে দেখিতাম তিনি পূজা আহ্নিক করিতেন বটে, কিন্তু সেটী যেন মামুলি ধরনের ছিল। মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যাই নিয়মমত প্রতিদিন করিতেন। পার্ব্বন ভিন্ন অন্য দিনে শিবপূজাদি বড় করিতেন না। শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। মিতরার অর্দ্ধকালী বংশের এক ব্যবসাদারী গুরুর নিকট তিনি মন্ত্র লইয়াছিলেন। অথচ নিজে মাংস খাইতেন না। কিন্তু কালীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতির সময় নিজহাতে বলিদান করিতে বড় আমোদ পাইতেন। অনেক গৃহেই তাঁহাকে এই বলিদানের জন্য আহ্বান করিত। কেহ না ডাকিলে হয়তো নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়াও পাঁঠা মহিষাদি বলি দিতেন। ইহাতে যেন একপ্রকার গৌরব অনুভব করিতেন।

তাঁহার কণ্ঠস্বর গভীর ও উচ্চ ছিল। রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে তিনি বাড়ীতে বসিয়া কাহাকেও ডাকিলে, গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোকপাড়ায় শোনা যাইত।

তিনি স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন। পারত পক্ষে অন্যের সহায়তা লইতেন না। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে একটী শিক্ষা দিতেন, যাহা আমিও জীবনে প্রায় motto করিয়া অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তিনি বলিতেন, "বলং বলং বাহুবলং নচ দৈবাৎ পরং বলং" ইহা ধ্রুব সত্য। নিজের পায়ে দাঁড়াইতে না পারিলে, একমাত্র ভগবানের নিকট হইতেই বল পাওয়া যায়।

যৌবনসময়ে পিতৃদেব সংসারের অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদিও করিতেন। আমার বাল্যে 'বাড়ীভরা ঘর', 'গোলাভরা ধান', 'গোয়াইলভরা গরু' দেখিয়াছি। সকালে পিতলের বড় এক কলসী দুধ হইত। আমি একটী গ্লাস লইয়া সদ্যদোহিত গরম ও সফেন দুগ্ধ এক গ্লাস পান করিতাম। আহার্য্যের কোনই অভাব ছিল না। বেশ সুখের সংসার ছিল। কিন্তু দাদার বিবাহের সময় গৃহ দাহ হইল, বিবাহের দ্রব্য সম্ভার নষ্ট হইল। সঞ্চিত ধান্যরাশি পুড়িয়া গেল। পিতৃদেব ঋণ করিয়া তখনই বিবাহ সম্পন্ন করিলেন, পুনরায় গৃহাদি প্রস্তুত হইল। কিন্তু সে সচ্ছলতা

নাই, যেন অভাব, অশান্তির ছায়া পরিবারকে মলিন করিয়া ফেলিল। দাদা চাকুরী পাইলে কিছু দিন বাহ্যিক চাকচিক্য কিছু বাড়িল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় "শ্রী" আর হইল না। তারপর দাদা উন্মাদ হইয়া আসার পর প্রকৃত অভাব ও দারিদ্র্য অনুভূত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রে যে শস্য হইত তাহা বিক্রয় করিয়া কষ্টে হাট বাজার খরচ চলিত। আমি বৃত্তি হইতে বাবার যে সাহায্য করিতাম, তাহাতেই তিনি কত সন্তুষ্ট হইতেন ও কিছু relief বা স্বস্তি বোধ করিতেন।

বাবার স্বর্গারোহণের পর বুঝিলাম, তিনি প্রায় ৫০০৲ ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া জমীদারের খাজনাও বাকী ছিল। শ্রাদ্ধেও প্রায় ৫।৬ শত টাকা ব্যয় করিতে হইবে, গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজনগণ এইরূপ ঠিক করিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয় ও অন্য আত্মীয়গণ অবশ্য কিছু আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখনই যে অর্থের প্রয়োজন হইল, তাহা স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে ঋণস্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বাবার স্বর্গারোহণের পর ২।৩ দিন নিজেই হবিষ্য পাক করিয়া আমি ও দাদা খাইতাম। তারপর বৌ ঠাকুরাণী কিংবা শরৎ পাক করিয়া দিতেন। আমের দিন ছিল। আমার মাসী শাশুড়ী মহাশয়া প্রায়ই আমাদের হবিষ্যোপযোগী ফলমূল লইয়া আসিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। তিনি আমাকে মাতৃবৎ স্নেহ ও যত্ন করিতেন।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বসু মহাশয় অন্য ভদ্রলোক সহ পরামর্শ করিয়া শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিলেন। মাসান্তে শ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। বৃষোৎসর্গ করা হইল। গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ দিয়া খাওয়ান হইল। মৎস্যমুখীও নির্ব্বাহ হইল।

এই শ্রাদ্ধের ব্যয় ও পূর্ব্ব ঋণ প্রভৃতি লইয়া দেখিলাম আমি প্রায় ১২।১৩ শত টাকা ঋণগ্রস্ত হইলাম। ইহা পরিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন আমার মামা শ্বশুর শ্রীযুক্ত তারক বাবু তাঁহার স্বাভাবিক দয়া, স্নেহ ও সুবিবেচনা লইয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ও আমার সংসারের সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইয়া আমার বি, এ, পড়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যখন ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছি, তখন পড়িতেই হইবে। বাড়ীতে চারিখানা মাত্র ঘর রাখিয়া সমস্ত ঘরগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা হইল। তারক বাবুর যত্নেই ঋণশোধের এক উপায় হইল। গোবিন্দ বাবু আমার অবশিষ্ট ঋণ আমাদের পৈতৃক জমি বন্ধক রাখিয়া শোধ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রায় ৩॥ খাদা জমি ছিল। সব জমিই ভাল, উহাতে আশু ধান্য, আমন ধান্য, পাট, রবিশস্য প্রভৃতি সকল রকমের শস্যই ফলিত। ৫ বৎসরের জন্য ১ খাদা জমি গোবিন্দ বাবুকে দেওয়া হইল। তিনি তাহার আয় হইতে আমার সমস্ত দেনা শোধ করিয়া দিবেন এই বন্দোবস্ত হইল। অবশিষ্ট জমির উৎপন্ন হইতে সংসার খরচ চালাইবার ভার

শ্রীযুক্ত তারকবাবু গ্রহণ করিলেন। সংসারের চিন্তা হইতে কিছু নিষ্কৃতি পাইলাম। শরৎকামিনী পিত্রালয়ে থাকিবেন, এই বন্দোবস্ত হইল। বধূঠাকুরাণী, তাঁহার পুত্র, কন্যা ও স্বামী সহ আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন।

আমি কলিকাতা কলেজে গিয়া বি, এ, পড়িব এই ঠিক হইল। টাঙ্গাইল গিয়া সেন মহাশয় ও মাতা বরদাসুন্দরীর ও শাঁকরাইল গিয়া ভ্রাতা তারিণী ও তাঁহার মাতৃদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি লইয়া বাড়ীতে আসিলাম ও কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

৩য় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় ছাত্রজীবন।

আমাদের পুরোহিত বংশের ৺ গঙ্গাদাস চক্রবর্ত্তী প্রথম বিভাগে Entrance পাশ করিয়াছিলেন। F. A, পড়ার জন্য তিনিও কলিকাতা যাইবেন ঠিক হইল। উভয়ে এক নৌকা করিয়া আমরা আষাঢ় মাসে এক শুভদিনে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। 'বিনানই' ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়া ষ্টীমারে গোয়ালন্দ যাইতে হইবে। ইহার অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই গোয়ালন্দ হইতে যমুনা দিয়া

কলিকাতা যাত্রা।

আসাম প্রদেশে ষ্টীমার চলা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে, বই, কাপড় রাখার এক একটী ট্রাঙ্ক বা বড় বাক্স ও সামান্য কিছু বিছানা। বিনানই পৌঁছিয়া নৌকা বিদায় দিলাম। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। বোধ হয় কায়স্থ কি অন্য কোন জাতীয় লোকের বাড়ী। তাঁহারা আমাদিগের আহারের জন্য চাউল, বেগুন, আলু প্রভৃতি দিলেন। গঙ্গাদাস ভাতেভাত রাঁধিলেন। খাইয়া আমরা ষ্টীমার ঘাটে গেলাম। সঙ্গের মালপত্র নৌকার মাঝিরা পূর্ব্বেই ষ্টেশনে রাখিয়া গিয়াছিল। কিছু সময় পরে Down steamer অর্থাৎ গোয়ালন্দগামী ষ্টীমার আসিল। যেখানে ষ্টীমার লাগিল, সেখানে নদীর পাড় উচ্চ। তরঙ্গে প্রতিনিয়ত পাড় ভাঙ্গিতেছে। পাড়ের নীচেই গভীর জল, ভীষণ স্রোত। পাড় হইতে ২।৩ খানা তক্তা Steamerএর deckএর উপর ফেলাইয়া দিয়াছে, তাহার উপর দিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হয়। বাক্স ও বিছানা ধরাধরি করিয়া নিজেরাই লইয়া গেলাম। প্রথম গঙ্গাদাসের ট্রাঙ্ক ও বিছানা ধরিয়া নিয়া ডেকে রাখিলাম। পরে আমার ট্রাঙ্ক ও তাহার উপর বিছানা রাখিয়া দুইপার্শ্বে দুজনে ট্রাঙ্কের side handle ধরিয়া তক্তার উপর দিয়া যাইতেছি। গঙ্গাদাস ডেকে উঠিয়া ট্রাঙ্কের handle ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি পশ্চাতের handle ধরিয়া ডান্ পা ডেকের উপর দিয়েছি, বাঁ পা তক্তার উপরই আছে। এমন সময় হঠাৎ আমার পায়ের নীচের তক্তাখানা নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। আমি উপর

হইয়া ট্রাঙ্কের উপর পড়িয়া গেলাম। ট্রাঙ্ক তখন ডেকের উপর নিপতিত। আর এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে তক্তা পড়িলেই আমরা উভয়ে, অন্ততঃ আমি একা, অতলজলে নিপতিত হইয়া স্বর্গে না গেলেও পাতালে অন্তর্দ্ধান করিতাম। এইবার আবার জগজ্জননীর করুণার হস্ত দেখিতে পাইলাম। যিনি 'মামরা' ছেলেকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, আজও তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, যেন হাত ধরিয়া অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। তখনই আমার মনে ভগবৎকরুণার একটী ছবি চিরতরে অঙ্কিত হইল। সর্ব্বদাই এই ঘটনাটী আমার মনে হইয়া দয়াময়ের দয়া ও কৃপার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শেষ-বয়সে অনেক সাধুসজ্জনের সঙ্গে 'ঈশ্বর দর্শন' বিষয়ে আলাপ করিয়াছি। তখন মনে হইত, এই প্রকার ঘটনাকেই অশরীরী ঈশ্বরের 'দর্শন' বলিতে হইবে।

ষ্টীমার প্রথম রাত্রিতেই গোয়ালন্দ পঁহুছিল। পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য ছাত্র ও যাত্রীদের প্রথা অনুসরণ করিয়া, আমরা এক হোটেলে রাত্রির আহার—ভাত, ডাল ও ইলিশ মাছের ঝোল গ্রহণ করিয়া ট্রেনে উঠিলাম। এখনও গোয়ালন্দে অনেক হোটেল আছে। তখনও ছিল। হোটেলের বন্দোবস্ত ভাল নয়। তথাপি যাত্রীদিগকে বাধ্য হইয়া সেখানে আহার গ্রহণ করিতে হয়। ছাত্রাবস্থায় কলিকাতায় যাওয়া আসা কালে এই সব হোটেলেই খাইতাম। বর্ষার সময় এবং অন্য সময়েও ইলিশ মাছের একটা ঝোল প্রায়ই থাকিত। সেসময়ে তাহাই

বেশ লাগিত এবং 'hunger is the best sauce' এই প্রবচনের সত্যতা প্রমাণ করিত। প্রায় হোটেলেই ২।১ জন চাকরাণী থাকিত। তাহারা কলুষিত চরিত্রের লোক। আহারান্তে বাবুদের হাতে পান যোগাইত। কেহ কেহ হোটেলের সাম্‌নে পানের দোকানই খুলিয়া বসিত। তবে বোধ হয় ছাত্র যাত্রীদের উপর তাদের বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারিত না।

সকাল বেলা ট্রেন সিয়ালদহ পঁহুছিল। নাবিলাম। কলিকাতার প্রথম দৃশ্য আমাকে স্তম্ভিত করিল। সেখানে সকলই অদ্ভুত মনে হইল। বিপুল জনতা, প্রশস্ত রাজপথ, উভয়পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণী সকল, বিরাট সুশোভন সৌধমালা সকলই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া উপস্থিত হইলাম ৪নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেইনের বাড়ীতে। সেখানে একটী 'মেস' (mess)। তথায় আমাদের গ্রামের গোবিন্দ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র—আমার বন্ধু—দীনেশ বাবু থাকিতেন। পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট চিঠি দেওয়া হইয়াছিল। সেই 'মেসে' আমি একটী seat লইলাম। পরে গঙ্গাদাস অন্যত্র গিয়াছিলেন।

আমি City Collegeএ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। দীনেশও বোধ হয় সেই কলেজে 4th. year classএ পড়িত। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন Principal. পূজনীয় শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র মহাশয়

ইংরেজির Professor. শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মিত্র মহাশয় Philosophy ও পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন সংস্কৃত পড়াইতেন।

সিটি কলেজ।

এই কলেজে প্রবেশ করিয়া একরূপ নব জীবন পাইলাম। অধ্যক্ষ উমেশ চন্দ্র ভগবৎভক্তি, সরলতা, সাধুতা ও নম্রতার এক জীবন্ত মূর্ত্তি। অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্র নৈতিক জীবনের ও ধর্ম্মপ্রাণতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাঁদের ছায়া স্পর্শ করিলেও হৃদয়ে একটা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইত। তখন City Collegiate স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা Superintendent ছিলেন তেজস্বী, ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, সঞ্জীবনীর সম্পাদক। City College তখন উদীয়মান। ছাত্রদের নৈতিক জীবন বেশ উন্নত। দুই একজন সহপাঠী পাইলাম, যথা শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু (ইহাঁরা উভয়েই বি, এ, পাশ করিয়া শিক্ষাবিভাগে কার্য্য লইয়াছিলেন), ইহাঁরা ব্রাহ্ম। আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এই কলেজে গিয়া প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্টভাবে না মিশিয়াও তাঁহাদের উপদেশগুলি নীরবে গ্রহণ করিতাম।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াশোনা চলিতে লাগিল। নূতন কলিকাতা গিয়া অনেক দিন দেখা শোনাতেই নষ্ট করিলাম। পড়াশোনায় খুব মনোযোগ দিতাম না। আরাম করিয়াই পড়িতাম। A. course লইলাম। ইংরেজী, সংস্কৃত ও Philosophy পড়িতাম। ইংরেজীতে honours লইলাম। কিন্তু

Honours courseএর বই এ বৎসর কিছুই পড়িলাম না। যাঁহারা ইংরেজীতে honours লইলেন তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান পরীক্ষার জন্য হেরম্ব বাবু ইংরেজীতে আমাদের একটী পরীক্ষা লইলেন। কতক প্রশ্ন general knowledge test করার উদ্দেশ্যে এবং কতক প্রশ্ন পাঠ্য সাহিত্যগ্রন্থ হইতে করিলেন। কয়েক দিন পর আমাদের উত্তরের কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন। প্রথমেই আমার কাগজ লইয়া তাহার সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। একটী বর্ণবিন্যাস ভুল হইয়াছিল। Interpreted কথাটী আমি Interpretted spell করিয়াছিলাম। এই ভুল উল্লেখ করিয়া অন্য বিষয়ে প্রশংসা করিলেন। তিনি কোন কাগজেই নম্বর দেন নাই। তারপর আরো দুচারখানি কাগজের সমালোচনা করিলেন। ছাত্রগণ বুঝিলেন আমার কাগজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। তারপর তিনি আমাদিগকে "Choice and use of books" সম্বন্ধে একখানা Essay লিখিতে দিলেন। এই Essayর কাগজ ফিরাইয়া দিবার সময়েও যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ছাত্রগণ ভাবিলেন আমার Essayই ভাল হইয়াছে। সেই সময় হইতে সহাধ্যায়ীগণ আমার দিকে একটু নজর দিতেন। কলিকাতার ছাত্রগণের একটু গৌরব ছিল, পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা তাদের মত ইংরেজী জানে না। ইতিমধ্যে একটী ঘটনা হইল যাহাতে আমার প্রতি 'বাঙ্গাল' বলিয়া যে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা দূর হইল। বিলাত হইতে আগতা বিদুষী ভারত-মঙ্গল-কামিনী

Miss Manning এক দিন City College দেখিতে আসিলেন। প্রিন্সিপাল উমেশ বাবু তাঁহাকে লইয়া আমাদের ক্লাশে আসিলেন। তখন বরদা পণ্ডিত মহাশয় মাঘের 'শিশুপাল বধ' কাব্য পড়াইতেছিলেন। Miss Manning পণ্ডিত মহাশয়কে প্রথম ২।১ শ্লোক পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। আমি দেখিলাম, বড় গোল বাধিল। পণ্ডিত মহাশয় ইংরেজীতে ভাল ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া, Principal কে বলিলাম "We students can explain the verses." তখন Principal ও বুঝিয়া, আমাকেই explain করিতে বলিলেন। আমি প্রথম শ্লোকের ভাল করিয়া ইংরেজীতে মানেটা translation করিয়া দিলাম। এখন ঠিক মনে নাই। তবে সেই শ্লোকের ভাবার্থ এইরূপ ছিল, দেবর্ষি নারদ এক অগ্নিগোলকের ভিতরে স্বর্গ হইতে নাবিয়া বসুদেব-গৃহে সভাতে উপস্থিত হইয়া ভাবী বিপদের সংবাদ জানাইলেন। এই মানে বলিয়া, আমি Miss Manningএর সঙ্গে নিম্নলিখিত আলাপ ও আলোচনা আরম্ভ করিলাম। বলিলাম, Madam, a similar idea has been expressed by your poet Milton in his Paradise Lost. There it has been described that the good angel Gabriel came down to earth from heaven in the shape of a Phœnix to warn Adam and Eve of their coming danger. এই প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করিলাম। মহিলা কিছু বিস্মিতা হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "Oh, you have read and studied Milton well, it seems, what other English poets have you read ?" যখন আমি Shakespeare, Wordsworth, Shelly, Byrons and Keats etc. প্রভৃতির নাম বলিলাম তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। She appeared to be pleasantly surprised. তিনি হয়তো জানিতেন না যে আমাদের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরণের English Literature শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎপর তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে প্রায় ২০ মিনিট আলাপ করিয়া অতি প্রীত হইলেন, আর ভাবিলেন 'এ ছেলেটী খুব পণ্ডিত'। ক্লাশ হইতে যাইবার সময়ে আমার সহিত কর মর্দ্দন করিয়া গেলেন। ইহার পর একটী কলিকাতাবাসী সহাধ্যায়ী আমাকে বলিয়াছিলেন, "আরে বাঙ্গাল, তুইতো ভারি চালাক রে।"

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষদিকে কিছু দিনের জন্য ২নং শঙ্কর ঘোষের লেইনে এক নূতন mess খুলিয়া কয়েক মাস তথায় থাকিলাম। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন এই মেসে থাকিতেন। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি আমাকে প্রীতি চিহ্ন স্বরূপ একখানা ক্ষুদ্র নোট বুক দিয়াছিলেন, তাহা আজও আমায় নিকট যত্নে রক্ষিত আছে। আমরা উভয়ে স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "Peace Cottage' নামক গৃহে গিয়া তাঁহার নিকট Shakespeare

পড়িতাম ও সময় সময় তাঁহার উপাসনায় যোগ দিতাম। এই মহাপুরুষের সংশ্রব কত সুমধুর ও শিক্ষাপ্রদ ছিল।

এইভাবে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পড়া শেষ হইল। পূজা ও গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিলাম ও সংসার ধর্ম্ম করিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পর গিয়া আমরা ৪৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট (চোরবাগানে) এক নূতন mess খুলিলাম। সেখানে দীনেশ বাবুও গেলেন। আঘৈত নিবাসী স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র মৌলিক (যিনি পরে Telegraph Superintendent হইয়া পেনসন লইয়া গিরিডিতে বাস করিতেছিলেন) আড়রা নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর ঘোষ (রায় বাহাদুর, ময়মনসিংহের উকীল) প্রভৃতি মেম্বার ছিলেন। আমাদের সঙ্গে একজন অদ্ভুত খাদক থাকিতেন। নাম সৌরেশ চন্দ্র সরকার (ব্রাহ্মণ), নিবাস চুয়াডাঙ্গার মধ্যে কোন গ্রামে। তিনি সেবার বি, এ, পরীক্ষা দিলেন। রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত পড়িতেন। তিনি ২।৩ জনের খাদ্য একলাই খাইতেন। বাজি রাখিয়া এক দিন আহারের পর ১ সের লুচি ও ৫ সের রসগোল্লা খাইয়াছিলেন। তাঁহার কটিদেশে একটা লোহার শিক্‌লি থাকিত। তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই শিক্‌লি আমার আহারের মাপকাঠি। যিনি আমাকে অতি আহার শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই এই শিক্‌লি দিয়া বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ তোমার পেট শিক্‌লির সমানভাবে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আহার করিতে পারিবে, শিক্‌লি টান টান হইলে আর বেশী খাইওনা।" এই মেসে দুএকটী

মেম্বর ছিলেন যাঁহাদের নৈতিক চরিত্রে আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল। সংশোধনের চেষ্টায় ভাল হইল।

৪র্থ বর্ষের session আরম্ভ হওয়ার অল্প পরেই আমি দেখিলাম, আমার পড়াশোনা ভাল হয় নাই, Honours courseএর বই পড়াই হয় নাই। সুতরাং আমি অধ্যাপক হেরম্ব বাবুকে জানাইলাম যে, Honours ছাড়িয়া দিব। তিনি নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন, "তাহা কিছুতেই হবেনা, এখন যে কয় মাস আছে, তাহাতেই যথেষ্ট পড়িতে পারিবে।" অগত্যা Honours courseএর বই পড়িতে সুরু করিলাম, যথা Tennyson's Princess, Mathew Arnold's "Essays in criticism etc,' Pass Courseএর পাঠ্য Burke's 'Thoughts on the present discontents,' 'American Taxation' প্রভৃতি পড়িতে হইত। এক দিন হেরম্ব বাবু 'American Taxation'এর একটী passage একভাবে বুঝাইয়া দিলেন, আমার মনে ভাল লাগিল না, অথচ সে কথা অধ্যাপক মহাশয়কে বলিতেও সাহস হয় না। তথাপি সন্তর্পণে বলিলাম, "Sir, does this passage admit of a different interpretation like this?" এই বলিয়া আমি যেভাবে বুঝিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। তখন তিনি বেশ গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "I beg to differ from you." এই বলিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"Have you got this interpretation from any key-maker or Professor of any other college? আমি বলিলাম :—

"No, Sir, it is my own interpretation as far as I could make out from the context." তিনি দুই একবার Dictionary খুলিয়া দেখিলেন। Lecture দিবার সময় প্রায়ই তিনি ডিক্‌সেনারী খুলিয়া উপযোগী শব্দ বাহির করিতেন। কিছুক্ষণ পড়াইয়া আবার ঐ passageএর উপর আসিয়া সেবার বলিলেন :—

"I have been thinking about your interpretation. I should think that is also a reasonable explanation. I am not yet certain as to whether your explanation or mine is the correct one." আমি নিজে ভাবিলাম, আমার মানেই অধিকতর উপযোগী।

একজন নূতন এম, এ, পাশ করা Professor Tennyson's Princess পড়াইতেন। তিনি বেশ smart ছিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেন না। আমার মনে হইত, তিনি নিজেই অনেক স্থান বুঝিতেন না। ইংরেজী Honours Courseএর বই ভাল পড়াই হইল না। হেরম্ব বাবু যে দুএকখানা পড়াইতে সময় পাইতেন, তাহা ভাল বুঝিতাম। অন্য বই সম্বন্ধে মাত্র hazy idea হইল। সংস্কৃতও ভাল পড়িতে পারিলাম না। শেষে বুদ্ধি করিয়া Text booksগুলি

আগাগোড়া পড়িয়া বাঙ্গলাতে তাহার মানে ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখিলাম। ইহাতে আমি পরীক্ষার সময় খুব উপকার পাইয়াছিলাম।

৩য় বার্ষিক শ্রেণীর sessionটা প্রায়ই না পড়িয়া নষ্ট করিয়াছিলাম। সেইবার sessionএর শেষদিকে দক্ষিণ উরুদেশে এক বৃহৎ ফোঁড়া হইয়াছিল। পাকেও না, গলেও না। এক দিন Dr. Pratap ch. Mazumdar মহাশয়ের নিকট গিয়া ফোঁড়া দেখাইলাম। তিনি ঔষধ খাইতে দিলেন ও বলিলেন "ফোঁড়া বসিয়া যাইবে।" কদিন ঔসধ খাইয়া আবার গেলাম ও Dr. Mazumdar কে বলিলাম, "মহাশয়, ফোঁড়াতো একভাবেই আছে, বরং পাক্‌বে বলে বোধ হচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "তুমিতো বড় ফাজিল ছেলে হে, আমি বল্‌ছি, এটা বসে যাবে আর তুমি বল্‌ছো পাকবে!" চলিয়া আসিলাম। ইহার পর আর ঔষধ খাইলাম না। এক দিন হঠাৎ ফোঁড়াটা ফাটিয়া গিয়া আমার পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত হইয়া গেল। তখন এক ডাক্তারকে আনিয়া দেখাইলাম। তিনি দেখিলেন, 'নালীঘা' হইয়াছে। তিন বার অস্ত্র করিতে হইল। কিছু ভাল হইলে গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী চলিয়া গেলাম, সেখানে আপনিই ভাল হইয়া গেল। এই কারণেও পড়ার কিছু ক্ষতি হইয়াছিল।

যাহা হউক ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর মাঝামাঝি বুঝিলাম, পড়াশোনা কিছুই হয় নাই; পাশ করা মুস্কিল হইবে। তখন একটু মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম। পূজার

ছুটীতে আর বাড়ী যাইব না ইহাই ঠিক করিলাম। শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে সংবাদ পাইলাম, আমার একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম সন্তান

সে শিশুটী মাত্র ১২ দিন জীবিত থাকিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল, আমি তাহাকে দেখিতেও পাইলাম না। শিশুর মৃত্যু সংবাদে একটু বিচলিত হইলাম। কিন্তু সন্তানশোকজনিত দারুণ ব্যথা বোধ হইল না। দেখিলে বোধ হয় স্নেহও হইত, অভাবে ব্যথাও হইত।

পূজার ছুটীতে মেসে রহিয়া গেলাম। দীনেশও বোধ হয় সেবার বাড়ী গেলেন না। এই সময়ে শরৎকামিনীর একখানা করুণা ও ব্যথা-ব্যঞ্জক পত্র পাইলাম। বিবাহের পর এই তাঁহার প্রথম পত্র। এই পত্রে প্রেমের কোন ছড়াছড়ি নাই। সন্তানের শোকে তিনি ব্যথিতা ছিলেন, ছুটীতে আমাকে না পাইয়া দুঃখিতাও হইয়াছিলেন। যেন আমার নিকট হইতে সান্ত্বনা পাইবার আশায় তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি বাড়ী যাই নাই বলিয়া কোন দোষারোপ না করিয়া, যাহাতে আমি ভাল পড়িয়া পরীক্ষাটা ভাল পাশ করিতে পারি, তাহারই আভাস দিয়াছিলেন। আমিও সান্ত্বনা দিয়া যথাযোগ্য উত্তর দিলাম। এত দিন তিনি আমাকে কোন পত্র লিখিতেন না, পাছে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় ও লোকে দোষারোপ করে। পরে আমাদের ভিতর বিচ্ছেদের সময় বেশ চিঠি পত্র চলিত।

বি, এ, পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। Honours course এর দুইখানা বই Earle and Shaw স্পর্শও করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম সে Paper এ Essay এতে ৫০ 'মার্ক' থাকে তাহাতেই চলিবে। সংস্কৃতও ভাল পড়া হইল না। এই অপ্রস্তুত অবস্থায় বি, এ, পরীক্ষা দিলাম। সৌভাগ্য এই যে সংস্কৃত papers এ শুধু translation এ অনেক marks দেওয়া ছিল, তাহাতে আমার খুব সুবিধা হইল। ইংরেজি অন্য papers ভাল করিলাম, কিন্তু যে paper এ Earle and Shaw এর প্রশ্ন থাকে, তাহাতে দেখি Essay তে মাত্র ৪০ মার্ক দেওয়া আছে। অন্য প্রশ্নোত্তর আন্দাজে দিয়া, ২॥০ ঘণ্টা বসিয়া Essay দুইটাই লিখিলাম। দুইটা Essay ছিল বলিয়া মনে হয়। তার মধ্যে ১টা "Novel reading" সম্বন্ধে। F. A. পড়ার সময় হইতেই Novel reading সম্বন্ধে আমার কতকগুলি thoughts ছিল। সুতরাং এই Essayটা ভালই হইল। তবে Honours পাশ করিব ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি নাই।

বি, এ, পরীক্ষা।

পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিলাম। গ্রামে তখনও অন্য কেহ graduate হন নাই। সুতরাং আমার একটু importance ও ছিল। কিন্তু আমি বালকের মতই স্বাধীন ভাবে ছুটাছুটী করিতাম। সংসারের কিছু কিছু কার্য্য করিতাম, হাট বাজার করিতাম। বেশভূষার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাদাসিধে চলিতাম। নিকটেই শ্বশুর বাড়ী। প্রায়ই

সেখানে যাইতাম, কিন্তু রাত্রিবাস সেখানে হইত না। কখনও বা খালি পায়ে বৈকালে কি সকালে বেড়াইতে যাইতাম, অমনি শ্বশুরবাড়ী বেড়াইয়া আসিতাম। শ্বশ্রূমাতা প্রায়ই সেখানে খাওয়ার পীড়াপীড়ি করিতেন, কখন বা খাইতামও। কিন্তু বাড়ীতে শরৎ আমাকে যে সামান্য আহার্য্য রাঁধিয়া খাওয়াইত তাহাই ভাল লাগিত। বধূঠাকুরাণী থাকিলে তিনিও রাঁধিতেন। তিনি শরতের চেয়েও ভাল রান্না জানিতেন, কিন্তু অপর জনের রান্না খাইয়াই মনে স্ফর্ত্তিটা বেশী হইত। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসেই আমাদের গ্রামটী অতি মনোহর। গ্রামের চতুর্দ্দিকেই বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তর। আর প্রত্যেক গৃহস্থের প্রাঙ্গণ আমগাছে পরিপূর্ণ। প্রচুর আম হইত। ভদ্রলোকদের বাড়ীর আম প্রায়ই খুব মিষ্টি। তবে আমে পোকাও যথেষ্ট হইত। আমাদের বাড়ীতে অনেক পুরাতন আম গাছ ছিল। এক জোড়া গাছ ছিল, তার নাম 'ধইলা ও কাইলা।' একটীর আম পাকিলে স্থন্দর হলুদ ও লাল রংএর হইত—খুব রস যেন চিনির সরবৎ। অপরটীর আম কাল বা গাঢ় সবুজ রং এর, ভিতরে লাল ও সুমিষ্ট গোলা। একটী বুড়োগাছের নাম ছিল 'গোপাল ভোগ'—ছোট সাইজের আম, খুব মিষ্টি। আর একটী গাছ, ডোবার পারে, তার নাম ছিল 'চারা গাছ', অনেকটা মালদহের 'ক্ষীরসাপাতি' আমের মত। এই আমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয় এই সবগুলি গাছই মরিয়া গিয়াছে। আমি নিজেই গাছে উঠিয়া আম পাড়িতাম।

গ্রীষ্মাবকাশটী বেশ কাটিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ী, মামাশ্বশুর বাড়ী প্রায়ই নিমন্ত্রণ চলিত। ইতিমধ্যে বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। আমি সংবাদ পাই নাই। সংবাদ দেওয়ার কেহ ছিলেন না। তখন ইংরেজী সংবাদ পত্র কম ছিল, গ্রামে কেহ লইতেন না। জৈষ্ঠমাসের শেষদিকে সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত বি, এর ফল দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে আমি বি, এ, পাশ করিয়াছি ও ইংরেজীতে Honours দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। সেবার আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ নিয়োগী, Mr. K. C. De (যিনি এখন Board of Revenueএর member) প্রভৃতি বি, এ, পাশ করেন। ইহাঁরা ২।৩ subjectএ Honours প্রথম, দ্বিতীয় স্থান পাইয়া পাশ করেন। Mr. De বোধ হয় সব subjects (B Course) প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশপূজ্যা, সাহিত্যসেবিকা ও দেশসেবিকা শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী (তখন Miss Sarala Ghoshal) ও সেবার বি, এ, পাশ করিয়া ইংরেজীতে প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে Honours পাশ করিয়াছিলেন। জানিনা আমার আত্মীয় স্বগণ সকলেই আমার এই পাশে খুব সন্তুষ্ট হইলেন কিনা। তবে অনেকেই সুখী হইলেন। আমি নিজে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম যে, আমি ভাল প্রস্তুত হইতে না পারিয়াও Honours সহ বি, এ, পাশ করিতে পারিলাম।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

চাকুরী গ্রহণ।

এখন আমি 'ল' (আইন) পড়িব ইহাই স্থিরীকৃত হইল। সংসারের বন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎই চলিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত তারকবাবুই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে কলিকাতা গিয়া এবার আমরা ৬৩।১।৩ মেচুয়া বাজার ষ্ট্রীট ত্রিতল গৃহে মেস্ খুলিলাম। City College Law Class এ ভর্ত্তি হইলাম। কিন্তু প্রায়ই সংসারপরিচালনের চিন্তা আমার মনে আসিত। এমন সময় বোধ হয় জুলাই মাসে, কুচবিহার হইতে (স্বর্গীয়) চন্দ্রমোহন গুহ মহাশয় আমাকে একখানা telegram করিলেন:—

মেখলিগঞ্জ স্কুলে কার্য্য গ্রহণ।

Headmastership of Mekligaunge newly started aided High School on Rs. 60/- offered. Wire acceptance.

চন্দ্রমোহন বাবু আমাদের গ্রামের অধিবাসী। আমার প্রতিবেশী। ঠিক আমাদের বাড়ীর উত্তরে তাঁদের বাড়ী লাগা। গ্রাম্যসম্পর্কে তিনি আমাকে খুড়া বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু বিবাহদ্বারা আরও একটু নিকটতর সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি আমার শ্বশুর মহেশবাবুর মামাতো ভাই অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত দিগিন্দ্রমোহন গুহ মহাশয়ের cousin. চন্দ্রমোহন বাবু

কুচবিহার Civil Sessions Judgeএর Sheristadar ছিলেন। বেশ ইংরেজী ও বাঙ্গলা জানিতেন। তিনি 'সংসার বা মনুষ্য জগৎ' নামক একখানা গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।

তিনি আমার কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভের জন্য বড় সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমাকে স্নেহ করিতেন। আমার অসচ্ছল অবস্থা জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তিনি আমার নিকট ঐ টেলিগ্রাম করিয়া ছিলেন। আমি অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই জব দিলাম, "Post accepted formal appointment instruction solicited." দুই তিন দিন পরই নিয়োগ পত্র পাইলাম। কিছু পোষক প্রভৃতি ক্রয় করিয়া মেখলিগঞ্জ যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

বোধ হয় জুলাই মাসের শেষদিকে এক দিন দার্জিলিং মেইল এ উঠিয়া চলিলাম। গভীর রাত্রিতে 'হলদিবাড়ী' ষ্টেশনে নামিলাম। সেখানে আমার শ্বশুর মহাশয়ের গ্রামবাসী ৺ বাবু আনন্দমোহন ভৌমিক নামক এক ভদ্রলোক কুচবিহার ষ্টেটের P. W. D. Sub-Overseer ছিলেন। তাঁহার বাসায় উঠিয়া শুইয়া রহিলাম। পর দিন প্রাতে তথায় আহার করিয়া এক গো-শকটে মেখলিগঞ্জ রওনা হইলাম। মেখলিগঞ্জ হলদিবাড়ী হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে, তিস্তা নদীর অপর অর্থাৎ পূর্ব্বপারে। গাড়ী চলিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রায় ১॥ ঘণ্টা পরে আমার ঘুম ভাঙ্গিল, এক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ও শব্দ শুনিয়া। এমন ভীষণ সোঁ সোঁ শব্দ আর কখনও শুনি নাই। কোথা হইতে কিভাবে এই শব্দ হইতেছে,

বুঝিতে না পারিয়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের শব্দ?" সে আমার অজ্ঞতায় একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "বাবু, এ জাননা, তিস্তা নদী এইরূপ ডাকে।" আর মাইল তিন গেলেই সেই ভীষণ শব্দায়মানা স্রোতস্বতী 'তিস্তা' দেখিতে পাইলাম। ভয়ঙ্কর স্রোত, জলরাশি উলট পালট হইয়া চলিতেছে। গাছ পাথর সব ভাসিয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে ভীষণ শব্দ হইতেছে। নদীটী তখন বেশ বিস্তৃতও হইয়াছে। উহা পার হইতে হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত আকুলিত হইলাম। কিন্তু সেখানে যে ferry ছিল, তাহার বন্দোবস্ত ভাল। দুখানা ভাল শক্ত নৌকা একসঙ্গে ছাড়িয়া গাড়ী যাত্রী প্রভৃতিকে পার করে। মাল্লাগণ অভিজ্ঞ ও ক্ষিপ্রহস্ত। আধ ঘণ্টা কি তিন পোয়া ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমাকে 'তিস্তা' পার করিয়া দিল। গাড়ীও পার হইল কিনা মনে নাই।

অপরাহ্নে দরগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ইনি পূর্ব্বে তথাকার Minor schoolএর Headmaster ছিলেন। এখন নূতন স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে মনোনীত হইয়াছেন। ইনি পরে আমার বন্ধু দীনেশ বাবুর শ্বশুর হইয়াছিলেন। তাঁহার এক ঘড়ের ঘর বিশিষ্ট বাসা ছিল। তাঁহার পরিবার সেসময়ে তথায় ছিলেন না। আমি সেই বাসায় আশ্রয় লইয়া শশীবাবু ও অপর এক ভদ্রলোকের সহিত একটা messএর মত করিয়া থাকিতে লাগিলাম।

এই বৎসরই কুচবিহারের তিন Subdivisionএ তিনটী নূতন State-aided High English School স্থাপিত হয়। মেখলিগঞ্জ স্কুলে আমিই প্রথম Headmaster নিযুক্ত হইয়াছি। সেখানে যাওয়ার পর দিনই স্কুলের charge লইলাম। তত্রত্য Subdivisional Officer (locally called Naeb Ahelkar) Maulavi Yaquin Uddin Ahammed B.L. স্কুলের Secretary. তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া charge লইয়া report দিলাম। আমি মাত্র কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, শশী বাবুই আমাকে সব administrative কাজ শিখাইতেন। তিনি ঐ স্কুলের clerkএর কার্য্যও করিতেন, তজ্জন্য allowance পাইতেন। বেশ কাজ চালাইতে লাগিলাম। স্থানীয় উকীল, মোক্তার ও অপরাপর ভদ্রলোক আমাকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত। সকলেই আমাকে স্নেহ ও আদর করিতে লাগিলেন।

আমি ওখানে যাওয়ার অল্প পরেই প্রোক্ত চন্দ্রমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কামিনীমোহন গুহ আমার বাসায় আসিয়া স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। আমি তাহার আহারের ব্যয়ভার বহন করিতাম। সে ইংরেজী ভাল জানিত, কিন্তু অঙ্ক কিছুই জানিত না। তখন শ্রীযুক্ত প্রিয়ভূষণ রায় মল্লিক M. A. ঐ স্কুলের 2nd. master নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি অঙ্ক শাস্ত্র পড়াইতেন। কামিনীকেও সহায়তা করিতেন। প্রিয় বাবুই অল্প দিন মধ্যে আমার সহচর ও

বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তিনি বড় সরলপ্রাণ লোক ছিলেন। পরে তিনি Jenkin's School (at Kuchbehar) এর শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ক্রমে বোধ হয় Headmasterও হইয়াছিলেন।

স্কুলে কাজ লইবার প্রায় দুই মাস পরে কুচবিহার ষ্টেটের দেওয়ান Rai Bahadur কালিকাদাস দত্ত মহাশয় মেখলিগঞ্জ আসিয়া আমার স্কুল পরিদর্শন করিলেন। আমার শিক্ষা ও জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই বোধ হয় তাঁহার সমক্ষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ইংরেজী পড়াইতে দিলেন। আমি নির্ভয়ে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম। Text bookএর English passageগুলি নানারূপ illustration দিয়া নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন জন্যই ভাল করিয়া ইংরেজী ভাষাতেই বুঝাইলাম। তিনি ইংরেজীতেই আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। আমি কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব Superintendent of Public Works Department গোবিন্দ বাবুর আত্মীয় জানিয়া আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। আমাকে তিনি Mr. Niogi বলিয়া ডাকিতেন। পরিদর্শন বহিতে আমার কার্য্যের খুব প্রশংসা করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই একটী আমোদজনক ঘটনা সংঘটিত হইল। মেখলিগঞ্জ মহকুমায় Coochbehar Stateএর Education Departmentএর একজন Deputy Inspector of Schools ছিলেন, তার নাম বাবু ভগবতীচরণ বানার্জি, নিবাস

বিক্রমপুর। তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার অচিরেই সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া বেশ ভক্তি করিতাম। এক দিন তিনি আমার স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। আমি লাইব্রেরীতে ছিলাম। তিনি তাঁহার আগমনবার্ত্তা আমাকে না জানাইয়া, প্রথম শ্রেণীতে ঢুকিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা জানিয়া আমি প্রথম শ্রেণীতে গেলাম। আমি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলাম, "Sir, I am afraid you have no right to inspect my school without my permission." তিনি একটু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন পারিবনা, আমিতো এই সাবডিভিসনে Dy. Inspector of Schools. Aided school দেখার আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।" আমি বলিলাম, "Sir, in Bengal districts, Dy. Inspectors of schools have no authority to inspect a High English School. Here the Dy. Inspector of schools has only the same position as a Sub Inspector in Bengal districts. So you have no authority, Sir, to inspect my school and far less to inspect it without my permission. I should welcome you as any other private visitor, but I cannot allow you to exercise any power or authority which I know, you have not got." তিনি

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্লাশ হইতে বাহির হইলেন এবং বলিলেন, "Young man, I shall teach you a lesson" এবং তাড়াতাড়ি স্কুল হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পরই তিনি Secretary S. D. O. Maulavi সাহেবের নিকট গিয়া এ বিষয়ে মৌখিক ও লিখিত এক রিপোর্ট করিলেন। S. D. O. আমার কৈফিয়ত তলব করিলেন, তাহাতে লিখিলেন "Instead of screening your work from the public gaze, it should be your duty to let the school be visited by the respectable public of the place." আমি তদুত্তরে লিখিলাম "Dy. Inspectorএর H. E. School পরিদর্শন করার কোনই ক্ষমতা নাই। Superintendent of State অডার না করিলে, আমি তাঁহাকে স্কুল পরিদর্শন করিতে দিব না। যদি আপনি আমাকে এ বিষয়ে বাধ্য করেন,তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রই আমার Resignation letter বলিয়া গণ্য করিবেন।" ইতিমধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে, স্কুলের প্রায় সমস্ত বালক এক জোটবদ্ধ হইয়া S. D. O. এর নিকট গিয়া জানাইল, "যদি আমাদের এই সুযোগ্য হেড মাষ্টার চলিয়া যান, তবে আমরা স্কুল ভাঙ্গিয়া দিয়া এখান হইতে অন্যত্র পড়িতে যাইব।" তখন S. D. O. আমাকে লিখিলেন, "এ বিষয় মীমাংসার জন্য Superintendent of State এর নিকট লেখা হইল। তাঁহার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত এইরূপ inspection আর হইবে না।"

ইহার কিছু সময় পর, School Inspector স্বর্গীয় বাবু ভুবনমোহন সেন আমার স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তিনি দক্ষ, চতুর কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আমাকে এক অপরিণত বয়স্ক যুবক ভাবিয়া আপোষে কর্ম্ম হাসিল করিতে চাহিলেন। আমার দৃঢ়তা দেখিয়া এই বলিলেন, "তুমি যত দিন আছ, Dy. Inspector আর তোমার স্কুল দেখিতে যাবেন না।" তিনি Superintendentএর নিকট কি report দিলেন জানি না। এ সম্বন্ধে আর কোন অর্ডার বা সংবাদ পাইলাম না।

পূজার ছুটীতে বাড়ী গেলাম। চাকুরী করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিলাম সবই প্রায় খরচ করিলাম। শেষে বাড়ী যাওয়ার সময় শ্বশুর মহাশয়ের অর্থ সাহায্য চাহিতে হইল। বাড়ীতে গিয়া সকলের সহিত পরামর্শ করিলাম যে চাকুরী ছাড়িতে হইবে, কেননা মফঃস্বলে থাকিলে আইন পড়া চলিবে না। পূজার পরে মেখলিগঞ্জ গেলাম এবং কার্য্যপরিত্যাগের নোটিস দিলাম। Entrance Classএর ছেলেদের Test Examination. শেষ করিয়াই কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। কামিনীকে Testএ allow করা হইয়াছিল, কিন্তু সে শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

৫ম পরিচ্ছেদ।

পুনরায় কলিকাতার জীবন।

মেখলিগঞ্জ হইতে কলিকাতা চলিয়া ৬৩।১।৩ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের messএ গেলাম। পুনরায় Law Class attend করিতে লাগিলাম। মাঝে একবার চাকুরীর চেষ্টাও করিলাম। Mr. Holmwood সাহেব তখন Inspector General of Registration. টাঙ্গাইল থাকার সময় তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। এই সূত্রে Registration Departmentএ চাকুরীর জন্য এক দরখাস্ত করিলাম ও তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাকে Rural Sub-Registrarshipএর জন্য ময়মনসিংহ District Registrarএর নিকট recommend করিয়া আমাকে এক চিঠী দিলেন। কিন্তু আমি বলিলাম, একবারে Special Sub-Registrar করিয়া না দিলে আমি ঐ কার্য্য লইতে প্রস্তুত নহি। তিনি বলিলেন "তুমি ২ বৎসর Rural Sub-Registrarএর কার্য্য না করিলে নিয়মানুসারে Special Sub-Registrarএর কার্য্য পাইবে না। আমি চলিয়া আসিয়া আর ওদিকে কোন চেষ্টাই করিলাম না। ইহার পর অন্য কোন চেষ্টা না দেখিয়া Law Class attend করিতে লাগিলাম। এই Session শেষ হইলে গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী গেলাম এবং প্রায় ৩ মাস সংসার ধর্ম্ম করিলাম।

পুনরায় অবকাশ শেষে কলিকাতা গেলাম। সেই পুরাতন মেসেই গেলাম। 'ল' পড়িতে লাগিলাম। অনেক "ল" বই কিনিলাম। প্রিন্সিপ্যাল উমেশ বাবুকে আমার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সিটি কলেজিয়েট স্কুলে একটী মাষ্টারীর প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি দয়া করিয়া আমাকে একজন Assistant Teacher রূপে ৩০৲ মাসিক বেতনে নিযুক্ত করিলেন। দশটায় Law class নাম মাত্র attend করিয়া, স্কুলে মাষ্টারি করিতে লাগিলাম। পঞ্চম শ্রেণীর বালকগণকে ইংরেজী পড়াইতাম ও সপ্তাহে একবার সকল ক্লাশের ছেলেকেই moral instruction রূপে Lecture দিতাম। ইহাতে আমার বলার ক্ষমতা একটু জন্মিয়াছিল। প্রথমতঃ ক্লাশের ছেলেরা আমাকে "বাঙ্গাল" বলিয়া অনেকটা তাচ্ছিল্য করিত। সাত আট দিন পরেই যখন তাহারা বুঝিল আমি ভাল পড়াই, তখন অধিকাংশ ভাল শিক্ষালাভেচ্ছু ছাত্রগণ আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইল। কেহ আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে তাহারাই সে ছেলেকে জব্দ করিত।

Law classএ present লেখাইবার জন্যই শেষদিকে উপস্থিত হইতাম। আইন বই বড় পড়িতাম না। একটী আমোদজনক ঘটনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে। Mr. S. P. Sinha (now Lord Sinha of Raipur) তখন Law Professor ছিলেন। তিনি অতি চমৎকার ইংরেজীতে law সম্বন্ধে ভাল ভাল লেকচার দিতেন। তাঁহার ইংরেজী শুনিয়া

মনে হইত, তিনি ইংরেজদের মত অথবা তদপেক্ষাও সুন্দর ইংরেজি বলেন। তখন তিনি সবে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের চিহ্ন আমরা তখনই পাইয়াছিলাম।

তিনি এক দিন 'Elements of English law' হইতে lecture দিতে ছিলেন। সে সময় 'Real and personal property' সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, "Sir, what is the difference between real and personal property?" তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন :—

Well, this reminds me of the Bengali adage that a man having gone through the seven cantos of Ramayan, puts the silly question whose father Sita was. I have been lecturing on this subject for the last 2 days and now at the fag end, you ask me to explain the difference between personal and real property.

আমি ক্লাশের ভিতর অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলাম। কিন্তু এই কথার প্রতিবাদ করিয়া একজন Barristerএর নিকট ইংরেজীতে সমস্ত গুছাইয়া বলিতে সাহস পাইলামনা। অথচ ঐরূপ মন্তব্য নীরবে সহিয়া যাওয়াও উপযুক্ত বোধ করিলামনা। পরে মনে মনে এক যুক্তি আঁটিলাম। Mr. Sinhaকে এক খানা চিঠি লিখিলাম, তাহার মর্ম্ম এই :—"Sir, yesterday,

while you were lecturing in the class, I had the misfortune of asking you as to what was the difference between personal and real property. Instead of being kind to enlighten me on the subject, you taunted me by quoting a Bengali adage which surely made the insinuation that I was a veritable fool. I am sure I am not so big a fool as you have taken me for. It may be that I was absent from the class at the time when you lectured on the subject. Be that as it may, I felt myself very small before my classmates. I take the liberty of informing you about my feelings on the incident and request you to make such amends as you think proper."

পর দিন 'ল' ক্লাশে যাওয়ার সময় এই চিঠিখানা খামে বন্ধ করিয়া পকেটে লইয়া গেলাম। ক্লাশের lecture শেষ হইলে, Mr. Sinha তাঁহার গাড়ীতে যাইতেছিলেন, পশ্চাতে তাঁহার Bearer একটু দূরে বই লইয়া যাইতেছিল। আমি ঐ চিঠিখানা তার হাতে দিয়া বলিলাম, সাহেব বাসায় গেলে তাঁকে ঐ চিঠিখানা দিও। Bearer সেইরূপই করিয়া ছিল।

পর দিন 'ল' ক্লাশে সময় মতই গেলাম। সিংহ সাহেব ক্লাশে আসিয়াই প্রথমে আমার নাম করিয়া ডাকিলেন; আমি অতি-

সন্তর্পণে দাঁড়াইলাম। তখন তিনি অনেকক্ষণ এক বক্তৃতা দিলেন, তাহার মর্ম্ম ও উপসংহার এইরূপ :—

I am sorry my remarks seem to have given you offence. I did not really mean to insult you before your classmates. I was only a bit annoyed to find that some of the students are so inattentive to my lectures on simple but important subjects. I hope you wont take this incident too much to your heart." সেই সময় হইতে সিংহ সাহেবের সহিত আমার সামান্য পরিচয় হইল।

ইহার অল্প দিন পরই এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার জীবনগতি অন্য দিকে ফিরিল। আমি আমাদের messএ তেতালার সিঁড়িকোঠাতে থাকিতাম। বেশ এক জন লোক শুইতে পারে। একটী shelf ছিল, তাহাতে আমার কতগুলি Law বই ছিল। একটা লোহার 'বার' (bar) ছিল, সেখানে আমার কাপড় চোপড় থাকিত। এক দিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখি, আমার ঘরের সাম্নের দোর খোলা। বিছানার উপর জুতার চিহ্ন। তাকে একখানা বইও নাই। আর 'বারের' উপর হইতে ১ খানা মূল্যবান সার্জের চাদরও নাই। Maine's Hindu Law, Austin's Jurisprudence, Markby's Elements of English law প্রভৃতি মূল্যবান সমস্ত আইনের গ্রন্থগুলি চুরি

বই চুরি।

হইয়াছে। সমস্ত অপহৃত জিনিষের মূল্য প্রায় এক শত টাকা হইবে। তখনই থানায় গিয়া সংবাদ দিলাম। থানার Inspector বলিলেন, "Hawkerদের দোকানে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সন্ধান পাইলে সংবাদ দিবেন।" তাহারা আর কিছু করিল বলিয়া মনে হয় না।

এই বহুমূল্য গ্রন্থগুলি হারাইয়া আমি বড় চিন্তিত হইলাম। নিজে ৩০৲ উপার্জ্জন করিয়া কলিকাতার খরচ চালাইয়া বাড়ীতেও কিছু কিছু সাহায্য করি। আবার শ্বশুর মহাশয়কে টাকার জন্য বিরক্ত করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। ঠিক এই সময়ে, কলিকাতা গেজেটে এক notification বাহির হইল যে, "আগামী ফেব্রুয়ারি কি মার্চ্চ মাসে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ও সাব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্তির জন্য এক Competitive Examination হইবে। Penal Code, Civil and Criminal Procedure Codes, Evidence Act and কয়েকখানা Regulations, Field's Introduction to the Regulations, Survey and Mensuration প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। প্রত্যেক candidateকে Riding এবং Health Certificate দাখিল করিতে হইবে।" আমি তখন ঐ পরীক্ষা দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম এবং তখনই দোকান হইতে সেই পরীক্ষার জন্য Regulations প্রভৃতি কয়েকখানা 'ল' বই কিনিয়া আনিলাম। পূজার অবকাশ আসিল, বাড়ী চলিয়া গেলাম।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডেপুটী পরীক্ষা।

পূজার অবকাশ সম্ভোগ করিয়া পুনরায় কলিকাতার মেসে ফিরিলাম। আমি কোন দিন পূর্ব্বে ঘোড়ায় চড়ি নাই। Riding Certificate কোথায় যোগাড় করিব ভাবিয়া, দুই এক জন বন্ধুকে লিখিলাম।

কুচবিহার যাত্রা।

চন্দ্রমোহন বাবু কুচবিহার হইতে লিখিলেন, "তুমি এখানে এস, আমি ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া দিব, এখানে Riding শিখিয়া Superintendent of Stateএর নিকট হইতে certificate লইতে সুবিধা হইবে।" সুতরাং কুচবিহার যাওয়ার সংকল্প করিলাম। সেখানেও কলেজে Law Department ছিল। City College Law class হইতে transfer লইলাম। নবেম্বর মাসের শেষ কি December মাসের প্রথম দার্জিলিং মেইলএ inter classএর টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। তখন মোগলহাট পর্য্যন্ত গাড়ী যাইত। সেখানে পর দিন পৌছিলাম। আমাদের গ্রামের (স্বর্গীয়) আনন্দ চন্দ্র ঘোষ আমার জ্ঞাতি পিসিমার ছেলে কুচবিহারে Contractor এর কার্য্য করিতেন। তিনি আমার জন্য একখানা টমটম্ পাঠাইয়াছিলেন। ঐ টমটমে চড়িয়া কুচবিহার রওনা হইলাম। পথে দিনহাটাতে আমাদের গ্রামের ৺ প্রসন্নকুমার ঘটক মহাশয় P. W. D.র Sub-Overseer ছিলেন, তাঁহার বাসায়

আহার করিলাম। বোধ হয় পর দিন চন্দ্রমোহন বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

টাঙ্গাইল, আঘৈদ গ্রাম নিবাসী বাবু ভুবনমোহন মজুমদার সিভিল জজের 'নায়েব নাজির' ছিলেন। তাঁহার একটী ভুটিয়া ঘোড়া ছিল। আমি সেই ঘোড়ায় চড়িয়া riding শিখিব এই বন্দোবস্ত হইল। আমি Law Class এ ও ভর্ত্তি হইলাম, ডিপুটীগিরি পরীক্ষার জন্যও আইনাদি পড়িতে লাগিলাম। আমার পড়া ও শয়নের জন্য বৈঠকখানার একটী ছোট কামড়া নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি নির্ব্বিঘ্নে পড়িতে লাগিলাম। প্রতি দিন সকালে ঘোড়ায় চড়িতাম। দুঃখের বিষয় ঘোড়াটা বড় shy করিত। এক মাস ঘোড়ায় চড়িলাম, ইহার মধ্যে দশ দিনই আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমারও ভয়, ঘোড়াও shy করে। এক দিন পড়িয়া মস্তকের পশ্চাৎভাগে ব্যথা পাইয়া ক্ষণকাল সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম। একটা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান দয়া করিয়া তাহার গাড়ীতে বসাইয়া আমাকে বাসায় আনিয়া দিল। স্থূলকথা ভাল riding শিখিতে পারিলাম না। অথচ কেমন করিয়া Riding Certificate লইব তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে জানুয়ারীর প্রথম কি দ্বিতীয় দিবসে সংবাদ পাইলাম যে ৮ই জানুয়ারি তারিখে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুদিনে এক

ইংরেজিতে প্রথম বক্তৃতা।

Anniversary meeting হইবে, তাহাতে State Superintendent Mr. Lowis সাহেব preside করিবেন। আমি ভাবিলাম এই সভাতে কিছু বলিতে পারিলে, State Superintendent ও অন্য ভদ্রলোকদের সহিত পরিচিত হইতে পারিব। আমি কাহাকেও না বলিয়া কেশবচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে একটী ইংরেজী বক্তৃতা লিখিয়া ফেলিলাম। ৭ই জানুয়ারী রাত্রিতে সেই বক্তৃতাটী একরূপ মুখস্থ করিলাম। চন্দ্রমোহন বাবুকেও না বলিয়া সেই সভায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গে সেখানে কাহারও বিশেষ পরিচয় ছিলনা। দেখিলাম সভাতে বলিবার জন্য বক্তা নির্দ্দিষ্ট আছেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিলাম, অনেকেই ইংরেজীতে বলিলেন। খুব ভাল হইল বলিয়া মনে হইল না। তখন আমার সাহস হইল। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্ম মিসনারী ছিলেন (Rev. Ram chandra Sinha). তাঁহাকে বলিলাম, 'আমি কিছু বলিতে পারি কিনা' ? তিনি সভাপতি Mr. Lowis সাহেবকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি আমাকে বলিতে দিলেন। আমি দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে বলিতে আরম্ভ করিলাম। ধীরে ধীরে আমার সেই মুখস্থ করা বক্তৃতাটি অভিজ্ঞ বক্তার মতন বলিলাম। বক্তৃতার মাঝে মাঝে ও অন্তে যে করতালি হইল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিলাম আমার বক্তৃতা সকলেই খুব appreciate করিলেন। তৎপর সভাপতির নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হইলে বাহির

হইলাম। একজন ভদ্রলোক বাহির হইয়াই সুন্দর ইংরেজীতে আমাকে বলিলেন, "My young friend, I congratulate you on your excellent speech which has been appreciated by every one." এই বলিয়া তিনি আমার কর মর্দ্দন করিলেন। পরে জানিলাম তিনি Superintendent of State সাহেবের Head Clerk কলিকাতাবাসী একজন ভাল ইংরেজী ভাষাজ্ঞ। আরো কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন ও আমি কে, কোথায় থাকি, জানিতে উৎসুক হইলেন। আমি আমার পরিচয় দিয়া চন্দ্রমোহন বাবুর বাসায় সম্প্রতি আছি, ইহা জানাইলাম। এই ঘটনাতেই আমি কুচবিহারে বিশেষভাবে পরিচিত হইলাম। চন্দ্রমোহন বাবু এই সভার পর অনেকের নিকট আমার এই বক্তৃতার প্রশংসা শুনিয়া বাসায় আসিয়া আমাকে খুব অভিনন্দিত করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি বক্তৃতা দিবে ইহা আমাকে বল নাই কেন। আমি সভায় থাকিলে কত আনন্দ পাইতাম।"

ঘোড় দৌড়ের পরীক্ষা।

ইহার কয়েক দিন পর, আমি দেওয়ান Rai Bahadur কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং riding certificate পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে মেখলিগঞ্জ থাকার সময় হইতেই চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "তুমি এক দিন তোমার ঘোড়দৌড়

আমাকে দেখাও, আমি State Superintendentকে recommendation চিঠি দিব।" এক দিন তাঁহাকে ঘোড়দৌড় দেখাইলাম। তিনি Mr. Lowis এর নিকট এই মর্ম্মে চিঠি দিলেন ঃ—

The bearer of this wants to go up for the Executive Service Examination and has to submit a riding certificate from you for that purpose. I have seen him ride fairly well. He is the young gentleman who delivered an excellent speech in the last anniversary meeting etc. etc.

এই চিঠি লইয়া আমি Mr. Lowis সাহেবের কুঠীতে গেলাম। তিনি একটী দিন ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং ঘোড়া লইয়া তাঁহার কুঠীতে যাইতে বলিলেন। পরে জানিলাম সেই দিন আরও কয়েকটী পরীক্ষার্থীকে ঘোড়া লইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমরা ৪।৫ জন ঐদিন সকালে ৮।৯ টার সময় ঘোড়া লইয়া তাঁহার কুঠীতে গেলাম। Mr. Lowis, তাঁহার পত্নী ও আর দুই জন মহিলা (বোধ হয় তাঁহার কন্যা) বাহিরে ঘোড়দৌড় দেখিতে আসিলেন। সকলেই ঘোড়া ছুটাইলাম। আমার শিক্ষা অতি কম ছিল, তাহাতে আমার ভুটিয়া ঘোড়া shy করে, আমি খুব nervous হইলাম। ঘোড়া gallopএ ছাড়িলাম, কখনও জিন ধরিয়া থাকিলাম। Mrs. Lowis আমাকে বলিলেন, 'trot চালাও'।

আমি বলিলাম "Madam, this my native pony does not know how to trot well." এইরূপে ১৫।২০ মিনিট সাহেবের বিস্তৃত compoundএ এদিক ওদিক দৌড়াইলাম। আমা অপেক্ষা অন্য সকলেই বোধ হয় ভাল দৌড়াইলেন। দৌড় শেষ হইলে আমরা সব নাবিয়া এক সঙ্গে দাঁড়াইলাম। সাহেব ও মেমগণ সাহেবের প্রশস্ত বারেন্দায় দাঁড়াইয়াছেন। আমি সেখানে অগ্রসর হইয়া Mrs. Lowisকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "May I speak to you madam?" তিনি বলিলেন, "Oh yes, certainly". তখন আমি বলিতে লাগিলাম "Perhaps you may kindly remember me, madam, while your husband was the Commissioner of the Dacca Division, you paid a visit of inspection to Tangail. I was a student of 2nd class in Tangail Graham School. Mr. Holmwood, the Subdl. officer of Tangail gave us an essay to write on "What is noble pride and what is ignoble pride" and offered a prize of Rs. 10 for the writer of the best essay. I got the prize and had the honour of receiving it from your hand. You were pleased with the Essay by looking at it and reading a few lines and asked me if you could take the Essay. On my signifying my

consent with pleasure and pride, you kept the Essay saying you would like to read it at leisure". তিনি তখন বলিলেন "O, yes I remember the incident perfectly well, are you the boy? How far have you studied now? আমি বলিলাম:—I graduated myself with Honours in English last year. Mr. Lowis ও সেখানে দাঁড়াইয়া আমাদের কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়া স্মিতমুখে শুনিতেছেন। মেম সাহেবের সঙ্গে কথা শেষ হইলে আমি Mr. Lowis সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "Sir, I have prepared myself fairly well for the Competitive Examination, I have come down all the way from Calcutta in the hope of getting a riding certificate from you. If I fail to get one, all my hopes would be battered. Sir, a dash of your pen would serve my purpose."

এই সব কথাবার্ত্তা আমি বাসা হইতে আসার সময়ই মনে মনে প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার ঘোড়দৌড়ের কৃতকার্য্যতায়, কিছুই হইত না, আমার এই বক্তৃতায় ফল হইল। "তুমি একটু অপেক্ষা কর" এই বলিয়া মেম সাহেব আমার কার্ড লইয়া সাহেবের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অল্প সময় পরে মেম সাহেব নিজে একখানা certificate আনিয়া হাতে দিলেন ও বলিলেন "I hope this

will do and hope also to see you succeed in your Examination". আমি তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া বাহিরে দূরে দাড়াইয়া certificate খানি পড়িতে লাগিলাম। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল "I have seen so and so ride. He can seat a pony on gallop and trot and rides well enough for all practical purposes." পরে অন্যান্য প্রার্থীদের ডাক হইতে লাগিল। আমি আমার ঘোড়াতে চড়িয়া সহিস সহ চলিয়া আসিলাম। তখন মনে মনে বলিলাম, "এখানে আর ঘোড়ায় চড়ছিনে।"

আমার সার্টিফিকেট প্রাপ্তিতে চন্দ্রমোহন বাবু বড় সুখী হইলেন। তিনি Civil and Sessions Judge স্বর্গীয় যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে আমার চরিত্র ও বংশ মর্য্যাদা সম্বন্ধে একখানা সার্টিফিকেট লইয়া দিলেন। আমি এই উভয় সার্টিফিকেট ও সেখানকার Civil Surgeonএর নিকট হইতে Health Certificate লইয়া prescribed form মত পরীক্ষার অনুমতির জন্য দরখাস্ত ও ফি প্রভৃতি বেঙ্গল Secretariatএ পাঠাইয়া দিলাম। এখন কলিকাতা ফিরিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

কুচবিহার থাকার সময় চন্দ্রমোহন বাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা দুর্গা সুন্দরী দেবী আমার আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেন। চন্দ্রমোহন বাবু সরল অমায়িক পুরুষ ছিলেন, তিনিতো খুবই আদর করিতেন। সময় সময় আমার সহিত সাহিত্য, সমাজ

প্রভৃতি সম্বন্ধে সদালাপ করিতেন। আমার দাদা ৺ আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসায় প্রায়ই যাইয়া জলযোগ করিতাম। এইরূপে প্রায় দুই মাস সময় খুব আমোদে কুচবিহারে কাটাইয়াছিলাম।

চলিয়া আসার পূর্ব্বে, সেখানে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এক বৃহতী সভা হইল। আমি দর্শকভাবে তথায় গিয়াছিলাম। তথায় উপস্থিত ভদ্রলোকগণ তখন অনেকেই আমাকে চিনিতেন। তাঁহারা ঠাওরাইয়া ছিলেন আমি এক জন ভাল speaker. ইতিমধ্যে কেহ কেহ আমাকে একটু হিংসার চক্ষেও দেখিতেন, সেই দিবসই তাহা বেশ টের পাইলাম। সেই সভার অনেকেই আমাকে ছাত্রদিগকে উপদেশসূচক কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। আমি পূর্ব্বে কিছু ভাবি নাই, তবে সভায় গিয়া একটু চিন্তা করিলাম এবং যদি বলিতে হয়, তবে Blackie's Self Culture হইতে কিছু quote করিয়া বলিব ভাবিতে ছিলাম। এমন সময় অনুরুদ্ধ হইয়া আমি দাঁড়াইলাম। প্রায় দশ মিনিট বলার পর আমি এইরূপ বলিতেছিলাম:—

ইংরেজিতে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

Dear brother-students, you have worshipped the Goddess of learning to-day with flowers, leaves and frankincense and will immerse the image to-morrow in the running stream near by. But for a really earnest student, it is his duty to erect a

permanent image of the Goddess in his heart and to worship it daily and hourly not with flowers and leaves—all outward symbols—but with a will, determination, industry, toil and perseverance which are the real materials necessary for such worship etc." As soon as I uttered these words, I heard a distinct whisper to the effect "he is an arrant Brahmo" and should not be allowed to go on further." আমি তথাপি আরও ১।২ মিনিট বলিলাম, তখন একজন পিছন হইতে আমাকে বলিল "আপনি এই ধরণে আর কিছু বলিবেন না" আমি উপসংহার করিয়া বসিয়া পরিলাম। কিন্তু অনেকেই করতালি দ্বারা আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। জেঙ্কিন্স স্কুলের ২।১ জন শিক্ষক সেবার Executive Serviceএর জন্য candidate ছিলেন, সেখানে আমার কিছু সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহারা আমার প্রতি একটু অপ্রসন্ন ছিলেন। সেখানে থাকার সময় Law classএ attend করিয়া ছিলাম। স্বর্গীয় যতুনাথ চাটার্জ্জি মহাশয় Law Professor ছিলেন। তিনি সুন্দর ইংরেজী খুব তাড়াতাড়ি বলিতেন। বোধ হইল তিনি একজন প্রতিভাসম্পন্ন উকিল হইতেন। কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপান তাঁহার জীবনটাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এখানেই আমার Law lectures complete হইল। কিন্তু আমি completion certificate আর লই নাই।

জানুয়ারী মাসের শেষদিকে বোধ হয় কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের messএ আসিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

Penal Code, Procedure Code, Evidence Act গুলি বার বার পড়িয়া খুব মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিলাম। Survey শিখিবার কোন সুবিধা হইলনা। কুচবিহার থাকা সময়ে কিছু চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। মার্চ্চ মাসে (১৮৯২), বোধ হয় প্রথম সপ্তাহেই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তিন কি চারি দিন দুবেলা পরীক্ষা হইত। Senate House গৃহে পরীক্ষা দিলাম। Law, English, Essay, Translation ভালই হইল। Criminal Procedure Codeএর দুএকটা প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে না পারায় জানা সত্ত্বেও ভুল উত্তর দিলাম। পরীক্ষার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে একটা সংশয় রহিয়া গেল। পরীক্ষান্তে গৃহে গমন করিলাম।

ডেপুটী পরীক্ষা পাশ।

এবার বাড়ী গিয়া প্রায় ৩।৪ মাস নিশ্চিন্তমনে যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ করিলাম। শরতকামিনী স্বহস্তে রাঁধিয়া বাড়িয়া বেশ স্বামীসেবা করিতে লাগিলেন। সংসারের ব্যয়ভার ও বন্দোবস্ত শ্রীযুক্ত তারক বাবুর উপরেই ন্যস্ত। দাদার সন্তানদিগকে আমি আদর যত্ন করিতাম। তাহাদিগকে সময় সময় সাবান দিয়া স্নান করাইয়া দিতাম। নিজেই হাট বাজার করিতাম। এই দারিদ্র্যের ভিতরেও আমি ও শরৎ মনের সুখেই থাকিতাম।

"যুবক যুবতী দুজনেতে মনের মিলে সুখে থাক্‌তো, যুবক ছিল ভারি দুষ্ট, যুবতী ছিল ভারি শান্ত।" দিনগুলি বেশ কাট্‌তে লাগিল। ৩রা জুন টাঙ্গাইল হইতে সেন মহাশয় আমার নিকট এক লোক পাঠাইয়াছেন। সেই বাসার ছোকরা চাকর আমাদের প্রিয় "দীনু"। সে আমার হাতে একখানা চিঠী দিল। তাহাতে লেখা আছে "গেজেটে দেখা গেল, তুমি পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রবেশনারী ডিপুটী কলেকটার নিযুক্ত হইয়াছ, আমাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, আমাদের আহ্লাদের সীমা নাই। একবার শীঘ্র এখানে এসো।" আমার শ্রম সার্থক হইল ভাবিয়া সর্ব্বাগ্রে করুণাময় ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। "দীনুকে" একটী টাকা ও একখানা কাপড় দিয়া তার সঙ্গে পত্রোত্তর দিলাম। শ্বশুর মহাশয় ও আত্মীয় স্বগণ দুইচার জনকে সংবাদ দিলাম। নিজপরিবারে বিশেষ ভাবে আনন্দিত হওয়ার একজনই ছিলেন—আমার ভাগ্যলক্ষ্মী। তিনি আমার সেবার দিকে মনোযোগ দিয়াই তাঁহার আনন্দ প্রকাশ করিলেন, হয়তো ভাবিলেন এইবার আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিবে। গ্রামের আত্মীয় তারক বাবু প্রভৃতি বেশ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পরে গেজেট দৃষ্টে জানিতে পারিলাম আমি পরীক্ষাতে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছি। টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন সহদেবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয়ও পরীক্ষাতে ৫ম স্থান লাভ করিয়া প্রবেশনারী ডিপুটী কালেক্টর

নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাকে বিহার প্রদেশে সাঁওতাল পরগণা জেলার head quarters ডুমকাতে প্রথম কার্য্যে নিয়োগ করিল। তখন ঐ স্থানকে Naya-Dumka নয়া ডুম্‌কা বলিত। সেস্থান কোথায়, আমার কিছুই ধারণা ছিলনা। কিরূপে তথায় যাইতে হইবে, তাহাও জানিতাম না। ক্রমে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

কিছু দিন বাড়ী থাকিয়া টাঙ্গাইল গেলাম। সেখানে সেন মহাশয় ও মাতা বরদাসুন্দরীর স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লইলাম।

ডুমকা যাত্রা।

তখন বারদি নিবাসী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র নাগ মহাশয় Tangail এর Subdivisional Officer ছিলেন। তিনি অতি পণ্ডিত ও সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ডুম্‌কা ছিলেন, ডুম্‌কা সম্বন্ধে সমস্ত খবর আমাকে দিলেন। আর সেখানকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, স্কুল ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি অনেকের নিকট আমার পরিচয় জ্ঞাপক introduction letters কতগুলি দিয়া দিলেন। যাহা দ্বারা যে সহায়তা হইতে পারে ঠিক সেইভাবে চিঠিগুলি লিখিয়া আমার মর্য্যাদা, চরিত্র, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে অযোগ্য প্রশংসা লিখিয়া দিলেন। তাহার একখানা চিঠী ছিল স্বর্গীয় চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত রায় বাহাদুর ডুম্‌কার Senior Dy. Magte and Dy. Collector এর নামে। এই সমস্ত চিঠি ও সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। এখন ডুম্‌কা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আমার জীবনের এক বিশিষ্ট অধ্যায় শেষ হইল। যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি; ছাত্রজীবন শেষ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি। সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করিলে অনুভব হয়, এই অংশটুকুই বেশী মধুর। দুঃখ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়াও শান্তি সুখ লাভ করিতাম। ভগবান কিছু প্রতিভা দিয়াছিলেন, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করি নাই। শিক্ষাতে অধ্যবসায় ও নিপুণতা কম ছিল। ভবিষ্যতের চিন্তাও কম ছিল। বর্ত্তমানের অবস্থাতেই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিতাম। তবে আশা, উৎসাহ, সরলতা সমস্তই পরবর্ত্তী জীবনের সঙ্গে তুলনা করিলে বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয়। কলেজে অধ্যয়ন সময়ই আমার দাদার একটী ছেলে (যাকে তাঁর মা দুঃখী বলিয়া ডাকিতেন) এবং একটী কন্যা ৪।৫ বৎসর বয়সেই মারা যায়। এখন সংসারে দাদা, বৌ ঠাকুরাণী, তাঁদের কন্যা সরোজিনী ও পুত্র যোগেশ; আর আমার গৃহিণী। ধাইমা আমাদের বাড়ীতেই পৃথকগৃহে বাস করেন, নিজে রান্না করিয়া খান। আমরা তাঁহাকে আহার্য্য ধান্য ও টাকা দেই। বন্দোবস্ত হইল, শরত তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিবেন। তারকবাবুর তত্ত্বাবধানেই সংসার চলিবে। এখনো বন্ধকী জমিগুলি খালাস করা হয় নাই।

যে জগজ্জননী মাতৃহীন শিশুকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার করুণা ও প্রেম লইয়া ডুম্‌কা যাইতে প্রস্তুত হইলাম। আমার সঙ্গে এক জ্ঞাতি ভাইপো শ্রীমান জানকীনাথ নাগ ও একজন কায়স্থ জাতীয় চাকর যাইবে ঠিক হইল। আমরা আগে

টাঙ্গাইল হইয়া যাইব। সে ভৃত্যটী পরে পোড়াবাড়ী ষ্টীমার ঘাটে আমাদের সঙ্গে একত্র হইবে, এই কথা হইল। যাওয়ার সময় পিংনা শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে হইবে। বোধ হয় ২০শে জুন (১৮৯২) বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। সঙ্গে জানকী ও আমার শ্বশুরের মোহরার দিগিন্দ্র বাবু চলিলেন, তিনি পিংনা নিজকার্য্যে যাইবেন। পথে টাঙ্গাইল সেন মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া শাকরাইল তারিণী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাসময়ে পোড়াবাড়ী ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছিলাম। সেখানে Up steamer ধরিয়া পানিবাড়ী ষ্টেশনে যাইতে হইবে। তথা হইতে পিংনা ৩।৪ মাইল উত্তরে। ষ্টীমার ঘাটে দেখি, সে ভৃত্য আসে নাই। তবে বাড়ী হইতে এক জন পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আমাদের গ্রামে পাচকের কার্য্য করিত; তখন সে দেশে যাইতেছিল, কি অন্য কোথায়ও যাইতেছিল, কতক দূর আমাদের সঙ্গে যাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল।

যথাসময়ে আমরা ৪ জন—আমি, দিগিন্দ্র বাবু, জানকী ও পাচক ঠাকুর ষ্টীমারে উঠিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টীমার সিরাজগঞ্জ পঁহুছিল। আমরা তিন জন জলযোগ করার জন্য বন্দরে উঠিলাম। পাচক ঠাকুর ষ্টীমারে আমাদের জিনিষের নিকট বসিয়া রহিল। তখন আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। আমরা গল্পগুজব করিয়া রসগোল্লা ভক্ষণ করিতেছি। এমন সময় ষ্টীমারে whistle দিল, তবু আমাদের চেতনা নাই।

তখন দেখি হঠাৎ ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। আমরা সেই ময়রার দোকানে। সকলে বলিল Steamer রাত্রিতে mid-streamএ থাকিবে। আমরা ষ্টেশনের flatএ যাইয়া আশ্রয় লইলাম। ক্রমে ভয়ানক বৃষ্টি ও বাতাস আরম্ভ হইল। অল্প সময় মধ্যেই বেশ ঝড় বহিতে লাগিল। পাড়ে অনেক ভারাটীয়া নৌকা ছিল। ঐ ষ্টীমারে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে সেই নৌকার মাঝিদিগকে অনুরোধ করিলাম। দুই টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৲ দিতে স্বীকার করিলাম। কিন্তু কেহই স্বীকৃত হইল না। সকলেই বলে "আমাদের নৌকা তাহলে মারা যাবে।" নিরুপায় হইয়া flatএর উপর আমরা শুইয়া রহিলাম। দুখানা camp খাট ছিল, তাহার উপরে আমরা শুইলাম। রাত্রি প্রায় ১২টা কি একটার সময় ষ্টীমার অফিসের এক কেরাণী বাবু আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "এখাটে তোমরা শুইয়াছ কেন? এযে আমাদের শোবার খাট"। বাবুটীকে একটু বেশ গোলাপী নেশাযুক্ত দেখিলাম। মুখ হইতে ধান্যেশ্বরীর সুবাস আসিতেছিল। আমরা আমাদের দুরবস্থা সকল জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলাম। কোথায় কৃপা, কোথায় সহানুভূতি বা ভদ্রতা? তিনি কর্কশস্বরে অশ্লীল ও অভদ্রোচিত ভাষায় আমাদিগকে তন্মুহূর্ত্তে খাট ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। আমরা একটু প্রতিবাদ করিলে, তিনি একবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া নিকটস্থ এক খালাসীকে হুকুম দিলেন, "ইহাদিগকে flat হইতে বাহির করিয়া দেও"। তখনও

বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টি চলিতেছিল। ঐ খালাসীটী পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অবস্থা নীরবে দেখিতেছিল। সেসময়ে বাহিরে যাওয়া অসম্ভব ছিল। অনাবৃত অবস্থায় খোলা ডেকে থাকিয়াই ভিজিতে ছিলাম। ঐ খালাসীটী বলিল, "আপনারা ওখান হইতে আসুন, আমি একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" এই বলিয়া সে আমাদিগকে টারপলিন দিয়া ঘেরা একটা স্থানে লইয়া গেল ও একটা চট্ পাতিয়া দিল, তাহাতেই আমরা শুইয়া রহিলাম। রাত্রির শেষদিকে ঝড়বৃষ্টি কমিয়া গেল। কিন্তু রাত্রি ভোর হইবার পূর্ব্বেই ষ্টীমার পানিবাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেল। আমরা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পরিলাম। কোন কোন লোক বলিল, "ডাকের নৌকায় পানিবাড়ী যাইতে পারিবেন"। তখনই পাড়ে এক ছোট পোষ্ট অফিস ঘর ছিল, সেখানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম শীঘ্রই ডাকের নৌকা ছাড়িবে। তখন ডাক নৌকাতে পানিবাড়ী যাইত। আমরা প্রত্যেকে ।৶০ পয়সা ভাড়া দিয়া সেই নৌকায় উঠিলাম। নৌকা বড় নয়, খুব ছোটও নয়। কোন ছই কি টোপর নাই। বসিবার জন্য ২।৩ খানা তক্তা ছিল, তাহাতেই বসিলাম। খুব দক্ষিণা হাওয়া বহিতেছিল। পাল তুলিয়া দিল। নৌকা অত্যন্ত বেগে চলিতে লাগিল। বড় ভয় হইতে লাগিল একটু পাল ঝুঁকিলেই নৌকাডুবি অবশ্যম্ভাবী। বর্ষার যমুনা, খরস্রোত, আর তেমনি ঢেউ। আমি তো কাঁদ কাঁদ হইলাম। কিন্তু রক্ষাকর্ত্তা ভগবানের কৃপায় ৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে পানিবাড়ী

ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। অল্প দূর হইতে দেখিলাম, জাহাজখানা ছাড়িয়া গেল। আমরা ১০।১২ মিনিট পরেই তীরে নামিলাম। নামিয়া দেখি আমাদের সঙ্গী সেই পাচক ঠাকুর আমাদের জিনিষাদি লইয়া সেখানে নামিয়াছে। সে নিজে বুদ্ধি করিয়াই এইরূপ করিয়াছিল, নতুবা জানিনা আমাদের জিনিষাদির কি গতি হইত। তাহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া, তাহাকে লইয়া নৌকাযোগে পিংনা শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। এক দিন তথায় থাকিয়া আমি ও জানকী পুনরায় পানিবাড়ী আসিয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম। শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে পাথেয় ও অন্য খরচের জন্য কিছু টাকাও লইলাম।

কলিকাতা গিয়া দুই তিন দিন থাকিলাম। আবশ্যকীয় পোষাক ও জিনিষাদি ক্রয় করিলাম। সিটি কলেজে গিয়া পূজনীয় উমেশ বাবু, হেরম্ব বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেখানে জানিলাম, আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ রামপুরহাট স্কুলে মাষ্টারী করেন। ইনি একজন ব্রাহ্ম, আমরা একসঙ্গে বি, এ, পাশ করিয়াছিলাম, এখন ইনি একজন পণ্ডিত ও লেখক বলিয়া সাহিত্য সমাজেও পরিচিত। রামপুরহাট East India Railway, Loop lineএর একটী ষ্টেশন। সেখানে নামিয়া ৪০ মাইল গো-শকটে গেলে ডুম্‌কা পৌছান যাইবে ইহা জানিতে পারিলাম। রামপুরহাটের ঠিকানায় মহেশ বাবুকে একখানা চিঠি দিলাম।

পরে যথাসময়ে আমি ও জানকী হাওড়া ষ্টেশনে উঠিয়া ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামপুরহাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বন্ধু মহেশ বাবু ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে সাদরে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। কিছু বিশ্রামের পর জলযোগ হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মহেশ বাবু আমাকে বলিলেন, "চল এখানকার দু'একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় করাইয়া দেই।" আমরা বাহির হইয়া গেলাম। জানকী মহেশ বাবুর বাসাতে তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া রহিল। আমরা প্রায় ৯টার সময় ফিরিলাম। রাত্রিভোজনের জন্য মহেশ বাবু আমাদিগকে ভিতরের প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন ও এক বারেন্দায় আমরা সকলে আহার করিতে বসিলাম। দুই জন মহিলা (বোধ হয় দুজনেই মহেশ বাবুর ভগিনী) আমাদিগকে পরিবেশন করিলেন। উভয় রমণীই অপরিণত-বয়স্কা, বোধ হয় অবিবাহিতা। পরিস্কার অথচ simple বা সাদাসিদে বেশভূষা। সেমিজ, সাড়ী, পায়ে চটি জুতা। নানারূপ নিরামিষ আহার্য্যদ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আহারান্তে বৈঠকখানা ঘরে গিয়া মহেশ বাবুর সহিত নানা মধুরালাপে সময় কাটাইলাম। তিনি ভিতরে শয়ন করিতে গেলেন।

জানকী আমাকে বলিল, "কাকা, আপনি আমার জাতিটাই মারিলেন"। আমি বলিলাম "কেন ?" সে বলিল, "ইহাঁরা যে ব্রাহ্ম, আপনারা বাহিরে গেলে মেয়েরা সঙ্গীত গাহিয়া উপাসনা

করিলেন। তারপর খাবার সময় চটী পায় দিয়া পরিবেশন হিন্দু মেয়েরা করে না”। আমি বলিলাম “হাঁ ইহারা অতি হৃদয় ও চরিত্রবান ব্রাহ্ম, এঁদের হাতে খেলে জাত যায় না, চুপ করে থাক্।”

পর দিন সকালে প্রায় ৮টার সময় ১০ কি ১২ টাকায় ভাড়া করিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে দুমকা রওনা হইলাম। পথে ঘোড়া বদলাইবার জন্য stage আছে। স্বভাবের এক নূতন শোভা নয়নগোচর হইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পৃথক। ভূমি কঙ্করময়, লালাভ, পাহাড়ের মত, কখনও উচু কখনও নীচু (undulating), প্রান্তরগুলি মোটেই বাঙ্গলার মত শ্যামল নয়। অনেক জমি অকর্ষিত পড়িয়া আছে। ধানের গাছ কম। গ্রামও দূরে দূরে। গ্রামগুলিতে আম কাঁঠালের গাছ কম। তাল ও অন্য সব গাছ আছে। প্রান্তরে অল্পলোকে হলকর্ষন করিতেছে। একটা নূতন ধরণের সৌন্দর্য্য। প্রায় এক ঘণ্টাকাল এই নূতন শোভা দেখিয়া চলার পর ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইলাম। গাড়োয়ান বলিল “আর একটু গেলে আমাদের ঘোড়া বদলাইব, সেইখানে ভাল জল পাইবেন।” সেখানে গিয়া গাড়ী থামিল। সঙ্গে কিছু cakes মিষ্টি ও ফল ছিল। দুজনে খাইলাম। গাড়োয়ান নিকটস্থ এক মেটে কূয়া হইতে এক ঘটী জল আনিয়া দিল। অতি স্বচ্ছ, নির্ম্মল, সুশীতল জল। এমন সুস্বাদু পানীয় জল মেটে কূয়াতে হয়, এ ধারণা আমার ছিল না। কূপটী দেখিতে কৌতূহল জন্মিল।

নিকটে গিয়া দেখি প্রায় ৪০ ফিট গভীর। অথচ কূপের মৃণ্ময় পার্শ্ব দেশ একটু ভাঙ্গে চূরে নাই। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল।

আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বোধ হয় ৫টার সময় ডুমকা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺ চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আহার ও রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শিব বাবুর introduction চিঠীখানা তাঁহাকে দিলাম। তাঁহার গৃহখানি সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক খোলা উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। মাটীর দেয়াল, পাকা ঘরের মত, উপরে খড়ের ছাউনি। প্রশস্ত অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। 'বাঙ্গলো' ফেসনের। একটী ফুল বাগানও ছিল।

পর দিন তিনি আমাকে লইয়া অফিসে গেলেন। ডিপুটী কমিশনার Mr. R. Carstairs ও অন্যান্য অফিসারদের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। সেই দিনই অর্থাৎ ১৮৯২ খৃঃ অঃ ৩০শে জুন আমি Probationary Deputy Collectorএর কার্য্যে ভর্ত্তি হইলাম। চন্দ্রনারায়ণ বাবু বোধ হয় ২ দিন আমাকে নিজবাসায় রাখিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ, সহৃদয় লোক ছিলেন। সাহেবদের নিকট তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার নিবাস বীরভূম জেলায়। তিনি আমাকে কার্য্যশিক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। আমি সবেমাত্র কলেজ থেকে বাহির হইয়াছি। অনভিজ্ঞ অথচ অনুসন্ধিৎসু ও কিছু intelli-

gent দেখিয়া, তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। বিক্রমপুর নিবাসী স্বর্গীয় দীনবন্ধু তালুকদার নামক এক সহৃদয় ভদ্রলোক তাঁহার পেস্কার ছিলেন। আমার বাসা প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্তের ভার দীন বাবুর প্রতি অর্পণ করিলেন। দীনবাবুও আমাকে স্বদেশবাসী মনে করিয়া, আমার সর্ব্বপ্রকারের যত্ন লইতে লাগিলেন। তিনি কাছারীর নিকট মাসিক ৪৲ ভাড়াতে আমার একটী বাসা ভাড়া করিয়াদিলেন। এক প্রকাণ্ড বাঙ্গলা। আমি তাহার দক্ষিণার্দ্ধ ভাড়া লইলাম। খড়ের ছাউনি কাঁচা ইটের চূণ কাম করা দেওয়াল, মেজে পাকা। একটী ছোট বসিবার ঘর। ২টী শোবার কোঠা। একটী প্রশস্ত বারান্দা, পাথর কাটিয়া প্রস্তুত, সুপেয়বারিবিশিষ্ট একটী কূপ বা ইন্দারা, একখানি রান্নাঘর ও একটী পায়খানা। বোধহয় ২রা জুলাই আমরা নূতন বাসভবনে প্রবেশ করিলাম। ৪৲ বেতনে একজন পাচক ও ৩৲ কি ৪৲ টাকা বেতনে একজন ভৃত্য নিযুক্ত হইল। এখন হইতে আমার চাকুরীর জীবন আরম্ভ হইল।

৭ম পরিচ্ছেদ।

ডুমকা।

নূতন চাকুরীর জীবন ভালই বোধ হইতে লাগিল। দুএকটী সমবয়স্ক সহকর্ম্মীও জুটিলেন, ক্রমে তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইতে লাগিল। তাঁহারাও আমার বসবাসের ব্যবস্থাদি বিষয়ে মনোযোগ দিতে লাগিলেন। বাসাতে শ্রীমান জানকী আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত করিত। প্রতিদিন যথাসময়ে অফিসে যাইতাম। Deputy Commissioner Mr. R. Carstairs তাঁহার নিজের ডাকখোলার ভার আমার উপর দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার দৈনিক ডাক খুলিবে এবং correspondence সব মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবে, তাহাতে অনেক বিষয় শিখিতে পারিবে। পাঠ করিয়া তাহা সেরেস্তাদারের নিকট পাঠাইবে, তিনি বিভিন্ন departmentএ বিলি করিবেন; কিছু দিন পর, ঐ সব তোমাকেই বিভিন্ন departmentএ পাঠাইতে হইবে।" Mr. J. A. Craven নামক একজন Uncovenanted Dy. Collector তখন সদর Subdivisional Magistrate ছিলেন। তিনি তখন 2nd. Gradeএ ছিলেন, ৭০০৲ বেতন পাইতেন। তৎপূর্ব্বে তিনি সাঁওতাল পরগণার Settlement Officer নিযুক্ত থাকিয়া Settlement কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞ, সুলেখক ও সুবিচারক ছিলেন। কার্য্যশিক্ষার জন্য তাঁহার অধীনে নিয়োজিত

হইলাম। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে দুএকটা petty enquiry করিতে দিতেন। চাকুরী আরম্ভের প্রায় ২ মাস পর তিনি আমাকে Settlement Departmentএর একটী Enquiry দিলেন। সরাইয়াহাট নামক একটা তালুকের অন্তর্গত ৯১টী গ্রামের ত্রিসীমানায় trijunction pillars (টুঁই) ইট দিয়া প্রস্তুত করার জন্য গণি মিস্ত্রি নামক একজন মুসলমান কণ্ট্রাক্টারকে contract দেওয়া হইয়াছিল। ৪১ কি ৪২টী পাকা pillars প্রত্যেকটী ৪॥০ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিতে সে কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল। সে এক বিল (bill) ও রিপোর্ট দাখিল করিল,—"আমি সমস্ত pillars প্রস্তুত করিয়াছি, প্রত্যেক pillarএর জন্য ৪॥০ হারে আমাকে দেওয়ার আজ্ঞা হয়।"

সরাইয়াহাটে স্থানীয় তদন্তে।

Mr. Craven আমার প্রতি আদেশ দিলেন—"তুমি সরাইয়াহাট তালুকে গিয়া এই সমস্ত pillar দেখিয়া রিপোর্ট করিবে যে pillarগুলি ভালভাবে প্রস্তুত হইয়াছে কিনা, এবং কতটী প্রস্তুত হইয়াছে।" এই আদেশ শুনিয়া গণি মিস্ত্রি আমার বাসায় আসিয়া লম্বা সেলাম জানাইয়া বলিল,—"হুজুর, আপনি কবে pillar দেখ্তে যাবেন? আমি সঙ্গে যাব, তবে pillarগুলি আপনাকে দেখাতে সুবিধা হবে। আর আমার একটী ভাল ঘোড়া আছে, আপনি সেই ঘোড়ায় চড়ে যাবেন।" আমি বলিলাম—"আমি গরুর গাড়ী ঠিক করেছি, ঘোড়ার প্রয়োজন হবেনা, আগামী কল্য প্রাতে দশটার সময় আমি গাড়ীতে

রওনা হব, তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার; অথবা তোমার সেস্থানে উপস্থিত থাকিলেই হবে।" সে বলিল,—"আচ্ছা আমি দশটার পূর্ব্বে আপনার জন্য নিশ্চয়ই ঘোড়া আনিয়া হাজির করব এবং আপনার সঙ্গেই যাব।" তখন আমার কোন orderly peon ছিল না। একজন office peon আমার সঙ্গে যাইতে আদিষ্ট হইল। রাউত অথবা ধানুক জাতীয় একটী পিয়ন মনোনীত করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া পর দিন গাড়ীতে রওনা হইলাম। গণি মিস্ত্রির কিংবা তাহার ঘোড়ার চেহারাও দেখিতে পাইলাম না। প্রথম দিন, ডুমকা হইতে ১৮ মাইল দূরে 'মুণী হাট' নামক এক বাঙ্গলা (Inspection Bunglow) পর্য্যন্ত গিয়া সেখানে halt করিলাম। পর দিন তথা হইতে দশ মাইল গ্রাম্য পথ বাহিয়া বৈকালে 'সরাইয়া-হাট' পঁহুছিলাম। সেখানে ভাগলপুর জেলার লছমিপুরের জমীদারের একখানা প্রশস্ত খোলার বাঙ্গলাতে আশ্রয় লইলাম। সেসময়ের প্রথা অনুসারে, ঐ জমীদারের তহসিলদারের প্রতি আমার খাদ্য বা রসদ যোগাইতে আদেশ হইয়াছিল। তহসিলদার আসিয়া বলিল,—"এখানে একমাত্র 'কুরথি' কলাইর ডাল, মুসুরির ডাল, আলু, ঘি ও চাল ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য মিলে না।" আমি তাহাই যোগাইতে বলিলাম এবং ফিরিবার সময় তাহার খাদ্য জিনিষের জন্য "বিল" দিতে বলিলাম। পর দিন প্রাতে একখানা ডুলি ও ৪ জন বেহারা নিযুক্ত করিলাম। এই বন্দোবস্ত হইল, আমি আহারান্তে দশটার সময় ডুলিতে

বাহির হইয়া ঐ সব গ্রামের ত্রিসীমানায় গিয়া pillar দর্শন করিব এবং রাত্রিতে বাঙ্গলায় ফিরিব। এইভাবে ৭ দিন সেই বাঙ্গলায় রহিলাম। 'কুরথির' ডাল কখনও পূর্ব্বে দেখি নাই, একদিন খাইয়া আর ভাল লাগিল না। তাই, প্রতি দিন দুবেলা মোটা চাল, কিছু আলু, মুসুরির ডাল ও কিছু ঘৃত আমাদের জন্য তহসিলদার পাঠাইয়া দিতেন। আমার সঙ্গী ধানুক পিয়ন রান্না করিত। উভয়ে খাইয়া বাহির হইতাম ও সন্ধ্যায় ফিরিতাম।

প্রথম দিন বাঙ্গলার নিকটেই একটী pillar দেখিলাম। বেশ ঠিক মত প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গলার অন্য অন্য পাশে ভগ্নাবস্থায় আর ২টী pillarও দেখিলাম। অন্যান্য ৬ দিন ব্যাপিয়া অবশিষ্ট ৩৮ কি ৩৯টী trijunctionএর স্থান দেখিলাম, কিন্তু আর একটী pillarএর চিহ্নও দেখিলাম না। গ্রামের Headmen বা মোস্তাজিরগণ (Mustagir, the Revenue Collector) আমাকে ঐ ৯১টা গ্রামের ভিতর দিয়া লইয়া যাইত এবং ত্রিসীমানার স্থান ও চিহ্ন দেখাইয়া দিত। সরাইয়া-হাট তালুক তুমকা হইতে ভাগলপুর রাস্তার দশ মাইল পশ্চিমে। ময়ুরাক্ষী নদীর পশ্চিম প্রান্তে। খাঁটী সাওতাল পরগণার গ্রাম গুলির ভিতর দিয়া প্রশস্ত ডুলিতে বসিয়া স্বভাবের বিচিত্র শোভা দর্শন করিতাম, আর নির্জ্জনতার মাঝেও গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ করিয়া কত সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতাম এবং সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিতাম। কোথায়ও শ্যামল ক্ষেত্র,

কোথায়ও প্রস্তরময় বন্ধুর অনুর্ব্বর মাঠ; 'ময়ুরাক্ষী' নদীর পূর্ব্বপ্রান্তে এক উচ্চ পর্ব্বত তাহার উন্নত শির আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র শোভা, দেখিলেই বিশ্বস্রষ্টার কৌশল ও করুণা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত। একগ্রামে এক প্রকাণ্ড আম গাছ দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ সেই গাছের গুঁড়ি (trunk) টার মাপ লইলাম। প্রায় ১৭ হাত বা ৮ গজ হইল।

এইরূপ ৭ দিবসের নির্জ্জন প্রবাস উপভোগ বা সহ্য করিয়া ৮ম দিবসে ডুমকা ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। তহসিলদার মহাশয় (উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ, ঘোষ উপাধিধারী, নাম মনে নাই) আমার খাদ্যের বিল দিলেন, আমি সমস্ত টাকা দিলাম। তিনি দয়া করিয়া মুণী হাট পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাকে তাঁহার ঘোড়াটী দিলেন। একখানা গো-শকটে আমার জিনিষপত্র রওনা করিয়া, আমি ও পিয়ন রওনা হইলাম, আমি অশ্বপৃষ্ঠে, পিয়ন পদব্রজে। অপরাহ্ণ ৩ কি ৪টার সময় রওনা হইলাম। ইহার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি নামিল। ভিজিয়াই চলিলাম। ৫।৬ মাইল গেলেই দেখি সম্মুখে ময়ুরাক্ষী নদী, পার্ব্বতীয় নদী, বর্ষার জলে পূর্ণ, খরতর স্রোত। পূর্ব্ব তীর হইতেই শৈলশ্রেণী উঠিয়াছে। তখন বৃষ্টি প্রায় থামিয়াছে। পিয়ন নদীতে নামিয়া দেখিল প্রায় তিন ফিট গভীর জল, অথচ ভয়ঙ্কর স্রোত। সে বলিল—"আমি ঘোড়ার সামনে লাগাম টানিয়া লই, আপনি জিন ধরিয়া বসুন, পার হইতে পারিব।" আমি ভয়ের সহিত নদীতে নামিলাম।

পেণ্টুলান খুলিয়া পিয়নের ছোট এক গামছা পরিয়া লইলাম। স্রোতে কতকটা ভাটীর দিকে সরিয়া গেলাম, কিন্তু অতিকষ্টে নদী পার হইয়া অপর পারে উঠিলাম। অশ্ব, আরোহী সকলেই ক্লান্ত। সম্মুখেই উন্নত পাহাড়, তাহার পাদদেশ ঘুরিয়া ৩ মাইল গেলে তবে 'মুগীহাট' বাঙ্গলা পাওয়া যাইবে। গভীর অন্ধকার, পথও ভাল দেখা যায় না, মহাচিন্তায় পতিত হইলাম। কিন্তু একজন যে আলো ও পথপ্রদর্শক আছেন, সে জ্ঞান বোধ হয় তখন ছিলনা। সম্ভবতঃ instinctively তাঁকে স্মরণ করিয়াছিলাম। হঠাৎ সেই শৈলবাসী এক সাঁওতাল সেখানে উপস্থিত। সে আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া চলিল। আমি আর ঘোড়ার উপর থাকিতে পারিলাম না। হাঁটিয়া রওনা হইলাম। পথে অন্য এক সাঁওতালের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, সেই পথপ্রদর্শক বিদায় লইল, এবং ঐ বাড়ীর একজন লোককে আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত করিল। সে বলিল—রাস্তায় হিংস্র জন্তু, বাঘও আছে। সে কতগুলি শুষ্ক শাখা জড়াইয়া এক মশাল প্রস্তুত করিল এবং তাহা জ্বালিয়া আমাদের সঙ্গে রওনা হইল। আমরা সকলে বহু কষ্টে 'মুগীহাট' বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। তখন ঐ সাঁওতালটীকে কিছু বক্‌সিস দিয়া বিদায় করিলাম।

যখন ডাক বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলাম, তখন রাত্রি ৯টা কি ১০ টা। একজন Road Sarkar বা P. W. Department-এর মোহরার সেখানে উপস্থিত। একমাত্র Bedstead

বা খাট তিনি অধিকার করিয়াছেন। তিনি বীরভূম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ। আমি Probationary Deputy Collector শুনিয়া আমি যে সরকারী কোন শ্রেণীর অদ্ভুত জীব তাহা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। আমিও বুঝাইতে পারিতাম না যে আমি fish না flesh না Red Herring. সুতরাং সে চেষ্টাও করিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম,—"আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত; আপনার ভৃত্যের অন্ন আমি খাইতে চাই, আমার পিয়ন তাহাকে কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া দিবে।" তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি আহার করিলে, আমি তাঁহার ভৃত্যের (সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ কুলির) প্রস্তুত ডাল, ভাত ও আলুর তরকারী (না দোম, না ছেঁচ্‌কী, এক অদ্ভুত preparation, half boiled, half fried) তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম।

তিনি খাটখানা কিন্তু ছাড়িলেন না। বাঙ্গলার চৌকীদার আমাকে দড়ীর ছাউনি একখানা 'খাটুলি' আনিয়া দিল। তাহাতে আমার শয্যা প্রস্তুত হইল। শুইলাম, অতিশয় ছাড়-পোকার কামড় খাইতে লাগিলাম। তখন খাটিয়াটা ছাড়িয়া দিয়া পাকা মেজেতে বিছানা করিলাম। সেখানেও ঘুম হচ্ছেনা, আবার সেই উৎপাত। আলো জ্বালাইয়া দেখি, অন্ততঃ দুই হাজার বৃহৎকায় ছারপোকা আমার শয্যার উপর ও চতুঃপার্শ্বে তাহাদের 'শোভাযাত্রা' বাহির করিয়াছে। পিয়নকে ডাকিয়া তাহার সহায়তায় এই ছারপোকা সেনাবাহিনীর সহিত

কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলাম। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কোনরূপে সুপ্তিবিহীন রজনী অতিবাহিত করিলাম।

পর দিন সকালে উঠিয়া দেখি, তহসীলদার মহাশয়ের ঘোড়াটী অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে তাহাকে আস্তাবলে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। এ বিষয় একখানা চিঠি লিখিয়া বাঙ্গলার চৌকীদারকে দিলাম যে, সে যেন তহসীলদারকে চিঠি-খানা পাঠাইয়া দেয়। পরে সংবাদ পাইয়াছিলাম, তুরঙ্গরাজ তাহার মনীবগৃহে নিরাপদে ফিরিয়া ছিল।

সরাইয়াহাট বাসকালে, জানি না কি কারণে রাত্রিতে আমার মোটেই নিদ্রা হইত না। ভবিষ্যৎজীবনে আমি যে ঘোরতর অনিদ্রায় কষ্ট পাইয়াছি, এখানেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। দিনে ডুলিতে চলার সময় একটু তরল নিদ্রা হইত, কিন্তু রাত্রিতে মোটেই হইত না। কিন্তু ডুমকা ফিরিয়া আর নিদ্রার অভাব বোধ করি নাই।

এখানে তহসীলদার মহাশয় সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি। বেচারাও জানিত না Probationary Deputy Collector কি প্রকারের জানোয়ার। সে ভাবিয়াছিল, Settlement Departmentএর কোন আমিন জাতীয় লোক ত্রিসীমানার পিলার বা (ঢুঁই) তদন্তে আসিয়াছে। সুতরাং সে মোটা চাল ও মুসুরীর ডাল ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যের উপযুক্ত আমাকে মনে করে নাই। বেচারা আহার্য্যের "বিলটি"ও বেশ পুরামাত্রায় দিয়াছিল। কয়েক মাস পরই যখন মাজিষ্ট্রেটের

ক্ষমতা ও মুন্‌সেফের ক্ষমতা পাইয়া ঐ তহসীলদার মহাশয়ের দায়েরী ২০০০ পরিমাণ খাজনার মোকদ্দমা ফয়সেল করিলাম, তখন সে আমার প্রতি অত্যধিক পরিমাণে শ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়িল। ইহার প্রায় ১ বৎসর পর আমি পুনরায় এক তদন্ত উপলক্ষে সরাইয়াহাট গিয়াছিলাম, তখন প্রতি দিন সকালে একটী রুই মৎস্য, ২।৩ সের দুধ, সরু চাউল প্রভৃতি আহারের উপকরণ সেই বাঙ্গলায় হাজির হইত। সেবার ঘোষ তহসীলদার মহাশয় কিছুতেই রসদের 'বিল' দিতে রাজি হন নাই। পরে তাঁহার পুকুরের মৎস্য, গাভীর দুধ ও ক্ষেতের সরু চাল প্রভৃতি অজুহাতে কাটিয়া ছাটিয়া এক অতি হ্রস্ব 'বিল' দিয়াছিলেন। লিখিতে লজ্জা বোধ হয় আমি সেই বিলের অনুপযুক্ত অর্থ দিতে হয় তো তখন কুণ্ঠা বোধ করি নাই।

নুণীহাট বাঙ্গলায় ছারপোকাক্রান্ত, ক্লান্তঅবস্থায় নিদ্রাবিহীন রজনী যাপনের পর দিন গোশকটে দুমকা রওনা হইয়া সেই দিন রজনীতে বাসায় পহুঁছিলাম। অনভ্যস্ত ঘোটকারোহণ জনিত গুহ্যদেশে একটী ফোঁড়া হইয়া কিছু দিন কষ্ট পাইলাম। Civil Surgeon Dr. Kelly operation করিয়া ১০।১২ দিনে আমাকে সুস্থ করিলেন। পরে নিয়ম মত সরকারী কার্য্য করিতে লাগিলাম।

কিছু দিন পর Mr. Craven আমাকে আর একটী জমীর সীমানা সম্বন্ধে Local Enquiry করিতে দিলেন। ইহাতে বড় মজার একটী ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া ইহার উল্লেখ

করিলাম। গন্তব্য স্থান ডুমকা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে। গ্রামটীর নাম বোধ হয় 'খুটন'। 'কাঁড়বিন্ধা' নামক বাঙ্গলা ডুমকা হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূর, ঐ স্থান সেখান হইতে ২ মাইল উত্তরে। আমি গোশকটে রওনা হইলাম, সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী পাঁড়ে কনেষ্টবল, সে আমার আহার্য্য পাক করিয়া দিবে এই উদ্দেশ্যেই তাহাকে সঙ্গে হইলাম। পর দিন গন্তব্য গ্রামে পহুঁছিয়া তদন্ত শেষ করিলাম। গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন হিন্দুর বাড়ীতে, পাঁড়ে কনেষ্টবল-প্রস্তুত বেশ উপাদেয় আহার্য্য গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যায় গোগাড়ীতে পুনঃ যাত্রা করিলাম। পশ্চাতে পাঁড়েজি লণ্ঠনহস্তে পদব্রজে আসিতে লাগিল। আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। 'কাঁড়বিন্ধা' বাঙ্গলা পশ্চাতে ফেলাইয়া প্রায় দুই মাইল আসিলে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। তখন রাত্রি ৮॥০টা হইবে। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, পশ্চাতে কনষ্টবলও নাই, লণ্ঠনও নাই। ঘন অন্ধকার। উভয় পার্শ্বে অনুচ্চ পাহাড় ও জঙ্গল। গাড়োয়ান বলিল, "সিপাই পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে। কিছু ভয় হইল। গাড়ী ঐখানে কিছুকাল রাখিতে আদেশ দিলাম। গাড়োয়ান 'সিপাইজি' বলিয়া অনেকবার ডাকিল। কোন সারাশব্দ নাই। পুনরায় ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে লাগিল। সিপাইজীর কোন চিহ্ন নাই। আবার গাড়ী থামান হইল। কিছুকাল পরে দেখি পশ্চাৎ হইতে একটী ক্ষীণ আলো গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মফস্বল তদন্তে জীবনশঙ্কট।

ভাবিলাম, কনেষ্টবল আসিতেছে। কিন্তু যখন আলো নিকটবর্ত্তী হইল, তখন দেখি দুই জন ভীমকায় পাহাড়ী, দীর্ঘ ও দৃঢ় বংশযষ্ঠীহাতে অগ্রসর হইতেছে, তাদের একজনের হাতে একটী লণ্ঠন। কনেষ্টবলের ছায়াও দেখিলাম না। আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া পরিলাম। ভাবিলাম, "কনেষ্টবল জানিত আমার নিকট টাকা আছে। আমাকে হত্যা করিয়া সেই টাকা লইবার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র করিয়া এই দুই পাহাড়ী পাঠাইয়াছে।" মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। আমার money bagটা হাতে লইলাম এবং ভাবিলাম ইহাদিগকে প্রথমেই টাকা দিয়া জীবন ভিক্ষা করিব। গাড়োয়ানকে আর কিছু বলিতে সাহস হইল না; কেননা সেই দুই বলশালী পাহাড়ীর সহিত আমরা কিছুতেই নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধ করিতে পারিব না। নিকটে লোকালয় নাই। এই সব চিন্তা করিতেছি, তখন ঐ দুই ব্যক্তি আমার গাড়ী হইতে ২ গজ মাত্র দূরে আততায়ীর ভীষণমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান! হঠাৎ তাদের একজন বলিয়া উঠিল,—"তুই কি হাকিম আছিস ?" আমি বলিলাম "হাঁ"। তখন সে বলিল, "তোর কাছে আমাদের এক নালিশ"। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম। শুষ্কপ্রাণে জল আসিল। সে বলিতে লাগিল—"তোর সঙ্গে যে সিপাহি আসিয়াছে সে হামাদের উপর বড় জুলুম করিয়াছে, তুই তার বিচার করবি কিনা বল্। আমি কাঁড়বিন্ধা বাঙ্গলার চৌকীদার, সে হামার কাছে এই লণ্ঠন দিয়া বলিল, হাকিম

আসিয়াছিল, তাহার গাড়ী দুমকা যাইতেছে, সেই গাড়ীর সঙ্গে তোর এই লণ্ঠন লইয়া যাইতে হইবে; হামি গাড়ী দেখিয়া লণ্ঠন লইয়া গাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলাম। কিছুকাল আসার পরই রাঙ্গলাতে হামার বেটীর চিৎকার শুনিয়া বাঙ্গলায় ফিরিলাম; তখন দেখি তোর সিপাহি হামার বেটীর উপর জুলুম করিতেছে। হামার জরু ও ১৬।১৭ বৎসরের বেটী হামার সঙ্গে বাঙ্গলায় থাকে, হামার জরু দোসর যায়গা গেলছে, বেটীটা একলা ছিল, সিপাহি তাকে খারাপ কথা ব'লে, তার হাত ধরেছিল, তখন সে চিৎকার করাতে হামার সঙ্গের এই লোক বাঙ্গলায় দৌড়ে আসে, তাই সিপাহি কিছু করতে পারে নাই। হামি বাঙ্গলায় গেলেই সিপাহি দৌড়ে চলে এসেছে। আমরা তোর কাছে এলাম, ইহার বিচার কর, নইলে সিপাইকে আমরা মেরে ফেলব"। আমি নিজে তখন আশ্বস্ত বোধ করিয়া বলিলাম,—"চল ফিরে যাই, আমি সিপাইকে শাস্তি দিব।" এইরূপ কথোপকথন হচ্ছে, এমন সময় পাঁড়েজি হঠাৎ গাড়ীর পশ্চাতে এসে হাজির হল। পাহাড়ীরা তাকে দেখামাত্র, একজনে তাহাকে মারার উদ্দেশ্যে লাঠি উঠাইল। আমি তখন কিছু অনুরোধ ও কিছু ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলাম,—"ওকে মারিওনা, মারিলে তোমাদের শাস্তি হইবে, আমি নিজেই উহার বিচার করিব এবং শাস্তি দিব"। তথাপি পাহাড়ীরা শান্ত হইল না। কনষ্টবলকে গালি দিতে লাগিল ও সময় সময় তাহার প্রতি লাঠি উঠাইতে লাগিল।

আমার তখন সাহস হইয়াছে, আমি নিজেই কনেষ্টবলকে গালি দিয়া দুএক চপটাঘাত লাগাইলাম। ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাদের ক্রোধের মাত্রা কিছু কমিল। আমি তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলাম ও বলিলাম,—"কনেষ্টবলকে লইয়া চল আমরা দুমকা যাই, সেখানে কনেষ্টবলের বিচার ও শাস্তি হইবে।" কনেষ্টবলকে তাহাদের জিম্মায় দিলাম। আমার প্রস্তাবে তাহারা সম্মত হইল; আমার গাড়ী চলিতে লাগিল। পাহাড়ীদ্বয় ও কনেষ্টবল পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ভগবান কি অদ্ভুতভাবে আমাকে আসন্ন মৃত্যু-চিন্তা হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে এক সম্মানসূচক অবস্থা (position) প্রদান করিলেন। আমি নির্ভয়ে পুনরায় গাড়ীতে শয়ন করিয়া রহিলাম, তবে গাঢ় নিদ্রা হইল না। কয়েক ঘণ্টা পর কনেষ্টবল ও পাহাড়ীদের ভিতর অনুচ্চস্বরে পরস্পর আলাপ করিতে শুনিলাম, তাহা বুঝিলাম না। রাত্রি যখন প্রভাত হইয়াছে, তখন আমার গাড়ী দুমকা হইতে মাত্র ২।৩ মাইল দূরে। আমি গাড়ীতে বসিয়া আছি। তখন পাহাড়ীদ্বয় ও কনেষ্টবল আমার নিকট আসিল। বাঙ্গলার চৌকীদার আমাকে সেলাম করিয়া বলিল,—"হুজুর, আমরা দুমকা যাইতে চাইনা, সিপাহি আমাদিগকে বক্‌সিস দিয়া খুসী করিয়াছে, আমরা এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে চাই, তুই হুকুম দিলেই চলিয়া যাইব।" আমি বলিলাম, "সে হবে না, তোমরা সিপাইকে ছাড়িতে পার, আমি তাকে

ছাড়িবনা, শাস্তি দিব, আমার সঙ্গে তোমাদের দুমকা যাইতেই হইবে।" তখন তাহারা আসিতে লাগিল এবং কিছু পশ্চাতে থাকিয়া আবার পরামর্শ করিতে লাগিল। আমার গাড়োয়ান বলিল,—"বাবু, সিপাই পাহাড়ীদিগকে পাঁচ টাকা দিতে কবুল করিয়াছে, টাকাও কিছু দিয়াছে। তারা মামলা মিটাইয়াছে।" ভাবিলাম সিপাহিজি বোধহয় আমার তদন্ত বিষয়ের সহিত সংস্থষ্ট পক্ষগণের নিকট হইতে কিছু নগদ আদায় করিয়া আনিয়াছেন, তাহা দৈববশতঃ তাঁহার ভোগে লাগিতেছে না। যাহা হউক আমরা ৮।৯টার সময় দুমকা পঁহুছিলাম। বাসায় যাইবার পূর্ব্বে পথে আমার দুই জন প্রবীন বন্ধুর (একজন ডিপুটী ও একজন District Engineer) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলাম এবং কনেষ্টবল ও পাহাড়ীদিগকে একছড় S. D. O. Mr. Cravenএর নিকট লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। পাহাড়ীগণ কিন্তু তখনও কোন মোকদ্দমা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক এবং ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। বন্ধুগণ কিছু আলোচনা করিয়া বলিলেন—"যখন পাহাড়ীগণ কোন step নিতে চায় না, তখন এবিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। ইহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেও।" আমি এবিষয় মাত্র S. D. Oর, নিকট রিপোর্ট করিতে চাহিলাম। কিন্তু আমার Engineer বন্ধু (অপেক্ষাকৃত elderly) একটী মজার দৃষ্টান্ত দিয়া উপদেশ দিলেন ও বলিলেন,—"তুমি বালক, পৃথিবীর কিছু

বোঝনা, তোমার কনেষ্টবলটী "বাবুঘেষা" ঝুনো বদমায়েস, তুমি তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিলেই সে তাহার কৈফিয়তে বলিবে,—"আজ্ঞা আমার কিছু দোষ নাই, ডিপুটী বাবু নিজেই চৌকীদারের মেয়েকে তাঁহার গাড়ীতে আনিয়া দিতে পাঠাইয়াছিলেন।" তখন discretion is better part of valour মনে করিয়া আর কিছুই করিলাম না। কনেষ্টবল কিছু অর্থ দণ্ড দিয়া পাহাড়ীদিগকে বিদায় করিয়া দিল।

ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা ও শরতের আগমন।

ইহার কিছু দিন পর (বোধ হয় নবেম্বর মাসে) আমাদের departmental পরীক্ষা দিবার কথা হইল ; তখন ভাগলপুরে পরীক্ষার Centre ছিল। আমি ঠিক করিলাম ঐ সময়ে দু'এক দিনের casual leave লইয়া পরীক্ষার পর ভাগলপুর হইতে গোয়ালন্দ গিয়া তথা হইতে শরত কামিনীকে লইয়া আসিব। তদনুসারে পিংনা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট চিঠী লিখিলাম যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে শরতকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেশ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী সরোজিনী সহ গোয়ালন্দ পোঁছাইয়া দেন। পরীক্ষার জন্য আরও একজন বন্ধু সহ (Babu Ashutosh Mukherji Sub-Dy. Collector) ভাগলপুর গেলাম। সেখানে আশু বাবুর পরিচিত এক উকীল বাবুর বাসায় থাকিয়া ৩।৪ দিন পরীক্ষা দিয়া গোয়ালন্দ চলিয়া আসিলাম। আশু বাবুও তাঁহার পরিবার আনার জন্য কলিকাতা গেলেন। কথা রহিল এক ট্রেইনেই আমরা হাওড়া হইতে রামপুরহাট

পৌঁছিব এবং একখানা গাড়ীতেই মেয়েরা রামপুরহাট হইতে ডুমকা যাইতে পারিবেন। আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে গোয়ালন্দ আসিয়া দেখি, শ্বশুর মহাশয় নিজেই শরতকে, যোগেশ ও সরোজিনীর সঙ্গে গোয়ালন্দ লইয়া আসিয়াছেন। আমি তাহা-দিগকে লইয়া নৈহাটী পথে রামপুরহাটে পেঁাছিলাম। আশু বাবুও তাঁর স্ত্রী ও ছেলেপেলে লইয়া সেই ট্রেইণেই আসিয়াছিলেন। দুখানা গাড়ী করিয়া আমরা ডুমকা পঁহুছিলাম।

তখন বাসায় দুর্গা পাঁড়ে নামক ৪৲ মাসিক বেতনে একজন পাচক, জানকী ও একজন ঐ দেশীয় চাকর ছিল। গৃহিণী নূতন বিদেশে আসিয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পাঁচকের রান্না তাঁহার মোটেই পছন্দ হইত না। তখন শীত পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, "তুমি অনর্থক এই পাঁচকের জন্য অর্থ ব্যয় কর, ইহাকে উঠাইয়া দাও, আমি রান্না করিব।" তাহাই হইল, পাঁচককে বিদায় দিলাম, শরত দুবেলা রান্না করিতেন, আমাদের আহারাদি বেশ ভালই হইত। তখন মাত্র ৫০৲ allowance পাইতাম। আমার বাসা খরচ ৮০।৯০ টাকা লাগিত। অবশিষ্ট টাকা বাড়ী হইতে ও শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে আনিয়া বাসাখরচ চালাইতাম। যোগেশ তখন মাত্র ৭।৮ বৎসরের বালক, সরোজিনীর বয়স ১২।১৩ বৎসর। কেহই স্কুলে যাইত না। যোগেশ বাড়ীতেই কিছু কিছু শিখিত। জানকীকে Settlement Officeএ মোহরারের কার্য্য জোটাইয়া দিলাম। বেশ পারিবারিক জীবন চলিতে

লাগিল। "কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে, নীড় বাঁধি থাকে সুখে"।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। Lower Standard আমি প্রথম হইয়া পাশ করিলাম। ১৮৯২ সনের ডিসেম্বর মাসে officiating Deputy Collector নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলাম। তখন হইতে ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্দমা ও মুন্‌সেফের ক্ষমতা পাইয়া, অনেক দেওয়ানী মোকদ্দমা (অধিকাংশ rent suit) করিতে লাগিলাম।

স্ত্রীহত্যার তদন্ত।

এই সময় একটী interesting murder (খুনের) মোকদ্দমার তদন্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। তখন ঐ জেলায় দায়রার বিচারের মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত পোলিস করিত না, মাজিষ্ট্রেটকে করিতে হইত। Non-regulation District বলিয়া ঐরূপ বন্দোবস্ত ছিল। একদিন বৈকালে সংবাদ আসিল, ডুমকা হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী একগ্রামে একটী সাঁওতাল স্ত্রীলোককে কে যেন হত্যা করিয়া তাহার মৃত দেহ এক পাহাড়ের উপরে ফেলিয়া গিয়াছে। তখন পূজার ছুটী ছিল। চন্দ্রনারায়ণ বাবু district এর chargeএ ছিলেন। তিনি আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে এখনই তদন্ত জন্য ঐ গ্রামে যাইতে হইবে।" তিনি তাঁহার টমটম গাড়ী আমাকে দিলেন। Intelligence Departmentএর একজন প্রাচীন Police Sub-Inspector (Babu Mahim Ch. Chatterji) ও কনেষ্টবল প্রভৃতি

সঙ্গে দিলেন। বন্দোবস্ত হইল টমটম কুলিতে টানিয়া নিবে (সে সময়ে ঐ জেলায় ঐরূপ প্রথাই ছিল।) ৮।৯ মাইল পর পরই কুলি বদল হইত এবং এক নূতন set নিযুক্ত হইত। আমি সাব ইন্‌স্পেক্টর মহিম বাবুকে লইয়া সন্ধ্যার পরই রওনা হইলাম। পূর্ণিমার রজনী বেশ সম্ভোগ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতের সময় সেইগ্রামে পঁহুছিলাম। পথিমধ্যে একটী দুষ্কার্য্য করা হইল। এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী পার হওয়ার সময় দেখিলাম তাহার মাঝখানে কে যেন এক fishing trap (চাঁই) পাতিয়া রাখিয়াছে। দারোগা বাবু একজন কুলিকে সেইটী তুলিয়া দেখিতে আদেশ দিলেন। দেখা গেল তাহার ভিতরে "পাথরচাটা" নামক সুস্বাদু অনেকগুলি মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। দারোগা বাবুর আদেশে (এবং আমার গোপন সম্মতিক্রমে) মৎস্যগুলি সবই টমটমে তুলিয়া নেওয়া হইল। যে পাহাড়ের উপর সেই মৃতদেহ ছিল, সেই পাহাড়েই প্রথম উঠিলাম। গ্রামটী সেস্থান হইতে প্রায় ১½ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে, এক গভীর পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত। বেলা ৭।৮টার সময় সেই পাহাড়ে উঠিলাম। পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর (crest of the hill) এক পরম রমণীয় স্থান দেখিলাম। তাহার চতুর্দ্দিকে শালগাছের চারা। মাঝে একটু পরিস্কার যায়গাতে দেখিলাম, ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা সুগঠিত ও বলিষ্ঠ-দেহ-সম্পন্না এক সাঁওতাল নারীর মৃতদেহ উপুর হইয়া পড়িয়া আছে। মস্তকের পশ্চাৎভাগে ও সম্মুখে ২টী প্রকাণ্ড জখম বা ক্ষত।

সেই দেহের উপরি ভাগ কয়েকখানা শালগাছের চারা দিয়া কিয়দংশ ঢাকা। অদূরে সাঁওতাল রমণীদের পরিধেয় একটী "কোর্ত্তা" বা জামা পড়িয়া আছে। হত ব্যক্তির মৃতদেহ জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। মনে কেমন একটা ভীতি-মিশ্রিত ভাব হইল, যাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মৃতদেহ হইতে পূতি গন্ধও নির্গত হইতে ছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তাতে শিকারী পাড়া নামক স্থানের Inspection Bunglow হইতে কতকগুলি সুগন্ধ গোলাপ ফুল তুলিয়া পকেটে নিয়াছিলাম। তাহার আঘ্রাণ লইয়া কতকটা সোয়াস্তি পাইলাম। সেই মৃতদেহের ও জখম ২টীর এক description লিখিয়া, শব পরীক্ষার জন্য দেহটীকে ডুমকা চালান করিলাম। তখন মনে চিন্তা হইল কি উপায়ে এই খুনের 'আস্কারা' করিব? নিকটে জনপ্রাণীর বসতি নাই। কেহই কিছু জানেনা। মৃত রমণীর স্বামী তদন্ত সময়ের প্রথম হইতেই সেখানে ছিল। তাহাকে বিমর্ষ দেখিলাম (কারণ, ইহাই স্বাভাবিক), কিন্তু সে কোনই information (সংবাদ) দিতে পারিলনা বা দিলনা। আমাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া মহিম বাবু দারোগা বলিলেন,—"আপনি চিন্তিত হইবেন না, আমি ঠিক বাহির করিয়া দিব"। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি পরে বিশেষ কিছুই করেন নাই। আমরা গ্রাম অভিমুখে রওনা হইলাম। আমাদের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানীয় বহু লোক চলিতে লাগিল। তাদের ভিতর একজন বাঙ্গালী ছিল, সে হঠাৎ অন্য এক ব্যক্তির নিকট একটী মন্তব্য প্রকাশ করিল,—

"যার মানুষ সে ছাড়া কে ওকে মারতে যাবে বা মারতে পারে ?" এই কথাটা আমি শুনিলাম। এই মন্তব্যকেই ভিত্তি করিয়া আমি চিন্তা করিতে করিতে গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে আমার বাসের জন্য গ্রামের মোস্তাজীর ও পরগণার প্রধান ব্যক্তি পরগণাইত শালপাতা দিয়া দুইখানি গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিল। সেই পার্ব্বত্য নদীর তীরে কি মনোহর স্থান। নদী গভীর, অথচ প্রায় জলশূন্য ; তাহার বক্ষে একটী ক্ষীণ স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। ছোট ছোট মৎস্যগুলি তাহাতে ক্রীড়া করিতেছে। এক পার্শ্বে পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে সমতল গ্রাম। শালপাতাবিনির্ম্মিত তাঁবুর নীচে ঘাটিয়াতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম এবং মৃতনারীর স্বামীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। সে ভাল বাংলা বলিতে পারিত না। আমিও তখন সাঁওতালি জানিতাম না। যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে এই বোধ হইল ঐ নারী সুশ্রী (সাঁওতালদের মতে) ছিল ও অপর পুরুষেরও সঙ্গে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিত। আমি একজন প্রাচীন সাঁওতাল মোস্তাজীরকে বলিলাম—"এই নারীর স্বামীর প্রতি আমার সন্দেহ হয়, তুমি ইহাকে নির্জ্জনে নিয়া ইহার সহিত আলাপ কর এবং যাহা বুঝিতে পার আমাকে আসিয়া বলিও", সে ঐ সাঁওতালকে লইয়া কিছুদূরে গিয়া আলাপ করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আসিয়া আমাকে বলিল,—"এ হত্যার অপরাধ স্বীকার করিয়া আপনার নিকট সমস্ত বলিতে চায়, আমার নিকট সব বলে না।" আমি তাহাকে

আমার নিকট আনিতে বলিলাম। সে আসিয়া আমাকে বলিল—"হুজুর আমি সব তোমার কাছে বলিব, আমার স্ত্রীকে আমি মারিয়াছি"। আমি তখন বলিলাম, "তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ; আমি হাকিম, আমার নিকট কোন অপরাধ স্বীকার করিলে তোমার গুরুতর শাস্তি হইবে। তোমাকে দুই ঘণ্টা সময় দিলাম।" এই বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, এবং মোস্তাজীর ও জনৈক কনেষ্টবলকে আদেশ করিলাম তাহাকে যেন চলিয়া যাইতে দেওয়া না হয়।

তৎপর আমি স্নানাহার করিয়া সেই পর্ণশালাতে খাটিয়ার উপর বিশ্রাম করিলাম। সন্দিগ্ধ সাঁওতালের আহারাদির জন্য তাহার আত্মীয়দিগকে বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। অপরাহ্নে তাহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল—"ধরম কথা আমি বল্‌ব, যা হয় হবে" এই বলিয়া সে স্বীকারউক্তি করিল; আমি লিখিয়া লইলাম। তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"আমার স্ত্রী আমাদের গ্রামের 'অর্জ্জুন' সাঁওতালের সহিত অবৈধপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া অসদ্ব্যবহার করিতেছিল। আমি তাহাকে নিষেধ করিয়াছি, শাসনও করিয়াছি, কিন্তু সে আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ঘটনার দিন দুপুরবেলায় সে শালপাতা ভাঙ্গার ভাণ করিয়া ঐ পাহাড়ে যায়। আমি তাহার গতিবিধি গোপনে লক্ষ্য করিয়া দেখি, যে অর্দ্ধ পথ গেলে পর, অর্জ্জুন তাহার সঙ্গে মিশিয়া ঐ পাহাড়ে উঠিতে থাকে। আমি

অলক্ষিতভাবে পাহাড়ের অন্য পার্শ্ব দিয়া উঠিতে থাকি। পাহাড়ের চূড়ায় শাল চারা পরিবেষ্টিত জমিনের উপর আমি তাহাদিগকে মিলিত অবস্থায় দেখিতে পাই। আমার স্ত্রী ভূমিতে শায়িত ছিল, আমি একটী প্রকাণ্ড পাথর হাতে লইয়া নিকটবর্ত্তী হই। অর্জ্জুন আমাকে দেখিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করে। আমার স্ত্রীও উঠিতে চেষ্টা করিল। আমি পশ্চাৎদিক হইতে তাহার মাথায় ঐ পাথর নিক্ষেপ করি, তাহাতে তাহার মাথার পশ্চাতের জখম হয়। আহত হইয়া সে পুনরায় শুইয়া পরে, তখন আমি আর একখণ্ড পাথর লইয়া তাহার কপালদেশে নিক্ষেপ করি, তাহাতেই সাম্‌নের জখম হয়। সে আর উঠিলনা, তখনই মরিয়া গেল বলিয়া বোধ হইল। আমার বড় ভয় হইল। আমি কয়েকটী ছোট শালের চারা গাছ ভাঙ্গিয়া ঐ মৃতদেহের উপর ছড়াইয়া রাখিলাম, আর তাড়াতাড়ি ওখান হইতে চলিয়া আসিলাম, অর্জ্জুনের সহিত আর দেখা হইল না।”

আমি এই উক্তি বিবৃতভাবে লিখিলাম; পরে বহু সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিলাম। অর্জ্জুনের সহিত ঐ স্ত্রীলোকের অবৈধ প্রণয়ের কিছু কিছু প্রমাণ হইল; কিন্তু আসামীর উক্তি ভিন্ন, হত্যা ব্যাপার সম্বন্ধে আর কোনই Eye-witness বা দৃষ্টির সাক্ষী পাওয়া গেল না। অর্জ্জুনের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আনাইলাম। তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, সে সকল কথা অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহার হাবভাবে ইহা বুঝিলাম যে মৃতা যুবতীর

প্রতি তাহার আসক্তি ছিল। পর দিন রিপোর্ট লিখিয়া আসামীকে ক্তমকা চালান দিলাম। আমি স্বয়ং S. D. O. Mr. Craven এর নিকট উপস্থিত হইয়া রিপোর্ট দাখিল করিলাম। তিনি তাহা পাঠ করিয়া ও সমস্ত অবস্থা শুনিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বলিলেন "Young friend, I do sincerely congratulate you on the success of your very first difficult investigation and on the detective ability displayed by you."

এই মোকদ্দমার preliminary enquiry আর একজন 1st. Class Magte. (একজন এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, নাম Mr. Martin) করিলেন এবং আসামীকে বিচার জন্য দায়রাতে সোপর্দ্দ করিলেন। Dy. Commissioner Mr. R. Carstairs এসেসর সহ দায়রার বিচার করিলেন। আসামী সেখানে এক সুন্দর ছাপাই (defence) উত্থাপন করিল এবং বলিল,—"আমি অর্জ্জুনকে মারিতে পাথর ছুড়িয়া ছিলাম, সেই পাথর আমার স্ত্রীর মাথায় লাগিয়াছিল। আমার স্ত্রীকে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না।" আমার সাক্ষ্য দিতে হইল। আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে আমার নিকট ঐরূপ স্বীকার করিয়াছিল কিনা। সে বলিল "হাঁ আমি সব বলেছি ঠিকঠাক্, তবে প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে মারার ইচ্ছা ছিল না, অর্জ্জুনকে পাথর ছুঁড়িয়া ছিলাম, সে পলাইয়া যাওয়াতে আমার স্ত্রীর গায়ে লাগিয়াছিল"। আসামী ৩০৪ কি ৩০২ ধারা অনুসারে

দোষী সাব্যস্ত হইল এবং দশ বৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হইল।

এই ঘটনার ৭।৮ বৎসর পর, আমি দেওঘরে থাকার সময় একদিন গল্পচ্ছলে এই মোকদ্দমার বিষয় অমৃত বাজারের Editor স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে আমাদের গৃহের মধ্যস্থ মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে এই গল্পটী তাঁহার নিকট বলিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিনের Amrita Bazar Patrikaতে এক Leader বাহির হইল। তাহাতে আমার কথিত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছিল এবং অবস্থানুসারে শাস্তি অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল, আর ইংরেজ হাকিমগণ এদেশীয়দের সতীত্বের প্রতি অনুরাগের কোন ধারণা নাই প্রভৃতি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর, আরও একটী নারীর প্রতি অত্যাচারের এক মোকদ্দমার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। ডুমকা হইতে

নারীনির্য্যাতনের তদন্ত।

প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে একটী গ্রামে (নাম মনে নাই) কতকটী বাঙ্গালি হিন্দু বাস করিত। সেখানে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত লোক একটী সুশ্রী, অল্পবয়স্কা বিধবার গৃহে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে। এবিষয়ে গ্রামের মোস্তাজীর Subdivisional Officerকে প্রকৃত ঘটনা কতকটা পরিবর্ত্তিত ও কতকটা অতিরঞ্জিত করিয়া এক রিপোর্ট দেয়। আমার প্রতি স্থানীয় তদন্তের আদেশ হয়। আমি Income-tax Assessorকে

সঙ্গে করিয়া, তাঁহার টমটমে চড়িয়া সে ঘটনার গ্রামে যাই। সেই স্ত্রী লোকটীকে ও তাহার গৃহের অবস্থা দেখিয়া স্থানীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কেহই প্রকৃত ঘটনা বলিতে প্রস্তুত নয়, ইহা অনুভব করিলাম। তবে ঘটনা প্রকৃত বলিয়া আমার ধারণা হইল। সেই গ্রামের কয়েকটী উদ্ধত যুবক তাহাদের সমবেত বলপ্রয়োগ করিয়া সেই নারীকে নৃশংসভাবে উৎপীড়ন করিয়াছে বুঝিলাম। সে নারীও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ছিল না বলিয়া বোধ হইল। তথাপি নিরাশ্রয় যুবতী বিধবার প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার উচিত বিবেচনা করিলাম। প্রতিবেশীগণ ঐ সব যুবকদের আত্মীয়, সুতরাং কেহই সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যে একজন সন্দিগ্ধ যুবককে আমি প্রশ্ন করিতে করিতে বুঝিলাম সে এই ঘটনাতে লিপ্ত ছিল। তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে অনেক অনুরোধ, অনুনয় ও অবশেষে ভয় প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই দমিল না। তখন আমার হাতে ঘোড়ার চাবুক লইয়া তাহাকে ৩।৪ ঘা লাগাইয়া দিলাম। সে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। তখন অন্য অন্য লোকেও সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হইল। প্রমাণ পাইলাম বে-আইনী জনতাবদ্ধ হইয়া নারীর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাহার লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত ও তাহাকে অশ্লীলভাবে প্রহার করিয়াছে। আমি কতক আসামীর জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিলাম ও তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য রিপোর্ট দিলাম। ডুমকা ফিরিয়া আসার ২।৩ দিন পর একজন বন্ধু আমাকে বলিলেন,

"তুমি বড় ছেলে মানুষের মত কার্য্য করিয়াছ। তুমি আসামী সাক্ষীদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া স্বীকারোক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছ, এই বলিয়া তোমার নামে নালিশ করিতে কতকটী লোক আসিয়াছে।" আমি বলিলাম, "বেত্রাঘাত না হইলে এই মোকদ্দমার প্রমাণ কিছুই পাইতাম না।" মনে মনে তখন বুঝিলাম অন্যায় করিয়াছি। কিছু ভীত হইলাম। যা হউক তাহারা আমার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ করিতে সাহস পাইল না। বিচারে কয়েকজন আসামীর তিন মাস করিয়া কারাদণ্ড হইল। এই ঘটনাতে একটী শিক্ষা পাইলাম, যে—'কৃতিত্ব প্রদর্শন কি অন্য কোন সদভিপ্রায়েও আইন বহির্ভূত কোন কার্য্য করা একজন বিচারকের পক্ষে অতি গর্হিত।'

পূর্ব্বে যে গণি মিস্ত্রি কণ্ট্রাক্টারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, হঠাৎ সে আমার নিকট এক মোকদ্দমায় আসামী হইয়া উপস্থিত। ঐ দুর্ব্বৃত্ত এক যুবতীর গণ্ডদেশে এক কামড় লাগাইয়া দিয়াছিল। আমি বিচারে তাহার ১৫ দিনের কারাবাস ও কিছু অর্থদণ্ড করিলাম। যখন কনেষ্টবল তাহাকে হাজতে লইয়া যাইতেছিল, তখন আমার কোর্টের বাহিরে গিয়াই আমি যেন শুনিতে পাই এরূপভাবে বলিয়া উঠিল—"সালা, হাম্‌কো ছোড়া নাহি", আমি আর কিছু করিলাম না। পরে আমার এক ডিপুটী বন্ধু আমার দুর্ব্বলতার জন্য আমাকে মৃদু ভৎর্সনা করিলেন এবং বলিলেন, "অন্ততঃ contempt of courtএর জন্য তোমার step নেওয়া উচিত ছিল।"

পরের মে মাসে departmental পরীক্ষা আসিল। এবার Higher Standardএ পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার কেন্দ্র ডুমকা। ডিপুটী কমিশনার পরীক্ষার President. পরীক্ষাগৃহে গেলাম। ডিপুটী কমিশনার অল্প পরেই চলিয়া গেলেন। অন্য Senior Dy. Collector প্রভৃতির মধ্য হইতে একজন Guard রহিলেন। আমরা ১৫।১৬ জন পরীক্ষার্থী ছিলাম। বেশ পরস্পর কথোপকথন ও দেখাশুনা চলিতে লাগিল। এই ভাবে দুই কি তিন দিনে পরীক্ষা শেষ হইল। এক দিন একজন Guard (European) আমাদিগকে প্রশ্নোত্তর বলিয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সেদিন "With books," law পরীক্ষা হচ্ছিল। Guard একটী প্রশ্নোত্তর বলিয়া দিলেন তাহা ভুল। আমি সে উত্তর লিখিলামনা। যাহা ঠিক উত্তর তাহা লিখিয়া দিলাম। Higher Standard completely পাশ করিলাম। তাহার পরই 2nd Class Magistrateএর ক্ষমতা পাইলাম।

ফৌজদারী ও দেওয়ানি মোকদ্দমা করিতে লাগিলাম। দেওয়ানি মোকদ্দমা Rent and money suits কয়েক হাজার নিষ্পত্তি করিলাম। এখন ক্ষুদ্র বাসা পরিত্যাগ করিয়া মাসিক ৮৲ ভাড়ায় একখানা সুন্দর বাঙ্গলা ভাড়া করিলাম। এই নূতন বাসাতে বহু জমী ছিল। একজন মালি রাখিয়া তাহাতে শাকসবজীর বাগান করিলাম। বহু ফুল, বাঁধা, ওল কপি প্রভৃতি এত হইয়াছিল যে বন্ধুগণকে বিলাইয়াও ২০।২৫ টাকা মূল্যের কপি বিক্রি হইয়াছিল।

১৮৯৩ সনের নবেম্বর মাসে আমার প্রথম পুত্র বিমলচন্দ্র নাগ জন্মগ্রহণ করিলেন। সরোজিনী বিবাহের বয়স পাইয়াছে।

বিদায় ও গৃহ গমন

বিমলের অন্নাশন ও সরোজিনীর বিবাহ দিতে কয়েক মাস পর বাড়ী যাওয়া স্থির করিলাম। মার্চ্চ মাসে ১½ মাসের বিদায়ের দরখাস্ত দিলাম। বিক্রমপুর নিবাসী একজন স্বর্ণকারকে দিয়া গৃহিণীর জন্য ও সরোজিনীর বিবাহ-উপযোগী কিছু অলঙ্কার প্রস্তুত করাইলাম। এই জন্য ৫০০৲ আমার এক দেশস্থ আত্মীয়ের নিকট ঋণ লইলাম। ছুটী মঞ্জুর হইলে ৮ই মে তারিখে সপরিবারে বাড়ী রওনা হইলাম।

বাড়ী গিয়া প্রথম সরোজিনীর বিবাহ দিলাম, 'সিংহরাগীর' বসু বংশীয় নরদানা নিবাসী (স্বর্গীয়) পঞ্চানন বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শশীমোহন বসুর সহিত তাহাদের বাড়ীতে এই বিবাহ হইল। আমি নগদ ৮০০৲ টাকা দিয়া কন্যা তুলিয়া দিলাম এবং নিজেও বিবাহে উপস্থিত হইলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কি আষাঢ়ের প্রথমে একটু জাকজমক করিয়াই বিমলের অন্নারম্ভ সম্পন্ন হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই এক বিপদ আসিয়া জুটিল। অন্নাশনের পর দিন মেয়েরা আমোদ করার জন্য, হলুদ, মেজেণ্টা প্রভৃতি রঙ্গ দিয়া খেলা করিলেন। বিমলের গায়েও রং লাগিয়াছিল। শরৎ সেই রং উঠাইতে গিয়া বিমলের গায়ে খুব সাবান মাখিলেন। ফলে বিমলের জ্বর হইল। এক প্রাচীন আত্মীয়া বিমলকে সাগু খাওয়াইতে গিয়া মিশ্রির গুড়ার পরিবর্ত্তে সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া খাওয়াইলেন।

জ্বরের সঙ্গে পেটের অসুখ ও পরে Capillary Bronchitis হইয়া ছেলে অত্যন্ত পীড়িত হইল। করটীয়া হইতে ৺ হরনাথ ঘোষ ডাক্তার মহাশয়কে পাল্‌কী করিয়া আনা হইল। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিলেন। কিছুই উপশম বোধ হইলনা। তাঁহার সঙ্গে অনেক গ্রন্থ ছিল। আমি একখানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম Ant. Tart ইহার ভাল ঔষধ। আমি ডাক্তারকে ঐ ঔষধ দিতে suggest করিলাম। তিনি বলিলেন, 'হাঁ এটীও প্রযোজ্য, আমি এটী দেই নাই।' তিনি এক ডোজ্‌ Antimonium Tart 6 কি 30 দিলেন। কি আশ্চর্য্য, এই এক ডোজ্‌ ঔষধে অদ্ভূত ক্রিয়া করিল, শ্বাসকষ্ট কমিল, জ্বরও কমিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টা পর বালক সুস্থ হইল। ডাক্তার বাবু আর মাত্র ১ ডোজ ঔষধ দিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমার ছুটী প্রায় শেষ হইয়াছে। ২।৩ দিন পরই সপরিবারে ডুমকা রওনা হইলাম। পথে নৈহাটীতে কিছুক্ষণ halt করিতে হইল। গোয়ালন্দ হইতে ইলিশ মাছ কিনিয়া নিয়া ছিলাম, সঙ্গের পাচক তাহা এক বাসায় রাঁধিতে লাগিল। (এই বাসা সেই দিনের জন্য ভাড়া নিয়াছিলাম)। গৃহিণী ও আমি বিমলকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলাম। তিনি বিমলকে গঙ্গায় ডুবাইয়া স্নান করাইলেন, আমার ভয় হইল, কিন্তু তার পরই বিমল বেশ আরও সুস্থ বোধ করিল বলিয়া মনে হইল। আমরা প্রচুর ইলিশ মাছ খাইয়া সেই রাত্রিতে কি বৈকালে গাড়ীতে উঠিয়া রামপুরহাট

পঁহুছিলাম। পর দিন ঘোড়ার গাড়ীতে ডুমকা পঁহুছিলাম। এবার শুধু যোগেশকে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলাম।

বাসায় পূর্ব্বকথিত স্বর্ণকারকে রাখিয়া গিয়াছিলাম। বাসায় যাইয়া দেখি, দুই জন সুদর্শন সাঁওতাল যুবতী আমাদের কামড়াগুলিতে চূণ লেপিয়া গৃহ পরিস্কার করিতেছে। পরে জানিলাম ঐ কৃষ্ণকায় স্বর্ণকার আমার বাসাতে আমার অনুপস্থিতিতে সাঁওতাল রমণী সঙ্গে ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিল। তাহাকে আমার বাসা হইতে অল্প দিন মধ্যেই বাহির করিয়া দিলাম।

পুনরায় ডুমকায়।

১৮৯৪ সনের আগষ্ট মাসে ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলাম। এই সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ডুমকা রহিলাম। প্রায় ২ বৎসরকাল ডুমকা রহিলাম। এই সময় মধ্যে আমি প্রায় সকল ভদ্র লোকেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। Deputy Commissioner Mr. Carstairs, S. D. O. Mr. Craven প্রভৃতি আমাকে স্নেহ ও দয়ার চক্ষে দেখিতেন। ঐ সময় Dy. Commissioner Sessions Judgeএর ক্ষমতা পাইয়া দায়রার বিচার করিতেন। তখন ডুমকাতে কেহ সরকারী উকীল ছিলেন না। দায়রার মোকদ্দমাতে পালা করিয়া এক এক জন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট প্লিডার বা Public Prosecutorএর কার্য্য করিতেন। একটী ডাকাইতি মোকদ্দমা পরিচালনের ভার প্রথম আমার উপর ন্যস্ত হয়।

পাব্লিক প্রসিকিউটারের কার্য্য।

আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া যোগ্যতার সহিত সেই মোকদ্দমা চালাই। সিঁউরি হইতে বাবু হরিনারায়ণ মিশ্র (এক ভাল ফৌজদারীর উকীল) সেই মোকদ্দমার আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। আমি সেই মোকদ্দমার বক্তব্য address বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া তাহা মুখস্থ করিয়াছিলাম। হরিনারায়ণ বাবু তাঁহার address অতি দীর্ঘ করিয়া deliver করিতে ২॥ দিন নিয়াছিলেন। আমি ২।৩ ঘণ্টাতে আমার বক্তব্য নির্ভয়ে বাগ্মীতার সহিত বলি। ফলে আসামীদের ৭ হইতে ২ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়। ডিপুটী কমিশনার অত্যন্ত প্রীত হইয়া পরে আমি ডুমকা থাকা পর্য্যন্ত আমাকেই সমস্ত দায়রার মোকদ্দমা পরিচালন জন্য Public Prosecutor নিযুক্ত করিতেন। এই কার্য্যে আমি বড় interest পাইতাম। সকলে বলিত "তুমি উকীল হইলেই ভাল হইত।" কিন্তু 'অদৃষ্ট লিপি,' কে খণ্ডায়?

ডুমকাতে ডিপুটীদের মধ্যে চন্দ্রনারায়ণ বাবু আমাকে স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। ৺ বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী কিছু দিন ছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার বাসায় আমাকে খাওয়াইতেন। তিনি কিছু দিন পরই মালদহ বদলী হইয়া চলিয়া যান। কেরাণীবাবুদের মধ্যে ৺ বাবু দীনবন্ধু তালুকদার, বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বাবু বসন্তকুমার ঘোষ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের সকলেই আমাকে যত্ন করিতেন।

আমার মনে একটা ধারণা হইল যে, "এই non-regulation districtএ থাকিয়া, regulation districtএর কোন

কার্য্যকর্ম্ম শিখিতে পারিলামনা, পরে বাঙ্গলায় বদলী হইলে অসুবিধা হইবে, অতএব বাঙ্গলায় বদলীর চেষ্টা করিতে হইবে।" একটী সুবিধা ঘটিল। বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী আরামপ্রিয় সেকেলে ডিপুটী, তিনি মালদহে থাকিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাকে আমার মনের ভাব পত্রদ্বারা জানাইলে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই ৺ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী (Appointment Departmentএর Head Assistant)কে চিঠি লিখিয়া আমাদের mutual transferএর বন্দোবস্ত করিলেন। পূর্ণবাবু পুনরায় ডুমকা বদলী হইলেন। আমি তাঁহার স্থানে মালদহ বদলী হইলাম।

আমার চাকুরী জীবনের প্রথম স্থান ডুমকা ছাড়িতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তখন ডুমকা একটী রমণীয় স্থান ছিল চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী, জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর, শস্যশামল নিম্ন ভূমি, পাথর বা কঙ্কর মিশ্রিত ও বালুকা সংযুক্ত কঠিন ভূমি—সমস্তই চিত্তাকর্ষক ছিল। এমন সুপেয়, সুস্বাদু, সুশীতল জল অন্যত্র বেশী স্থানে পাই নাই। আবহাওয়া অতি স্বাস্থ্যকর। জিনিষপত্র সস্তা। টাকায় ১৬টা মুরগী পাওয়া যাইত। বাঁধ বা পুকুরের মৎস্য অতিশয় সুস্বাদু ছিল। দুধ টাকায় ১৬ সের। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও সময় কত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে।

৮ম পরিচ্ছেদ।

মালদহ।

হর্ষ ও বিষাদের মধ্যে ১৮৯৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে পরিবার লইয়া মালদহ রওনা হইলাম। রামপুরহাটে ট্রেইন ধরিয়া রাজমহল উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি আমাদের জন্য একখানা পালকী ষ্টেশনে আসিয়াছে। রাজমহল হইতে মালদহ পর্য্যন্ত একখানা ferry steamer যাইত। সোনপুর অঞ্চলের এক মহাজন সেই ferryর মালিক। তাহাদের লোকই পালকী আনিয়াছিল এবং সাদরে আমাদিগকে ferry steamerএ লইয়া গেল। ষ্টীমারে ছোট একটী 1st Class Cabin. সেই Cabin আমরা অধিকার করিলাম। কিন্তু steamerএর লোকগণ আমাদের ভাড়া নিতে চায়না। আমি ভাড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বলিল, "আমরা হাকিমদের নিকট হইতে ভাড়া নেইনা; আপনি ইচ্ছা করিলে কিছু বকসিস দিতে পারেন"। আমি বোধ হয় ৫৲ বক্‌সিস দিলাম। মালদহ গিয়া এই সম্মান প্রদর্শনের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমি মালদহ গিয়া Road Cess Dy. Collector ও District Boardএর Official Vice-Chairman হইব ইহা ferry ওয়ালা জানিত। District Board হইতে ঐ ferry service রাখার জন্য ferryman মাসিক ৩০০৲ subsidy পাইত। আর রাজমহল-মানিকচক গঙ্গার যে ferry সর্ব্বদা চলিত, তাহারও

lessee তাহারাই। District Boardএর অধীনে তাহাদের আরও ferry ছিল। সুতরাং ভাবী Vice-Chairmanকে তাহারা একটু হাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

মালদহ পৌছিয়া মাসিক ১৫৲ ভাড়ায় একটী দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইলাম। ২৭শে সেপ্টেম্বর কার্য্যে ভর্ত্তি হইলাম। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Mr. U. C. Batabyal তখন সেখানকার কলেক্টর। তিনি আমাকে ফৌজদারী কার্য্যের সহিত Road Cess, Excise প্রভৃতি departmentএর charge দিলেন। আমি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলাম। মালদহ থাকার সময় সরোজিনীর স্বামী শ্রীমান শশী সেখানে পড়িতে আসিল। আমাদের গ্রাম্য স্কুলের হেড্ পণ্ডিত ৺ দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের এক ভ্রাতা মহেন্দ্র আমার ওখানে পড়িতে আসিল। কর্ণা নিবাসী বাবু শরৎচন্দ্র বসুও চাকুরীর উদ্দেশ্যে আসিয়া জুটিলেন। আমার শ্যালক শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সিংহও তথায় স্কুলে পড়িতে আসিল। যোগেশ তো আছেই। জানকীও বোধ হয় সঙ্গে আসিল। আমার গৃহ বেশ পরিপূর্ণ। দুঃখের বিষয় Typhoid fever হইয়া ৮।১০ দিনের জ্বরে মহেন্দ্র মারা গেল। আমি টেলিগ্রাম করিয়া দুর্গাচরণ বাবুকে আনাইলাম। ঘটনাক্রমে শাঁকরাইলের বন্ধু তারিণী বাবু মহেন্দ্রের অসুখের সময় আমার ওখানে আসিয়া ছিলেন। মহেন্দ্রের চিকিৎসার জন্য Civil Surgeon Dr. U. Mukherji কে ডাকিলাম। তিনি measure glass, scales, scissors, medicated cotton

প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ ক্রমাগত চাহিতে লাগিলেন। তারিণী তাহার বাক্স হইতে সমস্তই বাহির করিয়া দিল। তখন ডাক্তার সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে বলিলেন—"Hallo, where did you get this wonderful man who has got the whole Bodleian Library in his pocket?" তারিণী সেবার Committee Law পরীক্ষা দিয়া আমার নিকট আসিয়াছিল। ডাক্তার সাহেব তাহার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তারিণীকে তাঁহার Headclerkship offer করিয়াছিলেন। কিন্তু তারিণী তাহা গ্রহণ করে নাই। কয়েক দিন ডাক্তার সাহেবের ছেলেদের private tuition নিয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য কোন অর্থও গ্রহণ করে নাই।

মহেন্দ্র রাত্রিতে মারা যায়; তাহার শব গৃহ হইতে লইয়া যাওয়ার সময় শরৎ নাকি ভয় পাইয়াছিলেন। একথা বহু দিন পর তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। যা হউক সেই সময় হইতে শরতের স্বাস্থ্য ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। কোন কোন চিকিৎসক 'সূতিকা' বলিয়া পীড়ার ব্যাখ্যা করিলেন। Dyspepsiaএর মত, ভাল হজম হইতনা, আহারে রুচি কমিতে লাগিল ও শরীর শুখাইতে লাগিল। কবিরাজদ্বারা চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ ফল হইলনা। একবার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া ৭।৮ দিন আমার নিকট রহিলেন। যাহা হউক আমি মালদহ প্রায় ২ বৎসর কাল রহিলাম।

আমি অনেক বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতাম। Excise shops পরিদর্শন জন্য ও Income-tax কার্য্যের জন্য মাসে প্রায় ১০ দিন মফঃস্বল থাকিতাম। প্রায়ই নৌকায় 'কালীন্দি' ও 'মহানন্দা' নদীর পার্শ্ববর্ত্তীস্থানে যাইতাম। Income-tax Assessor, এক জন কি দুই জন Excise Sub-Inspector সঙ্গে যাইতেন। মফঃস্বলে আহারাদির ভাল বন্দোবস্ত হইত। চারিজন হইলে প্রায় তাস খেলিয়া সময় কাটাইতাম। পড়াশুনা কম হইত। এই tour করা উপলক্ষে মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তিস্থান গৌড়ের ধ্বংশাবশেষ ও 'আদিনা মসজিদ' প্রভৃতি দেখিয়াছিলাম। গৌড় নগর লক্ষ্মণ সেন শেষ হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল। প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গৃহগুলি, দেয়াল, স্তম্ভ, দ্বার, প্রাঙ্গণ, পুকুর প্রভৃতি দেখিলে এই ধারণা হয় যে সেসময়ে বঙ্গে স্থপতিবিদ্যার যে উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল, কোন দেশ কর্ত্তৃক আজিও তাহা পরাজিত হইতে পারে নাই। দুএকখানা ঘর যেন porcelainএর ইট দিয়া নির্ম্মিত। দরবার গৃহের ফটকগুলি সুকৃষ্ণ কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত, নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত। আমি আমার হাতের সোনার আংটী ঘসিয়া দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেঁকরার কষ্টি পাথরের মত, বরং তার চেয়েও ভালরূপ সোনার রং উঠে।

গৌড় ও রামকেলির মেলা।

এই গৌড় নগরের একস্থানকে 'রামকেলি' বলে। সেখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে এক মেলা হয়। বঙ্গের

বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী সমবেত হয়। পূর্ব্বে প্রথা ছিল, বৈষ্ণবগণ সেখানে বৈষ্ণবী মনোনীত করিত ও ১।০ ব্যয় করিয়া 'কণ্ঠী বদল' করিয়া বৈষ্ণব প্রথা অনুসারে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। আমি মেলায় গিয়া অনেক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী দেখিয়াছিলাম, কিন্তু বৈষ্ণবীগ্রহণ প্রক্রিয়াটা দেখি নাই। গৌড়ে প্রায় ১½ মাইল লম্বা ও ½ মাইল চওড়া এক প্রকাণ্ড দীঘী দেখিলাম, নামটা মনে নাই। এত বড় দীর্ঘিকা আর দেখি নাই। অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুকুর আছে। তাহার কয়েকটাতে বড় বড় কুমীর আছে। একটী পুকুরে (বোধ হয় নাম 'রূপ সাগর') দুইটী অদ্ভুত কুমীর আছে, যাহারা যাত্রীদের নিকট হইতে হাঁস, পায়রা, মুড়ি, খই প্রভৃতি উপহার লইতে চির অভ্যস্ত। জলপার্শ্বে কেহ কোন খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইলেই তাহারা নিকটে আসে। হাঁস, কবুতর, মোরগ প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। জানিনা এখনও সেই কুমীর জীবিত আছে কিনা। গৌড় ভগ্নাবশেষ মালদহ বা English bazar town হইতে ৮।৯ মাইল দক্ষিণে। এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পার্শ্বে, সেই নদী গঙ্গা নামে অভিহিত। বর্ত্তমান গঙ্গা অনেক দূর পশ্চিমে প্রবাহিত।

একবার পাণ্ডুয়া গিয়াছিলাম। মালদহ হইতে ২২।২৪ মাইল উত্তরে। মহানন্দা নদী হইতে ৪।৫ মাইল পূর্ব্বে। আমি কতিপয় বন্ধু সহ নদী হইতে হাতীতে গিয়াছিলাম। 'আদিনা

মস্‌জিদ' দেখিলাম। কি বিচিত্র কারুকার্য্য ও স্থপতিবিদ্যার গৌরব চিহ্ন। গৃহমধ্যে যে সব মূল্যবান পাথর বা ধাতুর চিত্র ছিল তাহা সবই অপহৃত হইয়াছে, তথাপি grand & majestic.

পাণ্ডুয়া ও আদিনা মস্‌জিদ।

কথিত আছে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বনবাসকালে বাসের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতেই নাকি এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমে হিন্দু রাজবংশ তথায় রাজত্ব করেন। পরে মুসলমানগণ ঐস্থান অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। আমার একটী বন্ধু 'আদিনা মস্‌জিদ' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি অনেক প্রাচীন প্রাসাদাদি দেখিয়াছি, কিন্তু 'আদিনা মস্‌জিদ' মনে হয় কারুকার্য্যে ও design বিষয়ে 'তাজমহল' অপেক্ষা হীন নহে।" ঐ স্থান দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আগতপ্রায় হইল। একটী স্থানীয় লোক বলিল, "এখানে বাঘ আছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনাদের চলিয়া যাওয়া উচিত।" তখন ভাবিলাম কালের কি বিচিত্র প্রভাব। স্বর্ণকিরীটী সুশোভিত রাজন্যবর্গের বাসস্থান, রাজমহিষী ও রাজকুলললনাদের কেলিকানন এখন হিংস্রজন্তু-অধ্যুষিত গহনবনে পরিণত হইয়াছে।

আমি মালদহ আসার অল্প দিন পরই Mr. Batabyal অন্যত্র বদলী হইয়া যান। তাঁহার স্থানে Mr. J. C. Price নামক I. C. S. এক সাহেব আসেন। ইনি বেশ ভাল লেখাপড়া জানিতেন। কিন্তু বেচারার পারিবারিক জীবন বড় দুঃখের ছিল।

স্ত্রীর সহিত judicial separation. তাঁহার নৈতিক চরিত্র কলুষিত ছিল। দেশীয় রমণীদের সহিত আমোদপ্রমোদ করিতেন। নিস্তারিণী নামক এক সুশ্রী বারাঙ্গনা তাঁহার রক্ষিতা ছিল।

মালদহের নৈতিক হাওয়া।

নিস্তারিণীর এক ভগ্নী বাসন্তী অপর একজন মুসলমান সাব ডিপুটীর রক্ষিতা ছিল। এইরূপ আর একজন Anglo-Indian কুমার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ও খেলোয়ার লোক ছিলেন। সেসময়ে নৈতিক হাওয়া মালদহতে অত্যন্ত কলুষিত ছিল। অনেক অফিসার, উকিল, মোক্তারই বারবনিতাসক্ত ছিলেন। ভদ্র পল্লীতেই বেশ্যাগণ বাস করিত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এমন কুসংসর্গেও তিনি আমাকে অবিচলিত রাখিয়াছিলেন। আমাকে বিপথগামী করার চেষ্টাও হইয়াছিল। আমার বাসায় ডিষ্ট্রিক বোর্ডের Vice-Chairmanএর orderly peon সহদেব পাঁড়ে নামক একটী যুবক থাকিত। সে প্রতিদিন নদীতে স্নান করিতে যাইত। পথে নিস্তারিণী দু একদিন তাহার সহিত আলাপ করিয়া এক দিন বলে,—“দেখ পাঁড়েজি, এসহরে যত হাকিম আসিয়াছে কি আছে, আমার বাড়ী আসে নাই, এমন লোকতো দেখি নাই। তোমার বাবু, কেন আসেন না বলিতে পার? তুমি তাঁহাকে এই সংবাদটা দিও যে আমি তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি, এক দিন যেন আমার কুটীরে পায়ের ধূলি দেন।” সহদেব আমাকে ঐ কথা বলিতে সাহস করে নাই। সে এক দিন হাসিতে হাসিতে শরতকে ঐ বিষয়

বলিয়াছিল। তিনি আমার নিকট বলাতে, সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম। হঠাৎ সময় সময় নিস্তারিণীকে দেখিয়াও আমি তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতাম। সে ইহার প্রতিশোধ লইতে আমাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এক রজনীতে তাহার গৃহে অফিসের বাবুরা আমোদ করিতে ছিলেন। এমন সময় Price সাহেব ধুতি পরিয়া তথায় গিয়া উপস্থিত। (সাহেব ঐভাবে মাঝে মাঝে তথায় যাইতেন)। নিস্তারিণী সংবাদ পাইয়া বাহিরে গিয়া Price সাহেবকে আনিয়া অন্তগৃহে রাখিয়া, পূর্ব্বাগত বন্ধুদের নিকট গিয়া আমার নাম করিয়া বলিল, "অমুক ডিপুটী বাবু এসেছেন, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে এখন যান"। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। এই ঘটনাটি নিস্তারিণী তাহার ভগ্নী বাসন্তীর নিকট পর দিন বলিয়া বড় হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল। বাসন্তী তাহার প্রেমাস্পদ সাবডিপুটী কলেক্‌টরের নিকট বলিয়া দিয়াছিল। সাবডিপুটী সাহেব তারপর দিনই অনেক বন্ধুর সাক্ষাতে আমাকে সমস্ত বলিয়া খুব হাসাহাসি করিয়াছিলেন।

ট্যাক্‌স কম করার বিপদ।

কলেক্‌টার সাহেবের নৈতিক চরিত্র এইভাবে কলুষিত হওয়ার দরুন, তাঁহার রক্ষিতা রমণীকে সামান্য সামান্য ঘুষ বা উপঢৌকন দিয়া অনেক অর্থী প্রত্যর্থী তাহাদের কার্য্য হাঁসিল করিয়া লইত। তাঁহার এক নাজির ছিল, সে এই সব দুষ্কার্য্যের সহায়তা করিত। Price সাহেব আমার কার্য্যে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন,

আর আমার নৈতিক চরিত্রের জন্য আমাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। আমার প্রদত্ত কোন হুকুমই তিনি বদলাইতে সাহস পাইতেন না। উপর হইতে আমার অফিসিয়েল কার্য্যের কোন কৈফিয়ত চাহিলে তিনি সর্ব্বদাই আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া report দিতেন। আমি Income-taxএর chargeএ ছিলাম। সেসময় অনেক লোকের উপর অন্যায়রূপে Income-tax ধার্য্য হইয়াছিল। তাহারা বহু আপত্তির দরখাস্ত দিয়াছিল। আমি ১৫০।২০০ খানা আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া, কোন ক্ষেত্রে tax একবারে মাপ, কোথায়ও বা কমাইয়া দিয়াছিলাম। এইভাবে টেক্সের আয় কমিয়া যাওয়াতে, কমিশনার সাহেব Collectorকে আদেশ করিলেন যে—"The loss of revenue caused by the success of a large number of objection-petitions requires a very careful enquiry. I would request you to personally examine all the records of the objection cases, satisfy yourself about the propriety of each order of remission and reduction and submit a full report thereon etc."

তদনুসারে Price সাহেব আমার Income-tax objection casesএর প্রায় দুইশ নথ নিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তিনি Commissionerএর নিকট এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিলেন—"I have carefully examined and scrutinized every one of the records I find that the orders

passed in each case are just and proper. The assessments had been rather unjust and excessive etc. এত ভাল না লিখিলেও পারিতেন। তবে আমি এক ন্যায়ের দিকে চাহিয়াই ট্যাক্স মাপ বা কমাইয়া দিয়াছিলাম। অন্যদিকে সৌভাগ্যক্রমে Excise Revenue খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সে সময়ে ঐ জেলায় outstill system ছিল। লোকে আসিয়া অযথারূপে ভাটিখানার ডাক বাড়াইয়া দিত। আমি বরং বেশী বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছিলাম, কোন কোন ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ ডাকের কমেও বন্দোবস্ত করিতাম। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে lesseeদের লোকসান হইবে এবং তাহারা অবৈধ উপায়ে লোকসান কমাইয়া লাভের চেষ্টা করিবে এবং পর বৎসর আয় অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। Income-tax এবং Excise এই উভয় বিভাগেই লোকে অনেক সময় উৎকোচ দিতে চেষ্টা করিত। তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে।

প্রথম বৎসর জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাসে একজন গাঁজা কি মদ বিক্রেতা আমার বাসায় এক 'ভেট' লইয়া আসিয়াছে।

'ভেট' গ্রহণ।

তাহাতে কাবুলি মেওয়া, অন্য ফল ও মিছরি, ওলা প্রভৃতি জিনিষ ছিল। সে একজন পশ্চিমা লোক। আমি ঐ সব রাখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল—"হুজুর আমি সংপ্রতি দেশ হইতে আসিয়াছি। এই সব জিনিষ আমার গৃহ হইতে আনিয়াছি। আমরা হাকিমদিগকে উপহার দেই, না নিলে বড় দুঃখিত হইব।"

সে ভেট রাখিয়া দিলাম। ঐ দিন বৈকালে একজন B. A. উপাধিধারী Excise Sub-Inspectorএর নিকট ঐ বিষয় বলিলাম। তিনি বলিলেন "আর দু মাস পরই Excise Settlement হইবে, আগ হইতেই আপনার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা হইতেছে। অনেক vendorই ঐরূপ ভেট আপনাকে দিবে।" আমি তখনই সতর্ক হইয়া সেই Sub-Inspectorকে ধন্যবাদ দিলাম। পরে আরও ২।১টী লোক 'ভেট' লইয়া আসিয়াছিল, আমি প্রত্যাখ্যান করাতে আর কেহ চেষ্টা করে নাই।

একবার ঐ সাবইন্‌স্পেক্টর ও Income-tax Officer সহ মফঃস্বল গিয়াছি। একস্থানে আমাদের ৩খানা নৌকা লাগাইয়া লোকজন আমাদের রান্নার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় একটী লোক এক পাথরের বাটীতে প্রায় ১½ পোয়া উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘৃত আনিয়া বলিল—"কর্ত্তা, আমি গোয়ালা, ঘি দইএর ব্যবসা করি, আপনাদের আহারের জন্য কিছু ঘি আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।" দামের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমি নিজে এই ঘি প্রস্তুত করিয়াছি, দাম লইবনা"। আমাদের লোকেরা আমার ইঙ্গিত মত ঘিটা রাখিয়া দিল। সে ব্যক্তি চলিয়া গিয়া কিছুকাল পরে এক পাথরের বাটীতে করিয়া প্রায় ১ সের দধি লইয়া আসিল। তাহাও রাখা হইল। আবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একখানা থালাতে সের খানেক সন্দেশ লইয়া আসিয়া বলিল,—"বাবু, আপনাদিগকে দই দিলাম,

মিষ্টি না দিলে কিরূপে দই খাবেন। তাই আমি দূরে যে বাজার আছে সেখান হ'তে কিনিয়া এই মিষ্টি এনেছি। গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।" তখন সঙ্গীয় সাবইন্স্পেক্টর বাবু হাসিতে হাসিতে নৌকার মাঝিদিগকে বলিলেন—"ওরে তোরা শীঘ্র এখান থেকে নৌকা ছেড়ে চল। নতুবা এই লোকটী ইহার ঘরের ডেক্‌স বাক্‌স সমস্ত আনিয়া আমাদিগকে দিবে।" সে ব্যক্তি অনুনয় সহকারে বলিল, "আপনারা ব্রাহ্মণ ও পদস্থ ব্যক্তি। আমার গরীবের দান গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হই"। অবশ্য মিষ্টিও রাখা হইল। পরে প্রকাশ পাইল, এই লোকটীর উপর যে ১০্ ইনকামট্যাক্স ধার্য্য ছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার অভিপ্রায়ে এই অতিরিক্ত আতিথ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহার টেক্স মাপ হইয়াছিল কিনা মনে নাই।

১৪৫ ধারার মোকদ্দমা।

মালদহ থাকার সময়ই ১৮৯৫ সনের নবেম্বর মাসে আমি Summary powers পাইলাম। এখানে বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমাও আমাকে করিতে হইত। লালগোলার রাজা ও পাকুড় মহেশপুরের রাজাদের মধ্যে প্রায় ৪০০ বিঘা গঙ্গার চরজমি লইয়া একটী বড় ১৪৫ ধারার মোকদ্দমা হয়। ৬ মাস ব্যাপিয়া তাহার বিচার হয়। প্রত্যেক পক্ষে শতাধিক সাক্ষীর জবানবন্দী হয়। এক পক্ষে ৺ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় ও অন্য পক্ষে স্থানীয় এক উকীল ছিলেন। সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে স্থানীয় তদন্তের জন্য গঙ্গার চরে গিয়াছিলাম। মার্চ্চ কি

এপ্রিল মাস। ভয়ানক রৌদ্র। পালকিতে গিয়া বেলা দশটার সময় সেই চরে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে কিছু আহার্য্য নিয়াছিলাম। সেখানে উভয় পক্ষের উকীল পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠবাবু গঙ্গাবক্ষে এক সুন্দর বজরাতে ছিলেন। তিনি আমাকে ও অপর পক্ষের উকীল উভয়কে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার নৌকায় গিয়া দেখি, নৌকাখানা নানারূপ বিলাসিতার সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। রৌপ্য থালে আমাদের সরু ও সুগন্ধ চাউলের অন্ন পরিবেশিত হইল। গঙ্গার ইলিশ ভাজা, ঝোল ও নানাবিধ উপকরণে উদরপূজা সম্পন্ন হইল। বৈকুণ্ঠবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া মালদহ চলিয়া আসিলাম। ইহার পর ৮।১০ দিন ব্যাপিয়া argument শুনিলাম। আমি মহেশপুরের রাজার দখল সাব্যস্ত করিলাম। বৈকুণ্ঠবাবু (লালগোলার রাজার উকীল) হারিয়া গেলেন। হাইকোর্টে আপিল হইল। হাইকোর্ট আমার রায় বহাল রাখিলেন। Calcutta Seriesএর India Law Reportএর ৩২ ভলিউমে এ মোকদ্দমা রিপোর্ট হইয়াছে।

নায়েবের মোকদ্দমা।

মালদহ সহরে গিরি গোঁসাই শ্রেণীর এক জমিদার ছিলেন। তাঁহার এক সম্ভ্রান্ত নায়েবের নামে একটী Extortion and wrongful confinementএর মোকদ্দমার বিচার আমি করিতেছিলাম। Price সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, গোঁসাই বড় ভাল জমিদার, তাঁহার নায়েবটী সম্ভ্রান্ত বংশের লোক,

আমার একান্ত ইচ্ছা, এই মোকদ্দমায় সে যেন কোন শাস্তি না পায়।" আমি বলিলাম—"Sir, I have already framed a charge, as the evidence recorded has established a prima facie case. I can say nothing until I hear the evidence for defence. But I hope, Sir, you will not be displeased with me if I exercise my own discretion in a legal and proper way." তখন সাহেব বলিলেন,—"Certainly not, but I hope you will see your way to find the Naeb not guilty." আমি সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ছাপাই সাক্ষী লইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া ও কিছু না বলিয়া নায়েবকে দোষী স্থির করিলাম এবং ২০০৲ অর্থদণ্ড করিলাম। ইহা স্বীকার করিতেছি যে শুধু সাহেবের অনুরোধে কেবল মাত্র অর্থদণ্ড করিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিলাম। Mr. Price নিশ্চয়ই মনে মনে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। এই মোকদ্দমার আপিল হইল। আপিলে আমার রায় confirmed হইল। Judge সাহেব তাঁহার রায়ে লিখিলেন "The punishment is inadequate. Imprisonment should have been the proper punishment in this case." আমি এই রায় লইয়া Price সাহেবকে দেখাইলাম। তিনি তখন বলিলেন, "I have no doubt your decision was correct."

আর একবার Price সাহেবের influence বা প্ররোচনায় একটী অন্যায় করিয়াছিলাম, যেজন্য আমি পরে অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করিয়াছি। মালদহ তখন ভাগলপুরের কমিশনারের অধীন ছিল। সে বৎসর ভাগলপুর ডিভিসন হইতে Bengal Legislative Councilএ একজন মেম্বার মনোনীত হওয়ার কথা ছিল। মালদহের District Board হইতে একজন Representative একটী ভোট্ দিতে ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। আমি তখন District Boardএর Vice-Chairman. Mr. Price Chairman. তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "Mr. Hennessey of Raghunathpur factory is a candidate for membership of the Legislative Council, but he has a formidable rival in Mr. Surjyanarain Sing of Bhagalpur. I have promised to help Mr. Hennessey who is a very capable and influential gentleman in this division. Will you promise to help Mr. Hennessey in whom I feel so much interested". আমি বিশেষ কিছু বিবেচনা না করিয়া, সাহেবকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। যথাসময়ে Mr. Hennesseyর জন্য vote দিলাম। পরে Mr. Sing and Mr. Hennessey উভয়ের সমান সমান ভোট হইয়া, তাঁহাদের ভিতর tie হইল এবং গবর্ণমেণ্ট

উপরওয়ালার মনস্তুষ্টি প্রয়াস।

অন্য লোক (বোধ হয় Darbhangaর Maharajaকে) নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার অল্প দিন পর ভাগলপুরের Commissioner Mr. Toynbee পরিদর্শনের জন্য মালদহ আসিলেন। ডিপুটী ও অন্যান্য সব officials নির্দ্দিষ্ট সময়ে কমিশনারের সহিত private interview করিতে গেলেন। সকলেরই ডাক হইয়া interview শেষ হইল। সর্ব্বশেষে আমাকে ডাকিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তিনি বলিলেন—"Well, why did you vote for Mr. Hennessey, an European? His rival candidate Mr. Surjyanarain Sing is pre-eminently a better and abler man universally liked by his countrymen. What does Mr. Hennessey know about legislative business?" তখন আমি হতভম্ব হইয়া বলিলাম, "Sir, I did not know then much about Mr. Sing, but now I have learnt from newspapers and comments therein that Mr. Sing was decidedly a far superior man."

সাহেব বলিলেন,—"You are a young intelligent and educated man and not a Deputy of the old school. You should have known better and acted better. I was simply surprised at your conduct. Will you, my young friend, tell me frankly that

you were influenced by your Collector ?" I said in reply, "Yes Sir, I am without much experience of the world and had to be guided by my Collector." তিনি বলিলেন,—"Suppose the matter be referred again to your District Board, will you repeat the mistake or mend your vote in a proper way ?" I said "Yes Sir, in that case, I shall vote for the deserving man," এইরূপে 'মোলাকাত' শেষ হইল। পরে আর ঐ প্রশ্ন পুনরায় উঠিল না। গবর্ণমেণ্ট অন্য লোককে নিযুক্ত করিলেন। কিছুকাল পর জানিতে পারিলাম Mr. Hennesseyর সহিত কমিশনার সাহেবের ঘোরতর অসদ্ভাব ছিল। Mr. Toynbee and Mr. Price কেহই justice and reason দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন না। নিজদের খেয়াল ও স্বার্থমত বিভিন্ন candidateদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি আমার পক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তিকে ভোট দেওয়াই সঙ্গত ছিল।

মালদহের আম।

মালদহ একটী ছোট সহর। Headquarter townকে English bazarও বলিয়া থাকে। এই জেলা উৎকৃষ্ট আমের জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন স্থানে বহু আমের বাগান আছে। সহরের পার্শ্বে মোকদমপুর, নিসাসরাই প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর আমের বাগান। দ্বিতীয় বৎসর আমরা প্রচুর আম খাইয়াছিলাম। আম সেখানে খুব

সস্তা নয়। অল্প ব্যয়ে আম খাওয়ার জন্য Excise departmentএর কর্ম্মচারীগণ আমাকে এক উপায় দেখাইয়াছিল। পূর্ব্বে যে স্থানে Government Distillery ছিল, সে স্থানটী তখনও গবর্ণমেণ্টের দখলে ছিল। তাহাতে প্রায় ১০।১২টা গোপালভোগ ও ৪।৫টা ফজলী আমের গাছ ছিল। প্রতি বৎসর প্রকাশ্য নিলামে বিক্রী হইত। আমি আমার অধীন কর্ম্মচারীগণের প্ররোচনায় Price সাহেবকে বলিলাম—"আমরা আম খাইতে পাইনা, অথচ ডিষ্টিলারি প্রাঙ্গণের আম গাছ নিলাম হইয়া তাহার আম পরে খায়। যদি আপনি অনুমতি দিন, ঐ যায়গার আমের একটা মূল্য আমরা দিয়া আম গাছগুলি আমাদের দখলে রাখিতে পারি।" সাহেব হাসিয়া হাসিয়া অনুমতি দিলেন। ৮৲ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া আমি ৪৲ দিলাম। Excise Sub-Inspectors ও clerkগণ ৪৲ দিল। বন্দোবস্ত হইল আমরা সকলেই আম ভাগ করিয়া লইব। সেই Graduate Sub-Inspector (late Babu Sitanath Chatterji) আম সংরক্ষণ ও সংগ্রহের ভার লইলেন। আমি আমার ভাগে প্রায় ৪।৫ হাজার গোপালভোগ আম পাইলাম। অতি চমৎকার আম। শরৎ বিশেষ শ্রম করিয়া বহু আমসত্ত্ব দিলেন। প্রায় ৩।৪টা বড় হাঁড়ি ভরিয়া গেল। 'পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়' একটা কথা আছে। গোপালভোগ আম তো যথেষ্ট খাইলাম। কিন্তু একটী ফজলী আমের মুখও দর্শন হইল না। অনেক ফজলী আম গাছে ছিল। কিন্তু এক দিন

সকালে দেখা গেল পূর্ব্বরাত্রিতে সমস্ত আম কে যেন চুরি করিয়া নিয়াছে। আমসত্ত্বের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয়। আমার একটী ঐ দেশীয়া চাকরাণী ছিল। রৌদ্রের সময় শরৎ ছাদের উপর সব আমসত্ত্ব শুখাইতে দিতেন। চাকরাণী পাহাড়া দিত ও পরে হাঁড়িতে ভরিয়া রাখত। কিছু দিন পরে দেখা গেল, প্রায় অর্দ্ধেক আমসত্ত্বই অপহৃত হইয়াছে। প্রতিদিন গোপনে ঐ চাকরাণী ২।১ খানা করিয়া আমসত্ত্ব সরাইয়াছিল। ইহাতে শুধু শরৎ কেন আমরাও অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলাম। আমি প্রায় ৩০০ ফজলী আম কিনিয়া ষ্টীমার ও রেল পার্শ্বেলে কয়েক বাস্কেট আম বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলাম। আমার উপদেশ মত সেই আম গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে ২।৪টা করিয়া বিতরিত হইয়াছিল।

পূজার যাত্রা ও ষ্টীমারে লাঞ্ছনা।

এবার পূজার ছুটীতে সপরিবারে বাড়ী গিয়াছিলাম। দামুকদিয়া ঘাট পর্য্যন্ত ষ্টীমারে, তারপর গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ট্রেইণে ও পরে পোড়াবাড়ী পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যাইতে হইত। গোয়ালন্দ ঘাটে বেশ একটু মজার ঘটনা হইয়াছিল। আমার সঙ্গে তারিণী বাবু, জামাতা শশীমোহন, শরৎ বসু প্রভৃতি লোক ছিলেন। সঙ্গে অন্যান্য জিনিষপত্রের সহিত একটা ছালাতে রাজমহলে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ৫ সের খামিরা তামাক, মালদহ সদুল্যাপুর স্থানে নির্ম্মিত প্রায় ৫০৲ মূল্যের ১৫।১৬টী পিতলের ঘটী প্যাক করা ছিল। আমরা ট্রেইণ হইতে নামিলে, তারিণী, শরৎ ও অন্যান্য

সকলকে নিয়া Kaligange Serviceএর ষ্টীমারে উঠিতে গেল। আমি I. G. S. N. Companyর Booking অফিসে টিকেট কিনিতে গেলাম। ২ খানা 1st Class ticket ও অন্যান্য কয়েকখানা 3rd Class ticket কিনিতে টাকা দিলাম। Ticket clerk দেরী করিতে লাগিল। তারিণী আসিয়া আমাকে বলিল, টিকেট ছাড়া ষ্টীমারে উঠিতে দেয় না। আমি দেখিলাম টিকেট পাইবার দেরী আছে। তারিণীকে সঙ্গে লইয়া ষ্টীমারে গেলাম। দেখিলাম, একজন ছোক্‌রা কেরাণী বা টিকেট কলেক্টার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সকলকে উঠিতে বাধা দিতেছে। আমি বলিলাম, "আমি টিকিটের টাকা অফিসে দিয়াছি, এখনই টিকেট পাইব। আপনি ইহাদিগকে ষ্টীমার deckএ উঠিতে দিন। আমার সঙ্গীয় দুইজন লোক (শশী ও শরৎ বসু) জ্বরে অসুস্থ। একজন মহিলা আছেন। ইহাঁর জন্য 1st Class ticket হইবে। এখানে দাঁড়াইয়া থাকাতে বড় অসুবিধা হইবে।"

ছোক্‌রা ঃ—"টিকেট না দেখাইলে উঠিতে দিব না।"

আমি ঃ—"বিশ্বাস না হয়, আপনি টিকিটের টাকা পুনরায় গ্রহণ করুন, "তবুও উঠিতে দিন।"

ছোক্‌রা ঃ—"নিয়ম নাই"। "নিয়ম ভঙ্গ করিলাম, ফল আমি গ্রহণ করিব,'—এই বলিয়া সকলকে লইয়া deckএ গিয়া যথাস্থানে তাহাদিগকে বসাইলাম। পরে আমি ও তারিণী সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি, তখন ঐ ছোকরা বলিল, "মশায় যে এদেঁর রেখে এলেন, ঘাড় ধরে যদি নামিয়ে দেই, তবে কি কর্‌বেন ?"

আমি ঃ—"তোমার বাবারও সে সাধ্য নাই।"

ছোক্‌রা ঃ—"আপনি জজ না ম্যাজিষ্ট্রেট যে এত বড় কথা ?" তারিণী বলিল, "হাঁ ইনি ওরই একটা।" ছোক্‌রা আর কিছু বলিল না। তবে সে আমার আগেই Booking অফিসে গিয়া এই ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া জানাইল। অফিসে গিয়া দেখি সে ছোক্‌রা দাঁড়াইয়া আছে। একজন কেরাণী (পরে নাম জানিয়াছিলাম, 'নটবিহারী সাহা') আমাকে বলিল "আপনি এই ছোক্‌রাকে কেন অপমানিত করিয়াছেন ?" আমি বলিলাম, "সে যেরূপ অভদ্রোচিত ও অসম্মানসূচক ব্যবহার করিয়াছে, আমি যে উহাকে এক ঘা লাগাই নাই, ইহাই উহার সৌভাগ্য।" তখন সে বলিল, "আপনি কুলের পরিচয় দিয়াছেন"। আমি বলিলাম "আপনি সাবধান হইয়া কথা বলিবেন, নতুবা ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে।" সে একটী অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়া বলিল, "আপনি........." এ শব্দটা এখানে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। আমি বড় অপমানিত বোধ করিলাম। কিন্তু সেখানে আমার কোন জনবল ছিল না। আমি আর কিছুই বলিলাম না। দুঃখের বিষয়, সেখানে আমার বিশেষ পরিচিত ও দেশস্থ শশী নিয়োগী নামক এক কেরাণী ছিল, সে সমস্ত দেখিয়াও কিছুই করিলনা বা বলিল না। আমার পরিচ্ছদ বেশী জাক-জমকের ছিল না। একটা এঙ্গোলার কোট গায়ে ছিল। কোমড়ে 'উরাণী' চাদর বাঁধা ছিল। শশী বাবু আমাকে বেশ

জানিতেন। তিনি আমার পরিচয় দিলে হয়তো অতটা লাঞ্ছিত হইতাম না। যাহা হউক, আমি নীরবে টিকিট লইয়া ষ্টীমারে গেলাম। পোড়াবাড়ী ষ্টীমার ঘাটে নামিয়া নৌকাযোগে শাঁকরাইল তারিণী বাবুর বাড়ী গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, আমার সঙ্গের তামাক ও ঘটীর ছালাটী পাওয়া গেল না। নৌকার মাঝিদিগকে সন্দেহ করিয়া তারিণী অযথা তাহাদিগকে শাসন করিলেন! পরে বাড়ী গিয়া প্রথমই I. G. S. N. Company's বড় সাহেব Superintendent of mail service Mr. Taylor সাহেবের নিকট কেরাণী নটবিহারীর নামে একখানা complaint লিখিয়া ডাকে পাঠাইলাম। তাহাতে লিখিলাম, "তোমার কেরাণী শশী নিয়োগীর নিকট তুমি সব জানিতে পারিবে, আর ১ সপ্তাহ পরে আমি মালদহ ফিরিবার সময় তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিব।" প্রায় ১ সপ্তাহ বাড়ী থাকিয়া, আবার মালদহ রওনা হইলাম। পথে গোয়ালন্দ নামিয়া এক হোটেলে স্থান লইলাম। পর দিন সকালে, সার্জের ভাল এক suit পরিয়া, হীরার আংটী, সোনার চেইন-ঘড়ী লাগাইয়া, Mr. Taylorএর সহিত দেখা করিতে তাঁহার ষ্টীমারে গেলাম। আমার কার্ড পাইয়া সাহেব আমাকে ভিতরে নিয়া তাহার পার্শ্বে এক চেয়ারে বসিতে দিল ও আমার সহিত করমর্দ্দন করিল। সাহেব বলিল, "তুমি একটু ব'স, আমি breakfast করিয়া আসি।" সাহেব অন্য একটা ষ্টীমারে গেল। ইতিমধ্যে

নটবিহারী টের পাইয়াছে। এমন সময় ঐ Officeএর Head Clerk মাণিকগঞ্জ নিবাসী এক বৈদ্য বাবু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আপনাকে আমি চিনি, আমার এক Cousin Deputy Magistrate, তাঁর নিকট আপনার কথা শুনেছি। আপনাকে একটী অনুরোধ কর্‌তে এসেছি। আপনি একটী সামান্য কেরাণীর রুটী মার্‌তে যাচ্ছেন। সে আপনাকে চিন্‌ত না। তাহার অসদ্ব্যবহারের জন্য সে অতিশয় সন্তপ্ত ও দুঃখিত। সে আপনার পায় ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌তে প্রস্তুত, তাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে।" নটবিহারী বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল; সেও ঐ সময়ে আসিয়া অতি কাতরভাবে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমার অত্যন্ত দয়া হইল। আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে স্বীকার করিলাম। পরে সাহেব আসিয়াই তাহার পিয়নকে বলিল, "কেরাণীকো বোলাও।" নটবিহারী উৎসর্গীকৃত ছাগশিশুর ন্যায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন সাহেবকে বলিলাম, "সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, আমি অনুরোধ করি, তুমি ইহাকে কিছু বলিবে না, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি।" সাহেব তখন ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"Well, this is not the first time I have received similar complaints of discourtesy to passengers against him. You might have forgiven him. I am not going to overlook his outrageous conduct any more." তখন আমি নটবিহারীর

ক্ষমার জন্য সাহেবের নিকট plead করিতে লাগিলাম। সাহেব একটু নরম হইলেন। নটবিহারীকে সম্বোধন করিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিলেন এবং শেষে বলিলেন "Mind, dismissal shall be your only punishment if a similar complaint be received against you." আমি সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া নীচের ডেকে গেলাম। সেখানে Head Clerk বাবু আমাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার কক্ষে লইয়া গেলেন। তাহাদের নিকট আমার ঐ package হারাণের বিষয়টী বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"আপনি package সম্বন্ধে যে description দিচ্ছেন, ঐরূপ একটী package আমাদের 'Lost property store'এ জমা আছে। আপনি আসিয়া দেখুন সেটী আপনার কিনা?" আমি গিয়া দেখি, সেইটীই আমার হারাণ package. তাহা হইতে তামাকের সুঘ্রাণ বাহির হইতেছিল। বাবুরা এই সুগন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি বলিলাম, "উহাতে রাজমহলের ভাল খামিরা তামাক আছে।" তাঁহারা বলিলেন, "তবে আমাদের কিছু দান করিয়া যান।" আমি সেই package খোলাইলাম ও দেখিলাম তামাক ও ঘটী সবগুলি ঠিক আছে। তখন ২ সের পরিমাণ তামাকু বাবুদিগকে দিলাম, তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমি পরের গাড়ীতে মালদহ রওনা হইলাম। এই ঘটনার ফলস্বরূপ, পরে যতবার গোয়ালন্দ ষ্টীমারঘাটে নটবিহারীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল সে আমাকে

নমস্কার করিত। দামুকদিয়া ঘাটে ভোরের সময় উপস্থিত হইলাম। জানিতে পারিলাম সেদিন মালদহ অথবা রাজসাহীগামী ষ্টীমার যাবে না, পর দিন যাবে। সেখানে পরিবার লইয়া থাকার সুবিধামত স্থান পাইলাম না। মালদহযাত্রী জাহাজখানা ঘাটে নোঙ্গড় করা দেখিলাম। ষ্টীমারের উপর গিয়া সারেঙ্গকে আমার অবস্থা জানাইলাম, সে বলিল,—"আপনি ষ্টীমারে আসিয়া এক কেবিনে থাকুন।" আমরা ষ্টীমারে গিয়া একটী কেবিন দখল করিলাম। আমার সঙ্গে এক উড়িয়া পাচক (কালীঠাকুর) ছিল। সঙ্গে খাদ্য জিনিষ কিছু কিছু ছিল। সে বাজারে গিয়া প্রকাণ্ড দুই ইলিশ মৎস্য ও অন্য খাদ্য কিনিয়া আনিল। ষ্টীমারের নীচে পদ্মানদীর চড়াতে সে রান্না করিল। আমরা সেখানে নামিয়া আহার করিলাম, যদিও ভাতে কিছু কিছু বালুকণার আবির্ভাব অনুভব করিলাম, ইলিশ মাছ খুব তৃপ্তির সহিত খাইলাম। পর দিন সকালে ষ্টীমার ছাড়িল। আমরা তৎপরদিন মালদহ পঁহুছিলাম।

মালদহ থাকার সময় 7th gradeএ প্রমোশন পাইয়া ২৫০৲ টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম। সেখানে ২।১ জন বন্ধু জুটিল। কিন্তু, তাহাদের অনেকেরই নৈতিক জীবন কলুষিত দেখিয়া, আমি তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতাম না। মাঝে মাঝে মুসলমান সাবডিপুটী ৺ মৌলবী আবদুল হক সাহেবের বাসায় আড্ডা হইত। সঙ্গীত চর্চ্চা ও তাসখেলা হইত। ৺হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী স্কুল ডিপুটী

ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। সুন্দর গাইতেন। আমি তাঁহার নিকট গান শিখিতাম। ইহার কিছু দিন পর এক Harmonium কিনিয়া বাজাইতে শিখিয়াছিলাম।

মালদহে সফর।

মালদহ Tour করিতে বড় আনন্দ উপভোগ করিতাম। ওখানে পশ্চিমা মাঝিরা এক রকম ছোট নৌকা রাখিয়া ভাড়া খাটিত। নৌকাগুলি খুব হাল্‌কা, দুইজন মাঝিতে চালাইত এবং দ্রুত চলিত। উপরে বেশ বৃষ্টি নিবারক গোল টোপর বা 'ছই'। ৩।৪ জন লোক অনায়াসে শুইয়া থাকিতে পারিত। আমার সঙ্গে 'সমরু' নামক Excise department এর একজন আরদালী সর্ব্বদা যাইত। সে একটী বাঁদর, যেমন বুদ্ধিমান, তেমন দুষ্ট ও কর্ম্মঠ। অপর নৌকায় সীতানাথ বাবু কি অন্য একজন Excise Sub-Inspector এবং Incometax Assessor (ফরিদপুর বাসী বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী) প্রায়ই আমার সঙ্গে যাইতেন। অনেক সময়ই শুধু মহানন্দা ও কালিন্দী নদী দিয়া আমাদের নৌকা যাইত। কখনও তীরে বেড়াইতাম। শীতকালে, কখনও মটর কলাই শাক তুলিতাম, কখনও জাল ও কাপড় দিয়া মৎস্য ধরিতাম; সময়ে সময়ে ঝড় বৃষ্টিতে কষ্ট হইত। সুখদুঃখের ভিতর দিয়াই বড় আনন্দ পাইতাম। এই উভয় নদীতেই প্রচুর মৎস্য ছিল। একবার একস্থানে দেখি খালের মধ্যে এক জেলে নৌকা হইতে জাল পাতিয়া মৎস্য ধরিতেছে। আমাদের প্রয়োজনীয় মাছের জন্য তাহার নৌকার নিকট

গেলাম। দেখিযে, নৌকাখানি রূপার ন্যায় উজ্জ্বল সাদা রঙ্গের 'ভাঙ্গন-বাটা' মাছে পরিপূর্ণ। অন্ততঃ দুই হাজার মাছ, প্রত্যেকটী মাছ এক ফুটেরও উপর লম্বা, ওজনে প্রায় আধ সের। এত বড় ভাঙ্গনবাটা পরে দিনাজপুর দেখিয়াছি, অন্যত্র দেখি নাই। মহানন্দার নিম্নদিকে, টাঙ্গন নদীতে বড় বড় বাচা মাছ, চিঙ্গড়ি মাছ যথেষ্ট পাইতাম। এক দিন মালদহের উত্তর প্রান্তে মহানন্দা বহিয়া আমাদের নৌকা যাইতেছে। নদীর পার্শ্বে এক খাল আসিয়াছে। সেই খালের মোহনায় এক জেলে খড়া (বা ভেহাল) জাল পাতিয়া মাছ ধরিতেছে। আমাদের রাত্রির আহারের প্রয়োজনীয় মৎস্যের জন্য তাহার নিকট গেলাম। তাহার নিকট একটা ৫।৬ সের ওজনের রোহিত মৎস্য পাইলাম। দাম জিজ্ঞাসা করাতে সে মাত্র ৵০ আনা বলিল। তাহাও নিতে চায়না। মূল্য দিয়া সে মাছটী লইলাম। আমাদের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া সে বুঝিল আমরা কারা। তখন সে বলিল, "বাবু আমার এক নালিশ আছে। আমি এখানে বাঁধ দিয়াছি। রাত্রিতে বড় বড় রুই মাছ সব লাফাইয়া আমার "বানাতে" পরে। কিন্তু পাশের গ্রামের লোক আসিয়া তাহাদের নৌকা ঐ বানার নিকট রাখে। মাছ লাফাইয়া নৌকায় পরে, আর তারা সব মাছ নিয়ে যায়। ["বানা" এক রকম ইকরা কিংবা নল (reed) দিয়া প্রস্তুত চাদর। জলের উপর ভাসিতে থাকে। বাঁধে

চোরের উপর বাট্‌পারি।

বাধা পাইয়া মাছ লাফাইয়া সেই চাদরের উপর পরে, সেখান হইতে জেলে মাছ ধরিয়া সংগ্রহ করে] যদি আপনারা রাত্রি দশ কি এগারটার সময় আসেন, তবে তাহা দেখিতে পাইবেন, সেসময়ে আমি আপনাদিগকে প্রচুর মৎস্যও দিতে পারিব। আপনারা যেদিন এপথে ফিরিবেন, সেদিন রাত্রিতে এখানে আসিবেন"। আমরা আরও উত্তরে চলিয়া গেলাম। রতুয়া থানার এলেকায় গেলাম। সেখানে ভৈষা ঘি খুব সস্তা ছিল ও ভাল ছিল। কয়েক সের ঘি কিনিয়া লইলাম। আর এক গ্রামে উঠিয়া দেখি, সেখানে ৫০।৬০ টা ঘাসি মাঠে ঘাস খাইতেছে। সঙ্গে তারিণী ছিল, সে একটা খাসি কিনিয়া লইতে বলিল। অল্পমূল্যে (২।৩ টাকা হইবে ঠিক মনে নাই) একটী বেশ রসাল গোলগাল সুকৃষ্ণ খাসি কিনিয়া লইলাম। ফিরতির পথে রাত্রি ১১টার সময় পূর্ব্বোল্লিখিত খালে জেলের খড়ার স্থানে আসিলাম। দেখি ২০।২৫ খানা নৌকা সেই বানার নিকটে দণ্ডায়মান। জেলের ডিঙ্গি নৌকা বানার অপর পার্শ্বে। আমরা নৌকা নিকটে নিয়া কিছুক্ষণ দেখিতে লাগিলাম। ৫ মিনিটের মধ্যে ৬।৭টা রুই মাছ লাফাইয়া সেই বানার চাদরে পড়িয়া রহিল। অল্প অল্প লাফালাফি করিয়া বেশ স্থির হইয়া থাকিতে লাগিল। জেলে আমাদিগকে দেখিয়া বলিল, "হুজুর এই সব নৌকা তালাস করিয়া দেখুন ইহারা আমার কত মাছ লইয়াছে।" আমরা গ্রাম্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তাহারা বলিল, "আজ্ঞা একটী মাছও আমাদের

নৌকায় পড়ে নাই, আমাদের নৌকা তালাস করিয়া দেখুন, জেলের কথা সব মিথ্যা"। সঙ্গের একজন পিয়ন দুএকখানা নৌকায় নামিয়া দেখিল কোন মাছ নাই। তখন সমরু চাপরাশী লাফাইয়া ঐ সব নৌকায় পড়িল। সে প্রথমই "চড়াটের" নীচে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। "চড়াট হচ্ছে" নৌকার পশ্চাদভাগে ও অগ্রভাগে মাল্লাদের বসিবার কাঠের তক্তাদ্বারা প্রস্তুত platform. আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রত্যেক চড়াটের নীচ হইতে ২।১টী করিয়া বড়, মাঝারি রুই মৎস্য বাহির হইতে লাগিল। এইরূপে ২৪টী রুই, কাতলা মৎস্য বাহির হইল। ঐ লোকগুলি আমাদের নৌকা দেখিবামাত্র চড়াটের নীচে সব মাছ লুকাইয়াছিল। তখন সমস্ত মাছ জেলের নৌকায় ও কতক আমাদের নৌকায় সংগ্রহ করা হইল। গ্রাম্য লোকগণ ভীত হইয়া বলিল "আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন, আমরা আর কখনও এখানে মাছ ধরিতে আসিব না।" বড় বড় ৮ কি ৬টী রুই, কাতলা রাখিয়া বাকী মৎস্যগুলি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলাম। জেলেটী আমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আরও মাছ দিতে চাহিল। আমরা বলিলাম "এই ৮টী মৎস্যই যথেষ্ট, আর মাছ নিব না"। সেই মাছ লইয়া রাত্রিতেই মালদহ অভিমুখে চলিয়া আসিলাম। পথে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিলাম। ঘি ও খাসিতো অল্প মূল্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। "চোরের উপর বাটপারী" দ্বারা প্রচুর মৎস্য সংগ্রহ হইয়াছে। নিজে কিছু সামান্য খরচ করিয়া বন্ধুদিগকে একটা ভোজ দিতে ইচ্ছুক

হইলাম। ভোরে মালদহ পৌঁছিয়া রাত্রিতে সেই ভোজের বন্দোবস্ত করিলাম। অনেক বন্ধু দয়া করিয়া তাহাতে যোগদান করিলেন।

নৌকাপথের বিপদ।

এবার মালদহ আসার পর হইতেই শরতের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হইতে লাগিল। বাহ্যিক বিশেষ কোন পীড়া প্রকাশ পাইত না। কিন্তু শরীর শুখাইতে লাগিল। পরিপাক শক্তিও কমিতে লাগিল। কবিরাজী চিকিৎসায় বিশেষ ফল হইল না। কেহ কেহ হাওয়া পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। আমি নৌকাতে tour করিতাম, কেহ কেহ বলিলেন নৌকাতে তাঁকে কিছুকাল রাখিলে ভাল হইতে পারে। Rev. R. C. Banerji নামক একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী বৃদ্ধ সহৃদয় পাদরি ছিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার একখানা বৃহৎ বজরা নৌকা বা Green boat ছিল। তিনি সেখানা আমাদের ব্যবহার জন্য দিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মাল্লা ছিল না। একজন মাত্র মাঝি ছিল। আমি কতকগুলি অনভিজ্ঞ লোক মাল্লার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেই নৌকাতে শরৎ ও বিমলকে লইয়া মহানন্দা নদীর ভাটীর দিকে রওনা হইলাম। প্রথম ২।১ দিন বেশ ভালভাবে অল্প অল্প রাস্তা অতিক্রম করিলাম। কিন্তু তৃতীয় দিন বিমলের জ্বর হইল। সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছিল, তাহাই দিলাম। চতুর্থ দিন এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে আহারাদি করিতেছি, এমন সময় আকাশে মেঘ দেখা দিল।

অতি অল্পক্ষণ পর প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। নৌকা তখন মধ্য নদীতে ছিল ; মাল্লাগণ তীরের দিকে নৌকা নিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে মাঝগাঙ্গেই নোঙ্গর ফেলাইয়া দিল। প্রবল হাওয়াতে নৌকা চলিতে লাগিল এবং যে প্রকাণ্ড রশি দিয়া নোঙ্গর বাঁধা হইয়াছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গেল। নৌকা তীরবেগে ভাটির দিকে ছুটিল। প্রায় দেড় মাইল গিয়া চড়ায় ঠেকিল। নৌকা একদিকে কিছু ঝুকিয়া পড়িল। নৌকার পশ্চাদ্দিক হইতে বাতাস বহিতে ছিল, সুতরাং পার্শ্বে আঘাত করিয়া নৌকা ডুবাইতে সক্ষম হইল না। সৌভাগ্যক্রমে চড়ায় ঠেকিয়া যাওয়াতে নৌকা রক্ষা পাইল এবং সেই সঙ্গে আমাদের জীবনও রক্ষা হইল। এইভাবে প্রায় ১ ঘণ্টা কাল আমরা সেখানে বন্দীর ন্যায় অবস্থিতি করিলাম। অল্প বৃষ্টিপাতের পর ঝড় থামিল। মাঝিরা তখন নৌকা নামাইতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন একজন পিয়ন ও মাল্লাগণ চড়ায় নামিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া অনেক তোষামোদ ও অর্থদানের প্রলোভন দেখাইয়া কতকটী গ্রাম্য লোক আনিল। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় নৌকা চড়া হইতে জলে ভাসিল। লোকগুলিকে ৪ কি ৫ টাকা দিয়া বিদায় করিলাম। মাল্লাগণ উজানদিকে বাহিয়া যেখানে নোঙ্গর ছিঁড়িয়া ছিল সেখানে নৌকা আনিল। তখন নোঙ্গরের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। গভীর জলে নোঙ্গর পড়িয়াছিল, কোনই সন্ধান করিতে পারিল

না। সেখানে অনেক জেলে ডিঙ্গিতে মৎস্য ধরিতে ছিল। তাহাদিগকে প্রচুর বকসিস দেওয়ার প্রলোভন দেখাইলাম। তাহারা নানা উপায়ে নোঙ্গরের অনুসন্ধান করিল। কেহ কেহ জলে ডুবাইয়াও দেখিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর নোঙ্গর পাওয়া গেল না। আমি মনে মনে বড় অপ্রতিভ বোধ করিলাম। এক ভদ্রলোক দয়া করিয়া আমাদের ব্যবহার জন্য বজরা দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নৌকার অতি প্রয়োজনীয় এক মূল্যবান জিনিষ হারাইলাম। বিমলের জ্বর কমিল বটে, কিন্তু একবারে ছাড়িল না ঃ এই সব কারণে, আর নৌকাতে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল না। আমরা ফিরিয়া রওনা হইলাম। ২।৩ দিন পর পুনরায় বাসায় পঁহুছিলাম। রেভারেণ্ড বানার্জি আমাদের জলযাত্রার ইতিহাস শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। নোঙ্গর কিনিয়া replace করার প্রস্তাব তিনি দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন।

ইহার পর শরতের শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। আমি বড় চিন্তিত হইলাম। কাজকর্ম্মেও ততদূর মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। তাহাকে লইয়া দেশে যাওয়া স্থির করিয়া ২ মাসের ছুটীর আবেদন করিলাম। বিদায় মঞ্জুর হইল। ১৮৯৬।১লা জুন হইতে বিদায় ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়া ষ্টীমারযোগে বাড়ী রওনা হইলাম।

আমি যখন মালদহ ছাড়িয়া আসি, তখন একটী হৃদয়স্পর্শী ঘটনা হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মালদহে নৈতিক জীবন বড়

কলুষিত ছিল। ভদ্রপল্লীর মাঝে মাঝে অনেক পতিতা নারীও বাস করিত। অধিকাংশ নারী ধনীলোকদের রক্ষিতা ছিল। তাহারা অনেকটা গৃহস্থের মতন থাকিত। আমি বড় রাস্তার পার্শ্বে যে এক দ্বিতল গৃহে থাকিতাম, তাহা পঞ্চমী বৈষ্টবী নামক এক বৃদ্ধার ছিল। সে একজন ধনী ব্যবসায়ীর রক্ষিতা ছিল। ঐ ব্যক্তি পঞ্চমীকে সহরে কয়েকখানা পাকা বাড়ী ও অন্য প্রচুর সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিল। তাহার একটী মাত্র কন্যা, সেও এক ধনী ব্যক্তির আশ্রিতা ছিল। পঞ্চমীর বেশী ব্যয় ছিল না। সে সর্ব্বদা দানধ্যান প্রভৃতি সৎকার্য্যে কিছু কিছু ব্যয় করিত। তখন তাহার বয়স ৫৫ কি ৬০ বৎসর হইয়াছিল। হাতে উজ্জ্বল পাকা সোনার দুগাছা 'বাউ' (a kind of wristlet) ব্যবহার করিত। তাহার প্রধান কাজ ছিল বাবুদের বাড়ী আসিয়া প্রতিদিন বাড়ীর রমণীকুল ও ছেলেপেলেদের সহিত গল্পগুজব করা, তাদের সামান্য গৃহকার্য্যে সহায়তা করা, আর বিশেষতঃ অসুখের সময় তাহাদের শুশ্রূষা করা। সে সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল। কোনগৃহে অসুখ হইলে সে দিবারাত্রি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া রুগ্নব্যক্তির সেবা ও শুশ্রূষা করিত। এইভাবে আমার গৃহে আসিয়া সে রুগ্না শরতের সঙ্গিনী, বন্ধু, পরিচারিকা ও সেবিকারূপে প্রায়ই উপস্থিত থাকিত। সে কখনও আমার বাসায় কি অনত্র খাইত না। শুশ্রূষার জন্য রাত্রি বাস করিলেও বাড়ী হইতে

মালদহ ত্যাগ।

খাইয়া আসিত বা অনশনে থাকিত। অধিকাংশ সময় বিমল তাহার কোলে থাকিত বা তাহার সহিত খেলা করিত। বিমলের অনেক অত্যাচার সে সুখের মত উপভোগ করিত। অবশেষে বিমলকে তাহার "স্বামী" বা "বর" বলিয়া আমাদের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিল। এই পতিতা (rather উন্নতা) রমণীর চরিত্র হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সকল মানুষের হৃদয়ে সত্যং শিবং সুন্দরং ভগবান বিরাজিত। তাহার সেবাপরায়ণতা, হিতৈষণা ও উচ্চ অন্তঃকরণ দেখিয়া মনে হইত, ভগবান তাঁহার প্রেমের স্পর্শ দিয়া সেই পতিতা নারীকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং স্বর্গরাজ্যর জন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

প্রত্যূষে বাসা হইতে আমরা সকলে ষ্টীমার ঘাটে আসিয়াছি। আসিয়া দেখি পঞ্চমী সেখানে এক টুকরিতে (basket) কতকগুলি আম, মিষ্টি, খাজা প্রভৃতি লইয়া বসিয়া আছে। বিমলকে কোলে লইয়া সে কাঁদিতে লাগিল এবং বলিল "আমার 'বর' তোমরা কোথায় লইয়া যাইতেছ, আমি কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিব না"। সে এমন গোলযোগ বাধাইল যে ষ্টীমার ছাড়িতে দেরী হইল। অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া বিমলকে তাহার ক্রোড় হইতে আনা হইল। ষ্টীমার ছাড়িল। পঞ্চমী তীরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ ও অনেক বন্ধুর প্রীতি লইয়া আমরা মালদহ ছাড়িয়া আসিলাম।

বাড়ী আসিয়া প্রায় ২ মাস কাটাইলাম। নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম উপভোগ করিলাম। শরৎ কতক দিন তাঁর মার নিকট

থাকিলেন। সাধারণভাবে তাঁহার চিকিৎসা হইল। অল্প ভালর দিকে পরিবর্ত্তন দেখিলাম। ছুটী শেষ হইবার প্রাক্কালে আমাকে যশোহর বদলী করিল। সকলে বলিলেন "স্থান পরিবর্ত্তনে উপকার হইতে পারে, শরৎকে সঙ্গে লইয়াই যাও।" সুতরাং পরিবার লইয়া আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে যশোহর রওনা হইলাম। পথে টাঙ্গাইল সেন মহাশয়ের বাসায় ও শাঁকরাইল তারিণী বাবুর বাড়ীতে এক এক দিন থাকিয়া কালী ঠাকুর ও জানকী সহ যশোহর রওনা হইলাম।

৯ম পরিচ্ছেদ।

যশোহর।

যশোহর পৌঁছিয়া আমাদের জন্য যে একটী ছোট বাসা ভাড়া হইয়াছিল সেখানে উঠিলাম। আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু বাবু রমণীমোহন দাস ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট (now Rai Bahadur and retired) সেই বাসা ঠিক করিয়াছিলেন।

বিচারকার্য্যে মাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ।

তাঁহার বাসা হইতে আমাদের মাধ্যাহ্নিক খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আসিল। পর দিন (১৮৯৬।৭ আগষ্ট) কার্য্যের ভার লইলাম। প্রথমতঃ শুধু ফৌজদারী মোকদ্দমার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল। প্রথম দিন একটী ছোট rioting case

(sent up by Police in A form) বিচার করিয়া সেই দিনই আসামী ছাড়িয়া দিলাম ও রায় দিলাম। পর দিন আফিসে গিয়া দেখি Magistrate সাহেব (Mr. D.) আমার নিকট এক slip দিয়া লিখিয়াছেন "The accused persons appear to have been improperly discharged: please shew cause why further enquiry should not be ordered in this case." আমি তদুত্তরে লিখিলাম, "I have nothing more to add than what has been stated in the judgment." পরে আর কিছু হইল না। এইভাবে ফৌজদারী মোকদ্দমাই করিতে লাগিলাম। প্রতি সপ্তাহে Magte. সাহেব আমাদের Trial register পরীক্ষা করিতেন। তিনি আমাদের প্রত্যেক ডিপুটীর trial registerএ নানাবিধ remark বা মন্তব্য লিখিতেন যথা "Punishment inadequate :" "Dy. Magte. to show cause why further enquiry should not be made in this case"; "the case has been pending too long" and so on. আমাদের কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণান্ত। কয়েক মাস পর আমাকে Treasury Officer নিযুক্ত করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ফৌজদারী মোকদ্দমাও করিতে হইত। একবার Commissioner সাহেব (Mr. Westmacott) পরিদর্শন করিতে আসিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার কতকগুলি নথি আমার অজ্ঞাতসারে পেস্কারের নিকট হইতে নিয়া কমিশনারের

নিকট তাহা পরীক্ষার জন্য দিলেন। কমিশনার আমাকে ডাকাইলেন। আমি কমিনশারের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন মাজিষ্ট্রেটের খাসকামড়ায় বসিয়া। তাহার দক্ষিণ-পার্শ্বে মাজিষ্ট্রেট বসিয়া আছেন। বামপার্শ্বে একখানা চেয়ার ছিল, কমিশনার আমাকে তথায় বসিতে আদেশ দিলেন। আমি আসামীর মত কমিশনার সাহেবের বিচারাধীনে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার Prosecutor। বাহিরে একজন ইংরেজী ভাষাজ্ঞ হেড্ কনেষ্টবল guard স্বরূপ দণ্ডায়মান। আমার মনে ভয় হইল কমিশনার যদি আমাকে কিছু বকেন, তবে এই Head constable সব বুঝিবে ও প্রকাশ করিয়া দিবে। অথচ আমার হৃদয়ে সাহস আছে যে আমি কিছু অন্যায় করি নাই।

ক্রমে তিনটী মোকদ্দমার নথী মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশনারের হাতে দিলেন। যথা—

(১) একটী ৪১১ ধারার মোকদ্দমা। আসামীর নিকট ৩৲ মূল্যের একটী চোরাই পিতলের কলসী পাওয়া গিয়াছিল। আমি summary বিচার করিয়া আসামীকে ২ মাস কয়েদ দিয়াছিলাম।

(২) একটী ৩৭৯ ধারার মোকদ্দমা। নষ্টচন্দ্র তিথিতে আসামী এক প্রতিবেশীর গাছ হইতে ৭।৮টা নারিকেল চুরি করিয়াছিল। আসামীকে ১ সপ্তাহের কয়েদ দিয়াছিলাম।

(৩) একটী ধান কাটা লইয়া সামান্য riotingএর মোকদ্দমা। দু একটী লোকের গায়ে বাঁশের চটা দিয়া সামান্য দাগ ও অল্প

জখম হইয়াছিল। আমি আসামীদিগকে তিন মাস কারাদণ্ড দিয়াছিলাম। কমিশনার সাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমার রায়গুলি মনোযোগ সহ পড়িয়া দেখিলেন। যখন মাজিষ্ট্রেট ৪র্থ নথী তাঁহার হাতে দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন "Well Mr. D. I do not like to see any more of his records". তার পর আমার দিকে তাকাইয়া কমিশনার সাহেব বলিলেন, "Well young man, I hope you won't mind my giving you some instructions, as I am much more experienced than you. I shall be the last man to interfere with your judicial discretion." আমি বলিলাম —"Sir, I shall simply regard myself fortunate in having instructions from you in matters of criminal administration and consider them most valuable.

Com. :—Well, you have come here from a comparatively quieter district. Things are a bit different here. Riotings are of more frequent occurrence. So in rioting cases, you should not always be lenient in awarding punishment. Whenever you pass a lenient sentence, give your reasons for it.

আমি বলিলাম :—Sir, I generally give some reasons for the punishment I inflict and always

when the sentence might otherwise look light or inadequate. May I venture to have your opinion about the rioting case the record of which you have just examined?

Com. :—Well, it seems to be all right. Thank you, you may go now. এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন ও shakehand করিলেন। সেসময়ে আমার হাতের লেখা বড় পরিস্কার ও ভাল ছিল। জবানবন্দী ও রায় আমি বিশেষ যত্ন করিয়া লিখিতাম। আমার রায় প্রায়ই আপিলে বহাল হইত। জজ সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইতেন। আমার বিশ্বাস নথী দেখিয়া কমিশনার সাহেবও প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি আমার সহিত অত্যন্ত সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করিলেন। আমি ভাবিলাম মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে জব্দ করিতে গিয়া নিজেই অপ্রতিভ হইলেন। আমি বগল বাজাইয়া নিজ এজলাসে চলিয়া গেলাম এবং অন্যান্য ডিপুটী বন্ধুদিগকে সকল কথা হর্ষের সহিত জানাইলাম। এদিকে দ্বাররক্ষক হেড্ কনেষ্টবল কমিশনার চলিয়া যাওয়ার পর পোলিস অফিসে ও মাজিষ্ট্রেটের অফিসে গিয়া রটাইয়া দিল "মাজিষ্ট্রেট তো ডিপুটীর মাথা খাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কমিশনার তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না, বরং তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া মাজিষ্ট্রেটকেই দু এক কথা শুনাইয়া দিলেন"। ইহাতে সমস্ত অফিসে আমার একটা প্রতিপত্তি হইল। পরে আমরা সকল

ডিপুটী একমত হইয়া স্থির করিলাম "ইনি মোকদ্দমা সম্বন্ধে trial registerএ যেসব কৈফিয়ত চান, তাহার জবাব আমরা দিব না।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব judicial matterএ প্রত্যেক ডিপুটীর কার্য্য সম্বন্ধে বড় বেশী interfere করিতেন। এক মোকদ্দমায় এক চৌকীদারের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়া আসামী খালাস দিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেট রিমার্ক করিলেন "The Dy. Magte. has a noxious tendency of disbelieving a chaukidar : he is as much a Government servant as anybody else. The policy of disbelieving a Government servant without very strong reasons is ruinous to administration etc."

সেসময়ে বনগাঁওর সাবডিভিসনাল মাজিষ্ট্রেট এক ৪৫৭।৩২৬ ধারার মোকদ্দমায় এক আসামীকে খালাস দিয়াছিলেন (discharged u. s. 253 C. P. C.) তাহার নামে অভিযোগ ছিল যে সে এক অন্ধকার রজনীতে বাদীর গৃহে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় তাহার এক কাণ কাটিয়া দিয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচার জন্য সদরের এক ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট দেন (বোধ হয় রমণী বাবুর নিকট)। তিনিও আসামীকে ২৫৩ ধারামত খালাস দেন। পরে আমার নিকট পুনরায় বিচারের জন্য দেন। আমিও ঐ ধারামত আসামীকে খালাস দেই। ইহাতে মাজিষ্ট্রেট

সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া আসামীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া আনাইয়া নিজে বিচারের জন্য রাখেন। ইহার অল্প পরই সেই মাজিষ্ট্রেট যশোহর হইতে বদলী হন। তারপর Mr. F. S. H. নামক সাহেব মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। তিনি বিচার না করিয়া নথি দেখিয়াই ঐ আসামীকে খালাস দেন। তিনি অতি কোপনস্বভাবের লোক ছিলেন। কিন্তু কখনও ডিপুটীদের বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সামান্য ত্রুটীতে কেরাণীদের জরিমানা করিতেন। একবার খৃষ্টমাস ছুটীর সময় খাজাঞ্চি (Treasurer) বিনা অনুমতিতে কলিকাতা গিয়াছিল বলিয়া তাহার ৪০৲ জরিমানা করেন। আপিলে তাহা মাপ হয়। তিনি এইভাবে কাহারও ৭ দিনের, কাহারও ১৪ দিনের বেতন জরিমানা করিতেন। ইহার অল্প দিন পরই গবর্ণমেণ্ট circular প্রচার করিয়া কেরাণীদিগকে জরিমানা দ্বারা শাস্তির প্রথা রহিত করেন।

স্ত্রীবিয়োগ।

যশোহর থাকার সময়ই আমার পারিবারিক জীবনে কতকগুলি গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইল। শরতের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ allopathic চিকিৎসাতে ফল না হওয়াতে একজন হিকিম কিছু দিন চিকিৎসা করিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। (১৮৯৬) পূজার ছুটীতে তাঁহাকে লইয়া অনেক কষ্টে বাড়ী গেলাম। তখন শ্বশুর মহাশয়ও পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। তিনি শরতকে নিজের

বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। বন্দোবস্ত হইল তিনি শরতকে লইয়া চিকিৎসার জন্য সাভার ৺ গুরুচরণ কবিরাজের বাড়ী যাইবেন। আমি ৫।৬ দিন বাড়ী থাকিয়া একলা যশোহর ফিরিলাম।

নবেম্বরের শেষদিকে শ্বশুর মহাশয় চিঠী দিলেন শরতের অবস্থা অতি শোচনীয়। পরে আমাকে যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। আমি এক মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিয়া in anticipation of Government sanction বাড়ী যাইতে অনুমতি চাহিলাম। Mr. H. আমাকে কিছুতেই ছুটী দিবেননা। তিনি টেলিগ্রাম দেখিয়া বলিলেন "ইহা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? তুমি যদি ময়মনসিংহের Civil Surgeonএর নিকট হইতে টেলিগ্রাম আনাইতে পার, তবে ছুটী দিব"। আমি তাঁহাকে বলিলাম "আমার স্ত্রীর পিত্রালয় হইতে ময়মনসিংহ ৬০ মাইল দূর। কবিরাজী চিকিৎসা হইতেছে, তবে ৫ মাইল দূরে গবর্ণমেণ্টের Dispensary আছে, সেখান হইতে ডাক্তার ডাকাইয়া তাঁহার টেলিগ্রাম আনাইতে পারি।" তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা তাহাই আনাও।" আমি তখনই বাড়ীতে টেলি করিলাম। পর দিন জামুরকির Dispensaryর ডাক্তার এক টেলি আমার নামে করিল। সাহেবকে যখন তাহা দেখাইলাম, তিনি বলিলেন "ইহা আমি genuine মনে করি না। তোমাকে যাইতে দিব না" এই বলিয়া তিনি মফঃস্বল চলিয়া গেলেন। তৎপর আমি Chief Secretaryর নিকট সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে লিখিয়া বিদায়ের জন্য টেলিগ্রাম করিলাম

এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ relieve করার অনুরোধ করিলাম। সেই দিনই জবাব পাইলাম ও ছুটীতে যাওয়ার অনুমতি পাইলাম। আমি এক অন্য ডিপুটী কলেক্টারের নিকট Treasuryর চাবি দিয়া বাড়ী রওনা হইলাম। বোধ হয় ১লা ডিসেম্বর ২ দিন পর বাড়ী পঁহুছিলাম। শ্বশুর বাড়ী প্রায় এক গ্রামেই, সেখানে গেলাম। যাইয়া দেখি শরতের জীবনের আশা নাই। বড়ই অবসন্ন হইলাম। বুঝিলাম তাঁহার ডাক আসিয়াছে, আমাকে দেখার জন্য দুএক দিন অপেক্ষা করিতেছেন। তখনও সাভারের ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে (ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে সাভার আনাইয়া ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছিল)। ৩।৪ দিন রহিলাম। আমাকে দেখিয়া কিছু সাময়িক শান্তিবোধ ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন। ১৩০৩।২৪শে অগ্রহায়ণ, (৮ই ডিসেম্বর ৯৬) কি ভীষণ দিন। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। মধ্যাহ্নের পর হইতে শরৎ একটু অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন ও ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি বাড়ীর সকলেই চঞ্চল হইলাম। বাঁশাইল হইতে তারক বাবু, তাঁহার ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে খবর দিয়া আনা হইল। শরৎ সকলের সঙ্গেই কিছু কিছু আলাপ করিলেন। তিনি নিজে বুঝিলেন তাঁহার প্রাণ-পাখী অচিরেই দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যাইবে। আশ্চর্য্য জ্ঞান। তিনি সমস্ত গুরুজনকে একে একে আহ্বান করিয়া সকলের নিকট বিভিন্নভাবে বলিতে লাগিলেন "আমি চলিলাম, আপনারা আমার সকল ত্রুটী, সকল অপরাধ

মার্জ্জনা করিবেন।” পূজনীয়দিগকে নিকটে ডাকিয়া সকলের পদধূলি লইলেন। আমি তখন নিকটে অন্য তক্তপোষে বসিয়াছিলাম, আমার মুখের উপর স্থির সকরুণ দৃষ্টি রাখিয়া শুধু এই বলিলেন “বিমলকে রাখিয়া গেলাম”, আমাকে আর কিছু বলিলেন না। অনেক দৃষ্টিপাতের পর চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন “আমাকে শীঘ্র বাহির কর, ঘরের ভিতর যেন আমার প্রাণ-বায়ু বহির্গত না হয়।” তখন তাঁহাকে ভিতর আঙ্গিনার প্রশস্ত উঠানে নেওয়া হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সব ফুরাইল !! আমি মূর্চ্ছিত প্রায় সেখানে দাঁড়াইয়া সব দেখিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্য লোক সহ নশ্বর দেহ গ্রাম্য শ্মশানভূমিতে নিয়া গেলাম। স্বহস্তে তাহা ভস্মীভূত করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

রাত্রিতে শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি আত্মজন সহ তাঁহাদের বড় ঘরে শুইলাম, যেখান হইতে শরতকে নিয়া অগ্নিদেবকে উপহার দিয়া আসিয়াছিলাম। কত অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত্ বিষয়ের চিন্তা আসিয়া হৃদয়মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি তো নিজে গৃহশূন্য হইলাম, বিমলকে কোথায় রাখিব ? আমার অবশিষ্ট জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইবে ? এই সব দুশ্চিন্তায় নিদ্রাদেবী অন্তর্হিত হইলেন। জীবনের এক বিশিষ্ট অধ্যায় শেষ হইল।

শরৎ উচ্চশিক্ষিতা আধুনিক যুগের রমণী ছিলেন না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের হিন্দুসমাজে ভদ্রপরিবারে যেসব আদর্শ নারী ছিলেন তাঁদের মত তিনিও একজন ছিলেন।

শিশুবেলায় পিতার সংসারে অনেক গৃহকার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন। আমার দরিদ্র ও অভিভাবিকাবিহীন পরিবারে আসিয়া ঘর-কন্নার অধিকাংশ কার্য্য তাঁহার করিতে হইত। পর্ণকুটীর হইলেও তিনি সেই গৃহ ও গৃহস্থালীর সমস্ত আসবাবপত্র সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। রান্নাতে সিদ্ধহস্তা ছিলেন। যখন পাচক থাকিত, তিনি নিজে আমার রুচি অনুসারে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। জলখাবার নানারকম মিষ্টি নিজে তৈয়ার করিতেন। দুমকা ও মালদহ প্রবাসে আমার অনেক বন্ধু তাঁহার প্রস্তুত জলখাবার খাইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে ইহা স্থির অনুমিত হইত যে আমার সুখ, শান্তি প্রদানই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সংসারের সকল বিষয়ের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ভৃত্য বা পাচকের অভাব হইলে তিনি নিজে উভয়ের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইতেন। কোন জিনিষের অপচয় হইত না। অতি মিতব্যয়ীতার সহিত সংসার পরিচালিত হইত। গৃহে আশ্রিত আত্মীয়স্বজনের, অতিথি অভ্যাগতের, ভৃত্যাদির আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত নিজে যোগ্যতার সহিত করিতেন। গৃহস্থালীর কোনকার্য্যে আমার মনোযোগ দিতে হইত না। আর তাঁহার মন ও হাত দু'খানি আমার সেবার জন্যই যেন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একটী দৃষ্টান্ত আজও আমার মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। পূজার ছুটীতে তাঁহার নিতান্ত দুর্ব্বলঅবস্থায় যেদিন তাঁকে যশোহর হইতে বাড়ী নিয়া

আসার কথা হইল, সেই দিন তিনি চাকরাণীকে বলিলেন "আমি কালই যাইব, বাবু ডালের বড়ী ভালবাসেন, আমি তাঁর জন্য কিছু বড়ী দিয়া যাইব, তুমি এখনই ডাল ভিজাইয়া রাখ"। আমি কিছুই জানি না। পর দিন সকালে উঠিয়া দেখি তিনি বড়ী দিতে বসিয়া গিয়াছেন। অথচ সেই দিনই মধ্যাহ্নে আমরা ট্রেইণে বাড়ী রওনা হইব। ভাল করিয়া বসিতেও পারেন না। আমি কিছু বিরক্তই হইলাম। তিনি ছাড়িবার পাত্র নন। বেশ অনেকটী বড়ী দিয়া উঠিলেন। কি স্বামীসেবাপরায়ণতা!

তিনি বিবাহের পর বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ শিখিয়া ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা অনেক বিষয়ে আমাকে সদুপদেশ দিতেন। আমি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিয়াছি এমত মনে হয় না। তাঁহার রাগ একটু বেশী ছিল, চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল, তাই আমি তাঁহাকে কিছু কিছু ভয়ই করিতাম। আমার ক্ষুদ্রসংসারে তিনি সর্ব্ববিষয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জীবনে বন্ধু, উপদেষ্টা ও সেবিকারূপে প্রিয়সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমি যে প্রায় সবই হারাইলাম।

মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে তাঁহার চতুর্থীর ক্রিয়া যথারীতি করান হইল। শ্মশানবন্ধু ও আত্মীয়গণকে মধ্যাহ্নে দধি, চিড়া প্রভৃতি ফলাহার করান হইল। সেখানে থাকার প্রয়োজন শেষ হইল। আমি যেরূপ বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্তভাবে দিন কাটাইতে আরম্ভ করিলাম, তাহাতে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে পুনরায় কার্য্যে গিয়া

নিযুক্ত থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক। আমারও তাহাই মনে হইল।

১২ই ডিসেম্বর বিমলকে সঙ্গে লইয়া যশোহর রওনা হইলাম। ১৪ই সেখানে পঁহুছিলাম। বাসায় তখন শ্রীমান জানকী নাথ নাগ ছিল, কালী ঠাকুরও ছিল। তাহাদের ভরসায়ই বিমলকে লইয়া আসিলাম।

পর দিন কার্য্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য Collector সাহেবের নিকট অনুমতি চাহিলাম। প্রথম আপত্তি করিলেন, পরে কি ভাবিয়া অনুমতি দিলেন। আমি ১৪ দিন মাত্র অনুপস্থিত ছিলাম। এই period আমাকে casual leave দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট direct দরখাস্ত করিলাম। গবর্ণমেণ্ট আমার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু যখন Collector জানিলেন আমার special leave মঞ্জুর হইয়াছে, তিনি কুপিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশসূচক কাগজপত্রাদি দেখিলেন।

আবার কার্য্যে যোগ দিয়া সময় কতকটা কাটিতে লাগিল। সেখানকার বন্ধুগণ সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমার চিত্তবিনোদন জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। শরতের শ্রাদ্ধ নৈহাটীতে গিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ হইল। জানকীকে নৈহাটী পাঠাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইল। আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে নৈহাটী গিয়া আশকপুর নিবাসী গুরুনাথ ভট্টাচার্য্যের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি সেখানে থাকিয়া পৌরহিত্যের কার্য্য করিতেন। বামা নাম্নী তাঁহার একটী স্ত্রীলোক ছিল।

সে আমার অত্যন্ত যত্ন করিয়া শ্রাদ্ধের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিল। কতকটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া যথারীতি শ্রাদ্ধক্রিয়া (চন্দনধেনু) সম্পাদন করিলাম। পর দিন যশোহর চলিয়া আসিলাম।

পুনর্ব্বিবাহ।

২।৪ মাস অতিবাহিত হইল। দেশ হইতে আত্মীয় স্বগণ বিশেষতঃ ৺গোবিন্দ বাবু আমার পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বহু স্থানে পাত্রীর সন্ধান দিতে লাগিলেন। বন্ধু তারিণী বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পাত্রীদেখার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। আমার সকল বন্ধুই আমাকে পুনরায় বিবাহ করিতে উপদেশ দিলেন। কেবল একজন প্রতিভাশালী উকীল (যিনি অতি সুরাসক্ত ছিলেন) বলিলেন "তুমি কখনও পুনরায় বিবাহ করিও না; তোমার একটী ছেলে আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া সংসার কর"। এই উপদেশ আমার মনে লাগিল না। তখন আমার বয়স বেশী হয় নাই। পয়সা উপার্জ্জন করি। ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা ও সুবিধা রহিয়াছে। চরিত্র স্খলিত হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা। এ অবস্থায় বিপত্নীক হইয়া থাকা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। তারিণীকে আমি মনের ভাব জানাইয়া পাত্রীনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনটী condition বলিয়া দিলাম :—

(১) আমার ভাবী গৃহিণী আমা অপেক্ষা সুন্দরী না হয়।

(২) তাঁহার পিতার অবস্থা যেন নিতান্ত খারাপ না হয়।

(৩) তাঁদের বংশ যেন আমার চেয়ে ভাল হয়।

আমার এই সব সর্ত্ত আমি নিতান্ত খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া দেই নাই। আমার বয়স তখন ত্রিশ। নিজের চেহারা ভাল নয়। এ অবস্থায় একজন সুন্দরী বালিকা আসিয়া আমার প্রতি অনুরক্তা হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি নাই। নিতান্ত দরিদ্রপরিবারে বিবাহ করিলে, তাদের অনেক ভার বহন করিতে হইত। আর সদ্বংশের কন্যা হইলে সচ্চরিত্রতার আশা করা যায়। তারিণী বাবুও আমার মতের যুক্তির সহিত কতকটা এক মত হইলেন। ৺গোবিন্দ বাবু তাঁহার আত্মীয় মাণিকগঞ্জ মহকুমাস্থ বরটীয়া নিবাসী ৺ ভবানীচরণ ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা প্রফুল্লকুমারীর সহিত আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানীবাবুর বিষয় বাল্য জীবনে একবার উল্লেখ করিয়াছি। জমিদার বংশে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁরা ভাল 'বংশজ'। তিনি টাঙ্গাইল দ্বারকানাথ স্কুলের Asst. Headmaster ছিলেন। পরে তাঁহাকে দ্বারকানাথ বাবু (সন্তোষের ।/০ আনীর জমিদার) তাঁহার দুই পুত্রের (প্রমথ বাবু ও রাজা মন্মথ) Private tutor & guardian নিযুক্ত করেন। ভবানী বাবু তাঁহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া অতি সুন্দরভাবে তাঁহাদের জীবন গঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের শ্রদ্ধাস্পদা মাতা বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী মহাশয়া ভবানী বাবুকে তাঁহাদের Estateএ Private Secretary ভাবে রাখিয়া দেন। সন্তোষে থাকার জন্য একখানা বাসা দেন। ভবানী বাবু তখন সেই ভাবে সন্তোষ থাকিতেন।

Estateএর কার্য্য দেখিতেন এবং অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। আমাদের অঞ্চলে তাঁহার গৌরব ও খ্যাতি সর্ব্বজন বিদিত ছিল। তিনি অতি সুদর্শন, চরিত্রবান, ইংরেজী, বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইতেন। আমি ও তারিণী উভয়েই এক হিসাবে তাঁহার ছাত্র। পরস্পর জানাশুনা ছিল। তারিণী এক দিন প্রফুল্লকুমারীকে দেখিতে গেল। দেখিয়া আমার নিকট লিখিল, "তুমি যা চাও সবই মিলে, আর বিশেষ কথা এই যে, এই মেয়েটী তার ছোট ভাই বোনদিগকে লালন পালন করে, বিমলের প্রতিপালন সম্বন্ধে সুবিধা হইবে। বংশমর্য্যাদার বিষয় তুমি নিজেই জান। মেয়েটী গৌরাঙ্গিনী না হইলেও, তাহার চেহারা স্বাস্থ্যব্যঞ্জক, সুগঠিত ও লাবণ্যযুক্ত। তাহার আজানুলম্বিত দোদুল্যমান ঘন নিবিড় কৃষ্ণ কেশ-দামের ভিতর লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। বয়সেও ষোড়শী বলিয়া মনে হয়।" অন্যান্য সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া তারিণী বাবু এই প্রস্তাবে মত দিলেন। এ বিষয়ে আমি তাঁহার মতই গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। ১৩০৪।১৭ই বৈশাখ (3rd May 1897) কলিকাতাতে বিবাহ সম্পন্ন হইবে। সেসময়ে ভবানী বাবুর শ্বশুর মালুচী নিবাসী পূজ্যপাদ, দেশপূজ্য ৺ মথুরানাথ রায় মহাশয় ৬নং জরিফ লেনে বাস করিতেন। তিনি Tagore Estateএর একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ও আমমোক্তার ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ রায় মহাশয় হাইকোর্টের উকীল।

তাঁহাদের বাসাবাড়ীতেই বিবাহ হওয়ার আয়োজন হইল। ভবানী বাবু পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঐ লেইনেই আমাদের জন্য একটী দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন।

বিবাহের দিন প্রাতে আমি যশোহর হইতে তারিণী সহ পূর্ব্ব রাত্রির গাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জানকী ও বিমলকে বাসায় রাখিয়া গেলাম। গোয়ালন্দ মেইলে বাড়ী বা গ্রাম হইতে আমার অনেক আত্মীয় স্বগণও ঐ দিন প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ বাবু, তারক বাবু, দাদার জামাতা শশীমোহনের পিতা ৺ পঞ্চানন বসু মহাশয়, জ্ঞাতী ভ্রাতা ৺ রজনী নাগ, পুরোহিত শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, ভৃত্য, নাপিত প্রভৃতি আমরা সকলে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই সময়ে বড় মজার একটা ঘটনা হইল। ৬নং জরিপ লেন হইতে একদল বালক বালিকা (৭।৮ হইতে ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক) 'বর' দেখিতে আসিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তাহারা বর দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি বলিলাম "আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাদিগকে বর দেখাচ্ছি"। এই বলিয়া তাহাদিগকে এক হলঘরে লইয়া গেলাম। সেখানে ফরাসের উপর গোবিন্দ বাবু, পঞ্চানন বসু মহাশয় প্রভৃতি অনেকে বসিয়া ছিলেন। বসু মহাশয়ের এক হাতে হরি নামের মালার থলি ও অন্য হাতে এক খেলো হুকা, ধূম্রপানেই বেশী বিবৃত।

বৈষ্ণব মানুষ, গলদেশে বড় বড় তুলসীর মালা। চুলগুলি অর্দ্ধ শ্বেত। দাড়ী ও গোঁপ ২।১ দিন পূর্ব্বে কামান হইয়াছে। গণ্ডদেশ অতি উর্ব্বর; পূর্ণশুভ্র লোমগুলি বারিসম্পাতে বাগানের আগাছার ন্যায় পুনরায় সতেজে গজাইয়াছে। বয়স ৬০ হইবে। দেহের রং আমার চেয়েও এক পোছ গাঢ়তর কৃষ্ণ। তবে বেশ সবল দেহ। আমি তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া বলিলাম "ইনিই তোমাদের বর"। তাহারা বলিল "ইনি যশোরে ডিপুটী গিরি চাকুরী করেন?" আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "হাঁ"। তাহারা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া পালাইল। ৬নং বাড়ীতে গিয়া তাহারা বরের যথাযথ বর্ণনা করিল। পরে শুনিলাম মেয়েমহলে এক দুঃখ ও বিষাদের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। ভবানী বাবু তখন বাহিরে ছিলেন। বাড়ী ফিরিলেই তিনি সমস্ত শুনিয়া কিছু হাসিলেন, এবং কিছু আশ্চর্য্যান্বিতও হইলেন। মেয়েদিগকে নাকি এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন "আরে সেতো সেদিনকার ছেলে, টাঙ্গাইল থাকিতে আমি যে তাকে পড়াইয়াছি, সে বুড়ো হবে কেমন করে। আজ সকালেও যখন আমি তাকে বাসায় নিয়া আসি, তখনও দেখিয়াছি, তার কচি চেহারাই আছে।" তখন মহিলাগণ যুক্তি করিয়া ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক আর একদল বালক পাঠাইলেন। ইহারা বড় সপ্রতিভ। ইহারা প্রথমে এক ভৃত্যের নিকট সংবাদ লইয়া আমাকে বাহির করিয়া ফেলিল। তাদের মধ্যে একজন বলিল "ইনিই আমাদিগকে ঐ বৃদ্ধ বর দেখাইয়াছিলেন।" তখন

রহস্যটা উদ্ঘাটিত হইল এবং রমণীকুলের চিন্তা কিছু কমিল।

রাত্রি ৮ কি ৯টার সময় বিবাহের লগ্ন। সকলেই বিবাহের আসরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমি একলা এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কিছু নির্জ্জন চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। প্রথম প্রেমের স্মৃতি আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল। আমি আত্ম সম্বরণ করিতে না পারিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। অকৃতজ্ঞ শরতের স্বামী পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে যাইতেছেন, শরততো স্বর্গ হইতে সব দেখিতেছেন। তিনি কি আমাকে ক্ষমা করিবেন ? তিনি তো আমাকে এজন্য স্পষ্টভাবে কি ইঙ্গিতেও আদেশ দিয়া যান নাই। কত চিন্তা হৃদয়ে আসিল। পরে সকলে বিবাহবাড়ীতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া মুখ ধুইয়া সামান্য সাজসজ্জায় বাহির হইলাম। ভগবৎকৃপার ভিখারী হইয়া আত্মীয় বন্ধু সহ বিবাহগৃহে উপস্থিত হইলাম।

উদ্বাহ যথারীতি সম্পন্ন হইল। প্রথমই আশীর্ব্বাদ পাইলাম সেই মহাপুরুষের যিনি আমার দাদাশ্বশুর হইলেন। পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমি চিনিতাম। এমন সজ্জন, ভগবদ্ভক্ত, সদ্বিবেচক, স্বজনপ্রতিপালক, উদার, মহানুভব ব্যক্তি আত্মীয় স্বজন কেন সমস্ত কায়স্থ সমাজেও আমার সমস্তজীবনে আর দ্বিতীয় কাহাকে দেখি নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের এই অতুলনীয় বিরাট পুরুষ মথুরানাথ রায় মহাশয় আমার বিবাহের

পর আরও প্রায় ২৩ বৎসর বাঁচিয়া গত ১৯২১ সনে ৯৫ বৎসরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

পর দিন 'বাসি' বিবাহ হইল। সেই রাত্রিতেই আমার নবসংগৃহীত জীবন-সঙ্গিনী প্রফুল্লকুমারীকে লইয়া যশোহর রওনা হইলাম। আমার আত্মীয় স্বগণও গোয়ালন্দ মেইলে দেশে রওনা হইলেন।

আমাদের সঙ্গে দাদাশ্বশুর মহাশয়ের বাসার এক প্রাচীন ঝি 'নিস্তারিণী' আসিল। সে কলকাতার খুব চতুর মেয়ে মানুষ ছিল। প্রফুল্লের যত্ন যতটা না করিত নিজের আহারাদির বেশ যত্ন লইত। নূতন গৃহিণী ৮।১০ দিন আমার বাসায় রহিলেন। এই অল্পসময়ে তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল না। বিমলকে পূর্ব্ব হইতেই শিখান হইয়াছিল "স্বর্গ হইতে তাহার মাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন"। সে নূতন মাতাকে স্বর্গফিরত আপন মাতা বলিয়াই বেশ মিশিতে লাগিল। যাহউক কদিন পরই প্রফুল্ল নিস্তারিণী সহ কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন। পরে যখনই আমি কলিকাতা যাইতাম, নিস্তারিণী আমার নিকট হইতে বেশ পয়সা আদায় করিত। শেষজীবনে তাহার বড় দুরবস্থা হইয়াছিল, তাই আমি তাহার সাহায্য করিতে আনন্দ পাইতাম।

কয়েক মাস আমাকে গৃহিণী ছাড়াই থাকিতে হইল। এই সময়ে আমি সরকারী কার্য্যই বিশেষ মনোযোগের সহিত করিতে লাগিলাম। এই বৎসরই বঙ্গে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

সেসময় আমার বাসায় বসিয়া কয়েক বন্ধু সহ তাস খেলিতেছিলাম।

ভূমিকম্প।

প্রচণ্ডকম্পনে গৃহখানি বিচলিত হইল। বাহিরে আসিলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। পশ্চিমদিকের পুকুরটীর জল স্ফীত হইয়া পাড় প্লাবিত করিল। ইহার পর টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতা ও অন্যস্থানের আত্মীয়দের খবর লইলাম।

এ বৎসর পূজায় বাড়ী গিয়াছিলাম। পথে সন্তোষে আমার নূতন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বিবাহের সময় কলিকাতা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি এইবার প্রথম আমাকে দেখিলেন। পরে জানিলাম, তিনি আমার ব্যবহারে নাকি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সেযাত্রায়ও প্রফুল্লকে সঙ্গে আনা হইল না। Dyspepsiaতে সে তখন রুগ্ন ছিল। আমি একলাই যশোহর ফিরিলাম।

এইবার শীতের সময় প্রফুল্লকে যশোহর বাসায় আনা হইল। বন্ধু তারিণী তাঁহার প্রজা তন্তুবায় জাতীয়া সুমিত্রানাম্নী একটী চাকরাণীকে আমার বাসায় পাঠাইলেন। এখন হইতে আমার নূতন সংসার আরম্ভ হইল। বেশ সুখেই সময় কাটিতে লাগিত। প্রায় ১ বৎসর কাল অফিসের নিয়মিত কার্য্য চালাইলাম। এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই।

একটী টেনিস ক্লাব করিলাম; বিকালে প্রায়ই টেনিস খেলিতাম। রাত্রিতে তাস খেলা, গানবাদ্যাদি প্রায়ই আমার বাসায় হইত। আমার বন্ধু স্বর্গীয় শশিভূষণ বসু মহাশয়

তখন যশোহরে Senior Dy. Magte. ছিলেন। তিনি যেমন কৃতী অফিসার, তেমন সজ্জন, মিশুক লোক ছিলেন। তিনি ভাল হারমোনিয়াম বাজাইতেন। আমি গাইতাম। তিনি আমাকে কিছু কিছু হারমোনিয়াম শিখাইয়াছিলেন। আমি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলাম। আমার এই সঙ্গীতপ্রিয়তার সুবিধা লইয়া একজন Excise Sub-Inspector (Babu Hiralal Biswas) আমার নিকট এক মোকদ্দমাই জিতিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এক ডাক্তারকে ১ কি ২ আউন্স brandy বিনা licenseএ বিক্রি করার অপরাধে চালান দিয়াছিলেন। আমি সাক্ষ্য লইয়া ইহা মাত্র technical offence হইয়াছে ভাবিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিব কিনা ইহা স্থির করার জন্য মোকদ্দমা এক দিনের জন্য adjourn করিলাম। পর দিন প্রাতে হীরালাল বাবু আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "আমি শুনেছি আপনি সঙ্গীত ভালবাসেন, আমি একটু একটু গাইতে পারি, অনুমতি হইলে একটী গান শুনাইতে চাই।" আমি মনে মনে একটু চটিলাম। শশী বাবু বসিয়াছিলেন ; তিনি বলিলেন, "গাননা একটা দুটা গান।" ভিতর হইতে হারমোনিয়াম আনিয়া হীরালাল বাবুকে দেওয়া হইল। তিনি "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" গান ধরিলেন। গানটী শেষ হইল। শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমার বৈঠক ঘরের চতুর্দ্দিকে লোক জমিয়া গেল। কি মধুর গলা, নারীকণ্ঠ, অথচ অতি উচ্চ pitchএ ও ওঠে। একটীর পর আর একটী প্রায়

গান শুনিয়া মোকদ্দমার রায়।

৮৷১০টী গান হইল। আমরা সকলে অতীব প্রীত হইলাম। অফিসে গিয়া তাঁহার আসামী সেই ডাক্তারকে অবৈধ মদবিক্রির জন্য ৫৲ জরিমানা করিলাম। হীরালাল বাবু কলিকাতার শিক্ষিত ও সভ্যসমাজে পরে একজন খ্যাতনামা গায়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৮৯৮ সনের মাঝামাঝি প্রফুল্লের শরীরে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সুমিত্রা তাঁহার জন্য special care লইতে লাগিল। তাঁহার শরীরও ভাল হইল। তিনি বালিকা হইয়াও এখন গৃহিণী। সংসারের অনেক ভার লইয়াছেন এবং আমার গৃহই এখন ক্রমে তাঁহার প্রিয়তর হইয়া উঠিতেছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আনার জন্য শ্বশুর মহাশয়কে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু তিনি অনিবার্য্য কারণে আসিতে পারিলেন না। সুমিত্রাই বাসায় একমাত্র স্ত্রীলোক ছিল। সে পরামর্শ করিয়া প্রতিবেশিনী চামার জাতীয় এক ধাই ও বাউরী জাতীয় এক সহকারী ধাই ঠিক করিল।

কন্যার জন্ম, মৃত্যু ও স্ত্রীর পীড়া।

১৮৯৯৷১২ই জানুয়ারি অনেকক্ষণ ব্যাপী বেদনার পর প্রফুল্ল একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটী বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। মাথায় ঘন কৃষ্ণ কোকড়ান চুল, মুখখানি লাবণ্যপূর্ণ, গায়ের রঙ্গ পরিস্কার। আমাদের গৃহে তাহার আবির্ভাব আমার মনে একটু বিস্ময়ই জন্মাইয়াছিল। প্রসবের তৃতীয় দিনে প্রফুল্লের জ্বর হইল। ধাত্রী ও অন্যে বলিল দুধের জ্বর (milk fever),

কিন্তু পর দিন জ্বরের বেগ অত্যন্ত বেশী হইল। Lieut. Colonel D. Basu তখন যশোহরে Civil Surgeon. তাঁহার দুই কন্যার সহিত প্রফুল্লের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। Lieut. Col. বসুকে প্রফুল্ল পিতার ন্যায় দেখিতেন ও তাঁহার স্ত্রীকে মা বলিয়াই ডাকিতেন। Dr. Basuর সহিত আমার শ্বশুর মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল বলিয়াই প্রথম আলাপাদি হয়। পরে তাঁহার কন্যাদের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সুতরাং প্রথমই Col. বসুকে ডাকাইলাম। তিনি আসিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়াই যেন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ কুঠীতে লোক পাঠাইলেন ও একখানা বই আনাইলেন। অনেকক্ষণ তাহা পড়িলেন। আমি তাঁহাকে বিশেষ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পীড়া কি কঠিন?" তিনি বলিলেন, "মন্দ নয়, তবে তুমি আমাকে যথাসময়ে সংবাদ দিয়ে বুদ্ধির কাজ করেছ। Peritonitis হয়েছে। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে"।

মহাবিপদে পতিত হইলাম। নিরবচ্ছিন্ন প্রবল জ্বর, ক্রমে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। Dr. বসুর স্ত্রী আসিয়া প্রতিদিন দেখিতে লাগিলেন। ৫ম দিনেই শিশুর জন্য একটী Christian nurse নিযুক্ত করা হইল। প্রফুল্লের শুশ্রূষার জন্য হাঁসপাতালের Lady Doctor এক খৃষ্টিয়ান মহিলাকে নিয়োগ করা হইল। প্রসবের পর ১৫ দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত শঙ্কটাপন্ন অবস্থা। রাত্রিতে রোগী attend করার জন্য একজন

Assistant Surgeonকে ৫ রাত্রি রাখিতে হইল। এই সময় ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী প্রায় প্রতিদিন আসিতেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ৺ ললিতমোহন বসু সাত দিন আমার বাসায় থাকিয়া নিজহস্তে রোগিণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতিদিন তিনি রাত্রি জাগিয়া ঔষধ, পথ্য খাওয়াইতেন। পথ্য প্রস্তুত, পোলটিস জন্য তিষি বাটা ইত্যাদি স্বহস্তে করিতেন। এই ডাক্তার পরিবারের ঋণ আমি শোধিতে পারি নাই ও পারিব না।

শ্বশুর মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইলাম। তিনি অবস্থা দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন। বেচারা সারাদিন বসিয়া বই পড়িতেন। ললিত তাঁহার জন্য বাসা হইতে বই আনিয়া দিত। তিনি বলিতেন "এ সব বই আমার পড়া আছে"। নূতন বই যোগান মুস্কিল হইত। ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত রোগিণীর প্রবল জ্বর, প্রলাপ প্রভৃতি নানা উপসর্গের একটুকুও লাঘব হইল না। প্রতিদিন আমরা বিপদ ভাবিতে লাগিলাম। ডাক্তার সাহেব দুবেলা আসিয়া ৫।৬ ঘণ্টা আমার ওখানে থাকিতেন। এই সময়ে একজন "সাধু বা সন্ন্যাসী" হঠাৎ আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে একটু ভস্ম দিয়া বলিলেন, "রোগিণীর মাথায় ছোঁয়াইয়া দিবে এবং একটু জিহ্বাতে স্পর্শ করাইবে। পরশু দিন অমুক তিথি, অমুক সময় শেষ হইবে, সেই সময় হইতে রোগিণীর অবস্থা ভাল হইবে, কোন চিন্তা করিওনা।" আমি কথাটা বড় গ্রাহ্য করিলাম না। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার

তৃতীয় দিন সন্ন্যাসীনির্দ্দিষ্ট সময় হইতে প্রফুল্লের অবস্থা একটু ভালরদিকে পরিবর্ত্তিত হইল। ডাক্তার সাহেব তখন আশান্বিত হইলেন। এই সন্ন্যাসী পরে বহুবার আমার অন্যান্য কার্য্যস্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে দেখা দিয়াছিলেন। আজ কয় বৎসর তাঁহার খোজ পাই নাই। ইনি কত উচ্চদরের সাধু জানিনা। তবে সুন্দর ভজন গান করিতেন। তিনি দুএক সময় অনেক সঙ্গী সাধু লইয়া আমার নিকট আসিতেন। আমি তাঁহাদের আহারের জন্য অর্থ দিতাম। ইহা ভিন্ন তিনি আমার নিকট আর কিছু চাইতেন না। কেবল বরিশালে একবার মুরেঠার জন্য একখানা তসরের চাদর চাহিয়া নিয়াছিলেন। অন্য কোন টাকা পয়সা আমি তাঁকে দেই নাই। পরে জানিয়াছিলাম, বরিশালের আমার এক উকীল বন্ধুর ছেলের উৎকট পীড়া সারাইবার উদ্দেশ্যে কিছু বেশী পরিমাণ টাকা নিয়া অন্যত্র চলিয়া যান ও কোন উপকার করিতে পারেন নাই।

প্রফুল্লের অন্য খারাপ উপসর্গ কমিল বটে, কিন্তু জ্বর একবারে ত্যাগ পাইল না। ধীরে ধীরে দুই এক ডিগ্রি কমিয়া দুই মাস পরে 99°, 98·4° পর্য্যন্ত নামিত। ডাক্তার সাহেব তখন বলিলেন, "এজ্বর এখানে ছাড়িবে না। তুমি ইহাকে দেওঘর changeএ লইয়া যাও"। রোগিণীর অবস্থা তখনও শোচনীয়। দেহ কঙ্কালসার, শয্যার সঙ্গে লাগা, উঠিতে পারেন না। শুইয়া শুইয়া স্বভাবের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। মধ্যাহ্নে কোন কোন দিন ভাতের মণ্ড দেওয়া হয়। Soup দেওয়া হয়।

আমি দেওঘর যাওয়ার সংকল্প করিয়া ২॥ মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলাম। দেওঘর বাড়ী ভাড়ার জন্য এক পরিচিত বন্ধুকে লিখিলাম।

ইতিমধ্যে নবজাত শিশুটীর স্বাস্থ্য খারাপ হইতে লাগিল। আমরা তাহার প্রতি বড় মনোযোগ দিতাম না। nurseটীই তাহার সমস্ত করিত। কিন্তু সে কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন ছিল। শিশু মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত। গাভীর দুধ খাইত। Nurse অনেক সময় তাহাকে ঠাণ্ডা দুধ খাওয়াইত। ক্রমে তাহার পেটের অসুখ হইল। জন্মের ৩৫ দিন পর ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভগবান তাহাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

প্রফুল্লের শুশ্রূষার জন্য Lady Doctorটীকে প্রায় ২ মাস রাখিতে হইল। প্রথম মাস প্রায় দিন রাত্রি। পরে শুধু দিনে দুএকবার আসিয়া রোগিণীর শুশ্রূষা করিতেন। ইনি বেশ কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী ছিলেন। Lieut. Col. Basu প্রফুল্লকে নিজ কন্যারূপে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার fee ১৬৲ ছিল। আমার নিকট হইতে তিনি কোন fee লইতেন না। শেষে আমি তাঁহাকে এককালীন কিছু অর্থ দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা হইতে সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ অর্থ ফিরাইয়া দিয়া আমাকে একখানা হৃদয়স্পর্শী চিঠী দিয়াছিলেন। আমার অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আমাকে ঋণগ্রস্থ করিয়া তিনি টাকা নিবেন না ইত্যাদি পত্রের ভিতর লেখা ছিল। এমন সহৃদয় সাধু পুরুষ সমস্ত medical serviceএ

কম দেখা যায়। অল্প কয় দিন পূর্ব্বে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

আমি যে বন্ধুর নিকট বাড়ী ভাড়ার জন্য চিঠী লিখিয়াছিলাম, তিনি আমাকে লিখিলেন "এখানকার 2nd officer (২য় ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট) দুই মাসের বিদায়ের দরখাস্ত দিয়াছেন, আপনি তাহার স্থানে আসিতে চেষ্টা করুন না কেন? আপনার বাড়ী ঠিক করিয়া দিব"। তখন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমার ২ মাসের ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। আমি Chief Secretaryর নিকট এক d/o চিঠী লিখিলাম "আমার স্ত্রীকে আমি বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য দেওঘর লইয়া যাইতেছি, যদি আমাকে দয়া করিয়া দেওঘর post করা হয় তবে আমি ছুটী না নিলেও পারি"। তিন চারি দিন পরই আমি order পাইলাম, "তোমাকে Deoghur post করা হইল ও তোমার ছুটী cancel করা হইবে"। ইহা আমার পক্ষে বড় সুবিধাজনক বন্দোবস্ত হইল। আমি দেওঘর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম ও দেওঘরে বাড়ী ভাড়া ঠিক করিতে লিখিলাম।

তখনও প্রতিদিন প্রফুল্লের অল্প অল্প জ্বর হয়। শয্যা হইতে তিনি মোটেই উঠিতে পারেন না। শ্বশুর মহাশয় তখন কলিকাতা গিয়াছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় আসিতে অনুরোধ করিলাম। জানকী আমার নিকটেই ছিল। ডাক্তার সাহেব ঐ অবস্থায়ই প্রফুল্লকে দেওঘর নিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

একখানা through carriage যশোহর হইতে Baidyanath junction পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিতে চিঠী লিখিলাম। Railway department একখানা 2nd class composite carriage ঐ ভাবে দিতে সম্মত হইল। ২০শে কি ২১শে মার্চ্চ দেওঘর রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

এই দীর্ঘ ২ মাসাধিক সময় আমি নানা চিন্তা ও কষ্টের ভিতর সরকারী কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছিলাম। সেসময় Mr. Halifox যশোহরের Collector ছিলেন। তিনি আমার স্ত্রীর অবস্থা জানিয়া বাড়ীতে সমস্ত কার্য্য করার জন্য আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন। একবার মাত্র গাড়ী করিয়া Treasuryতে যাইয়া টাকা বাহির কি উঠান, কিংবা ষ্টাম্প বাহিরাদি সমস্ত কার্য্য ২ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করিয়া আসিতাম। Halifox সাহেব আমার স্ত্রীর অসুখ সম্বন্ধে বড় মজার এক remark করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়শঃ ডাক্তার সাহেবের নিকট আমার স্ত্রীর অবস্থা জানিতেন। এক দিন ডাক্তার সাহেবকে আমার স্ত্রীর বয়স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছিলেন "১৬ কি ১৭ বৎসর"। তখন Halifox সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "Hallo,only 16. G. Babu had no business to beget a child out of a girl of 16". ডাক্তার সাহেব আমার এক বন্ধুর নিকট সমস্ত বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম। আমাদের ভিতর ইহা লইয়া বড় হাসাহাসি হইয়াছিল।

সৌভাগ্যক্রমে তখন ফৌজদারীর বিচারকার্য্য করিতে হইত না। কিছু দিন পূর্ব্বে এক ঘটনা হইয়াছিল, যাহা দ্বারা Treasury officer ফৌজদারী কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। একবার Superintendent of Stamps and Stationeriesএর অফিস হইতে কতকগুলি, প্রায় ৪০টা, Stamp boxes প্রেরিত হয়। ষ্টেশন হইতে সেগুলি অপরাহ্ণ ৫টার সময় আমাদের অফিসে পৌঁছে। সেদিন অতগুলি বাক্স খোলা অসম্ভব মনে করিয়া বাক্সগুলি Treasury room এর বারেন্দায় Treasury Guardদের পাহাড়ায় রাখা হয়। পর দিন আমি এক গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমায় ব্যাপৃত ছিলাম। Stamp clerk ও Treasurerকে ডাকিয়া বলিলাম "তোমরা বাক্সগুলির উপরের কাঠের ডালা খুলিয়া ফেল, আমি আসিয়া টিনের ডালা কাটাইয়া ষ্ট্যাম্প বাহির করিয়া গুণিব।" তাহারা তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। ৪।৫টা বাক্স কাটার পরই ষ্ট্যাম্প clerk আসিয়া আমাকে বলিল, "একটা বাকসের টিন 'কাটা' বাহির হইয়াছে। আমি তখনই যাইয়া দেখি, এক বাক্সের টিন লিড্ কাটা, যেন তাহা হইতে stamp বাহির করিয়া নেওয়া হইয়াছে। আমি তখনই Collector সাহেবকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলাম। তাঁহার সাক্ষাতেই বাক্স খুলিয়া দেখি ২ রিম পোষ্টকার্ড (১৫৲ মূল্যের) কম। "সকল বাক্স কাটিয়া গণিয়া দেখ" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অপর

ষ্টাম্পচুরি।

সকল বাক্স ঠিকভাবে পাইলাম। কিন্তু এই দুই রিম পোষ্টকার্ড মোটের উপর কম হইল। আমি সমস্ত বিষয় লিখিয়া কলেক্টরের নিকট রিপোর্ট করিলাম। তিনি Superintendent of Stationery ও কমিশনারকে জানাইলেন।

পরে কমিশনার Collector সাহেবকে স্বয়ং বিশেষ তদন্ত করিতে আদেশ দিলেন। তাহার তদন্ত ও রিপোর্টের ফলে Board of Revenue আদেশ করিলেন, "The amount of Rs 15, the value of the lost postcards is to be realized from the Treasury Officer. Bengal Government সেই order আলোচনা করিয়া ১৫ টাকা write off করার আদেশ দিয়া অসতর্কতার জন্য আমাকে censure দিলেন। ইহার পর ষ্ট্যাম্প পাইয়া কিভাবে সেগুলি রাখিতে হয় ও গণিতে হয় এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টতরভাবে এক Circular জারি করেন। আমার মনে একটু ভয় হইয়াছিল এই 'censure' আমার উন্নতিরপথে বাধা দিবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ হয় নাই।

যশোহর ত্যাগ।

আমার শ্বশুর মহাশয় মার্চ্চমাসের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথমেই যশোহর আসিলেন। তিনি, জানকী, আমি, বিমল, যোগেশ ও একজন অর্ডারলি পিয়ন (কুঞ্জ নামক) প্রফুল্লকে সঙ্গে লইয়া ২০শে কি ২২শে মার্চ্চ যশোহর ষ্টেশনে গিয়া Reserved গাড়ীতে উঠিয়া বেলা দশটার সময় রওনা হইলাম।

আমি কিঞ্চিদধিক ২॥ বৎসর কাল যশোহর ছিলাম। সেখানে আমার সরকারী কার্য্য যশের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলাম ইহা বলা যাইতে পারে। সর্ব্বসাধারণের সহিত আমার সংপ্রীতিই ছিল। কয়েকটী সহৃদয় বন্ধুও পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত বাবু শশীভূষণ বসু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন নিবাসী ছিলেন। তিনি অমায়িক, সরল ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল। তাঁহার নিকট অনেক সময় উপদেশ ও সহায়তা পাইয়াছি। ঐ সময়ে যশোহরে বেশ ম্যালেরিয়া ছিল। আমার বাসায় তখন জানকী, যোগেশ ও আমার এক আত্মীয় বাবু যোগেন্দ্র কুমার বসু (বিমলের মেসো) থাকিতেন। ইহাঁরা ও ভৃত্যাদি ম্যালেরিয়াতে অনেক সময় ভোগিতেন, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মৎস্য অত্যন্ত দুর্ল্ভ ছিল। কিন্তু তরিতরকারী খুব উৎকৃষ্ট পাইতাম। দুধ অতি সুন্দর ও সুস্বাদু ছিল। ঘি ও মাখন প্রচুর ছিল। আমি অনেক সময় কলিকাতা দাদাশ্বশুরের বাসায় ৫।১০ সের মাখন লইয়া যাইতাম, আমার দিদিশাশুড়ী আনন্দিত হইয়া তাহা হইতে ঘি প্রস্তুত করিতেন। এই বৃদ্ধা মহিলা স্বামীরই অনুরূপ ছিলেন। স্নেহশীলা, মধুরস্বভাবা ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। তিনি নিজে দেখিয়া শুনিয়া এই বৃহৎ পরিবারের সমস্ত অভ্যাগত আত্মীয়স্বজনের আহারের বন্দোবস্ত করিতেন। ৺মথুরানাথ

রায় মহাশয়ের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। যদিও বদলী হইয়া ভাল স্থানে যাইতেছিলাম, যশোহর পরিত্যাগের সময় মনে মনে কষ্ট হইয়াছিল।

১০ম পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যনাথ দেওঘর।

যশোহর ছাড়িবার পর দিন বেলা ১১টার সময় আমরা বর্দ্ধমান পঁহুছিলাম। রাণাঘাট, নৈহাটী প্রভৃতিস্থানে আমাদের গাড়ী detach করিয়া পুনরায় ঠিক পরবর্ত্তী গাড়ীতেই attach করিয়া, রেইলওয়ে কম্পেনি through journeyর condition বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানে গিয়া আমাদের গাড়ী কাটিয়া sidingএ নিয়া রাখিল। অব্যবহিত পরবর্ত্তী গাড়ীতে জুড়িয়া দিল না। আমি ষ্টেশন মাষ্টারকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, "তোমাদের গাড়ীতে vacuum brake নাই। রাত্রিতে যে passenger train আসিবে সেই ট্রেইনে জুড়িয়া দিতে হইবে। এই ৭।৮ ঘণ্টা এখানেই থাকিতে হইবে।" মহা অসুবিধায় পড়িলাম। কুঞ্জ পিয়ন এক নিকটবর্ত্তী হোটেল হইতে আমাদের জন্য ভাত ও অন্য খাদ্য আনিল। প্রফুল্লের জন্য stoveএ করিয়া শুধু ভাত রাঁধিয়া দুধের যোগাড় করিয়া দিল। প্রচণ্ড রৌদ্র, ভীষণ গরম বোধ হইল। আমরা

কিছুই খাইতে পারিলাম না। বৈকালের দিকে রৌদ্রের উত্তাপ কমিলে, আমি কুঞ্জের সঙ্গে গাড়ী করিয়া সহরটা একটু দেখিয়া আসিলাম। রাজবাড়ীর নিকটস্থ এক সায়ারের কথা মনে পড়ে, কৃষ্ণ সায়ার কি অন্য কিছু নাম। তাহার তীরে এক চিড়িয়াখানাও দেখিলাম। আর কোন দিন এই সহরের ভিতর যাওয়া হয় নাই।

রাত্রিতে এক ট্রেইনের সঙ্গে আমাদের গাড়ী জুড়িয়া দিল। শেষ রাত্রিতে বৈদ্যনাথ জংসনে পঁহুছিলাম। শ্বশুর মহাশয় প্রফুল্লকে কোলে করিয়া বৈদ্যনাথগামী ছোট গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। ভোরের সময় বৈদ্যনাথ ধাম পঁহুছিলাম। পালকীতে রোগিণীকে হরিদাকুণ্ডের পূর্ব্ব তীরস্থ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় লইয়া গেলাম। পালকী সে ঘরের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারিল না। শ্বশুর মহাশয় ক্রোড়ে করিয়া প্রফুল্লকে শয়নগৃহে নিয়া তক্তপোষের উপর রাখিয়াদিলেন। আমাদের জিনিষপত্র আসিল, একরূপ নিশ্চিন্ত হইলাম। এক পাচক নিযুক্ত ছিল, সে সকলের আহার্য্য প্রস্তুত করিল। এই স্বাস্থ্য-নিবাসে নূতন এক atmosphere পাইলাম। বহু দিন পর সেই রাত্রিতে গভীর নিরবচ্ছিন্ন সুনিদ্রা ভোগ করিলাম, যাহা আমার ভাগ্যে ভবিষ্যৎজীবনে কম ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্তও প্রফুল্লের একটু একটু জ্বর হইয়াছিল ও সঙ্গে যে ঔষধ আনা হইয়াছিল, তাই তিনি খাইতেন। সেদিন কোন ঔষধ দেওয়া হইল না। আশ্চর্য্যের বিষয় সেদিন জ্বর আসিলনা,

ঐ যে জ্বর ছাড়িল, আর পরে আসে নাই। প্রতিদিনই বেশ চিহ্নিত উন্নতি দেখা গেল। রোগিণী ৩।৪ দিন পর বিছানায় উঠিয়া বসিতেন। ৫।৬ দিন পর, তক্তপোষে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চারিদিক হাটিতেন। ৭।৮ দিন পর হাটিয়া বাহিরে যাইতে লাগিলেন। আহারে রুচি হইতে লাগিল। প্রতিদিন মৎস্য জুটিত না। ৮।১০ দিন পর মুগের ডাল, ভাত খাইতে লাগিলেন। এক মাস পর যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতেন। তাঁহার পুনর্জীবন লাভ হইল।

আমি দুই দিন পর (১৮৯৯, ২৫শে মার্চ্চ) কার্য্যে ভর্ত্তি হইলাম। তখন Mr. Heard নামক একজন Anglo-Indian ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট Subdivisional Officer ছিলেন। তিনি অল্প দিন পর ছুটী লইয়া বিলাত যাওয়াতে Mr. Thompson নামক এক Anglo-Indian ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট S. D. O. নিযুক্ত হন। ইনি বধির ছিলেন। লেখাপড়া বেশ জান্‌তেন, কাজকর্ম্মেরও অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তিনি ক্ষমতাপ্রিয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি শুধু Executive work ও সাবজজের মোকদ্দমা করিতেন। সমস্ত important ফৌজদারী মোকদ্দমা, অধিকাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমা আমার করিতে হইত। তিনি প্রায়ই মফঃস্বল ঘুরিতেন, practically অনেক সময় আমিই S. D. O.-এর কার্য্য করিতাম। S. D. O. স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর Chairman, আমি Vice-Chairman. তিনি

দেওঘরে কর্ম্মজীবন।

High Schoolএর President, আমি Secretary, নানাভাবে সেখানকার 2nd. Officerকে অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে হইত। প্রফুল্ল ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। আমি নিশ্চিন্তমনে সরকারী কার্য্য করিয়া সেখানকার স্থায়ী ও অস্থায়ী অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া নানারূপ সামাজিক আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলাম।

একাদিক্রমে কিঞ্চিদধিক ২ বৎসর কাল দেওঘরে রহিলাম। এই দীর্ঘসময়ের ইতিহাসও দীর্ঘ। বোধ হয় জীবনের এই অংশটুকু সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ছিল। সংক্ষেপে কিছু কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব।

দেওঘর যাওয়ার বোধ হয় ১ মাস পরই হরিদ্রাকুণ্ডর বাসা ত্যাগ করিলাম। সেবাড়ী ভাল হইলেও আমাদের পছন্দ হইত না। কাছারীর দক্ষিণদিকে মাঠে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বরদাপ্রসাদ বসু (Retired Engineer) মহাশয়ের এক সুন্দর 'যুগল' বাড়ী ছিল। একটা বাড়ী দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাকে 'তালতলার জোড়াবাড়ী' বলিত। তাহার উত্তরে মাঠ, তদুত্তরে ৺ স্বনামধন্য শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী। আমি মাসিক ৩৫৲ ভাড়ায় এই জোড়াবাড়ী ভাড়া লইলাম। বরদা বাবু নিজে উহার নিকটেই অন্য বড় এক বাড়ীতে বাস করিতেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে, তিনি নিজেই এক দিন আমাকে বলিলেন, "তোমার যেরূপ খরচপত্র দেখি, তোমার ৩৫৲ ভাড়া দিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। তুমি এখন হইতে

৩০৲ ভাড়া দিও।" তিনি Rajkumari Leper Asylumএর Secretary ছিলেন। আমি ঐ Secretaryর অনেক কার্য্য করিয়া দিতাম। চিঠি পত্রাদি draft করিতাম ও লিখিতাম। তিনি অতি সদাশয় উচ্চ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। বিনা মূল্যে লোককে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতেন। গ্রীষ্মের সময় জলছত্র খুলিয়া জল ও কিছু আহার্য্য দিতেন। গরীব দুঃখীদিগকে ও বন্ধুদিগকে প্রায়শঃ নিমন্ত্রণ খাওয়াইতেন। তিনি দেওঘরে ৭।৮ খানা ভাল ভাল ভাড়ার বাড়ী করিয়াছিলেন। তাহার সম্পূর্ণ আয় তাঁহার জন্মভূমি মাজু গ্রামের স্কুলের জন্য দান করিয়াছিলেন। বাহিরে একটু rough ছিলেন, কিন্তু ভিতরে নির্ম্মলতা ও উদারতা। আমি কম ভাড়া দিয়াই তাঁহার উত্তম "জোড়াবাড়ীতে" বাস করিতে লাগিলাম। এই বড় বাড়ীর প্রয়োজনীয়তাও শীঘ্র অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার অনেক আত্মীয় স্বগণ কেহ বা হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে, কেহ বা তীর্থ করিতে প্রায়ই আসিতে লাগিলেন। পূজার ছুটীতেও X'masএর ছুটীতে নানা শ্রেণীর অতিথিতে আমার গৃহ overcrowded হইত। একবার ব্রাহ্ম পুরুষ নারী, বালক বালিকা, বিলাত ফেরত যুবক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রথম দুই বৎসর আমি যেভাবে সরকারী কার্য্য করিলাম, প্রথম তাহার একটু আভাস দিতে চাই। বড় বড় ফৌজদারি মোকদ্দমা আমি করিতাম। তা ছাড়া প্রায় সমস্ত দেওয়ানী

মোকদ্দমাই আমি করিতাম। আপিলে ফল খুব ভাল হইত। S. D. O. Thompson আমার কোন দোষ পাইতেন না, যদিও তিনি দোষানুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিশেষ খোসামুদি করিতাম না, এইটী তাঁহার এক grievance ছিল। মাঝে মাঝে criminal workএ একটু হাত চালাইতে প্রয়াস পাইতেন। সেখানে Rohini ঘাটোয়ালি ষ্টেট তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডে ছিল। দেওঘরের অধিকাংশ স্থান এই ঘাটোয়ালী সম্পত্তি। ঐ ষ্টেটের ম্যানেজার ৺ খান বাহাদুর সৈয়দ নিজায়ত হোসেন সাহেব এক অদ্ভুত ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। সকল ডিপুটী কমিশনার ও সাব ডিভিসনাল অফিসারগণ তাঁহার হাতের পুত্তলিকা ছিলেন। তাঁহার কোন কার্য্যে কোন S. D. O. বাধা দিতে সাহস পাইত না। আমি দেখিলাম ম্যানেজার সাহেব সেখানকার প্রকৃত জমিদার ও শাসক। সকল অফিসিয়াল, নন-অফিসিয়াল ভদ্রলোকই তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী। কেননা "তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট"। তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থীকে তিনি বাঘের দুধও যোগাড় করিয়া দিতেন। কিন্তু এমন প্রতিপত্তিশালীর অনুগ্রহ লইতে আমি বোকাই উদাসীন হইলাম। আমি অল্পদিনেই বুঝিলাম তাঁহার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইলে এবং তাঁহার অনুগ্রহ লইতে হইলে বিচার-কার্য্যেও তাঁহার মন যোগাইতে হইবে। সুতরাং I gave him a wide berth. তিনি আমার উপর প্রীত ছিলেন না। তিনি এক পাণ্ডার নামে অনধিকার প্রবেশের ৪৪৭ ধারার এক

ফৌজদারী মোকদ্দমা করিলেন। এই মোকদ্দমা উপস্থিতের প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে ঐ পাণ্ডা এক স্থানে একখানা পাকা বাড়ী তুলিতেছিলেন। দেওয়াল শেষ হইয়াছিল। এক অংশের ছাদও হইয়াছিল। ম্যানেজার পক্ষে এই দাবী উপস্থিত হইল, ঐ স্থানের কিয়দংশ ভূমি (প্রস্থে ২।১ হাত হইবে) কোর্ট অব ওয়ার্ডের জমির অন্তর্গত। পাণ্ডা বলেন ঐ সমস্ত জমি তাঁহার নিষ্কর ভূমি। S. D. O. Mr. Thompson আসামীকে সমন দিয়া হাজির করাইয়া, আসামী, বাদী ও সাক্ষীদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া বিচার জন্য caseটী আমার নিকট সোপর্দ্দ করিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে তাঁহার এজলাসে ডাকাইয়া নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন করিলেন।

S. D. O. :—I have just made over to you for disposal a very simple case U. S. 447 I. P. C. It is a clear case of criminal trespass. I hope you will be able to finish it in 5 minutes' time in a summary way. আমি এই case সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আর বিশেষ আলাপ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া তিনি আর কিছু বলিলেন না। কেবল এইভাবে কথা বলিলেন যে এই caseটীর সত্যতা ও মোকদ্দমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি নিজে তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি চলিয়া আসিয়া বিচার আরম্ভ করিলাম। summary ভাবেই বিচার আরম্ভ করিলাম, কিন্তু জবানবন্দীর মর্ম্ম লিখিতে লাগিলাম। আমার নিকট

মোকদ্দমাটী সোজা বোধ হইল না। দুইপক্ষের জবানবন্দী সেই দিন শেষ করিয়া পর দিন argument শোনা ও রায় দিবার জন্য রাখিলাম। তর্কিত স্থান পূর্ব্বে বাদীর কি আসামীর দখলে ছিল তাহার ঠিক প্রমাণ পাইলাম না। তবে জোর করিয়াই হউক বা সত্ত্বের বলেই হউক, আসামী পাণ্ডা ১½ বৎসর সেজমি দখল করিয়া তাহার উপর পাকা দালান তুলিয়াছে। এত দীর্ঘ সময় পরে ম্যানেজারের চৈতন্য হওয়া একটু সন্দেহজনক বোধ হইল। বিশেষতঃ ঐ স্থান ম্যানেজারের গৃহ ও অফিস হইতে মাত্র ১০০ কি ২০০ গজ দূরে অবস্থিত ছিল। আমি বিশেষ যত্নসহকারে প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া এই মোকদ্দমাটি civil dispute বলিয়া আসামীকে খালাস দিলাম। ইহার কিছু কাল পরে S. D. O.র পেস্কার আসিয়া আমার পেস্কারের নিকট হইতে আমার অনুমতি লইয়া নথি (Record) চাহিয়া নিল। প্রায় ১½ ঘণ্টা পরে S. D. O. নিম্নলিখিতরূপ একখানা slip আমার নিকট পাঠাইলেন।

"2nd officer,

Inspite of my instruction to you, you have taken an unnecessarily long time in disposing of a simple and clear case of criminal trespass and passed an absurd judgment acquitting the accused. I am afraid I shall have to move the Dy. Com. for upsetting your judgment and report the

circumstances of the trial. What have you got to say against the course of action suggested by me?" আমি মনে মনে ভয়ানক চটিয়া গেলাম। সেই মুহূর্ত্তেই slip খানার নীচে লিখিয়া দিলাম :—"Nothing, you may report to D. C. if you like." তারপর হইতে S. D. O. আমার সহিত coldly ব্যবহার করিতেন। তিনি রিপোর্ট করিলেন কিনা জানিনা। হয়তো D. O. রিপোর্ট দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে Dy. Commissionerএর অফিস হইতে আর কোন action লইল না।

কতক দিন পর Dy. Commissioner Mr. Bompas আমাদের অফিস পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তিনি অতি বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিকট কোন চালাকী বা ফাকিবাজী চলিত না। তিনি S. D. O., 2nd Officer and 3rd Officer সকলেরই বিচার বিভাগের কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন। প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট এক বৎসরে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, তাহার এক return বা তালিকা প্রস্তুত করাইলেন। তদনুসারে দেখা গেল, S. D. O. আমা অপেক্ষা প্রায় ২০০ মোকদ্দমা অধিক নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। তিনি Trial Register এবং কিছু কিছু নথি বা recordsও দেখিলেন। তাহাতে সাবডিভিসনাল অফিসারের ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি-সংখ্যার রহস্য প্রকাশিত হইল। যত ছোট ছোট মোকদ্দমা, যেমন পাঁচ আইনের মোকদ্দমা,—তিনি sum-

mary wayতে বিচার করিয়া শাস্তি দিতেন। অর্থাৎ Police report বা চালানের কাগজের উপরই, "Fined 2 annas;" "Fined 4 annas"... ইত্যাদি লিখিয়া রাখিতেন। আর এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁহার disposalএর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল। দেওঘর কাছারীর compoundএর ভিতর দিয়া একটী সর্ব্বসাধারণের চলাচলের রাস্তা ছিল। পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে (অর্থাৎ বৈদ্যনাথ জংসান এবং নন্দন পাহাড়ের দিক হইতে) যে সকল লোক বা যাত্রী সহরের বা বৈদ্যনাথের মন্দিরের দিকে যাইত, তাহারা এই রাস্তা দিয়া চলিত। যোগ বা মেলার সময় (শিবরাত্রি, দোল কি ভাদ্র পূর্ণিমার সময়) হাজার হাজার যাত্রী প্রতিদিন এই পথ দিয়া মন্দিরে যাইত। প্রত্যেক মেলার সময় ৭।৮ দিন ব্যাপিয়া প্রতিদিন হাজারেরও বেশী যাত্রী এই পথে যাতায়াত করিত। তাহারা "বোম বোম, হরে হরে, বৈদ্যনাথজিকি জয়" ইত্যাদি নানাপ্রকার আনন্দধ্বনি করিয়া সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত। তিনি একবার নোটিশ জারি করিয়া প্রচার করিলেন, "যাত্রীগণ ঐ পথে চলিতে পারিবে না, আর যাহারা 'বোম বোম' প্রভৃতি শব্দ কি কোন কোলাহল করিয়া সে পথে যাইবে তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইবে।" বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলা হইতে যাত্রী অসিয়া সেই পথে চলিত। বৈদ্যনাথ জাংসন হইতে প্রায় যাত্রী হাটিয়া আসিত। এইটীই তাহাদের সোজা পথ। সুতরাং প্রতিদিনই বহু যাত্রী "বোম বোম" ধ্বনিতে compound মুখরিত করিয়া ঐপথে চলিত।

S. D. O. তখন কাছারীতে থাকিলেই নাজিরের পিয়ন বা কনেষ্টবল ঐ যাত্রীদের এক এক দল ধরিয়া আনিয়া সাহেবের নিকট হাজির করিত। তিনি প্রত্যেকের summary trialএ তু এক আনা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু Trial Register এ, প্রত্যেক যাত্রীর পৃথক case দেখান হইত।

Dy. Commissioner এই রহস্য বুঝিয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। S. D. O. তুএকটা ১১০ ধারার মোকদ্দমা করিতেন। কিন্তু যেটা একটু গোলমেলে case, কিংবা দূরে যাইয়া যাহার বিচার করিতে হয়, তাহা আমারই করিতে হইত। সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া তিনি পরিদর্শন বহিতে একটু ব্যঙ্গভাবে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সেই সঙ্গে আমার ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যের সংখ্যা ও quality সম্বন্ধে খুব প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। তুএকটু মনে আছে যথা:— "The number of civil suits disposed of including many of a complicated nature would have staggered three Munsiffs in Bengal."

মিউনিসিপ্যালিটী সম্বন্ধেও তিনি টপ্পাবাজী করিতেন মুখে মুখে লম্বা চওড়া হুকুম চালাইতেন, কিন্তু সহর দর্শন, স্বাস্থ্য রক্ষা, conservancy, প্রভৃতি সমস্ত খাটনির কার্য্য আমি করিতাম। এইভাবে আমরা উভয়ে প্রায় ১ বৎসর কার্য্য করিলাম। তিনি বদলী হইয়া অন্যত্র গেলেন।

তৎপর Mr. Piffard নামক একজন খাটি ইংরেজ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট S. D. O. হইয়া আসিলেন। ইনি খ্যাতনামা বারিষ্টার Piffard সাহেবের পুত্র। লেখাপড়া শিখেন নাই। বংশমর্য্যাদার গুণে বোধ হয় চাকুরী পাইয়াছিলেন। কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান, সরল, ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী, অহঙ্কার ও হিংসা বর্জ্জিত ভদ্রলোক (gentleman) ছিলেন। তিনি সহজে কোন লোকের অনিষ্ট করিতেন না। ক্ষিপ্রকারীতার সহিত কাজ না করিয়া স্থিরধীরভাবে সকলের কথা শুনিয়া কার্য্য করিতেন। আসার অল্প দিন পরই সমস্ত কার্য্যের ভার আমার উপর ন্যস্ত করিলেন। তিনি শুধু সাবজজের মোকদ্দমা ও দেওয়ানী আপিল শোনা ভিন্ন আর কিছু করিতেন না। Municipalityর সম্পূর্ণ administration আমার হাতে দিলেন। প্রায়ই মফঃস্বল ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বড় শিকারপ্রিয় ছিলেন। কখনও কখনও আমাকে সরলভাবে নিজের অযোগ্যতার কথা বলিতেন। এক দিন বলিয়াছিলেন,—"Well, in my boyhood and youth, I have been given to the shooting of jackals and rabbits and this accounts for my being a good sportsman". আর এক দিন বলিয়াছিলেন, "Look here, you often talk about colleges and degrees obtained by students in the colleges. I have never been to a college and do not even exactly know what it is like." আর এক দিন কাছারীর সময় হঠাৎ এজলাসে

ডাকাইয়া বলেন, "Well, how do you spell the word "insert," is it "cert" or "sert"? অর্থাৎ তখন এক রায় লেখিতেছিলেন, তাহাতে insert কথা লিখিতে হইয়াছিল। নিকটে dictionary ছিল না, আমাকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে তাঁহার সরলতা ও নিরহঙ্কারতাই ব্যঞ্জিত হইয়াছিল। আবশ্যকীয় বিষয়ে রিপোর্ট লিখিতে হইলে আমাকে দিয়া লেখাইতেন অথবা আমার সহায়তা করিতে হইত। তিনি সামাজিকভাবে বাঙ্গালী কি দেশীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে বড় মিশিতেন না। কিন্তু Indian বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। তিনি প্রথম অবিবাহিত ছিলেন। সেসময়ের জীবন বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। দেওঘর আসার অল্প পরেই এক অতি সুশ্রী সদ্বংশজা ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনিও ভাল লোক ছিলেন। বিবাহের ১ বৎসর পর তাঁহার একটী কন্যাসন্তান জন্মে। ইহার অল্প পরই সেই মহিলা লোকান্তর গমন করেন। বোধ হয় দার্জিলিংএ এই ঘটনা হয়। তখন হইতে Mr. Piffard বড় নিরুৎসাহ হইয়া পরেন। তার কয়েক বৎসর পর তিনি দার্জিলিংএ বদলী হইয়া সেখান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন।

দেওঘর যাওয়ার ৪ মাস পরই 6th gradeএ প্রমোশন পাইলাম। পর বৎসর আমার দ্বিতীয় পুত্র নির্ম্মল জন্ম গ্রহণ করিল। প্রসবের সময় বিপদের আশঙ্কায়, পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল আমার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী সন্তোষ হইতে দেওঘর আসিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

২য় পুত্রের জন্ম।

তাহার কিছু পূর্ব্বেই তিনি সন্তোষে প্রসব সময় Ecclemsiaতে পরলোক গমন করেন। বাঙ্গলা ১৩০৭ সনের ৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, সকাল ৮টার সময় নির্ম্মল ভূমিষ্ট হয়। তখন প্রফুল্লের জ্যেষ্ঠা ভগিনী (স্বর্গীয়া) ইন্দুমতী গুহ তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীমোহন গুহের সহিত দেওঘর Carstairs townএ বাস করিতেছিলেন। প্রসবের সময় বা তৎপরই ইন্দুমতী ঠাকুরাণী আসিয়া প্রফুল্লের তত্ত্বাবধান করেন। এবারও প্রসবের পর সামান্য জ্বর হইয়া দুই সপ্তাহ কাল শয্যাগত থাকেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেই সেযাত্রায় ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠেন।

এই সময়ে আমার নিকট জানকী, ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেশ, বড় শ্যালক ৺ ভূষণ বাবু (সত্যেন্দ্রচরণ ঘোষ), আর এক আত্মীয় ক্ষীরোদলাল নিয়োগী, চতুর্থ শ্যালক মন্তা (রমেন্দ্রচরণ ঘোষ) প্রভৃতি থাকিয়া অনেকেই স্থানীয় স্কুলে পড়িত। ভূষণ ও ক্ষীরোদ প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। কেহই Matriculation বা Entrance পরীক্ষা দিতে পারিল না। জানকীকে Mr. Piffard সাহেবের নিকট সুপারিসি করিয়া officeএ copyist নিযুক্ত করিয়া দিলাম। ক্ষীরোদকে writer constableএর কার্য্য যোগাড় করিয়া দিলাম। কিন্তু আমি দেওঘর হইতে চলিয়া গেলে ক্ষীরোদ ঐ কার্য্য resign করিয়া চলিয়া আসে।

সেসময় দেওঘর স্কুলের Headmaster ছিলেন সুকবি, সুলেখক মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ

বসু কবিভূষণ। ইনি পূতচরিত্র, সহৃদয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও ব্রাহ্ম ছিলেন। সেসময়ে দেওঘর হাঁস-পাতালের ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন Assistant surgeon. ইনিও একজন সজ্জন, জনপ্রিয়, সুচিকিৎসক ছিলেন। যোগীন্দ্র বাবু ও হরিচরণ বাবু উভয়ের বাসা এক স্থানে ছিল। উভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমার সহিতও তাঁহাদের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতাম। যোগীন্দ্র বাবু অল্প দিন পরই শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের অভিভাবক ও গৃহশিক্ষক হইয়া কলিকাতা যান। হরিচরণ বাবু অনেক দিন দেওঘরে ছিলেন এবং সেখান হইতেই retire করেন।

৺ যোগীন্দ্রনাথ বসু।

আমি যখন দেওঘর যাই, সেখানে তখন পরম ভক্ত পণ্ডিত সাধু ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার নিজগৃহে বাস করিতেন। দেওঘর গিয়া প্রথম বৈদ্যনাথের মন্দির দেখিতে যেমন উৎসুক হইলাম, এই সাধুর গৃহ মন্দির দেখিতেও সেইরূপ ব্যাকুল হইলাম। এক দিন তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বাতব্যাধি পীড়াতে শয্যাগত। উঠিতে পারেন না। যখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম, তখন আমার নয়ন সার্থক হইল। সহাস্যবদন সেই বৃদ্ধ ঋষিকে অভিবাদন করিলাম। নিকটে আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিলাম। তাঁহার

স্বর্গীয় সাধু রাজনারায়ণ বসু।

শরীর দুর্ব্বল হইলেও মুখশ্রী উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ। মানসিক শক্তিগুলি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে মনে হইল। রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি অনেক বিষয়ে এক প্রতিভাশালী পণ্ডিতের ন্যায় আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। Milton, Shakespeare ও অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের গ্রন্থ হইতে অনেক quotation দ্বারা আলাপকে মধুর ও interesting বা আমোদ জনক করিয়া তুলিলেন। নিজের পীড়ার কথা তুলিলে, তাহা চাপা দিয়া অন্য কথা তুলিতেন। এই বিষম যন্ত্রণায়ও কি নির্ভর-শীলতা ও ভগবৎ প্রেম দেখিলাম। দীর্ঘ সময় আলাপের পর অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলাম। পরে আরও ২।৩ বার তাহার নিকট গিয়া মধুরালাপ সম্ভোগ করিয়াছি। তিনি সেই বৎসরই কয়েক মাস পর স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার সমাধি-সময়ে সহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার ২।৩ বৎসর পর সাবডিপুটী কলেক্‌টার ৺ মনোমোহন চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান উদ্যোগে ও আমার সামান্য সহায়তায়, একটী পাব্‌লিক লাইব্রেরী খোলা হয় ও 'রাজনারায়ণ বসু লাইব্রেরী' নামে অভিহিত হয়। আমরা প্রথম মিউনিসিপ্যাল অফিস গৃহের এক প্রকোষ্ঠে এই লাইব্রেরী স্থাপিত করি। পরে স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের চেষ্টাতে লাইব্রেরীর জন্য একখানি সুন্দর প্রশস্ত ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে। যে সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক এই স্বাস্থ্যনিবাসে যান তাঁহারা সকলেই এই লাই-ব্রেরীর সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৯০১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত দেওঘরে কার্য্য করিয়া ২ মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী গেলাম। সেখানে প্রায় ২ মাস থাকিলাম। বাড়ীতে নির্ম্মলের অন্নাশন ক্রিয়া উপলক্ষে স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে একটু ঘটা করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইলাম।

ছুটীতে গৃহগমন।

এই বার গোবিন্দ বাবুকে লইয়া ঢাকার অন্তঃপাতী বালিয়াটী গ্রামে আমাদের সাহা জমীদার বাবুদের বাড়ী গিয়াছিলাম। আমাদের জমী ও খানাবাড়ী তাঁহাদের জমীদারীর ভিতর। বাড়ীখানা লাখেরাজ ছিল। কিন্তু পিতৃদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের জামুরকি কাচারীর এক নায়েব তঞ্চকতা করিয়া বাড়ীর উপর জমা ধার্য্য করেন। পিতৃদেব কখনও খাজনা দেন নাই। কিন্তু তিনি প্রবল প্রতাপশালী জমীদারের সহিত মোকদ্দমা করিতে অসমর্থ বুঝিয়া বিচারালয়েও কোন সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। আমরা নৌকাযোগে বালীয়াটী পঁহুছিলাম। ৷৷৵০ ও ৷৵০ উভয় তরফের জমীদারগণ সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। দুই তরফ হইতেই আমাদের আহারের জন্য উৎকৃষ্ট চাউল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মিষ্টি প্রভৃতি আহার্য্য দ্বারা “সিধা” দিলেন। তাঁহাদের ঘরে প্রস্তুত মুড়কি, চিড়ামুড়ি প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত জলখাবার উপকরণগুলি বড় সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত ছিল; ইতিপূর্ব্বে এত বিভিন্ন প্রকারের জলখাবার খাই নাই। তাঁহাদের সৌজন্যতায় ও ব্যবহারে বড়ই প্রীত হইলাম।

আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম যে আমার খানাবাড়ী (৮ পাখীর কিছু বেশী জমী) পূর্ব্বের ন্যায় "লাখেরাজ" স্থির করিয়া দেওয়া হউক। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, আমাকে অল্প নজর ও অল্প জমায় পত্তনী দেওয়া হউক। আমার প্রথম প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। অনেক আলোচনার পর আমার নিকট বহু টাকা নজর লইয়া অতিরিক্ত জমায় পত্তনি দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমরা ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। কতক দিন পর তাঁহাদের প্রাপ্য বাকী খাজানা (যাহা পিতৃদেবের সময় হইতে বাকী ছিল), নজর প্রভৃতি দিয়া খানাবাড়ী পত্তনি লইলাম।

ছুটী শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংবাদ পাইলাম যে ৪ মাসের জন্য রাজমহলে Sub-divisional Officer হইয়া যাইতে হইবে। পরে গবর্ণমেণ্ট অর্ডারও পাইলাম। রাজমহল যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

১১শ পরিচ্ছেদ।

রাজমহল।

জুন মাসের শেষভাগে মন্তা ও বিমল ও প্রফুল্লকে লইয়া রাজমহল রওনা হইলাম। ৪ঠা জুলাই সেখানে পঁহুছিলাম। তখন দেওঘরের সেই Mr. Thompson S. D. O. ছিলেন, তিনি ৪ মাসের ছুটী লইয়াছিলেন। ঠিক ইহার ২।১ দিন পর সেখানে লাট সাহেব (Lieutenant Governor বোধ হয় Sir John Woodburn) পরিদর্শন জন্য আসিবেন স্থির ছিল। Thompson বধির ছিলেন বলিয়াই হয়তো লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন ও বিদায় লইয়াছিলেন। অথচ তিনি আমার নিকট চার্জ্জ দিয়াও নিজে লাটসাহেবের অভ্যর্থনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। Landing stage নিজে উপস্থিত থাকিয়া প্রস্তুত করাইলেন, লাট আসার পূর্ব্ব দিন তিনি চম্পট দিলেন। Bompas সাহেব Deputy Commissioner লাটভিজিটের এক দিন আগে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "লাট সাহেব আসিতেছেন, আমি তো এখানে নূতন লোক কিছুই জানিনা, আমি কিরূপে এই পরিদর্শন চালাইব বুঝিনা"। তিনি বলিলেন, "তোমার চিন্তা নাই, তুমি শুধু আমার পাশে থাকিবে, আমিই সমস্ত দেখাইব ও কথার জবাব দিব।" লাট সাহেব আসিয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। ইহার মধ্যে গাড়ী করিয়া একটু দূরে

এক মসজিদও দেখিতে গিয়াছিলেন। অফিসগৃহ মাত্র একবার দেখিলেন। সহজে এই লাটপরিদর্শন ব্যাপার নির্ব্বাহ হইল।

সেখানে ৺ বন্ধু Mr. D. P. Roy তখন 2nd. Officer ছিলেন। আমি প্রথম তাঁহার বাসায় উঠি। পরে ২।৩ দিন Inspection Bunglowতে থাকি। Thompson চলিয়া গেলে S. D. O.র Bunglowতে যাই। এই গৃহখানি অতি বৃহৎ ও মনোরম। গঙ্গানদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। সেসময় বর্ষাকাল। গঙ্গা পরিপূর্ণ। গৃহখানির পূর্ব্বদিকে ফলফুলের বাগান। বাগানের পূর্ব্বপার্শ্বে বসিবার জন্য একটু বাঁধান যায়গা আছে, তাহাতে বসিয়া পা নামাইয়া দিলে, গঙ্গারস্রোতে পা ধৌত হইতে পারিত। রাত্রিতে উজ্জ্বল বিভিন্ন রঙ্গের আলোকে সজ্জিত ষ্টীমারগুলি যখন যাতায়াত করিত, তখন এক অপূর্ব্ব শোভা হইত। বাগানে গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প ফুটিত। ২ কি ৩টা পাতিলেবুর গাছ ছিল, খুব বড় বড় প্রায় ২।৩ হাজার লেবু এক এক গাছে ফলিয়াছিল। প্রত্যহ আহারের সময় গাছ হইতে লেবু পাড়িয়া খাইতাম। স্নানের জলে লেবুর রস মিশাইয়া স্নান করিতাম।

প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত, কিন্তু সুস্বাদু নয়। যাওয়ার দু'এক দিন পরই জলকর মহলের ইজারাদার এক বড় ইলিশ মৎস্য আনিয়া হাজির। আমি দামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিল, "আজ্ঞে, প্রতিদিনই একটী ইলিশ মৎস্য যোগাইয়া থাকি, সরকারের জলকর, তাহার আবার মূল্য কি ?" আমি

বলিলাম, "আমার ইলিশ মৎস্যের প্রয়োজন হইবে না, তুমি আনিও না। প্রয়োজন হইলে তোমাকে খবর দিব"। বাজারে নানাপ্রকার মৎস্য সরকারী কর্ম্মচারীগণ ৵০ সের হিসাবে ক্রয় করিতেন, অন্যলোকে সময় সময় কিছু বেশী দিত। সেখানে সস্তায় মৎস্য পাওয়া যায়, ইজারাদারের আশ্রয় নেওয়া নিষ্প্রয়োজন ও অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। হয়তো আরও ২।১ দিন মৎস্য দিয়াছিল।

সেখানে মালদহ আমও প্রচুর পাইতাম। মনে পড়ে এক দিন ২৮টী ফজলী আম, মাঝারি সাইজের এক টাকাতে কিনিয়াছিলাম। অতি অল্পব্যয়ে ভাল আহার জুটিত।

প্রায় ৪ মাস রাজমহল ছিলাম। সেখানে আমার সাবজজের মোকদ্দমা ও সিভিল আপিল করিতে হইত। অনেক Sub Judgeএর মোকদ্দমা pending ছিল। কিন্তু বাহাদুরী দেখাইবার আশায় ৮।৯টী Sub Judgeএর পুরাতন original suit নিষ্পত্তি করিলাম। ইহার প্রতি মোকদ্দমায়ই দুই পক্ষে উকিল থাকিতেন। ভাগলপুর হইতেই প্রায় উকীলগণ আসিতেন। দেওয়ানী মোকদ্দমার অনভিজ্ঞতা বশতঃ ও ক্ষিপ্রকারীতার জন্য, আমার বিচারের ফল তত ভাল হইয়াছিল না। কয়েকটী মোকদ্দমা আপিলে পরে remandএ আসিয়াছিল, ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম।

ফৌজদারী মোকদ্দমাও করিতাম। ১১০ ধারার মোকদ্দমাও কয়েকটা করিয়াছিলাম। এক মোকদ্দমার জন্য রাজমহলের

দক্ষিণাংশে প্রায় ২৫ মাইল দূরে যাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে পোলিস ইন্‌স্পেক্টর (Babu Harinath Banerji) গিয়াছিলেন। আমরা উভয়ে এক নৌকাতে গঙ্গার বক্ষ দিয়া গেলাম। সেখানে ভাল ভাড়াটে নৌকা ছিল না। একখানা জেলে ডিঙ্গিতে আমরা চলিলাম। নৌকাখানা ছোট, বোধ হয় মাত্র ১২ হাত লম্বা, পিছন দিকে এক ক্ষুদ্র ছই (cover) যাহাতে তিন ৪টী লোক বসিতে পারে। সাম্‌নের দিকে অধিকাংশ স্থান খোলা। জেলেরা সেই নৌকায় ইলিশ মাছ ধরে। বর্ষার তরতর গঙ্গা, প্রবল স্রোত। ইন্‌স্পেক্টর পশ্চিমবঙ্গবাসী, নৌকায় উঠিতে অত্যন্ত ভীত হইলেন। অথচ আমি সাহস করিতেছি ভাবিয়া নীরব রহিলেন। বিকাল ৩।৪টার সময় রওনা হইলাম। খরস্রোতে নৌকা ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝিরা (২জন) ইলিশমাছের জাল ফেলিয়া ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ৭।৮টা ইলিশ মাছ ধরিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা গন্তব্য স্থানের নিকট গেলাম। মাঝিরা বড় ২টা ইলিশ মাছ আমাদের জন্য দিল। কতক বিক্রী করিল ও নিজেদের খাওয়ার জন্য ১টা মাছ রাখিল। ইলিশ মাছের ভাজা ও ঝোল খুব খাওয়া হইল। রাত্রিতে নৌকা এক খালে নিয়া রাখিল। আমরা নৌকাতেই কোনরূপে শুইয়া রহিলাম। সঙ্গীয় লোকজন নিকটস্থ এক গৃহস্থ বাড়ী গিয়া শুইয়া রহিল। পর দিন সকালে ঐ খান দিয়া কিছু অগ্রসর হইলাম। প্রাতরাশ সমাপন করিয়া

গঙ্গাবক্ষে।

গন্তব্যস্থানে হাটিয়া চলিলাম। প্রায় ১টার সময় গ্রামে পঁহুছিয়া এক অনুচ্চ পাহাড়ের উপর বৃক্ষছায়ার আশ্রয়ে টেবিল চেয়ার পাতিয়া সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে আরম্ভ করিলাম। বেশ রৌদ্র ছিল। গরম বোধ হইল। তৃষ্ণাতুর হওয়াতে স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী এক ঝরণা হইতে জল আনিল। স্নিগ্ধ, সুশীতল, নির্ম্মল জল। অতি তৃপ্তির সহিত পান করিলাম। ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রবল ক্ষুধা বোধ করিলাম। হয়তো ২॥ ঘণ্টা পূর্ব্বে বেশ আকণ্ঠপূরিত আহার হইয়াছিল, এত শীঘ্র ক্ষুধার পুনরুদ্রেক কেন হইল, এ প্রশ্ন আলোচনাতে স্থানীয় লোকগণ বলিল "ঝরণার জলই তাহার কারণ"। পুনরায় লুচি, মোহনভোগ খাইয়া মোকদ্দমার কার্য্য শেষ করিলাম। তখন ঝরণাটী দেখার কৌতূহল হইল। সেখানে গেলাম, কি আশ্চর্য্য দৃশ্য। পাহাড়ের নিম্নপ্রান্তে পাহাড়ের গা বাহিয়া জমির ২।৩ ফিট উচ্চ হইতে এক অবিরল জলধারা প্রবাহিত হইয়া নিম্নে পড়িতেছে। নীচে বালুকাগর্ভ এক ক্ষুদ্র কুণ্ড, তাহাতে জল সঞ্চিত হইতেছে। বহু সাঁওতাল নারী আসিয়া বাটী দিয়া কলসী ভরিয়া লইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ সঞ্চিত জল সেঁচিয়া ফেলিতেছে; আবার ২।৩ মিনিট মধ্যে কুণ্ড ভরিতেছে, তাহারা বাটী দিয়া কলসী ভরিতেছে। নির্ম্মল সুস্বাদু জল। পাহাড়ের উপর কোথায়ও জলাশয় নাই। শুধু পাথর মিশ্রিত কঠিন বালুকাসংযুক্ত ভূমি, তাহার ভিতর দিয়া অজস্র জলধারা আসিতেছে। ভগবানের কি সৃষ্টি

কৌশল। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম এবং স্রষ্টার মহিমা উপলব্ধি করিলাম। রাত্রিতে নিকটস্থ এক ধনী গৃহস্তের বাড়ীতে আমরা রহিলাম। সেখানেও মাংস প্রভৃতি উপাদেয় আহারে পুনরায় পুরামাত্রায় ভোজন করিলাম। পর দিন প্রাতে নৌকাযোগে রওনা হইলাম। এবার অধিকাংশ রাস্তা খাল দিয়া আসিলাম। গঙ্গার উজানস্রোতে নৌকা বাহিতে মাল্লাগণের সাহস হইল না। আমরা নিরাপদে সন্ধ্যায় রাজমহল পহুঁছিলাম।

মতি ঝরণা।

এক দিন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রাজমহল হইতে 'মহারাজপুর' ষ্টেশনে যাইতে হইয়াছিল। রাজমহল হইতে ব্রাঞ্চলাইনে E. I. R. Loop lineস্থ রমণীয় 'তিন পাহাড়' ষ্টেশনে যাইতে হয়। তিনটী উচ্চ পাহাড় শৃঙ্গ একাদিক্রমে আকাশ ভেদিয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতেই 'তিন পাহাড়' নামে ষ্টেশন অভিহিত হইয়াছে। মহারাজপুর তিন পাহাড় হইতে ১০।১২ মাইল উত্তরে। বেলা দশটার সময় সেখানে পহুঁছিলাম। সঙ্গে একজন P. W. Dর Sub-overseer ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিখ্যাত "মতি ঝরণা" দেখিতে রওনা হইলাম। যাঁহারা দিবাভাগে লুপ লাইনের এই অংশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা রেইল লাইনের পশ্চিম অংশে পাহাড়-গাত্রে রজত-রেখার ন্যায় "মতিঝরণা" নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন। বর্ষাকালে এই জলপ্রপাত এত প্রশস্ত ধারায় নিপতিত হয়, যেন একটী অপ্রশস্তা স্রোতস্বতী পাহাড়

হইতে perpendicularly নীচে নামিতেছে বলিয়া মনে হয়। আমরা সঙ্গে ৩।৪জন পাহাড়িয়া কুলি লইয়া এই 'ঝরণা' দেখিতে গেলাম। কুলিরা প্রত্যেকে সঙ্গে এক একখানা দা লইল। ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়া রাস্তা কাটিতে কাটিতে আমরা ক্রমে উচ্চে উঠিয়া সেই জলপ্রপাতের নিম্নদেশে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী সাধারণ জমি হইতে প্রায় ½ মাইল উচ্চ হবে। অতি বিচিত্র, শোভাপূর্ণ, পরম রমণীয় স্থান। চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল। সহস্র ২ কদলী বৃক্ষ। শত শত কলার কাঁদি অপক্ক, অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় গাছে ঝুলিতেছে। আর একদল বাঁদর সেখানে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। নিম্নদেশে একটী কুণ্ড বা হ্রদ। ১৫।১৬ হাত তাহার ব্যাস হইবে। এই হ্রদে পাহাড়ের শিখর হইতে সহস্র সহস্র ধারায় জল পড়িতেছে। প্রায় ১৫০ ফিট উচ্চ হইতে বেগে জল পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ রজতখণ্ডের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পাহাড়ের যে পার্শ্ব দিয়া জল পড়িতেছে তাহা মসৃণ, যেন কোন কারিকর ছেনি দিয়া কাটিয়া তাহা plain বা অবন্ধুর করিয়া দিয়াছে। সেখানে পাহাড়ের গাত্র একবারে খাড়া বা steep. এই মসৃণ খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া প্রতিনিয়ত জলধারা নিম্নস্থ কুণ্ডে পড়িতেছে। দূর হইতে তাহাকে একটী জলধারার মত দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক ১৫।২০ হাত প্রশস্ত হইয়া লক্ষ ধারা একত্রে পতিত হইতেছে। কুণ্ডের নিকট দাঁড়াইবার উপায় নাই। সমস্ত গাত্র ভিজিয়া যায়।

একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমরা এই অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিতে লাগিলাম। এই হ্রদ হইতে একটী পার্ব্বত্য সরিৎ বহিয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। কুণ্ডের একপার্শ্বে কোন সময়ে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়াইল প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন তাহার ধ্বংশাবশেষ আছে। অনেক পরিব্রাজক এই "মতিঝরণা" দেখিতে আসেন। বর্ষাকালেই ইহার শোভা আরও মনোহারিণী হয়। পর্ব্বতের যে শিখর হইতে এই জলপ্রবাহ পড়িতেছে, সেখানে উঠিতে সাহস ও সময় হইল না। সেখানে কোন জলাশয় নাই, অথচ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সমস্ত ঋতুতেই এই অদ্ভুত জলপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন চলিতেছে। ভগবান, তুমি পাষাণ হইতে জল উৎপাদন কর, কি মহিমান্বিত যাদুকর!

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। মহারাজপুর আসিয়া ট্রেইনে রাত্রিতে বাসায় ফিরিলাম।

কার্য্যোপলক্ষে আমাকে প্রায়শঃই সাহেবগঞ্জ যাইতে হইত। সাহেবগঞ্জ মহারাজপুরের উত্তর। E. I. Railwayর একটী important station. এই স্থান গঙ্গার উপর, এখানে গঙ্গা পার হইয়া কাটিহার লাইনের মনিহারী ঘাট ষ্টেশনে যাইতে হয়। তথা হইতে পার্ব্বতীপুর, কাটিহার, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। সাহেবগঞ্জে অনেক Anglo-Indian রেইলওয়ে কর্ম্মচারী বাস করিতেন। সেখানকার Inspection Bunglow বৃহৎ, সুন্দর ও সুসজ্জিত। আমি প্রায় সেই বাঙ্গলাতে থাকিতাম।

'তেলিয়াগড়'।

একবার এক মোকদ্দমার বিচার করিতে গিয়া Police Inspector হরিবাবু সহ সেই বাঙ্গলায় ছিলাম। তথা হইতে নৌকাযোগে "তেলিয়াগড়" দেখিতে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। "তেলিয়াগড়" এক প্রাচীন দুর্গ। ইহাকে বলা হইত Gate way to Bengal : প্রাচীনসময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে এইস্থানে গঙ্গা নদী পার হইয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে হইত। দুর্গটী গঙ্গানদীর উপরে অবস্থিত। তখন main channel একটু দূরে সরিয়া গিয়াছিল। বেলা ১টার সমর আহারান্তে আমি ও হরিবাবু এক ক্ষুদ্র নৌকাযোগে রওনা হইলাম। গঙ্গার ক্ষুদ্র ফাড়ি (channel) উজাইয়া নৌকা চলিল। 'তেলিয়াগড়' পহুঁছিয়া দুর্গের উপর উঠিলাম। এখন দুর্গ নাই, মাত্র ভগ্নাবশেষ আছে। উচ্চ পাহাড়শিখরে এই দুর্গ ছিল। সেখান হইতে রজতশুভ্রা গঙ্গা অতি রমণীয় দেখা যায়। এই বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে আকাশে মেঘ দেখিলাম। অচিরে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া নৌকায় যাইতে একবারে ভিজিয়া ঢোল হইলাম। পোষাক পরা ছিল, কোট প্যাণ্ট সমস্তই ভিজিয়া গেল। নৌকায় গিয়া একখানা বিছানার চাদর লম্বাভাবে মাঝে ছিঁড়িয়া দুইজনে তাহাই পরিলাম। প্রবল বাতাস আরম্ভ হইল, শীত করিতে লাগিল। সেই অর্দ্ধ চাদর দ্বারাই লজ্জা ও শীত নিবারণ করিতে হইল। মাঝিরা অতিকষ্টে রাত্রি ১১টা কি ১২টার সময় সাহেবগঞ্জ বাংলায় পৌছাঁইয়া দিল। তখন উষ্ণ ও সুখাদ্য

আহার পাইয়া শ্রান্তি দূর হইল। রাজমহল মোগল সাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গলার নবাবের রাজধানী ছিল। এখনও স্থানে স্থানে অতীতের কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান কোর্টগৃহ ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রাসাদগুলি সেই সময়েই প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রাসাদ গঙ্গার গর্ভ হইতে পাথর দ্বারা বাঁধিয়া উঠান হইয়াছিল। বর্ষার গঙ্গা এই সমস্ত প্রাসাদের গায়ে তরঙ্গ বিক্ষেপ করে, তখন অপূর্ব্ব শোভা হয়। কোর্টের নিকট তোরণের মত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত একটী প্রাসাদ আছে, কোন শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ আসিলে সেখানে জাহাজ হইতে অবতরন করেন ও সেইখানেই লাট সাহেবকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

রাজমহলের পশ্চিম পার্শ্বে পর্ব্বতমালা। এই সব পর্ব্বতে অপর্য্যাপ্ত 'সাবই' ঘাস জন্মে। এই সাবই ঘাস গবর্ণমেণ্টকে Royalty বা খাজনা দিয়া মহাজনগণ কিনিয়া রেইলে কলিকাতা চালান করে। সাবই ঘাস দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হয়। সাবই ঘাসে রসিও প্রস্তুত হয়। সাবই ঘাস কর্ত্তন ও চালান এই অঞ্চলের এক বিশেষ industry. বর্ষায় দেখিলাম, কোন কোন পাহাড় হইতে প্রচুর "কাঁকরল" নামক তরকারী ট্রেইণে চালান হয়। ইতিপূর্ব্বে মাত্র ১ কি ২ টাকা দিলেই কাঁকরল চালানের Permit দেওয়া হইত। আমি auction অর্থাৎ নিলাম দ্বারা সেই ক্ষমতা বিক্রি করার প্রথা প্রচলন করাতে অনেক আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল।

পূর্ব্বপ্রান্তে বিশাল গঙ্গা, পশ্চিমপ্রান্তে উন্নত পর্ব্বতমালা; প্রায় সমস্ত স্থানেই স্বভাবের বিচিত্র শোভা। মফঃস্বলে গিয়া এই শোভার সম্পদ অনেক উপভোগ করিয়াছিলাম। পর্ব্বতে "মাল পাহাড়িয়া" নামক এক আদিম অধিবাসীগণ বাস করে। তাহাদের ভাষা "পাহাড়িয়া" (Malto) কিছু কিছু শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। প্রায় ২ বৎসর পর সেই ভাষায় পরীক্ষাও দিয়াছিলাম। এখন প্রায় তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

দেখিতে দেখিতে আমার রাজমহলের সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হইল। চারি মাস অতীত হইল, আমি পুনরায় দেওঘর যাইতে আদিষ্ট হইলাম। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজমহল পরিত্যাগ করিলাম। ৬ই কি ৭ই অক্টোবর আমরা দেওঘর উপস্থিত হইলাম।

১২শ পরিচ্ছেদ।

দেওঘর (২য় বার)

এবার আমাদের জন্য অপর একটী বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এটী রেইল লাইনের দক্ষিণপার্শ্বে অক্ষয় চৌধুরী নামক এক ডিপুটী মহাশয়ের বাড়ী, রেইল গুমটীর নিকট। সেই বাড়ীতে কয়েক মাস বাস করিলাম। আবার পূর্ব্বের মত রুটিন কার্য্য আরম্ভ হইল।

পুনরায় দেওঘরে।

পরবর্ত্তী জুলাই মাসে আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অমলচন্দ্র নাগ জন্মগ্রহণ করিল। এবারও প্রফুল্ল অতি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই হরিচরণ বাবুকে আনিয়া দেখান হইল। আভ্যন্তরিক দোষগুলি পরীক্ষার্থে নিকটবর্ত্তী Wesleyan Missionএর জনেনা ডাক্তার Dr. Miss Longdonকে ডাকা হইল। তিনিও কয়েক দিন আসিয়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। এই সব গোল-মালের জন্য টেলিগ্রাম করিয়া বাড়ী হইতে বধূ ঠাকুরাণীকে ও অন্য আত্মীয়া এক রমণীকে (ক্ষীরোদের স্ত্রী শ্রীমতী পূর্ণশশী নিয়োগী) আনাইলাম। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ভুগিয়া প্রফুল্ল সুস্থ হইতে লাগিলেন। তখন আমরা বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া রেইল লাইনের উত্তরে ইন্‌স্পেক্টর রাধিকা সিংহ মহাশয়ের বড় বাড়ীতে গেলাম। এই বাড়ী বরদা বাবুর বাড়ীর সংলগ্ন। অনেক যায়গা। বাগানাদিও কিছু প্রস্তুত হইল। দুইটী গাভী ছিল। প্রায় ৫।৭ সের দুধ দিত। এখানে বেশ comfortably থাকিতে লাগিলাম। এই বাড়ীর এক অংশে একখানা ছোট বাড়ীতে 2nd Officer আমার বন্ধু মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় সাব ডিপুটী থাকিতেন। তিনি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন, পরে ডিপুটী হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমাদের উভয় পরিবারে বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। একবার মনোমোহন বাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর বাসায় বেড়াইতে আসিয়া কিছু

দিন ছিল। সে বেচারী কলিকাতার বাইরে বড় যায় নাই। আমার পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গলা কথা তাহার নিকট বড় আমোদজনক বোধ হইত। এক দিন সে মনোমোহন বাবুকে বলিয়াছিল "কাকাবাবু, আমাদের ডিপুটী বাবু Royal Bengal." অর্থাৎ নিরেট বাঙ্গাল, অথবা ওঁর ভাষা একবারে খাটি বাঙ্গাল দেশের। মনোমোহন বাবু আমাকে উহা বলিয়া এক হাসির তরঙ্গ তুলিয়া ছিলেন।

এবার এই মনোমোহন বাবুর এক ভৃত্যের সংস্পৃষ্ট এক মোকদ্দমার বিচারে বড় সমস্যায় পড়িয়াছিলাম। তাঁহার এক

হাকিম ও দারোগার সহিস।

ঘোড়া ছিল এবং ঐ দেশীয় একজন সহিস (groom) ছিল। তখন থানার দারোগা ছিলেন, বরদা বাবু নামক বাঁকুরা কি বৰ্দ্ধমান অঞ্চলের এক ভদ্রলোক। ইহাঁর ও ইহাঁর পরিবারদের সঙ্গেও আমাদের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তালতলার জোড়া বাড়ীর নিকটে এঁদের বাসা ছিল। আমি তথায় থাকার সময় বরদা বাবুর অনুপস্থিতিতে আমরা তাঁহার পরিবার ও শিশুর তত্ত্বাবধান করিতাম। এই দারোগা বাবুরও ঘোড়া ও সহিস ছিল। এক দিন এই দুই সহিস ঘাস আনিতে এক দেওঘরবাসী বানিয়ার উদ্যানে প্রবেশ করে। ঐ উদ্যান চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সদর দ্বার খোলা ছিল। বানিয়ার লোক তখন উদ্যানে কার্য্য করিতেছিল, বানিয়াও সেখানে ছিল। সহিস ঘাস ছিলিতে আরম্ভ করিলে বানিয়া নিষেধ করে। তাহারা হাকিম ও

দারোগার সহিস, নিষেধ না মানিয়াই ঘাস ছুলিতে থাকে। তখন বানিয়া বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হয় বা কিছু বলও প্রকাশ করে। সহিসদ্বয় সেখানে তাহাদের ঘাসের ছালা ও কাস্তিয়া ফেলাইয়া থানায় যায় ও রিপোর্ট করে যে বানিয়া তাহাদিগকে মারিয়া তাদের ছালা ও কাস্তিয়া কাড়িয়া রাখিয়াছে। দারোগা এজাহার লইয়া মোকদ্দমার তদন্ত করেন এবং ৩৭৯ ধারা (চুরির অপরাধ) মত বানিয়া ও তাহার ভৃত্যকে বিচার জন্য চালান দেন। আমাকে এই মোকদ্দমার বিচার করিতে হয়। বাদীদ্বয় হাকিম ও দারোগার ভৃত্য। বিচারক তাঁহাদের বন্ধু ও আপনার লোক। বেচারা বানিয়া ভাবিল এ মোকদ্দমাতে তাহার শাস্তি অনিবার্য্য। আমি বিচার করিয়া আসামী-দিগকে খালাস দিলাম। রায়ে একটু মন্তব্য লিখিলাম যে, "The Sub-Inspector should have exercised better discretion in refraining from sending up the accused in this case". আমি প্রমাণে বুঝিলাম, সহিস-দিগেরই দোষ, তাহারাই criminal trespassএর অপরাধী। তাহারা নিজেরাই ছালা ও কাস্তিয়া ফেলাইয়া আসিয়া "কাড়িয়া নেওয়ার" অলীক কাহিনী রচনা করিয়াছিল। আমি সরলভাবে ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার ফলে Sub-Inspector লাঞ্ছিত হইতে বসিলেন, তাহাতে আমি দুঃখিত হইলাম। Sub-Inspector তখন Inspectorএর গ্রেডে প্রমোশন পাইবার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার এই প্রমোশন

কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকার আদেশ আসিল। মনোমোহন বাবু বুদ্ধিমান লোক, এই বিচারে তিনি reasonable attitude নিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সহিত আমার যে বন্ধুত্ব ছিল তাহার কিছুই লাঘব হইল না। এবার আর একটী মোকদ্দমা করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং সৎসাহস প্রদর্শনেরও দরকার হইয়াছিল। বিভিন্ন পক্ষ সমর্থনকারী পাব্লিক এই মোকদ্দমায় বিশেষ interest লইত এবং ইহাতে একটু local sensationও হইয়াছিল।

সেসময়ে স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী নামক একজন ক্ষমতাশালী, পণ্ডিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সাধু পুরুষ "তপোবনে" বাস করিতেন। তপোবন একটী ক্ষুদ্র পাহাড়, দেওঘর হইতে

তপোবন ও স্বামী বালানন্দজি।

৫।৬ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণদিকে অবস্থিত। অতি রমণীয় স্থান। একটী বড় পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর এক গুহা আছে। সেই গুহাটী শিষ্যগণ স্বামীজির বাসোপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। এই গুহার নিকটেই "তপোনাথ" নামধেয় এক শিবলিঙ্গ আছেন। তপোবনবাসী স্বামীজির লোক তাঁহার সেবাভোগের কার্য্য চালাইতেন। তপোবনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে কতক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা এই তপোনাথের পাণ্ডার কার্য্য করিতেন। তাঁহারা দাবী করিতেন যে মেলার সময় কিংবা অন্য সময়েও তপোনাথের মন্দিরে যে 'চড়হাও' হইত তাঁহারাই তাহা গ্রহণের

অধিকারী। যাত্রীগণ পয়সা, সোনা, রূপা প্রভৃতি তপোনাথ শিবলিঙ্গের মাথায় চড়াইয়া দিত, তারই নাম 'চড়হাও' বা offerings. পক্ষান্তরে স্বামীজি ও তাঁহার লোকগণ ঐ "চড়হাও" গ্রহণের অধিকারী বলিয়া দাবী করিতেন। স্বামীজি তপোবনে আসার সময় হইতে এই সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল।

একবার মেলার সময় ব্রাহ্মণ পাণ্ডাগণ দলবলে আসিয়া দাঙ্গা করিয়া স্বামীজির লোকদিগকে সামান্যভাবে মারপীট করিয়া বলপূর্ব্বক সমস্ত 'চড়হাও' লইয়া গেল। স্বামীজির প্রধান শিষ্য এক সমৃদ্ধিশালী সদ্বংশসম্ভূত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ (সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দ স্বামী) পাণ্ডাদের নামে rioting জন্য ১৪৭ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার বিচার করিলাম। অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ নিতে হইল। ভাগলপুর হইতে রায় বাহাদুর তারিণীপ্রসাদ প্রভৃতি উকীলগণ আসিয়া উভয়পক্ষের মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। দীর্ঘদিনব্যাপী বিচারের ফলে আমার প্রতীতি হইল যে বালানন্দ স্বামীজি তপোবন বন্দোবস্ত লওয়ার পর হইতে ঐ 'চড়হাও' বা offerings দখল করিতেছেন এবং পাণ্ডাগণ যাত্রীদের নিকট হইতে পৌরহিত্যের জন্য টাকা, সিকা, দুএক আনা, যথাসম্ভব আদায় করিয়া থাকেন। সুতরাং পাণ্ডাগণ বেআইনী জনতাবদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক 'চড়হাও' লইয়াছে; এই সিদ্ধান্তে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা মত তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলাম। যতদূর মনে পরে আসামীদিগকে অল্পদিনের কয়েদ দিয়া অর্থদণ্ড

করিলাম। এই বিচারের ফল সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হইতে লাগিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়, ব্যবহারজীবীগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীগণ আপিল করিল। Mr. Bompas Dy. Commissioner সেই আপিল শুনিলেন। তিনি আমার রায় confirm করিয়া আপিল ডিসমিস করিলেন ও শাস্তি বহাল রাখিলেন। তাঁহার judgmentএর প্রথমেই লিখিয়াছিলেন "The Magistrate has written an admirable judgment". এইভাবে সেই রায়ে আমার বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পাণ্ডাগণ কমিশনার সাহেবের নিকট ২য় বার আপিল করিয়াছিল। কিন্তু কমিশনারও আমার রায় বহাল রাখিলেন।

এইবার দেওঘরে প্রথম plague 'প্লেগ' দেখা দিল। ইহার পূর্ব্বে বিহার ও পশ্চিম অঞ্চলে অনেকস্থানে plague হইতেছিল। দেওঘর মন্দির দর্শনার্থ বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে, সুতরাং এখানে প্লেগের আবির্ভাব সহজ। প্লেগ আরম্ভ হওয়ামাত্র মিউনিসিপ্যালিটী হইতে নিবারণের নানা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এবিষয়ে S. D. O. Mr. Piffard আমার বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন ও উৎসাহ দিতেন। আমি নির্ভয়ে plague infected areaতে নিজে গিয়া, গৃহ disinfect করা, বা পোড়াইয়া ফেলা, মৃতের চিকিৎসা ও সৎকার করা, segregation camp তৈয়ারী করা, ড্রেইন পরিষ্কার করা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য নিজের personal

প্লেগ।

supervisionএ করিতে লাগিলাম। ফলে ২।৩ মাস মধ্যে প্লেগ থামিয়া গেল। বড় দুঃখের বিষয় বরিশা বেহালা নিবাসী ৺ অক্ষয়কুমার রায় মহাশয় এই রোগে জীবন হারাইয়াছিলেন। তিনি একজন সজ্জন, শিক্ষিত, বি, এল উকীল ছিলেন। দেওঘরে practice করিতেন। সেইবারের মিউনিসিপ্যালিটীর এড্মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে প্লেগনিবারণের কার্য্যাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দিয়াছিলাম। S. D. O. নিজে আমার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়া এক প্যারা বসাইয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রচারিত রিপোর্টেও আমার কার্য্যের প্রশংসা সহ উল্লেখ ছিল।

কাউন্সিলে ইলেক্সন।

এখানে থাকার সময়ও এক Election ব্যাপারে জড়িত হইয়াছিলাম। Legislative Council এ ভাগলপুর ডিভিসনের মিউনিসিপ্যালিটী সকল একজন repre-sentative মনোনীত করার কথা ছিল। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটী তাহার repre-sentativeকে ভাগলপুর পাঠাইতে হইয়াছিল। আমি দেওঘর মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে ভাগলপুর গিয়াছিলাম। ৺ রায় বাহাদুর তারিণীপ্রসাদ, ভাগলপুরের একজন সুযোগ্য উকীল সেবার Election প্রার্থী ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান রোহিণী গ্রাম, দেওঘর হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। তিনি সমস্ত দেওঘর সাবডিভিসনের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি, সুতরাং দেওঘর মিউনিসিপ্যালিটী তাঁহাকে ভোট দিতেই স্থির

করিয়া আমাকে তদনুরূপ উপদেশ দিয়াছিল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে কে ছিলেন আমার মনে নাই। বোধ হয় রাজা শিবচন্দ্র বানার্জি একজন ছিলেন। এবার ভোট দিতে আমার কোন ইতস্ততের কারণ হইল না। কেননা দেওঘর মিউনিসিপ্যালিটী যাঁকে ভোট দিতে আমাকে আদেশ দিয়াছে, আমি তাঁহার জন্যই ভোট দিব। রায় বাহাদুর তারিণীপ্রসাদই আমার থাকার জন্য তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী আরও ২।৩টী ভদ্রলোকও তথায় থাকিতেন। আমরা Commissioner's office এ গিয়া ভোট দিয়া আসিলাম। তখন vote by ballot এর প্রথা ছিলনা। ফলে, পরে রায় বাহাদুরই মনোনীত হইয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে চলিয়া আসার পূর্ব্বে রায় বাহাদুর তাঁহার গৃহে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দিয়াছিলেন। অনেক রকম সুখাদ্যের ব্যবস্থা ছিল; এক বিশেষত্ব এই ছিল যে ৩২ রকমের আচার ছোট ছোট মেটে খুড়িতে সাজাইয়া দিয়াছিল। এই নিমন্ত্রণে আচার বা চাটনির এক Exhibition বা প্রদর্শনী দেখিলাম।

সন্ন্যাসিনী সৌদামিনী সিংহ।

আমার বাসায় মোহনলাল ঘোষ নামক একটী পিতৃমাতৃহীন বালক কিছু দিন থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তাহার পিতার বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গে বোধ হয় টাকীতে ছিল। তাহার মাতামহী দেওঘরে পাণ্ডাপাড়ায় এক সন্ন্যাসিনীর মত থাকিতেন। সেই মহিলার নাম সৌদামিনী সিংহ। তাঁহার স্বামী military departmentএ

কি যেন কার্য্য করিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী সামান্য কিছু পেনসন পাইতেন। তিনি সেই টাকা দ্বারা নিজের খরচ চালাইতেন এবং মোহনলালকে কিছু সাহায্য করিতেন। সেই মহিলার অনুরোধে আমি মোহনলালকে বাসায় রাখিয়াছিলাম। সৌদামিনী ঠাকুরাণী অন্ন খাইতেন না। আটা বা ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি তখন রোহিণী গ্রামে বা তন্নিকটস্থ কোনস্থানে বাসের জন্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে ছিলেন। উদ্দেশ্য সেখানে একটী আশ্রম করিয়া অবশিষ্ট জীবন তথায় কাটাইবেন। হঠাৎ মোহনলালের জ্বর হইল এবং সামান্য রকমের নিমোনিয়াও হইল। তখন তাহার দিদিমাকে খবর পাঠাইলাম। তিনি আমার বাসায় আসিলেন ও মোহনলালের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরকৃপায় মোহনলাল অল্প সময়েই আরোগ্য লাভ করিল। প্রফুল্ল মোহনলালের দিদিমাকে কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, তিনিও সম্মত হইলেন। তাঁহার বয়স বোধ হয় ৫০ এর উর্দ্ধ ছিল। অন্নাহার না করিয়াও সুস্থ ও সবলদেহশালিনী ছিলেন। আমাদের সঙ্গে থাকার সময় জানিলাম এই মহিলা বিশেষ গুণসম্পন্না ছিলেন। ভাল বাঙ্গলা জানিতেন, ইংরেজীও একটু জানিতেন। শিলাই প্রভৃতি বহু শিল্পবিদ্যায় তাঁহার নিপুণ হস্ত ছিল। তিনি নানাপ্রকার জলখাবার প্রস্তুত করিতেন এবং আমি অফিস হইতে আসিলে প্রতি দিন আমাকে নূতন খাবার দিয়া জল

খাওয়াইতেন। তিনি গৃহকার্য্যে প্রফুল্লকে অভিভাবিকার ন্যায় সাহায্য করিতেন। ছেলেপেলেদের অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন। সেই মহিলার নানাগুণে আমরা এতদূর বাধিত হইলাম যে আমরা দেওঘর থাকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত সময়ই তাঁহাকে আমার বাসায় রাখিয়া দিলাম। এখন তিনি বাঁচিয়া আছেন কিনা সে সংবাদ রাখিনা। ৪ বৎসর পূর্ব্বে দেওঘর গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, তিনি রোহিণীতে নাই।

প্রথমবার দেওঘর আসিয়াই সাঁওতালী ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে তুমকা থাকার সময় একটু একটু শিখিয়াছিলাম। এবার করমাটারের নিকট হইতে মাসিক ১০৲ কি ১২৲ বেতনে একজন সাঁওতাল মাষ্টার আনাইলাম। সে কিছু বাঙ্গলা লেখা পড়া জানিত। তাহাকে বাসায় রাখিলাম, আমার বাসায়ই খাইত ও থাকিত। আমি ভোরে উঠিয়া বৈঠকখানা ঘরে তাহার শয্যার নিকট বসিতাম। সে উঠিয়া শালপাতা দিয়া একটী চুরট বানাইয়া আমাকে খাইতে দিত, নিজেও একটা বানাইয়া খাইত। তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইত। পরে প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতাম ও সাঁওতালি ভাষায় আলাপাদি করিতাম। সাঁওতালি লিখিত ভাষা নয়। তবে ইয়ুরোপীয় মিশনারিগণ Roman Character বা অক্ষর দিয়া বাইবেল প্রভৃতি কতকগুলি সাঁওতালি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রাত্রিতে

সাঁওতালী পরীক্ষা

মাষ্টারের সঙ্গে সেই বই পড়িতাম। বেনাগরিয়া মিশনের প্রধান ধর্ম্মযাচক Rev. Skreffsrude সাহেব ঐ ভাষার একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় ঐ ভাষায় ২৪টী কাল বা tense. আমি মাত্র ৫।৭টা tenseএর ব্যবহার শিখিয়াছিলাম। যাহউক ৪।৫ মাস সাঁওতালি পড়িয়া ও শিখিয়া পরীক্ষা দিতে ডুমকা গেলাম। সেখানে Rev. Skreffsrude, সাঁওতাল ভাষাতে অভিজ্ঞ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট Mr. Stark, ও ডিপুটী কমিশনার সাহেব এই তিন জনে কমিটি গঠন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। আমার সঙ্গে বাবু (now রায় বাহাদুর) কুমুদবন্ধু দাস ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটও পরীক্ষা দিয়াছিলেন। গ্রাম্য জন দুই সাঁওতাল আনাইয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করান হইল। কিছু translation ও retranslation সম্বন্ধে লিখিত পরীক্ষা হইল। তখনই ফল জানিলাম, আমরা উভয়েই পাশ করিলাম। আমি ব্যাকরণ ভাল জানিতাম না, কুমুদবাবু বেশ জানিতেন। কিন্তু আমি খুব তাড়াতাড়ি সাঁওতালদের মত কথা কহিতে পারিতাম। Rev. Skreffsrude সাহেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "You have acquired a wonderful vocabulary of the language, but do sadly want in grammar."

যাহইক পাশ করিয়া এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইলাম। সাঁওতাল মাষ্টারকে যথোচিত পুরস্কার দিলাম। আমার এক আত্মীয়ের পরামর্শে এই টাকা আমি আমাদের গ্রামের এক

সাহার কাপড়ের দোকানে কিছু সুদের প্রত্যাশায় জমা রাখিলাম। দুঃখের বিষয় ঐ দোকান ফেইল পড়িয়া আমার প্রায় সমস্ত টাকাই নষ্ট হইল।

পাহাড়িয়া বা (Malto) ভাষায় পরীক্ষা।

কিছু দিন পর পাহাড়িয়া ভাষা শিখিতে লাগিলাম। রাজমহল থাকার সময় সামান্য কিছু শিখিয়াছিলাম, তখনই একটা প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। রাজমহল হইতে একজন খৃষ্টধর্ম্মের convert পাহাড়িয়াকে বেতন দিয়া বাসায় আনাইলাম। এই লোকটী খুব চালাক ছিল, অল্পায়াসে আমাকে বেশ শিখাইত। ইহাও oral language, সাহেবেরা বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ Roman Character দিয়া লিখিয়াছেন। ইহার সহিত সাঁওতালির কোন সাদৃশ্য নাই। আর এই উভয় ভাষাই, বাংলা, সংস্কৃত কিংবা উর্দ্দু বা পার্সি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে শব্দ সংখ্যা বেশী নয়। বিশেষতঃ পাহাড়িয়া ভাষায় খুব কম সংখ্যক শব্দ আছে। প্রায় 8 মাসে ভাষাটী একরূপ আয়ত্ত করিলাম। কথাবার্ত্তা বেশ বলিতাম, কিন্তু সাঁওতালির মত ততটা facility জন্মিয়া ছিল না। পরীক্ষার অনুমতি পাইলাম, দিনও নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে 'আরারিয়া' নামক পূর্ণিয়ার এক সাবডিভিসনে বদলী হওয়ার আদেশ পাইলাম। তখন পুনরায় চিঠীপত্র দ্বারা ইহা স্থির হইল যে আরারিয়া যাওয়ার পথে পাকুড় গিয়া এই পরীক্ষা দিতে হইবে। সেখানে কমিশনার ও অন্য ২ জন পরীক্ষক এক কমিটি গঠন

করিয়া আমার পরীক্ষা লইবেন। সেইভাবেই ১৯০৩ ফেব্রুয়ারী মাসে পাকুড় গিয়া পরীক্ষা দিলাম ও পাশ করিলাম। ইহাতেও ১০০০৲ পুরস্কার পাইয়াছিলাম, সে টাকা আমি বাড়ী পত্তনি করার সময় ব্যবহার করিয়াছিলাম।

পুত্রের অন্নাশন।

ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে দেওঘর বাসাতেই অমলের অন্নারম্ভ ব্যাপার সমারোহে সম্পন্ন হইল। দেশ হইতে পুরোহিত দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তারক বাবু প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। সহরস্থ সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও মহিলা, অফিস ও মিউনিসিপ্যালিটীর সমস্ত অফিসার ও staff প্রভৃতি প্রায় ৫০০ লোককে বিশেষ আয়োজন করিয়া খাওয়ান হইল। বর্দ্ধমান হইতে মিষ্টি আনা হইল। মফঃস্বল পুকুর হইতে একরূপ বিনা মূল্যে প্রায় ৩০ টা রুই মাছ আনান হইল। অফিসের ও বাহিরের কয়েকজন বন্ধু বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া এই ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সুন্দরভাবে এই বৃহৎ ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সৌদামিনী সিংহ মহাশয়াও তখন বাসায় ছিলেন, তিনি মেয়েদের অভ্যর্থনা ও আহারাদির অতি চমৎকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

আরারিয়া বদলী।

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরই আমার 'আরারিয়া' বদলীর অর্ডার আসিল। দুই যাত্রায় প্রায় ৪ বৎসর দেওঘর ছিলাম। সেখানে অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। সুতরাং এই বদলীতে সকলেরই একটা দুঃখের কারণ হইল। এখন বাধ্য

হইয়া যাইতেই হইবে। ইহার পূর্ব্বে ভাগলপুরের Commissioner সাহেব (Mr. H. C. Williams) দেওঘর পরিদর্শন করিতে আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন "তোমাকে এখান হইতে সরাইবার তাগাদা পূর্ব্বেও আসিয়াছিল, আর তোমাকে এখানে রাখা যায় না," আমি বলিয়াছিলাম, "এখান হইতে যাইতেই হইবে যদি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে কোনও একটা সাব ডিভিসন দেন, তবে বাধিত হইব", তিনি বলিলেন "যদি কিসনগঞ্জ যাও, তবে আমি এখনই দিতে পারি"। আমি সেস্থান অস্বাস্থ্যকর শুনিয়াছি বলিয়া ধন্যবাদের সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। ইহার কয়েক মাস পরই আরারিয়ার Sub-divisional officer appoint হওয়ার order এক দিন হঠাৎ গেজেটে দেখিলাম। তখন হইতেই স্থানত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

দেওঘরের দীর্ঘ জীবন শেষ হইল। এখানকার স্মৃতি যেমন বহুল, তেমনি দীর্ঘ, স্থায়ী ও মধুর। এখানে আসিয়া প্রফুল্ল নব জীবন লাভ করিলেন, শুধু তাই নহে, আমার দুটী প্রিয় পুত্রের জননীও হইলেন। এখানে থাকিয়া দুই গ্রেড্ প্রমোশন পাইলাম। ১৯০২ সনের আগষ্ট মাসেই 5th gradeএ (Rs. 400/-) প্রমোশন পাইয়াছিলাম। আমার মনে হয় official ভাবে ও private gentleman ভাবে কিছু কিছু লোকহিতকর কার্য্যও করিয়াছিলাম।

দেওঘর হিন্দুর পবিত্র তীর্থ স্থান। ইহা যেমন একটী পীঠস্থান, সেইরূপ রাবণ কর্ত্তৃক স্থাপিত "রাবণেশ্বর" নামধেয় মহাদেবেরও

বাসস্থান। তাঁহার মন্দিরে আসিয়া মহাদেব দর্শন ও অর্চ্চনা করার মানসে প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। প্রতি মেলার সময়ই প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষতঃ বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রীরই বেশী সমাগম হয়। ইহাদের সুখ সুবিধা প্রভৃতির বন্দোবস্ত S. D. O. ও তাঁহার সহকর্ম্মী অফিসার ও কর্ম্মচারীগণ, মিউনিসিপ্যালিটীর staff প্রভৃতিকে করিতে হয়। Mr. Piffardএর রাজত্বকালে অধিকাংশ বন্দোবস্ত আমারই করিতে হইত। আমি হর্ষের সহিত তাহা করিতাম এবং তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম।

সামাজিক জীবন।

সেসময়ে সাঁওতাল পরগণা "বাঙ্গলা বিহার ওরিষ্যা" নামক একই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। বাঙ্গলার পক্ষে দেওঘরই একমাত্র স্বাস্থ্য নিবাস ছিল। হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য, স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুনঃ প্রাপ্তির জন্য, বাঙ্গলা (বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙ্গলার কলিকাতা অঞ্চল) হইতে বহু লোক এখানে আসিয়া বৎসরে কয়েক মাস বাস করিতেন। পূজার সময় হইতে প্রায় বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত সহরটী বাঙ্গালী বাবু ও তাঁহাদের পরিবার দ্বারা পূর্ণ থাকিত। ইহাদের বাসের জন্য অনেক ভাড়াটীয়া বাড়ীও ছিল এবং ক্রমেই তাহার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। সহরের বিস্তৃতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আমরা যখন ছিলাম তখন মাত্র Carstairs town নামক নূতন extension ছিল। ৪ বৎসর পূর্ব্বে গিয়া দেখি Bompas Town, William town,

ঝসাগড়ি প্রভৃতি নূতন areaতে অনেক বাড়ীঘর হইয়াছে, আর Baidyanath junction পর্য্যন্ত town extend করিয়াছে। শত শত নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

স্থানীয় লোকেরা এই সব অস্থায়ী স্বাস্থ্যান্বেষণকারীদিগকে "হাওয়াখোর বাবু" বলিত। আর বাঙ্গালী বাবুরা বলিতেন "changeএর বাবু", কেহ কেহ ভুল ইংরেজীতে "changers" ও বলিতেন। ইহাদের অধিকাংশ অবস্থাপন্ন লোক। অনেক রাজা, জমিদারও আসিতেন। আর নিরুপায় হইয়া অনেক দরিদ্র পরিবারকেও এখানে আসিতে হইত। ইঁহারা নূতন স্থানে আসিয়া অনেক অভাব অসুবিধার মধ্যে পড়িতেন। সুতরাং স্থানীয় লোকদের কিছু কিছু সাহায্য লইতে প্রয়াসী বা বাধ্য হইতেন। এই সূত্রে আমার সহিত তাঁহাদের অনেকেরই আলাপ হইত। আমি এই সব changeএর বাবুদের সহিত বেশ মিশিতাম। নবাগত পরিবারের বাসগৃহ ভাড়া করিয়া, তাঁহাদের ভৃত্য, দুধ বা অন্য খাদ্যাদি কি আসবাব সংগ্রহ করিয়া, পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা বা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া, আবশ্যকমত মৃতের সৎকারের সাহায্য করিয়া নানাভাবে আমি তাঁহাদের প্রীতি লাভ করিতাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অবস্থাপন্ন লোক। তাঁহাদের গৃহে আমোদপ্রমোদ, ভোজ প্রভৃতিতে তাঁহারা কখনও আমাকে ভুলিতেন না। কোন কোন গৃহে নিমন্ত্রণের বিপুল আয়োজন হইত! একবার নাটোর রাজপরিবারের এক আত্মীয় বাবু এক নিমন্ত্রণ দিয়াছিলেন,

তাহাতে নানাপ্রকার উপাদেয় আহার্য্যের সহিত ৫২ পদ মিঠাইএর আয়োজন ছিল। নাটোর হইতে অনেক রকম মিষ্টি আনাইয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া দু একবার আমিও এই সব বড় লোকদিগকে সখের fashionable নিমন্ত্রণ দিয়াছিলাম। এই সব হাওয়া পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষী বাবুদের ভিতর অনেক cultured men ছিলেন, আর তাঁহারা সেখানকার কোন মামলা মোকদ্দমাতে সংস্পৃষ্ট থাকিতেন না। তাঁহাদের ভিতরে অনেকে আমার সমবয়স্কও বা কিছু কমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া খেলাধূলা ও সঙ্গীতাদি আমোদপ্রমোদ করিতাম। নিজের বাসার নিকট এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষপাশে একটী সুন্দর Tennis court প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। বরদা বাবু নিজে supervise করিয়া তৈয়ার করাইয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই সেখানে tennis খেলা হইত। কলিকাতা, উত্তরপাড়া, হুগলি প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভাল খেলোয়ার আসিয়া সেখানে খেলিতেন। আমি তখন খুব tennis খেলিতাম, নিতান্ত মন্দ খেলিতাম না। সন্ধ্যার পর আমার বাসায় অনেক বন্ধু উপস্থিত হইতেন; তাস, দাবা খেলা, গান, আলোচনা, গল্পসল্প নানারূপ আমোদ হইত। জমিদার ও বড় লোকদের বাড়ীতে প্রায়ই সঙ্গীত বা 'চা'র party হইত, সেখানে আমি থাকিতাম। ইহার দুএক পার্টিতে সুরা পানও কিছু কিছু গোপনে চলিত। অন্য কোন অশ্লীল আমোদ প্রায় হইত না, আমিও যোগ দেই নাই। সৌভাগ্য এই যে ঐরূপ

সংসর্গে থাকিয়া আমি কখনও সুরা স্পর্শ করি নাই। অনেক সময় আমি নানা প্রলোভনে পড়িয়াছি। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। সংসর্গদোষে লোকের অনেক অধঃপতন হয়। এই সংসর্গদোষে আমি আমার বাল্যজীবনের একটী শুভ প্রতিজ্ঞা (vow) ভাঙ্গিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমি অনেক সময় অনুতপ্ত বোধ করিয়াছি। প্রথম যাত্রায় দেওঘর থাকার সময় বিক্রমপুর নিবাসী একটু পরিণত বয়স্ক একজন সাব ডিপুটী কলেক্টার 3rd officer ছিলেন। বাইরে অতি সুন্দর অমায়িক বিবেচক লোক ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। আর আমি তাঁকে অতি সাধুচরিত্র বলিয়া জানিতাম। বাহিরের লোকেও তাহাই জানিত (তাঁহার দেওঘর পরিত্যাগের অনেক দিন পর আমার এই মত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল)। তিনি এক দিন আমাকে অনুরোধ করিলেন, "কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা ও অভিনেত্রী·········এখানে অসুস্থা হইয়া আসিয়াছে, সে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া আমাদের বাড়ীর নিকট আছে। সে changeএ কোন ফল পাইতেছে না, তাহার ইচ্ছা তপোবনে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন ঔষধ বা আশীর্ব্বাদ লইয়া আসে; কিন্তু সে যাইতে সাহস পায় না, তুমি এবং আমি উভয়ে যদি অনুরোধ পত্র দেই, তবে সে বড় উপকৃত বোধ করিবে। তোমাকে এই বিষয়ে অনুরোধ করিতে আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছে।" আমি বলিলাম, "আপনি চিঠী দিলে, আমিও

দিতে পারি।” যাহউক চিঠী দিলাম। দুই জনে এক joint চিঠী দিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। চিঠী লইয়া সে গায়িকা তপোবন গিয়াছিল ও ব্রহ্মচারীর উপদেশ পাইয়াছিল এ পর্য্যন্ত ও সংবাদ পাইলাম। ইহার প্রায় মাসখানি পর এক দিন সেই Sub-Deputy বাবু আমাকে বলিলেন, “সেই গায়িকা অনেক উপকার লাভ করিয়াছে, পুনরায় সে আমাকে অনুরোধ করিয়াছে যে তুমি দয়া করিয়া তার বাসায় এক দিন সন্ধ্যাকালে গেলে সে তাহার গান শোনাইয়া তোমাকে তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইবে।” যখন টাঙ্গাইল পড়ি তখন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শশীবাবুর নিকট vow লইয়াছিলাম যে পতিতা নারী সংস্পৃষ্ট কোন নৃত্য, গীত বা অভিনয় প্রভৃতি আমোদে যোগ দিবনা, কিন্তু আমার এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমি সেই গায়িকা-গৃহে যাইতে সম্মত হইলাম। তবে লোকনিন্দা বা সন্দেহ এড়াইবার অভিপ্রায়ে এই বলিলাম যে আমি দিবাভাগে বিশেষতঃ প্রাতঃকালের দিকে যাইতে প্রস্তুত আছি। এক দিন সকাল ৮টা, ৯টার সময় যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। আমি সবডিপুটীর সঙ্গে তথায় গেলাম। সেখানে যাইয়া দেখি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য একখানি সুন্দর ফরাস বিছানা হইয়াছে। তাহাতে বসিলাম। গায়িকা আসিয়া আমাদিগকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিল। প্রথম আমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া প্রকাশ করিল, আমাদের অনুগ্রহে ব্রহ্মচারী তাহার প্রতি প্রসন্নতা দেখাইয়াছেন এবং সে ক্রমে সুস্থ

হইতেছে। পরে সে তাহার সঙ্গীয় একটী লোককে হারমনিয়াম আনিতে বলিল এবং সঙ্গীত বিদ্যাবিষয়ে তাহার বিনয় জানাইয়া "প্রথম প্রণব প্রথম প্রকৃতি (কি প্রথম ওঁঙ্কার) আদিভূত কারণং" এই সঙ্গীতটী ভৈরবী রাগিণীতে গাইল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিলাম। কি সুকণ্ঠ, কি রাগিণীর ঝঙ্কার! গায়িকার জীবন ভূলিয়া গেলাম, মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধা করিলাম। পরে ভগবৎ বিষয়ক আর দুইটী গান শুনিয়া প্রীতিলাভ করিলাম ও গায়িকাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে তাহার সহিত দেখা হয় নাই। তবে ইহার স্মৃতিতে অনুতপ্ত বোধ করিয়াছি।

দেওঘরে আমি ইহাপেক্ষাও গুরুতর প্রলোভনে পড়িয়াছিলাম। সে ইতিহাস লিখিলে পরনিন্দা ও অনাবশ্যকভাবে নিজের ইন্দ্রিয়সংযমের অহঙ্কার মাত্র প্রকাশ পাইবে বিবেচনায় নীরব রহিলাম।

দেওঘর বাসকালে যে সব প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত খ্যাতনামা গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়ের সহিত পরিচিত ও বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহাদের দু একজনের নাম এখানে উল্লেখ করা উচিত। সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের কথা বলিব।

৺ শিশিরকুমার ঘোষ।

এমন তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বদেশপ্রেমিক, রাজনীতিজ্ঞ লোক এদেশে কম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতলগৃহ আমার "তালতলার জোড়াবাড়ীর" ঠিক সম্মুখে ১০০ গজ দূরে

অবস্থিত ছিল। মাঝে পরিস্কার ক্ষুদ্র মাঠ। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা পুত্রদের সঙ্গে আমার পরিবারের বিশেষ বন্ধুতা ও আত্মীয়তা ছিল। প্রফুল্ল তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে মা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারাও প্রফুল্লকে কন্যার মত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার ভাল নামও প্রফুল্ল ছিল। ভাল নূতন কোন খাদ্য পাইলে আমাদিগকে না দিয়া খাইতেন না। পুত্রগণ মধ্যে পীযূষ বাবু প্রভৃতি আমার সঙ্গে মিশিতেন। কন্যাদ্বয় সর্ব্বদাই প্রফুল্লের সঙ্গে মিশিতেন। শিশির বাবু কন্যাগণ ও প্রফুল্লকে লইয়া সময় সময় নন্দন পাহাড়ের দিকে, কি অন্য রাস্তায় বেড়াইতে যাইতেন। কখনও খোলা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়া খাইতেন। বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিলনা। প্রায় প্রত্যহ সকালে প্রাতরাশ করিয়া মেয়েদের কাহারও একটা জেকেট উল্‌টা গায় দিয়া, মাথায় হ্যাট ও পায়ে চটীজুতা পরিয়া, হাতে ফুলের সাঝি লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। রেইলপথ হইতে ছোট ছোট পোড়া কয়লার টুক্‌রা সংগ্রহ করিতেন। এ কেবল লোকদেখান ভাব। মস্তিষ্ক এই সময়ে পুরাদোমে কার্য্য করিতেছে। পরের দিন অমৃতবাজারে কি কি article লিখিবেন তাহারই চিন্তা ও মুসাবিদা চলিতেছে। গৃহে ফিরিয়া হয় তখনই না হয় স্নান আহারান্তে কাগজ, পেনসিল লইয়া বসিতেন, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ২।৩টী article লিখিয়া সেই দিনই ডাকে পাঠাইয়া দিতেন। অবশিষ্ট সময় ভ্রমণ, আলাপ,

বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তিনি ৮টার সময় একবার ভাত খাইতেন। তারপর প্রতি ৪ ঘণ্টা বাদ এক একবার ভাত খাইতেন। রাত্রি ৮টার সময় অথবা বেলা ৪টার সময় কোন কোন দিন লুচি খাইতেন। আর লেখার সময় কতক ফল খাইতেন। শরীর কঙ্কালসার ছিল, কিন্তু মস্তিষ্ক উর্ব্বর ও সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল। এক দিন আমার গৃহে বসিয়া আমার সহিত নিম্নলিখিতরূপ আলাপ করিলেন।

শিশির বাবু ঃ—আমার বয়স তোমা অপেক্ষা কত বেশী মনে কর ?

আমি ঃ—হয়তো ৩০।৩২ বৎসর।

শিঃ বাঃ—তুমি নির্ব্বোধ, আমি তোমা অপেক্ষা ৫০০ বৎসরের অধিক বড়।

আঃ—আজ্ঞা হাঁ, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রতিভাতে একথা ঠিক।

শিঃ বাঃ—তোমার এই বৈঠকখানার গৃহখানি বেশ বড়, আমি যাহা লিখিয়াছি, বা চিন্তা করিয়াছি তাহা সমস্ত ছাপা হইলে তোমার এ ঘরের দশখানা ঘরেও ধরিবেনা। তুমি আমার অমৃত বাজার Subscribe করনা কেন ?

আঃ—আজ্ঞা, এইবার Bengalee Daily কাগজে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রবাবুর এক বিশেষ বন্ধু আমার এক শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আমি এই কাগজ লইতেছি। ইহা আমি ছাড়িতে পারিনা। দুখানা Daily paper নিবারও শক্তি আমার নাই।

এই আলাপ তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ার অব্যবহিত পরেই হইয়াছিল। তত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলাম আমি পত্রিকার গ্রাহক হই। আমি বলিলাম, আপনার প্রণীত প্রধান প্রধান গ্রন্থের ১ সেট আমি মূল্য দিয়া কিনিব। পরে Lord Gauranga, অমিয় নিমাই চরিত, কালাচাঁদ গীতা, Indian Sketches প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ এক সেট আমাকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রতিভার বিষয় পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ দুমকা থাকার সময় সাঁওতালিনী খুনের মোকদ্দমার তদন্ত বৃত্তান্ত ১০ মিনিটে আমার নিকট শুনিয়া পর দিন অমৃতবাজারে সমস্ত ঘটনা তুলিয়া যে এক article লিখিয়াছিলেন।

উভয়ে এক দিন মাঠে বেড়াইতেছি, ঘাসের ভিতর নীল রঙ্গের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়াছিল; তাহার একটী ফুল দেখাইয়া আমাকে নাম ধরিয়া বলিলেন, "দেখ কেমন সুন্দর ফুল ভগবান এই মরুময়স্থানে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ফুল দেখিয়া আমি একবার মোহিত হইয়াছিলাম। সেই শুভমুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের ধারা বহিতে লাগিল, তাহারই ফলে আমার 'কালাচাঁদ গীতা' রচিত হইল।" তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সেইরূপ উদার ও বিশ্বজনীন প্রেমের উপাসক ছিলেন। সাংসারিক বিষয়বুদ্ধিতে এত সপ্রতিভ ছিলেন যে এক বন্ধু বলিতেন, "শিশির বাবুর অভাব হইলে তাঁহার একখানা অস্থি রাখিলে, আত্মারাম সরকারের হাড়ের মত

তাহাদ্বারাও ভোজেরবাজী খেলিতে পারিব"। বাস্তবিক তাঁহার মত প্রতিভা ও স্বদেশপ্রেম আমি অন্য কোন বাঙ্গালীতে দেখি নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি এই মহানুভব পিতার অনেক গুণাবলী পাইয়া দেশের ও দশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতঃ যশোলাভ করিতেছেন ও ধন্য হইতেছেন।

স্বর্গীয় Sir Justice চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাইতে দেওঘর আসিতেন। বরদা বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্যতা ছিল। তাঁহার নিকট Justice ঘোষ দেওঘরে একখানা বাড়ী করার অভিপ্রায় জানাইলেন এবং আমাকে একটু ভাল জমি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিলেন। S. D. O.র বাড়ীর Compoundএর সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ভাল জমি ছিল। আমরা সেইটী পছন্দ করিলাম। Justice Ghosh সেই জমি বন্দোবস্তের জন্য S. D. O.র নিকট দরখাস্ত দিলেন। S. D. O. দরখাস্তখানা Court of Wards এর Manager খাঁ বাহাদুর সাহেবের নিকট দিলেন। কিন্তু খাঁ বাহাদুরকে পূর্ব্বে তোষামোদ করা হয় নাই, এবং আমি এই ব্যাপারে Justice Ghoshএর সহায়তা করিতেছি জানিয়া তিনি বেঁকিয়া বসিলেন এবং রিপোর্ট করিলেন, "এই স্থান সাহেবের কুটীর সংলগ্ন, কোন বাঙ্গালীকে সেখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া উচিত নয়।" আমি তখন S. D. O. Mr. Piffardকে গিয়া বুঝাইলাম, 'যে ঐ স্থান পরে ঘাটোয়ালের

স্বর্গীয় জজ সার চন্দ্রমাধব

নিজদখলে আসিবে, কেননা Court of Wardsএর মেনেজমেণ্ট শীঘ্রই শেষ হইবে। সেসময় ঘাটোয়াল যে কোন সাধারণ লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। এখন যদি বড়, শিক্ষিত, উচ্চ বংশজ কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা যায়, তাহাতে S. D O. এর পক্ষে ভাল বই মন্দ হইবে না। আর Justice ঘোষের মত লোক বাঙ্গালীদের মধ্যে কম ও তিনি ও তাঁহার পরিবার কোন সাহেব হইতেও খারাপ styleএ থাকেন না।' Piffard সাহেব আমার যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া ম্যানেজারকে কিছু না বলিয়া d. o. চিঠী দ্বারা একবারে Dy. Commissioner সাহেবের নিকট হইতে বন্দোবস্তের অনুমতি আনাইলেন। ইহাতে ম্যানেজার সাহেব আমার উপর ভারি চটিয়া গেলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে তিনি আমাকে এক দিন একটু insulting ভাবে কথা বলিয়া ছিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার উচিত জবাব দিয়া জানাইয়া ছিলাম, আমি তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া দেওঘর চাকুরী করি না। ইহার পর তিনি কতক দিন আমার সহিত বড় বাক্যালাপ করিতেন না। অবশেষে শিশির বাবু এক দিন আমাদের ভিতর বাহ্যিক শান্তি আনাইয়া ছিলেন। সেই সময় হইতে Justice ঘোষের সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। তিনি দেওঘর আসিলে প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতেন। ১ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইল। নূতন গৃহে এক ভোজ খাইলাম। বাড়ীতে একটী ফলফুলের সুন্দর বাগানও হইয়াছে।

অগ্রদ্বীপের জমীদার স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় কলিকাতা কলেজে পড়ার সময় কিছু দিন আমাদের মেসে ছিলেন। তিনি আমার এক সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর দেওঘর আসিতেন। প্রথম বাড়ীভাড়া করিয়া থাকিতেন। দু'তিন দিনের জন্য আসিলে আমার বাসায় থাকিতেন। পরে তিনি Carstairs townএ নিজে বড় বাড়ী করিয়াছিলেন। আমি দেওঘর হইতে চলিয়া আসিলে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আমি যেখানেই থাকিনা কেন আমাদের জন্য ২।১ বাক্স ফজলী আম তাহার মালদহ জেলার জমিদারী হইতে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন।

কবিরাজ সখানাথ বসু।

দেওঘরে বাবু সখানাথ বসু নামক একজন কবিরাজ চিরস্থায়ীভাবে বাস করিতেন। আমরা সেখানে থাকিতে থাকিতেই তিনি হরিদাকুণ্ডের নিকট একখানা গৃহও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পরিবারের সহিত আমাদের বড় সংপ্রীতি ছিল। চিকিৎসাব্যবসায়ে ইহাঁর বিশেষ অর্থাগম না হইলেও ইনি অতি পরোপকারী, সজ্জন লোক বলিয়া সকল সমাজেই আদৃত হইতেন। ইনি আমাদিগকে এত ভালবাসিতেন যে আমি স্থানান্তরে গেলেও সুবিধা পাইলেই আমাদের জন্য তাঁহার বাগানের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুস্বাদু পাপিয়া ফল পাঠাইতেন। ইনি এখনও দেওঘর অসুস্থঅবস্থায় জীবিত আছেন।

দেওঘর অবস্থানকালে স্বগণ বন্ধুবান্ধব অতিথিদ্বারা প্রায়ই আমার দীনগৃহ অনুগৃহীত হইত। মধ্যাহ্নের train না দেখিয়া গৃহিণী ও ভৃত্যগণ আহার করিতেন না। আমাদের বাসের প্রণালীতে (style of livingএ) বিশেষ কোন জাঁকজমক ছিল না, কিন্তু আমি অতিশয় অমিতব্যয়ী ছিলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—হোয়াইট্এওয়ে লেইড্ল হইতে অনেক অনাবশ্যকীয় জিনিষপত্র (প্রায়ই বিলাতী) আনাইতাম। মধুপুর হইতে ট্রেইনে পাওয়ারুটী, (mutton) মাংস প্রভৃতি আনাইতাম (যেহেতু S. D. Oর জন্যও ঐ বন্দোবস্তে খাদ্য জিনিষাদি আসিত)। বাড়ীতে গরু রাখিতাম, তরিতরকারীর বাগান করিতাম। দেশের বাড়ীর খরচ চালাইতে হইত। বাসায় কয়েক জন ছাত্রের সমস্ত ব্যয় বহন করিতাম। ইত্যাদি কারণে আমার "যত্র আয় তত্র ব্যয়" এই অবস্থা ছিল। একবার পূজার ছুটীর পরই শ্বশুর মহাশয়, শাশুড়ী ঠাকুরাণী, ছেলেপেলে লইয়া আমার বাসায় প্রায় ২ কি ২॥ মাস রহিলেন। অন্য পূজা কি খৃষ্টমাসের সময় অল্পদিনের জন্য অনেক আত্মীয় বন্ধু আসিয়া থাকিতেন। এক বৎসর পূজার ছুটীতে আমার বিশেষ বন্ধু ৺ ললিতমোহন বসু (Lieut Col. D. Basu's son, যাঁর কথা যশোর বৃত্তান্তে লিখিয়াছি) তাঁহার স্ত্রী ও শ্বশুর, শাশুড়ী ও তাঁদের পরিবার লইয়া ১০।১২ দিন ছিলেন। এই সব আতিথ্যে বড় প্রীতি সম্ভোগ করিতাম। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে আমি এক পয়সাও জমাইতে পারিলাম না।

তখন মনে করি নাই আমি বৃদ্ধবয়সে এতগুলি কন্যাদায়গ্রস্থ হইব।

দেওঘরবাসের শেষদিকে Mr. Piffard সাহেবের পত্নী দার্জিলিং সহরে পরলোক গমন করেন, ঐ সময় কিছুদিনের জন্য Piffard সাহেব দার্জিলিং ছিলেন। তখন দুই তিন সপ্তাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট আমাকেই S. D. O. নিযুক্ত করেন। কার্য্যতঃ Piffard সাহেবের সময় আমিই S. D. O.র কার্য্য করিতাম।

দীর্ঘ চারি বৎসরব্যাপী জীবনের অনেক মধুর কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু পুথি বাড়ে বলিয়া ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

দেওঘর হিন্দুর পবিত্র তীর্থ স্থান। যে অনুরাগ ও ভক্তি লইয়া লক্ষ লক্ষ যাত্রী ৺ বৈদ্যনাথের মন্দিরে পূজা দিতে আসে, তাহা দেখিলে নাস্তিকের মনেও ভক্তিসঞ্চার হয়। আমরা তথায় যাওয়ার পরই ৺ শ্যামা চরণ মিছির আমাদের পাণ্ডা নিযুক্ত হন।

বাবা বৈদ্যনাথ ও পাণ্ডা।

আমরা মাঝে মাঝে বাবার পূজা দিতাম। পার্ব্বণাদির সময় বিশেষভাবে পূজা দেওয়া হইত। পাণ্ডা ও পোলিস প্রহরী মেয়েদের মন্দিরে প্রবেশের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিত। শ্যামাচরণ মিশ্র আর জগতে নাই, তাঁহার পুত্র চন্দ্রশেখর এখন পাণ্ডার কার্য্য করেন। এখনও তাঁহার নিকট মাঝে মাঝে পূজার জন্য অর্থ প্রেরিত হয়।

১৩শ পরিচ্ছেদ।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া)।

১৯০৩ ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সামান্য হর্ষ এবং গভীর বিষাদের সহিত প্রিয় দেওঘর পরিত্যাগ করিলাম। বৈদ্যনাথ জংসন পর্য্যন্ত অনেক বন্ধু ও মহিলাগণ আমাদিগকে অনুসরণ করিলেন। জংসনে Mr. P. K. Chatterji বিখ্যাত florist দুটী অতি বৃহৎ মনোহর ও মূল্যবান ফুলের তোড়া আনিয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। আমরা Kiul junction হইয়া লুপ লাইন দিয়া সাহেবগঞ্জ এক Police Sub-Inspectorএর বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে পরিবার রাখিয়া আমি একলা পাকুড় গেলাম, তথায় পাহাড়িয়া ভাষার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় সাহেবগঞ্জ আসিলাম। তথা হইতে রাত্রিযোগে সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া ষ্টীমারে মনিহারি ঘাটে পহুছিয়া কাটিহার লাইনে চলিলাম। পূর্ণিয়া ষ্টেশনে আমার সহপাঠী বাল্য বন্ধু টাঙ্গাইল অন্তর্গত পৌলি নিবাসী ৺কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সুন্দর একটী কাতলা মাছ সঙ্গে দিয়া দিলেন। তিনি পূর্ণিয়া ডিষ্ট্রিক্‌ট বোর্ডে সাব ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁহাকে পূর্ব্বেই চিঠী দিয়া পূর্ণিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়ার সময় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। আমরা ১২টা কি ১টার সময় আরারিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে Civil Station ৩ মাইল

আরারিয়া যাত্রা।

পূর্ব্বদিকে। সেম্পুনি (স্প্রিং বিশিষ্ট গোশকট) ও টোপর বিশিষ্ট গোগাড়ী করিয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম। S. D. O.র যে quarters সেই গৃহেই উপস্থিত হইলাম। পাকা দেয়াল, উপরে টিনের roof, তার উপর খরের ছাউনি। ৪।৫টি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট সুন্দর ঘর। বৃহৎ কম্পাউণ্ড, তাহার তিন পার্শ্বে বাঁশের চেগার বা প্রাচীর। আমগাছে পরিপূর্ণ। ভিতরে একটী পাকা ইন্দারা ও একটী Tube well. পশ্চিমে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এক অনাবৃত মাঠ। পূর্ব্বদিকে কোর্ট ও আদালত কাছারী, হাসপাতাল, স্কুল ও অধিবাসীদিগের গৃহ। স্থানটী একটী ক্ষুদ্র পল্লী। একটী ইন্‌স্পেক্‌সন বাঙ্গলা ও সামান্য কয়েকখানা দোকান ছিল।

Mr. Warde Jones Dy. Magte. S. D. O. ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে charge লইলাম। তিনি পূর্ব্বেই S. D. O.র বাড়ী ছাড়িয়া Inspection বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

আমার জন্যই এক বৃহৎ মোকদ্দমা অপেক্ষা করিতেছিল। এইটী পূর্ণিয়া জেলার বিখ্যাত Gang case. আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে Habitually committing dacoities etc. ৪০০।৪০১ প্রভৃতি দণ্ডবিধি আইনের ধারা। ২২।২৩ জন আসামী।

প্রকাণ্ড Gang case

Chief Inspector বিখ্যাত ৺ রামসদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই মোকদ্দমার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌরিয়া বা

গৌরি নামক একজন নামজাদা মুসলমান ডাকাইত সরকারী সাক্ষী বা approver ছিল। বরফি সিং, ডোমন সিং, আজিজুল প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ ডাকাইত আসামী। এই সব আসামী আরারিয়া জেলেই ছিল। Chief Inspectorএর অধীনে ১ জন পশ্চিমা সাব ইন্‌স্পেক্টর, ১ জন হাবিলদার ও ৫০ জন armed কনেষ্টবল সেখানে আসামীদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। গৌরিয়া সরকারী সাক্ষীর উক্তি এই যে অন্যান্য আসামীদের সহিত এবং আরও কতিপয় লোকের সহিত মিলিয়া তাহারা একটী দল গঠন করিয়াছিল এবং এই দলের লোক বিগত কয়েক বৎসর নেপালের অন্তর্গত কোন কোন স্থানে, পূর্ণিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী জিলাতে বহু স্থানে প্রায় ২৫।৩০টী ডাকাতি করিয়াছে। আমি দেখিলাম তদন্ত আরম্ভের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সুতরাং এই মোকদ্দমার Commitment enquiry আরম্ভ করিতেই প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

পঁহুছিবার ২ দিন পরে টাকাকড়ির হিসাব করিতে গিয়া দেখি আমার সঙ্গে ৫০ টাকার একখানা নোট ছিল তাহা নাই,

হারান নোট।

তাহা যে কিসে খরচ হইয়াছে তাহাও মনে নাই। আমি রাত্রিতে সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে টিকেট ক্রয় করি, আর মনিহারী ঘাট হইতে আরারিয়া পর্য্যন্ত একটী 2nd class compartment reserve করি। ইহাতে আমাকে ৮০৲ টাকার কিছু উপরে দিতে হয়। আমি ৮ খানা ১০৲ টাকার নোট দিয়াছিলাম মনে পড়িল। ভাবিলাম তাহার

মধ্যেই ৫০৲ টাকার নোটখানা ভুলে দিয়াছিলাম। এ বিষয়ে সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট চিঠী লিখিলাম। তাহাতে ইহাও লিখিলাম যে আমি ঐ নোটখানা কয়েক দিন পূর্ব্বে পাকুড় ট্রেজারী হইতে changeএ পাইয়াছিলাম, পাকুড় ট্রেজারীতে লিখিলে নোটের নাম্বার পাওয়া যাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় কয়েক দিন পর উত্তর আসিল যে আমার টিকিট কিনিবার রাত্রিতে Booking officeএর cashএ ৪০৲ বেশী হইয়াছিল এবং তাহাতে ৫০৲ টাকার একখানা নোট ছিল। আমি পাকুড় হইতে নোটের নম্বর আনিয়া সাহেবগঞ্জ রেইলওয়ে অফিসে লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহারা আমাকে মানিঅর্ডার করিয়া কমিশনসহ ৪০৲ পাঠাইয়া দিল।

একজন সাব ডিপুটী কলেক্টার 2nd. Officer হইয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট Treasuryর ভার ও ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচারভার দিয়া, দুএকটা বড় ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে লাগিলাম, আর Gang case আরম্ভ করিলাম।

এই Gang case পরিচালন জন্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষে শ্রীযুক্ত (now Rai Bahadur) নিশিকান্ত সেন B. L. পূর্ণিয়ার উদীয়মান উকীল আরারিয়া আসিলেন। রাম সদয় বাবু তাঁকে instruction দিতেন। আসামী পক্ষে প্রথম প্রথম দুএকজন স্থানীয় উকীল ও মোক্তার ছিলেন। শেষের দিকে তাঁহারা বড় আসিতেন না।

Gang caseএর বিচার।

প্রায় প্রতিদিনই ২।৪।৫।৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ হইত। আমি দেখিলাম রামসদয় বাবু শুধু সাক্ষীদিগকে শিখাইয়া আনিতেন তাহা নয়, সাক্ষীদের পরীক্ষার সময় উকীলের উপর দিয়া প্রশ্ন ইত্যাদি করিতে চেষ্টা করিতেন। স্থূলকথা তিনি কোর্টের সহিত কিছু liberty নিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহাকে বুঝাইয়া প্রথমতঃ এই সব অনধিকারচর্চ্চা ও liberty নেওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহাতে তিনি আমার উপর কিছু চটিয়া গেলেন। গোপনে আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছিলেন কিনা জানি না। তাঁহার কোন কোন কার্য্যে আসামীরাও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এক দিন তাহারা ধর্ম্মঘট করিল যে কোর্টে আসিবে না। হাবিলদার, সাবইন্-স্পেক্টার ও জেইল ওয়ার্ডারগণ তাহাদিগকে কোর্টে আনিতে পারিল না। আমি তখন কোর্ট হইতে সঙ্গে এক রিভল্ভার লইয়া জেলখানাতে গেলাম। আসামীগণ বলিল, "Chief Inspector কোর্টে থাকিয়া সাক্ষীদিগকে ইঙ্গিত করেন, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের জবাব দেয়, তিনি সব সাক্ষী শিখাইয়া আনেন ও নানা উপায়ে সাক্ষীদের দ্বারা কথা বাহির করেন, যদি তাঁহাকে কোর্ট রুমে থাকিতে দেওয়া হয়, আমরা সে কোর্টে যাইব না। আমাদিগকে বিচারের জন্য এখনই পূর্ণিয়া পাঠাইয়া দেন, না হয় আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলুন"......ইত্যাদি।

আমি প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অনেক মিষ্টি কথাদ্বারা বুঝাইলাম। বলিলাম Chief Inspector মোকদ্দমার বিষয়

উকীলকে বুঝাইতে কোর্টে থাকিতে বাধ্য। তাঁহাকে আমি কোর্ট হইতে তাড়াইতে পারি না। আর উকীলের নিকটও তাঁকে বসিতে দিতে হইবে, নতুবা তিনি উকীলকে উপদেশ দিবেন কেমন করিয়া? তবে আমি এইভাবে তাঁহাদের আসন পাতাইয়া দিব যেন Chief Inspectorকে সাক্ষীর পশ্চাদ্ভাগে বসিতে হয়, পিছন না ফিরিলে সাক্ষী যেন তাঁহার মুখ দেখিতে না পারে। এই সব বলিয়া আমি তাহাদিগকে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম। পরে পকেট হইতে Revolver বাহির করিয়া ইহাও বলিলাম, "যদি তোমরা জেইল ওয়ার্ডার কি পোলিসের কার্য্যে বাধা দেও, আমি প্রত্যেক আসামীকে গেটের নিকট আনাইয়া একে একে গুলি করিব।" আমার ফাঁকা ধমক অপেক্ষা মিষ্টি প্রবোধ বাক্যেই আসামীগণ Courtএ আসিতে রাজী হইল। তাহারা আসিলে পর, আমি Chief Inspectorএর seat change করিয়া দিলাম। ইহার পরও আসামীগণ দুএকদিন উত্তেজনা প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু আমি নিজে অর্ডার দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিত। আমার মনে হয় আমার বিচার প্রণালীতে তাহাদের বিশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল, আর আমি বেআইনী কি অবৈধরূপে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন জবানবন্দী লিখিব না এ ধারণাও হইয়াছিল। আমি Superintendent of subjail ভাবে প্রতি সপ্তাহে ২।১ দিন জেল ভিজিট করিতাম। তাহাদের থাকার সময় সপ্তাহে ৩।৪ বারও জেল দেখিতাম। জেইল আমার বাসার সংলগ্ন ছিল। জেইলে

তাহাদের কোন অসুবিধা না হয় তাহা দেখিতাম। প্রথমতঃ কয়েদীগণ জেইলে মৎস্য পাইত না। আমি এক জেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া সপ্তাহে ২।১ দিন তাহাদের জন্য মৎস্যের ব্যবস্থা করিলাম। আমার compoundএ যথেষ্ট আম ছিল। মাঝে মাঝে দুএক ঝুড়ি কচি আম পাঠাইতাম, কয়েদীগণকে টক্ দেওয়া হইত। শেষদিকে কয়েদীগণ আমার প্রতি শ্রদ্ধাদ্বারাই অনুরক্ত হইয়াছিল।

এইভাবে প্রায় ৪।৫ মাস ব্যাপিয়া প্রায় আড়াই শত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিলাম। তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইল আসামীগণ দলবদ্ধ হইয়া অনেকস্থানে ডাকাইতি করিয়াছিল। সরকারের সাক্ষী গৌরিয়া প্রত্যেক ডাকাইতির পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করিত। অন্য সাক্ষী সব বিভিন্ন পয়েণ্ট বা বিষয়ে তাহা সমর্থন করিত। গৌরিয়া অতি প্রখর বুদ্ধিশালী লোক। সে সমস্ত প্রশ্ন ও কুট প্রশ্নের এমন অদ্ভূতভাবে উত্তর দিত এবং তাহার বক্তব্য এরূপ স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করিত যে হাকিম ও প্রতিপক্ষের উকিলদের মনেও একটা বিশ্বাসের ভাব উপস্থিত হইত। জবানবন্দী শেষ হওয়ার পর প্রায় সপ্তাহকাল সাক্ষ্য (Evidence) আলোচনা ও রায় লিখিতে অতিবাহিত হইল। আমি সমস্ত আসামীদিগকে বিচারের জন্য দায়রায় সোপর্দ্দ করিলাম। তখন তাহাদিগকে আরারিয়া সাব জেইল হইতে পূর্ণিয়া সদর জেইলে পাঠান হইল। যেদিন পোলিসগার্ড তাহাদিগকে আমার বাসার সম্মুখ দিয়া নিয়া যায়, তখন তাহারা

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "হাকিম বাবুকা জয়, ইন্‌স্পেক্টরকা ক্ষয়" ইহাতে আমার এই বোধ হইয়াছিল যে আমি আইনমত কার্য্য করাতেই এবং তাহাদিগকে একটু দয়া প্রদর্শন করাতেই তাহারা কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল। বোধ হয় প্রায় ১½ মাস পর পূর্ণিয়ার Sessions Judge সাহেবের নিকট তাহাদের বিচার আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দিন ব্যাপী বিচারের পর তাহাদের সকলেরই শাস্তি হইল। বরফি সিং প্রভৃতি নেতাদের দ্বীপান্তর ও অন্য আসামীদের কয়েক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

Commitment enquiryর সময় আগাগোড়া নিশিবাবুই Prosecution conduct করিয়াছিলেন। তিনি Inspection বাঙ্গলায় থাকিতেন এবং রাত্রিতে অধিকাংশ দিন আমার বাঙ্গলাতে আহার করিতেন। তাঁহার সহিত আমার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। তিনি আমার সহিত ডিপুটী পরীক্ষাও দিয়া ছিলেন। তিনি তখন বেশ প্রতিপত্তিশালী উকিল হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ণিয়াতে সুন্দর দ্বিতল গৃহ, বহু জমি, বাগান, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি করিয়াছিলেন। এক দিন হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা ছিল উকীল হওয়ায়, আমার ইচ্ছা ছিল ডিপুটী হওয়ার। কিন্তু ফলে বিপরীত হইয়াছে। তাহাতে দেখি ভগবান আমারই প্রতি বেশী প্রসন্ন হইয়াছেন।" সবই ভগবানের করুণা। এই Gang case শেষ হওয়ার পর সাবডিভিসনের অন্য অন্য ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে লাগিলাম। এই সাবডিভিসন

রায় বাহাদুর
নিশিকান্ত সেন

আয়তনে খুব বৃহৎ নয়। লোকসংখ্যাও অল্পই, কিন্তু ইহা নেপাল রাজ্যের সংলগ্ন বলিয়া এখানে প্রতি বৎসরই ১৫।১৬টা ডাকাইতি হইত। সে ডাকাইতিও ভীষণ রকমের। নরহত্যা, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, গুরুতর প্রহার, গৃহদাহ প্রভৃতি অনেক ডাকাইতির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত। অনেকক্ষেত্রে ডাকাইত ধরা পরিতনা, সুতরাং পুলিস সন্দিগ্ধ লোকদিগের নামে ১১০ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিত। শুধু নরহত্যার মোকদ্দমার সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকারের ফৌজদারী মোকদ্দমা খুব বেশী ছিলনা। Headquarters এ আমাকে বেশ পরিশ্রম করিতে হইত। মাঝে মাঝে মফঃস্বল পরিদর্শনাদি করিতে গিয়া কিছু বিশ্রাম লাভ করিতাম।

Mr. Forbes and Forbesgunge

আমি ট্রেইনে করিয়া প্রায়ই ফরবেশগঞ্জ (Forbesgunge) যাইতাম। এই স্থান প্রায় নেপালের বর্ডারে। পূর্ণিয়া লাইন ফরবেশগঞ্জ হইয়া ৮ মাইল উত্তরে গিয়াই শেষ হইয়াছে। বোধ হয় সেসময়ের শেষ ষ্টেশনের নাম ছিল দেবীপুর। সেখানেই কুশি নদী (River Kossye) পর্য্যন্ত রেইল পথ গিয়াছে। ফরবেশগঞ্জ এক বাণিজ্যপ্রধান স্থান। নেপাল হইতে অনেক বাণিজ্য দ্রব্য এইপথে বাঙ্গলায় প্রেরিত হইত। তন্মধ্যে কমলালেবু এক প্রধান জিনিষ। সেখানে এই লেবুকে "সন্তরা" বা "সন্তোলা" বলে। কলিকাতা পর্য্যন্ত এই লেবু প্রেরিত হইত। পূর্ণিয়ার Barrister Zemindar

বিখ্যাত ফরবস্ (Mr. Forbes) এর নামে এই স্থানের নাম হইয়াছিল। সেখানে Mr. Forbes এর একখানা বৃহৎ বাড়ী আছে। সেবাড়ীতে তাঁহার Manager Mr. Duff বাস করিতেন। ১১০ ধারার মোকদ্দমা, ইন্‌কামট্যাক্স ধার্য্য ও তদন্ত প্রভৃতি নানাকার্য্যে এখানে যাইতে হইত। Mr. Duffএর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি অতি ভদ্র ও বিবেচক লোক ছিলেন।

Gang Case শেষ হওয়ার কয়েক মাস পর ফরবেশগঞ্জের এলাকায় সোণাপুর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাইতি হইল।

ভীষণ ডাকাইতি

সোণাপুর ফরবেশগঞ্জ হইতে ৬ মাইল উত্তর। একখানা ক্ষুদ্র বাজার। ইহার উত্তর সীমায় এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। ইহার উত্তর পার হইতেই নেপাল রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। সোণাপুর বৃটিশরাজ্যের একবারে প্রান্তদেশে বা borderএ। এখানে কতকগুলি মহাজন বাস করিয়া শস্যের কারবার করিত। সরিষা (mustard seeds) তাহাদের প্রধান কারবারের জিনিষ। নেপাল হইতে এই সরিষা, ধান প্রভৃতি আমদানি হইত। এই বাজারের উত্তর প্রান্তে একটী মুসলমান মহাজনের ঘর ছিল, তাহার নাম মনে নাই (বোধ হয় এনায়েত হোসেন)। এক রাত্রিতে তাহার ঘরে ডাকাইতি হয়। সে সেসময়ে গৃহমধ্যে এক সিন্ধুকের উপর শুইয়াছিল। ডাকাইত গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমই মহাজনকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে। সে উঠিয়া পশ্চাদ্দার

দিয়া পলায়ন করে। ডাকাইতগণ তাহার অনুসরণ করে। সেখানে সে ডাকাইত সঙ্গে যুদ্ধ করে। ডাকাইতের হাত হইতে তলোয়ার কাড়িয়া নিয়া একজন ডাকাইতকে ভীষণ প্রহার করে। তখন ডাকাইতগণ তাহাকে সেখানে মৃতপ্রায় অবস্থায় ছাড়িয়া পুনরায় গৃহমধ্যে আসিয়া সেই সিন্ধুক ভাঙ্গিতে থাকে। ঘরের বারিন্দায় দুএকজন ডাকাত পাহাড়া দিতে থাকে। তাদের একজনের হাতে বন্দুক ছিল। এই গোলমাল শুনিয়া নিকটবর্ত্তী এক গৃহ হইতে স্থানীয় এক হিন্দু পোষ্টমাষ্টার তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা এখানে কি করিতেছ ?" সেই সময়ই বন্দুকধারী ডাকাইত গুলি চালায়। পোষ্টমাষ্টার তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ডাকাইতগণ সিন্দুক হইতে কয়েক শত টাকা লইয়া পলায়ন করে। প্রতিবেশীগণ অদূরে দাঁড়াইয়া এই সব ভীষণ ব্যাপার দেখিতেছিল, সাহস করিয়া অগ্রসর হইলনা। ডাকাইতগণ চলিয়া গেলে দেখিতে পাইল, গৃহস্বামী মহাজন গৃহের পশ্চাতে রক্তাক্ত কলেবরে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। হাতে তলোয়ার শক্ত করিয়া ধরা। পর দিন মহাজনকে ও Postmortem জন্য পোষ্টমাষ্টারের মৃতদেহ আরারিয়া প্রেরিত হইল। তখন আমি এই ডাকাতির সংবাদ পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে Forbesgange এর পোলিস সংবাদ পাইয়া Purnea Superintendent এর নিকট টেলি করিয়াছিল। তিনি তারযোগে Chief Inspectorকে

ঘটনাস্থানে যাইতে আদেশ পাঠাইলেন। Chief Inspector সেই রাত্রিতেই কতকটী সশস্ত্র পোলিস লইয়া ঘটনাস্থানে চলিয়া গেল। আমি মহাজনের শঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহার উক্তি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে কথা বলিতে পারিল না। ২য় দিনে সামান্য কিছু কিছু বলিল। কিন্তু কোন ডাকাইতকে চিনার বিষয় কিছু বলিতে পারিল না। আমি পোলিসতদন্ত পরিদর্শন জন্য 'সোণাপুর' রওনা হইলাম। ফরবেশগঞ্জ ট্রেইনে গিয়া তথা হইতে বাইসিকলে সোণাপুর চলিলাম। নেপালপ্রান্তে জঙ্গল ও নির্জ্জন পথ দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে একাকী Bicycleএ ভ্রমণ আমার যথেষ্ট ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সোণাপুর পঁহুছিলাম। ঘটনার গৃহ ও স্থান দেখিলাম। Chief Inspector সেখানে ছিলেন। ঠিক মহাজনের গৃহের পার্শ্বে একখানা মাটীর দেওয়াইল বিশিষ্ট প্রশস্ত ঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছেন, আমিও তাঁহার অতিথি স্বরূপ সেই গৃহেই আশ্রয় লইলাম। তিনি পূর্ব্বে নিকটস্থ নদী হইতে বাটামাছের মত পার্ব্বত্য নদীর মৎস্য প্রচুর পরিমাণে ধরাইয়াছিলেন। তাহা দ্বারা ভাজা, ঝোল প্রভৃতি রান্না হইল, মহিষাদধি প্রভৃতি ছিল। আহারটী বেশ হইল। কিন্তু তখনও ডাকাইতির কোন কিনারা হয় নাই। সেই ঘটনার গৃহ, তাহার surroundings, গুলি দ্বারা হত্যা, তলোয়ার দ্বারা প্রহার প্রভৃতি ঘটনাবলি আমার মনকে এত উদ্বেলিত করিল যে আমার আর নিদ্রা হইল না। নদীর উত্তর প্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ মাঠ।

ডাকাইতগণ আমাদিগকেও আক্রমণ করিতে পারিত। সুতরাং মনে ভয়ও হইল, যদিও তুই জন সশস্ত্র কনেষ্টবল পালাক্রমে আমাদের গৃহ পাহাড়া দিতেছিল। এইভাবে রজনী যাপন করিয়া আমি পর দিন আরারিয়া ফিরিলাম। পোলিস তদন্ত চলিতে লাগিল।

মহাজন ডাকাইতদের হাত হইতে যে তলোয়ার কাড়িয়া রাখিয়াছিল, তাহার গায়ে "বাচ্চুঝা" এই শব্দ কায়েতী অক্ষরে লেখা ছিল। সেই তলোয়ার "বাচ্চুঝা" নামক কোন ব্যক্তির হইবে এই সন্দেহে পোলিস অনেক "বাচ্চুঝা"কে গ্রেপ্তার করিল। ইহাতে তাহাদের একটা উপার্জ্জনের পথ হইল। কারণ অন্য প্রমাণের অভাব বলিয়া, অনেক বাচ্চুঝাকেই তাহারা সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণে গ্রেপ্তার করিয়া ছাড়িয়া দিল। দীর্ঘ সময় পোলিস তদন্তেও কোন ডাকাইত ধৃত হইল না। কেবল কতিপয় ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হইল, যদ্দারা ভবিষ্যতে একটী ১১০ ধারার মোকদ্দমা স্থাপিত হইতে পারিত।

খুনের মামলা

ইহার কিছু দিন পরে এক খুনের মোকদ্দমায় বড় বিব্রত হইয়া পরিলাম। এক গ্রামে একটী লোক তাহার নির্জ্জনগৃহে বাস করার সময় রাত্রিতে কয়েকটী দস্যু প্রকৃতির লোক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া কোদালি কি অন্য কোন অস্ত্রের আঘাতে তাহাকে হত্যা করে। প্রতিবেশীগণ তাহার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহার বাড়ী গিয়া মৃতদেহ উঠানে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখিতে পায়। প্রথমতঃ

একজন Police Sub-Inspector এই মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত আরম্ভ করে। সে প্রতিবেশীদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করে। তখন তাহারা বলিল "আমরা মৃত ব্যক্তির গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া তাহার গৃহে গিয়া তাহার মৃতদেহ প্রাঙ্গণে দেখিলাম। গলা ও অন্য স্থানে রক্তাক্ত জখম সব দেখিলাম। নিকটে একখানা কোদালিও দেখিলাম। দুএকজন লোক দৌড়াইয়া পালাইবার শব্দ পাইলাম। তাহাদিগকে দেখি নাই বা চিনি নাই। মৃতব্যক্তির দেহ জীবনশূন্য ইত্যাদি।" ইহার এক দিন পর আরারিয়াস্থ পোলিস ইন্‌স্পেক্টর বাবু শীতলপ্রসাদ সেস্থানে তদন্ত করিতে গেলেন। তখন তিনি ঐ সকল প্রতিবেশীদিগকে পুনরায় পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার নিকট তাহারা অন্য প্রকার উক্তি করিল, এরূপ তাঁহার diaryতে দেখা যায়। ৪।৫ জন প্রতিবেশী নাকি বলিল, "আমরা শব্দ শুনিয়া মৃতব্যক্তির বাড়ী গিয়া দেখি ৪ জন লোক তাহাকে শায়িত অবস্থায় ধরিয়া আছে। দুই জন মস্তকের পার্শ্বে, ২ জন পাদদেশে, আর পঞ্চম এক ব্যক্তি তাহাকে কোদালিদ্বারা কোবাইতেছে। সেই পাঁচ ব্যক্তিকে চিনিলাম, তাহারা অমুক অমুক।" ইন্‌স্পেক্টর তদন্ত শেষ করিয়া সেই পাঁচ কি চারি ব্যক্তিকে আসামী করিয়া বিচারের জন্য চালান দিলেন। Postmortem রিপোর্টে দেখা গেল "কোদালি কি অন্য তদনুরূপ কোন যন্ত্রের কয়েকটী আঘাতে মৃতব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। আমার নিকট বিচার হইল। প্রতিবেশী সাক্ষীগণ মোকদ্দমার যথেষ্ট প্রমাণ

দিল। ইন্‌স্পেক্টরের নিকট যাহা বলিয়াছিল আমার নিকটও সেইরূপ বলিল। আমি পোলিস diary পড়িয়া দেখি, ঐ সব সাক্ষী এক দিন পূর্ব্বে Sub-Inspectorএর নিকট ঠিক অন্যরূপ বলিয়াছে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির বাড়ী গিয়া কোন লোকই দেখে নাই ইত্যাদি। আমি ঐ সব সাক্ষীদিগকে নিজে জেরা করিয়া ও অন্য সাক্ষী লইয়া স্থির করিলাম, ইন্‌স্পেক্টর তাহাদিগকে ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করিয়াছে। আমি আসামীদিগকে খালাস দিলাম অর্থাৎ ২০৯ ধারামত discharge করিলাম। পোলিস enquiry সম্বন্ধে কিছু তীব্র মন্তব্যও লিখিতে বাধ্য হইলাম।

ইহার কয়েক দিন পর District Magistrate আমার নিকট ঐ মোকদ্দমার নথি চাহিয়া পাঠাইলেন এবং আসামীগণ অন্যায়রূপে খালাস হইয়াছে, আর আমি অযাচিত ও অযৌক্তিকভাবে পোলিসের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার explanation তলব করিলেন। তাহার ভাষা পড়িয়া এই অনুমান হইল পোলিসের কোন উচ্চ কর্ম্মচারী আমার বিরুদ্ধে একটু শক্ত রকম রিপোর্ট করিয়াছেন। আমি একটু বিচলিত হইলাম। সেখানে তখন একজন বুদ্ধিমান মুসলমান Sub-Assistant Surgeon সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে একটু উন্মনস্ক দেখি কেন?" আমি বলিলাম যে "ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে পোলিস আমার বিরুদ্ধে লাগিয়া বোধ হয়

একটা strong report ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট দিয়াছে।” তিনি বড় একটু সুন্দর কথা বলিয়া আমাকে প্রবোধ ও উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, “আপনি কেত এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আপনার শত্রু আপনার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমাদের ইসলাম গ্রন্থে একজন জ্ঞানীর উক্তি আছে ‘তোমার শত্রু যত বড় ও শক্তিশালী হউন না কেন, তোমার যিনি রক্ষাকর্ত্তা, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় ও বেশী শক্তিশালী,’ সুতরাং আপনি নিশ্চিত জানিবেন, যদি কিছু অন্যায় করিয়া না থাকেন তবে আপনার কোনই অমঙ্গল হইবে না।” এই কথাগুলি আমার প্রাণে বাস্তবিকই শান্তি আনিল। পরজীবনেও এই সুন্দর উক্তিটি অনেক বার স্মরণ করিয়াছি।

আমি আমার explanation ও নথি Dist. Magistrateএর নিকট পাঠাইলাম। কয়েক দিন পর নথি ফেরত পাইলাম। মাজিষ্ট্রেট লিখিলেন “তোমার বিচার ঠিক হইয়াছে। The I. G. P. has ordered the Inspector of Police to be placed under suspension.” Inspector suspended হইলেন। কিন্তু আমার নিকট তিনি সে সংবাদ গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি থানা পরিদর্শন করার ভাণ করিয়া তদ্বির করিতে Superintendent সাহেবের নিকট গেলেন। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর তিনি ১২ মাস পর পুনরায় কার্য্যে ভর্ত্তি হইলেন।

এই Inspectorটি সম্বন্ধে দুএক কথা বলা প্রয়োজন। ইনি একজন সেকেলে দারোগা ছিলেন, হয়তো আরও নিম্নস্তর হইতে উঠিয়াছিলেন। কিছু কিছু ইংরেজী জানিতেন, কাজ চালান রকমের। কিন্তু অতি চতুর। দৈহিক বলও যথেষ্ট ছিল। সাহেব সুবাদেরও মন যোগাইতে বেশ তৎপর ছিলেন। আমি সেখানে যাওয়ার পর হইতেই আমার সহিত সদ্ভাবস্থাপনের অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কখনও বা কিছু খাদ্যসামগ্রী পাঠাইতেন। তাঁহার বাসস্থান ছিল মোজাফরপুর, সেখানকার প্রসিদ্ধ লিচি অথবা লেঙ্গরা আমও সময় মত পাইতাম। তিনি বলিতেন, দেশে তাঁহার ভূসম্পত্তি আছে। সত্য মিথ্যা জানিনা, তবে style of living তাহার বেতন অপেক্ষা অনেক অধিক খরচসাপেক্ষ ছিল। পাচক, দাসদাসী, অশ্ব, সহিস ও পোষ্য পরিজনও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম, কেননা তিনি আমার মত লোককে একহাটে কিনিয়া আর একহাটে বেচিতে সক্ষম ছিলেন। বাহ্যিক কোন অসদ্ভাব হয় নাই। তিনি সেই খুনের মোকদ্দমার গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু ইহার কিছু দিন পর তিনি রাঁচি কি হাজারিবাগ বদলী হন। তখন আমিও বদলী হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। এক দিন সংবাদপত্রে দেখিলাম, অসততা কি অন্য কোন অভিযোগে তিনি কার্য্য হইতে অবসৃত (dismissed)

ইন্‌স্পেক্টার শীতলপ্রসাদ।

হইয়াছেন। দূরস্থ এক পোলিস ষ্টেশনের এক হেড্ কনেষ্টবলের নামে একটী কয়েদ ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ৫০৲ টাকা লওয়ার মোকদ্দমা (wrongful confinement and extortion) হইয়াছিল। আমি তাহাকে convict করিয়া ছয় মাস কারাদণ্ড ও ৫০৲ অর্থদণ্ড করি। আপিলে সে খালাস পায়। ইহার কয়েক দিন পর ঐ হেড্ কনেষ্টবল আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলে "মহাশয়, আমি খালাস পাইয়াছি, কিন্তু আপনি প্রকৃত বিচার করিয়াছিলেন। আমি ঐ মোকদ্দমার বাদীর নিকট তাহাকে কয়েদ রাখিয়া ৫০৲ নিয়াছিলাম। আমি বিপন্ন হইয়া ঐ টাকা লইয়াছিলাম। প্রতিমাসে আমাদের থানা হইতে ৫০৲ ইন্স্পেক্টরকে ঘুষ দিতে হইত। আমরা পালা করিয়া ঐ টাকা দিতাম। সেসময় আমাকে ঐ ৫০৲ দিতে হইয়াছিল। আমি যে বেতন পাই তাহা দ্বারা পরিবারই পালন করিতে অসমর্থ। সুতরাং অবৈধ উপায়ে ঐ ৫০৲ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

জলকরের ১৪৫ ধারার মোকদ্দমা।

একটী জলকর লইয়া Mr. Forbes এবং অন্য একজন স্থানীয় জমিদারের মধ্যে কার্য্যবিধি আইনের একটী ১৪৫ ধারার মোকদ্দমা হইয়াছিল। পূর্ণিয়া হইতে একজন উকীল (বোধ হয় বাবু সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়) Forbes সাহেবের পক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি অপর পক্ষের ১ম সাক্ষী (প্রথম পক্ষের প্রথম সাক্ষীকে) তিন দিন ব্যাপিয়া জেরা করিয়াছিলেন। আমার মনে হইল উকীল বাবু অযথা আমার সময় নষ্ট

করিতেছেন। আমি অনেক বার তাঁহাকে আমার মতের আভাসও দিলাম। কিন্তু তিনি "নাছোড়বান্দা"। চতুর্থ দিন যখন পুনরায় অবৈধ জেরা আরম্ভ করিলেন, আমি বলিলাম, "আপনি সাক্ষীকে তিন দিন জেরা করিলেন, এখনও শেষ হইল না, আপনি আর কত সময় নিবেন ?" তিনি কিছু উষ্ণ হইয়া বলিলেন "তাহা আমি বলিতে পারি না, আজ সমস্ত দিন তো লাগিবেই, অদ্যকার জেরা শেষ হইলে বলিতে পারিব কত সময়ে শেষ করিব।" তখন আমি বলিলাম, "মহাশয় আপনিতো জেরা করিতেছেন বেশ স্বাধীনভাবে ও কৃতিত্বের সহিত, রায়টী কিন্তু আমি লিখিব।" তিনি অতি গম্ভীর হইয়া আর ২।৪টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আমি আর জেরা করিব না, আজ মোকদ্দমা স্থগিত রাখুন"। আমি মোকদ্দমা পর দিন adjourn করিলাম। তিনি সেই দিন পূর্ণিয়া চলিয়া যান এবং মোকদ্দমা আমার নিকট হইতে transfer করার জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দেন। মাজিষ্ট্রেট আমার কৈফিয়ত চান ও আমাকে মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে বলেন। আমি কৈফিয়ত আমার পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তি স্বীকার করিয়া লিখিলাম "১ম পক্ষের সাক্ষীর জেরা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন উকীল বাবু কি অবৈধরূপে এই মোকদ্দমা prolong করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মাজিষ্ট্রেট আমার কৈফিয়ত পাইয়া ও উকীলের argument শুনিয়া তাঁহার transferএর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। কিন্তু ২য় পক্ষ (Mr. Forbes) এই হুকুমের

বিরুদ্ধে হাইকোর্টে motion করিল। হাইকোর্ট নথি দেখিয়া আমার নিকট হইতে মোকদ্দমা অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট transfer করিতে আদেশ দিলেন এবং এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে আমার ঐ প্রকার উক্তি সঙ্গত হয় নাই। মোকদ্দমা late Dy. Magte. Mr. Jyotish Chandra Acharyya মহাশয়ের fileএ গেল। তিনি বিচার করিয়া Mr. Forbesকে হারাইয়া অপর পক্ষকে জলকরের দখল দিয়াছিলেন।

ছুটীতে গৃহগমন।

এ বৎসর পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে ৫ সপ্তাহের ছুটী লইয়া সপরিবারে বাড়ী রওনা হইলাম, এই যাত্রা বড় সুখকর ও মধুর হইয়াছিল। আমার বাল্যবন্ধু Mr. S. C. Maulik তখন Telegraph Superintendent ছিলেন। কাটিহার হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত তাঁহার jurisdiction. তিনি পূর্ব্বেই লিখিলেন, "তোমাদের বাড়ী যাওয়ার দিন আমিও সঙ্গে যাইব, তাহাতে তোমাদের খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিব।" বাস্তবিক তিনি পার্ব্বতীপুরে আমাদিগকে meet করিলেন। আমরা একখানা 2nd. class গাড়ী reserve করিয়া গিয়াছিলাম। পার্ব্বতীপুরে সেই গাড়ী কাটিয়া রাখিল। সেখানে Mr. Moulik আমাদের খাওয়ার এক বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। শুধু ইলিস মাছ, মাংস প্রভৃতি খাইলাম তাহা নহে, সঙ্গে এক হাঁড়িতে নানাপ্রকার মিঠাইও দিলেন। তিনি 1st. classএ এক গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে

সেই ট্রেইনেই চলিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনে আমরা attention পাইতে লাগিলাম। ফুলছুড়ি ষ্টেশনে দেখি একজন দুধ লইয়া হাজির। তখন সকাল ৭টা হইবে। Mr. Maulik একজন লোককে আদেশ দিয়া ৪টা ইলিস মাছ কিনিয়া আনাইলেন। সেখানে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত এক ব্রাহ্মণের হোটেল ছিল। সেই ব্রাহ্মণকে ইলিস মাছ রাঁধিবার জন্য দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে গোয়ালন্দগামী down steamer আসিয়া উপস্থিত। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে চড়িলাম, ইলিশ মাছ হোটেল ওয়ালার নিকটই রহিল। পথে খুব বড় একটা আইর মৎস্য কিনিয়া ষ্টীমারে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম। Mr. Maulik আরও down গেলেন। আমরা পোড়াবাড়ী নামিয়া শাঁকরাইল হইয়া নৌকাযোগে বাড়ী গেলাম। এই সময়ে বাড়ীর খরের ঘরগুলি বদলাইয়া সমস্ত টিনের ঘর করার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম। ছুটী শেষ হইলে পুনরায় আরারিয়া গিয়া ২৩শে অক্টোবর তারিখে কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

চিন্তামন সিংহের ১১০ ধারার case

এবার আসিয়া মামুলি কার্য্য চালাইতে লাগিলাম। তখনও এই মহকুমায় মাঝে মাঝে ডাকাইতি হইতেছিল। ফরবেশগঞ্জ থানার এলাকায়ই বেশী হইত। সেখানে 'চিন্তামন সিং' নামক একজন প্রতিপত্তিশালী Mr. Forbesএর তহসিলদার (locally called Sriman) ছিল। কোন কোন মোকদ্দমার তদন্তকালে আসামীর স্বীকার উক্তি হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, এই

চিন্তামন সিং অনেক ডাকাইত দলের নেতা হইয়া ডাকাইতি করিত। সে নাকি অশ্বারোহণ করিয়া ঘটনা স্থানে যাইত এবং ডাকাইতদের সমস্ত movement direct করিত। তাহার নামে কাঃ বি, আইনের ১১০ ধারার এক মোকদ্দমা স্থাপিত হইল। আমি proceedings draw up করিলাম। কিন্তু District Magistrate (Mr. Lea) স্বয়ং এই মোকদ্দমা করিতে Forbesgange আসিয়া camp করিলেন। (Rai Bahadur) নিশিকান্ত সেন মহাশয় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই মোকদ্দমা চালাইতেন। Mr. Forbes এবং তাঁহার ভাগিনেয় Barrister Mr. Chapman চিন্তামন সিংহের defence conduct করিতেন। আমি prosecutionএর সাক্ষী স্বরূপ তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি সাক্ষ্য দিলাম এই যে "অনেক সন্দিগ্ধ ডাকাইতের স্বীকার উক্তি হইতে এবং আসামীর general reputation হইতে আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে আসামী চিন্তামন একজন dangerous and desperate characterএর লোক এবং সে habitually dacoity করিয়া থাকে। কতক নথী হইতেও এই উক্তি সমর্থন করিয়াছিলাম। দীর্ঘ তিন দিবস ব্যাপিয়া Mr. Forbes আমার জেরা করিয়াছিলেন। এই জেরার সময় মাঝে মাঝে বড় কৌতুকজনক প্রশ্নোত্তর হইত। দুএকটা এখনও মনে আছে, যথা—

Mr. Forbes :—Well, you are the S. D. O. of Araria. You drew up the proceedings U.S.110

C. P. C. against the accused, can you tell me why the case was withdrawn from your file and taken up by the District Magistrate ?

I :—The Dist. Magte. has not told me the reasons expressly, but I presume they may be one or other or some of the following reasons :—

(1) The S. D. O. with his ordinary duties might not have time to try this important case.

(2) The S. D. O. might be required to give his evidence in this case.

(3) The case is a very important one and as such should be tried by a higher authority than the S. D. O.

Mr. F :—What do you mean by an important case ?

I :—It is important in the sense that the accused is the *creature* of the most influential Zemindar of the District who is himself an European and a Barrister-at-law too.

Mr. F. :—What is the meaning of the word creature you have just used ?

I :—By creature I mean a servant or dependant in whom the master or the person depended on takes undue or undeserved interest.

Mr. F. :—Do you use the word in any disparaging sense ?

I :—Yes, to a certain extent.

Mr. F. :—Your reasons for the same ?

I :—I have already told you and the Court that the accused has the reputation of being a man of desperate character and man who habitually commits dacoities.

Mr. F. :—Is not the word "creature" applied in reference to a person who is supposed to be mean and contemptible ?

I :—May be.

Mr. F. :—(Handing over to me Webster's Dictionary), well, here is a copy of Webster's Dictionary. Please read the different meanings given therein of the word "creature" and tell me in the sense of which of these meanings you used the word.

At this stage, the Court interposed and said "Well, Mr. Forbes, the word creature is too

common and too wellknown in the English language to require any further discussion about its meaning. I would not be justified in allowing any further question on this point.

আমি রক্ষা পাইলাম। তৎপর জেরা চলিল—

Mr. F. :—Now, would you tell me frankly whether you were afraid to try this case.

I :—Certainly I was not afraid of this case as I would be of any wild animals.

Mr. F. :—I draw the attention of the Court to the bantering way of answering my question. [The Court simply says "please go on with your next question".]

Mr. F. :—The witness is giving some wild answers to my questions.

I :—I take the responsibility of the answers I give.

Mr. F. :—What is the source of your information about the accused being a bad character ?

I :—I have already told the Court that some persons implicated in dacoities have mentioned the accused in their statements and that I heard

from respectable and reliable persons about the accused's reputation.

Mr. F. :—Pray, name some of your respectable persons.

I :—In the first place, I would mention Mr. Duff, the Manager of the accused's master and counsel who, a short time after my coming to the station, told me in couse of a conversation that the accused was, by repute, a bad character.

(Mr. Duff being present was pointed out by me)

Mr. F. :—When and where did you have this conversation with Mr. Duff ?

I :—At my own Bunglow at Araria at such and such hour some time in such and such month when he went to call on me in connection with such and such business.

এইভাবে ১১টা হইতে আরম্ভ হইয়া ৫।৬টা পর্য্যন্ত তিন দিন আমার জেরা চলিল। তখন Lieut. Macnamara নামক একজন ইংরেজ পূর্ণিয়ার Asst. Superintendent of Police ছিলেন। তাঁহার নিকটই এই মোকদ্দমার ভার ছিল। প্রত্যহ কোর্ট শেষ হইবার পর Lieut. Macnamara আমর পিঠ

চাপড়াইত আর বলিত "Well done Mr. Nag, I could not have stood the severe Cross Examination so admirably well. আর Mr. Forbes আমার গলা জরাইয়া ধরিয়া বলিত, "You must excuse me for all this trouble, I am doing my duty to my client, I should certainly assure you that our private friendship shall continue as warm as ever." এই মোকদ্দমা অনেক দিন চলিয়া ছিল। Defenceএর পক্ষে বহু সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াছিল। মোকদ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি তথা হইতে বদলী হইয়া অন্যত্র যাই। পরে মোকদ্দমার ফল জানিলাম, চিন্তামন সিংহ ১১০।১১৪ ধারামত bound down হইয়াছিল। হাইকোর্টে মোশন হয়। ইহার ফল I. L. R. Calcutta Seriesএ লিপিবদ্ধ হইয়া, এই মোকদ্দমা নজির স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

আরারিয়ার জীবন প্রায় শেষ হইতে চলিল। এখানে দুই বৎসরের কিছু কম সময় ছিলাম। এই সময় মধ্যে এখানে প্রায় ৩০টা ডাকাইতি হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রেই ডাকাইত ধরা পরিতনা। দুএকটী মোকদ্দমায় মাত্র ডাকাইতগণ মধ্যে কেহ কেহ ধরা পরিয়া শাস্তি পাইয়াছিল। অবশেষে দাদলা দোসাদ নামক একজন বিখ্যাত দস্যু ধৃত হয়। সে কতকটী ডাকাইতি মোকদ্দমায় সংস্পৃষ্ট ছিল বলিয়া Confession করে। তাহার

জেল হইতে দস্যুর পলায়ন।

উক্তির উপর নির্ভর করিয়া পুনরায় একটী Gang case start করার সংকল্প হয়। সুতরাং দাদলাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আরারিয়ার সাব জেইলে রাখা হয়। হঠাৎ এক দিন প্রভাতে জেইলখানার হেড্ ওয়ার্ডার আসিয়া সংবাদ দিল, দাদলা পালাইয়াছে। তখনই জেলখানায় গিয়া দেখি, জেইল-খানার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেওয়াইলের উপর একটী রশি বিলম্বিত আছে। নিম্নে ড্রেইনের একটা লোহার gratingএর সঙ্গে তার একমাথা বাঁধা, বাহির দিকে শুধু রশিটাই ঝুলিতেছে। রশির ভিতর এক এক হাত অন্তর একটী করিয়া বড় গাইট বা knot আছে। তাহাতে পা রাখিয়া রশি বাহিয়া দেয়াল পার হইয়াছে, অনুমিত হইল। বাহির হইতে কেহ সেই রশি ধরিয়াছিল কিংবা কোন পদার্থের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল। এই escape সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিয়া ফল পাইলাম না। Head warderকে অসতর্কতার জন্য prosecute করিয়া দুই কি তিন মাসের কারাদণ্ড দিলাম। সে লোকটী বড় ভাল ছিল। এক অসাবধানতা ভিন্ন অন্য দোষ তাহার ছিলনা। সে কাঁদিয়া বলিল "আমার চাকরী গেলে, পরিবার অনাহারে মারা যাইবে, হুজুর শাস্তি দিয়াছেন, আমি আপিল করিব এ সঙ্গতি আমার নাই। দয়া করিয়া নিশিবাবুকে একটু বলিয়া দিলে তাঁহা দ্বারা আপিল দায়ের করিতাম"। আমি নিশিবাবুকে বলিয়াছিলাম। তিনি দয়া করিয়া বিনা ব্যয়ে appeal করিয়াছিলেন, ফলে Head warder খালাস পাইল। দাদলার

কোন সংবাদ পরে পাই নাই। বহু দিন পরে নাকি সে পুনরায় ধৃত হইয়াছিল।

একটী ক্ষুদ্র অথচ মজার মোকদ্দমায় 'কাজির বিচার' করিয়াছিলাম। কমলপুর কি কমলাপুর inspection বাঙ্গলার নিকটস্থ গ্রামের একজন লোক নালিশ করিল "আমার গৃহে পোষা ছাগীর দুইটী লালরঙ্গের বাচ্চা আমি 'খাসি' করিয়া দিয়াছিলাম। তাদের বয়স প্রায় ১বৎসর হইয়াছিল। আসামী এক দিন বলপূর্ব্বক উহার একটী খাসি লইয়া গিয়াছে।" আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলিল "শত্রুতা বশতঃ নালিশ করিয়াছে। তাহার কস্মিনকালেও কোন খাসি ছিল না"। উভয় পক্ষই সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া নিজ নিজ উক্তি সমর্থন করিল। বাদী বলিল "হুজুর আমার গৃহে অপর খাসি এখনও বর্ত্তমান আছে।" আমি কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া মোকদ্দমার রায় দিতে একটা দিন ঠিক করিলাম। ইতিমধ্যে কাহাকেও কিছু নাবলিয়া কমলাপুর inspection বাঙ্গলায় গেলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক বাইসিকলে হঠাৎ বাদীর বাড়ী গিয়া দেখি তাহার গৃহে কথিত লালরঙ্গের একটী খাসি ও তাহার মাতা রহিয়াছে। আমি ফিরিয়া আসিয়া আসামীকে দোষী স্থির করিয়া কিছু অর্থদণ্ড ও ও ১৫ দিনের কয়েদ করিলাম। আপিল করিয়া ফল না পাইয়া, আসামী হাইকোর্টে আপিল করিল, Justice Sir C. M. Ghosh এবং অপর এক জজ শাস্তি উলটাইয়া দিয়া মন্তব্য

কাজির বিচার।

প্রকাশ করিলেন "সাক্ষ্য লইয়া মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন; এক অদ্ভুত ও অবৈধ উপায়ে তিনি সে সন্দেহ দূর করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু সন্দেহ দূর হওয়ার বিশিষ্ট কারণ আমরা দেখিতে পাইনা। সুতরাং conviction is set aside…ইত্যাদি।

ভূতের আলো।

পূর্ব্বে বলিয়াছি S. D. O.র বাঙ্গলার পশ্চিমপার্শ্বে ৩ মাইল বিস্তৃত বালুকাপূর্ণ এক মাঠ। তাহাতে বর্ষাকালে খুব ছোট ঘাস হয় মাত্র। কোন আবাদ বা গৃহ নাই। বাঙ্গলার পশ্চিমদিকে বাঁশের উচ্চ চেগার (fencing)। এমন ডাকাইতসঙ্কুলস্থানে সেই নির্জ্জন মাঠের প্রান্তে বাস করিতে রাত্রিতে ভয় হইত। লোকাল বোর্ডের আরদালি, মালি, চৌকীদার প্রভৃতি আমার বাসায় থাকিয়া রাত্রিতে পাহাড়া দিত। জেলখানা নিকটে, ১০০।১২৫ হাত মাত্র উত্তরে। wardersগণও সেখানে থাকিত। তথাপি মফঃস্বল গেলে পরিবারস্থ লোকগণ ভীত হইতেন। কে যেন প্রফুল্লকে বলিয়াছিল, উত্তর দিকে জেইল কম্পাউণ্ডে এক কাঁঠাল গাছে ভূত বাস করিত। এই গাছটী চেগারের বাহিরে মাত্র ১০।১৫ গজ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই ভূতের বিশ্বাস সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, যাহার রহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু হিমাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, কিছুদিনের জন্য আমার ওখানে Sub Dy. Collector ও 2nd officer ছিলেন।

তাঁহার বাসার সুবিধা না থাকায় তিনি আমার বাসায়ই আহার করিতেন। নিকটস্থ লোকেল বোর্ড অফিসের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি শুইতেন। বোধ হয় আষাঢ় মাসে এক দিন রাত্রি ৯টার সময় আমরা রাত্রির আহার শেষ করিয়া আমার বাঙ্গলার পূর্ব্বদিকের বারেন্দায় এক প্রশস্ত বিছানায় বসিয়া গল্প করিতেছি। প্রফুল্ল পশ্চিমের বারেন্দায় বসিয়া খাইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া ভিতরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তুমি যে বিশ্বাস করনা, শীঘ্র এসে দেখ" ; আমি ও হিমাংশুবাবু দৌড়িয়া পশ্চিম বারেন্দায় গেলাম। তখন দেখি একটী প্রকাণ্ড আলো বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া (চেগারের বাহিরে) ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। প্রফুল্ল বলিলেন, আলোটা সেই কাঁঠাল গাছের নিকট হইতে চলিতেছিল। আমরা সকলেই চেগারের বাহিরে গেলাম। বাঙ্গলার চৌকীদার বৃদ্ধ রামচরণ দোসাদ, লোকাল বোর্ডের আরদালি বলশালী শালিগ্রাম সিং, মালি, চাকর প্রভৃতি সকলে বাহির হইলাম। জেলখানা হইতে ওয়ার্ডার প্রভৃতি আসিল। তাদের একজন বন্দুকও লইয়া আসিল। আমাদিগকে দেখিয়া আলোটা ক্ষণকাল স্থির রহিল। আলোটার position এরূপ বোধ হইল যেন কোন দীর্ঘকায় পুরুষ তাহার মাথায় আলো রাখিয়া ধীরে হাটিতেছে বা দাঁড়াইয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড গোললণ্ঠনে খুব শক্তি বিশিষ্ট আলো রাখিলে যেমন দেখায় সেইরূপ আলো। আমরা চেঁচাইয়া বলিলাম, কে আলো নিয়া যাইতেছ, দাঁড়াও

নতুবা গুলি চালাইব। কোন লোক আলোর নিম্নে কি নিকটে দেখা গেল না। আমাদের চিৎকারেও আলো স্থির। আমরা তখন আলো হইতে মাত্র ৩০।৪০ গজ পূর্ব্ব দিকে। সকলে মিলিয়া যখন অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন হঠাৎ সেই আলো চলিতে লাগিল। বেশ দ্রুতগতিতে চলিয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিল। প্রায় এক মাইল দূরে ঐখানে একটী শুষ্ক ছোট ১৫।১৬ হাত চওড়া খাল ছিল। সেখানে গিয়া আলোটা ১।২ মিনিটের জন্য অদৃশ্য হইয়া পুনরায় দেখা দিল ও চলিতে লাগিল। আমরা স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিতে লাগিলাম। কোন Explanation আমরা দিতে পারিলাম না। শেষে আলো এত দ্রুত চলিতে লাগিল, যে একজন লোক অত দ্রুত দৌড়াইতে পারে না। সেসময়ে বাতাস তাহার বিপরীত দিক হইতে বহিতেছিল, সুতরাং হাওয়াতে চলিয়া যাওয়া আলোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমরা গৃহে গিয়া অনেক আলোচনা করিলাম। হিমাংশু বাবু একজন সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কেবল বলিলেন, হয়তো ইহারই নাম আলেয়া বা Ignus fatuus. পরে অনেক গল্প শুনিলাম, মাঝে মাঝে ঐ মাঠে নাকি অনেক সময় আলোকমালা (Series of lights) দেখা যাইত।

হিমাংশু বাবু অতি সাধুচরিত্র, বিনয়ী যুবক ছিলেন। আমার বাসায় তিনি প্রায় ৩।৪ মাস ছিলেন। বদলী হইয়া গিয়া আমার নিজের, স্ত্রীর ও ছেলেদের জন্য Cash box, pictures, toys

প্রভৃতি মূল্যবান কতকগুলি দ্রব্য উপহার পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত Cash boxটী এখনও আমার গৃহে আছে।

বাঙ্গলার কম্পাউণ্ডে কতকগুলি আমের গাছ ছিল। তাহার অধিকাংশ আমই উৎকৃষ্ট। দুই বৎসরই যথেষ্ট আম খাইয়া ছিলাম। আর স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকেও অনেক আম বিতরণ করিয়া ছিলাম। ৩।৪ বার ৩।৪টা বাস্কেট করিয়া কলিকাতা দাদাশ্বশুর ও শ্বশুর মহাশয়দের জন্য পাঠাইয়া ছিলাম।

ওখানে Social life বড় আনন্দপূর্ণ ছিল না। মাত্র তিন জন বাঙ্গালী B. L. Pleader ছিলেন, তাঁহাদের একজন আকবরের জীবনচরিত লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, আরও ৫।৭ জন বাঙ্গালী স্কুল মাষ্টার, ডাক্তার ও অফিসের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁদের সঙ্গে বেশ মিশিতাম। উকীল বাবুদের কাহারও বাসায় বা কখনও আমার বাসায় তাস খেলা হইত। পূর্ণিয়া হইতে তথাকার খ্যাতনামা কৃতী উকিল বাবু (now Rai Bahadur এবং High Court Vakil) যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি কখনও কখনও কোন কোন মোকদ্দমা চালাইতে আসিতেন। তিনি একজন সুগায়ক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, খুব ভাল ইংরেজী বলিতেন। তিনি আসিলেই আমার বাসায় গানের আড্ডা বসিত। তাঁহার নিকট নির্ম্মল ও মন্তা (রমেন্দ্র) বড় সুন্দর গাইত। যোগেন্দ্র বাবু বলিতেন "Yours is a musical family."

সামাজিক জীবন।

S. D. O. Purnea District Board এর Ex-officio Member ছিলেন। সুতরাং মাসে প্রায় একবার তথায় যাইতে হইত। সেখানে আমি পূর্ব্বোল্লিখিত কেদার বাবু Sub Overseerএর বাসায় থাকিতাম। কেদার বাবুর মাতা আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণ ৺আনন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভগ্নী, আমার পিতাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। সুতরাং আমি তাঁহাকে "পিসিমা" বলিতাম। তিনি এবং কেদার বাবুর স্ত্রী আমার আহারাদির বড় যত্ন করিতেন। কখন কখন নিশি বাবুর বাড়ীতেও খাইতাম। সেখানে বাঙ্গালি বাবুদের এক থিয়েটার ছিল। আমি তাহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলাম। আমার তথায় গমনের দিন বুঝিয়া সময় সময় তাঁহারা থিয়েটারের আয়োজন করিতেন যেন আমি উপস্থিত হইতে পারি। আমার বন্ধু কেদার বাবু কিছু দিন হইল অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দবাবুর মৃত্যু।

এই বৎসর পূজার পূর্ব্বে গ্রাম হইতে সংবাদ পাইলাম গোবিন্দ বাবু অসুস্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। কিন্তু অচিরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র টেলিগ্রামে তাঁহার স্বর্গারোহণ সংবাদ জানাইল। আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আমি টেলিগ্রাম দ্বারা আমার সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাইলাম। শুধু গ্রামের কেন, সমস্ত সাবডিভিসনের একজন কৃতী, যশস্বী ও সন্মানিত ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সন্তানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনা দিতে আমি সপরিবারে এ বৎসর

পূজায় বাড়ী গিয়াছিলাম। ৺গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে পূজাও হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে গিয়া গভীর বিষাদই অনুভব করিয়াছিলাম। পূজার পরই ফিরিয়া আরারিয়া আসিলাম। ১৯০৪ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই অর্ডার পাইলাম আমাকে নেত্রকোণা যাইতে হইবে। আমি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। Mr. C. H. Reid I. C. S. আমার স্থানে আসিলেন। তিনি বোধ হয় খৃষ্টমাসের পূর্ব্বেই আসিয়া join করিলেন। আমি তাঁহার নিকট charge দিলাম।

আমি দেওঘর হইতে আসার সময় আমার সঙ্গে একটী সুন্দর Foxterrier bitch (কুকুরী) আনিয়াছিলাম। তাহার নাম Tabby ছিল। সে সময় সময় আস্তাবোলের নিকট এক কাঠ রাখার ঘরে শুইত। সেখানে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বড় সুন্দর সুন্দর ২।৩টি বাচ্চা ছিল। আমি চলিয়া যাওয়ার সময় Mr. Reid আমার নিকট ঐ সব বাচ্চা চাহিলেন। অনিচ্ছাসত্বেও ২টী বাচ্চা তাঁকে দিতে হইল, তার একটা বড় তেজীয়ান ছিল বলিয়া তাহার নাম Krugger রাখা হইয়াছিল। দু একটা ভাল বিড়াল ও ময়না পাখীও সাহেব রাখিয়া দিলেন।

আমরা আরারিয়া বেশ নিরাপদেই ছিলাম। গ্রামের মত মৎস্য, দুগ্ধ, ঘৃত অতি সস্তায় পাইতাম। দুধ টাকায় ১৫ সের। মৎস্য প্রচুর ছিল। ভাল ভৈঁষা ঘৃত ১৷৴০ কি ১৷০ সের। ফরবেশগঞ্জ হইতে ডাল, আলু প্রভৃতি অল্প মূল্যে আনিতাম। প্রথমতঃ ৯০৲ দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী এক S. D. O.র ঘোড়া কিনিয়া

ছিলাম। পরে Kissengange মেলায় গিয়া Mr. Churlie Downing নামক Khagra Estateএর Manager সাহেবের এক অতি সুন্দর Chestnut রঙ্গের ঘোড়া ২৫০৲ টাকা মূল্যে কিনিয়া ছিলাম। তাহার নাম jewel রাখিয়া ছিলাম। অতি চমৎকার ঘোড়া। আমি ভাল চড়িতে পারিতাম না। যোগেশ সেটাকে প্রায়ই দৌড়াইত। পরে Lucknow হইতে একটী টম্‌টম আনাইয়া drivingএ ব্যবহার করিতাম। বদলী হইলে নিশি বাবু সে ঘোড়া ও টমটম অল্প মূল্যে কিনিয়া রাখিলেন।

খৃষ্টমাসের বন্ধের মধ্যেই আরারিয়া পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কলিকাতা শ্বশুর মহাশয়দের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তথায় ২।১ দিন থাকিয়া নেত্রকোণার পথে ময়মনসিংহ গেলাম। তথায় শ্রদ্ধেয় মামা শ্বশুর ৺ উপেন্দ্রনাথ রায় উকীল মহাশয়ের বাসায় এক দিন রহিলাম। জিনিষপত্র পূর্ব্বেই আরারিয়া হইতে ময়মনসিংহ পাঠাইয়া ছিলাম। তিনখানি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া তাহা নেত্রকোণা পাঠাইলাম। ইহা দেখিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় আমাকে একটু শাসনভাবে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "ওহে তোমার মত সামান্য চাকুরে তিনখানা গাড়ী বোঝাই করিয়া জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া বেড়ায়, ইহা তো ভাল লক্ষণ নয়, ইহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারি তোমার হাতে একটী পয়সাও সঞ্চয় করিতে পার নাই"। অতি সত্যকথা। এখন অনুতাপ too late.

১৪শ পরিচ্ছেদ।

নেত্রকোণা।

১৯০৪।২৯শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে অপরাহ্লে নেত্রকোণা পঁহুছিলাম। S. D. O.র বাঙ্গলাতে তখন আমার পূর্ব্ববর্ত্তী S. D. O. Mr. Friend-Pereira ছিলেন। সুতরাং আমি পরিবার লইয়া Inspection বাঙ্গলায় নামিলাম। জানিনা কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে এই স্থানে পদার্পণ করিলাম। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে তাহা লক্ষিত হইবে।

নেত্রকোণাতে।

পর দিন Mr. Pereiraর নিকট হইতে charge লইলাম। সেই দিনই S. D. O.র গৃহে আমরা গেলাম। তিনি বলিলেন "এখানে কার্য্য অত্যন্ত heavy. তিন জন অফিসারের কাজ একা S. D. O.কে করিতে হয়।" সেসময়ে 2nd Officer কেহ ছিলেন না। পরে সময় সময় একজন ডিপুটী বা সাব ডিপুটী 2nd Officer থাকিতেন বটে, কিন্তু অধিক সময়ই আমার একাকী কার্য্য করিতে হইত। Local Board, Municipalityর কার্য্য করিতে হইত। আমি গুরুতর পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলাম। সকালে বাড়ীতে কার্য্য করিতাম। অফিসে কোন কোন দিন রাত্রি ৮টা কি ৯টা পর্য্যন্তও কার্য্য করিতে হইত।

আমি যাওয়ার ২।৩ দিন পরই দেখি তথাকার Sub-Registrar মৌলবী তলাত্তাপ হোসেন B. A. (অধুনা মৃত) তাঁহার এক হিন্দু কেরাণী সঙ্গে দিয়া এক বৃহৎ থালায় নানাপ্রকারের সন্দেশ ও মিষ্টি আমাদিগকে উপহার পাঠাইয়াছেন। আমি এইবার প্রথমে নিজদেশে বদলী হইয়াছি। পূর্ব্ব হইতে আমি স্থির করিয়া ছিলাম, কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার উপহার গ্রহণ করিব না। সুতরাং আমি একখানা ভদ্রভাবে চিঠি লিখিয়া জিনিষগুলি ফিরাইয়া দিলাম। এইখানে এক বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার অল্প দিন পরই এইরূপ উপহারের গোপন রহস্য বুঝিতে পারিলাম। সাবরেজিষ্ট্রার সেই মহুকুমার অধিবাসী। নেত্রকোণা সহরে তাঁহার এক বাসা ছিল। এই বাসা সরকারী Charitable Dispensaryর Compound সংলগ্ন। তিনি ঐ কম্পাউণ্ডের কতক জমী দাবি করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী S. D. O.র নিকট এক দরখাস্ত দিয়াছিলেন। সেই দরখাস্ত Dispensary কমিটিতে পেশ হইয়া নির্দ্ধারিত হয় যে আমি আসিয়া এই সীমানার তর্ক মীমাংসা করিব। আমি Dispensary Committeeর President ভাবে এই তর্কের মীমাংসা করিলাম। Sub-Registrar কে কিছু স্থান ছাড়িয়া অধিকাংশ Dispensary Compound এর অন্তর্গত বলিয়া সাব্যস্ত করিলাম। এখানেই বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইল। Sub-Registrar বড় চটিয়া গেলেন।

বিষবৃক্ষ।

এই বৎসর (১৯০৫) অক্টোবর মাসে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হইল। আমরা East Bengal Assam গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইলাম। এই বঙ্গবিভাগ হইতে দেশে কি ভীষণ অশান্তির বহ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহা সকলেই অবগত আছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সেই অনলে নিপতিত হইলাম।

ইতিমধ্যে উক্ত Sub-Registrar সাহেবের এক মাতুল ভ্রাতার নামে কাঁচাধান বলপূর্ব্বক কাটিয়া নেওয়ার জন্য একজন মুসলমান ৩৭৯ ধারার (চৌর্য্য) এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। আমি summary বিচার করিয়া আসামীর কিছু অর্থদণ্ড করিলাম ও দুই সপ্তাহের জন্য তাহাকে কারাদণ্ড দিলাম। এই মোকদ্দমায় সাবরেজিষ্ট্রারের সহোদর ভ্রাতা ছাপাই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। আমি তাহা অবিশ্বাস করিয়া আসামীকে শাস্তি দিলাম। এবার বিষবৃক্ষ বড় হইল। ময়মনসিংহের District and Sessions Judge এর নিকট আপিল হইল। বোধ হয় নবেম্বর মাসের ১১ই তারিখ এই আপিল নামঞ্জুর হইয়া আমার রায় বহাল রহিল। এবার বিষবৃক্ষ মুকুলিত হইল।

১৫ই নবেম্বর কতক লোকের স্বাক্ষরিত একই রকমের তিনখানা দরখাস্ত ময়মনসিংহের Magistrate, ঢাকার Commissioner ও গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইল। ১৭ই কি ১৮ই নবেম্বর মেজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত দরখাস্তখানা তিনি আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে সে সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে

বলিলেন। সে দরখাস্ত পড়িয়া দেখি তাহার মর্ম্ম এই :— এখানে disloyal হিন্দুগণ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দু যুবকগণ বাজারে গিয়া বিলাতী লবণ, ও বিলাতী দ্রব্য সকল নষ্ট করিতেছে। মুসলমানদিগকে বিলাতী দ্রব্য কিনিতে বাধা দিতেছে। সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকট complaint করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তিনি নিজে স্বদেশী আন্দোলনের নেতা, রাজদ্রোহিতার পক্ষপাতী। তাহার ইংরেজির ভাষা এইরূপ ছিল :—The S. D. O. himself leads the Swadeshi movement. He is disloyal and seditious at heart. He should be removed and a Mahammedan S. D. O. should be sent here &c. &c. &c. এই দরখাস্তে দুএকজন মুসলমান মোক্তারের সই ছিল এবং নিকটবর্ত্তীস্থানের, সবরেজিষ্ট্রি অফিসের লোক দুএকজনের দস্তখত ছিল। আমি এই petition খানা অফিসকরার সময় পাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরিচিত মোক্তার দুইটিকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম ও তাহাদের উক্তি লিখিয়া লইলাম। তাহারা বলিল, "আমরা তিনখানা দরখাস্ত সহি করিয়াছি। কিন্তু ঐ সব দরখাস্তে এরূপ কথা লিখা ছিল তাহা জানিতাম না। যেখানে দরখাস্ত লেখা হয় সেখানে সাবরেজিষ্ট্রার সাহেব ছিলেন, তাঁহার গৃহেই এই দরখাস্ত দেওয়ার কথা হয়, আমরা মাজিষ্ট্রেট ও গবর্ণমেণ্টকে ইহা জানাইতে চাহিয়াছিলাম যে "হাটবাজারে মুসলমানগণ

যাহাতে বিলাতী পণ্যদ্রব্য বিশেষতঃ বিলাতী লবণ সহজে ও নিরুপদ্রবে পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা হউক"। তারপর আমি Sub-Registrar সাহেবের অফিসে গিয়া তাঁহাকে ঐ দরখাস্ত দেখাইলাম এবং উহার বিষয় তিনি কি জানেন জিজ্ঞাসা করিলাম। লিখিতে লজ্জা হয়, তিনি চোস্ত বলিলেন, "আমি এ বিষয় কিছুই জানিনা"। তারপর তাঁহার অফিসের যে লোক সই করিয়াছিল তাহাদের জবানবন্দী লইলাম। তাহাদিগের বরং একটু সত্যানুরাগসম্ভূত চক্ষুলজ্জা দেখিলাম। তাদের একজন একথাও বলিল "Sub-Registrar ঐ সব petitions draft করিয়া দিয়াছিলেন এবং অপর একজনকে দিয়া লেখাইয়াছিলেন। সাব ডিভিসনাল অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কথা লিখিত হইবে এমন কথা ছিল না এবং আমরা তাহা জানিতাম না।"

তারপর বাজারের সমস্ত দোকানদারদের উক্তি লিখিলাম। তাহারা কোন বিলাতি দ্রব্য কি লবণ নষ্ট করার, আর মুসলমান-দিগকে বাধা দেওয়ার কথাও অস্বীকার করিল। তবে এই বলিল কয়েকজন হিন্দু নেতা তাহাদিগকে লবণ ও বিলাতী বস্ত্র আর আমদানী করিতে নিষেধ করিয়াছিল ও হাটের দিন কতক যুবক বিলাতী লবণ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। বাস্তবিক তখনও বিলাতী জিনিষ ভগ্ন বা লবণাদি ফেলাইয়া দেওয়া আরম্ভ হয় নাই। (ইহার পর কোন কোন হাটে হইয়াছিল)। আমার নিকট পোলিস কি

অন্য কোন মুসলমান বা হিন্দু এবিষয়ে কিছুই কোন দিন রিপোর্ট করে নাই। একখানি দরখাস্তও দাখিল হয় নাই।

আমি আমার তদন্তের ফল যথাযথভাবে ডিঃ মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলাম। সেসময়ে ময়মনসিংহে যিনি জেলার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, Mr. L. O. C. I. C. S., তাহার বিষয়বুদ্ধি প্রখর না থাকিলেও কূটবুদ্ধির অনেক পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন। ইহা অনুমিত হইল যে তিনি আমার রিপোর্টের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। কেননা তাহার অল্প দিন পরে একজন Assistant Superintendent বোধ হয় Mr. H. নেত্রকোণা আসিলেন। আমি সংবাদ পাইলাম তিনি আসিয়া ঐ দরখাস্তের কোন কোন বিষয়ে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ তদন্তের মানে হচ্ছে practically আমার conduct সম্বন্ধে তদন্ত করা। আমি মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম যে সাধারণ একজন অনভিজ্ঞ পুলিস অফিসার এবিষয়ে তদন্ত করিতে প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি আমাকে না ডাকিলে তাঁহার নিকট আমার যাওয়া আত্মসম্মানের পক্ষে উচিত নয় মনে করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও গেলাম না। তবে পোলিসের নিকট সংবাদ পাইলাম যে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুগণ কোন বিলাতী বস্ত্র, লবণ বা দ্রব্য নষ্ট করিয়াছে কি কোন ক্রেতার ও দোকানদারের ক্ষতি করিয়াছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন এবং মফঃস্বল হইতে সাবরেজিষ্ট্রার কতকটী মুসলমান আনাইয়া

ঐরূপভাবে সাক্ষীও দেওয়াইতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে নেত্রকোণাতে এক ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যবাদী, সৎলোক পোলিসের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন; বাবু হরিমোহন দাস। ইঁহার মত সাধু অফিসার কম দেখিয়াছি। ইনি অর্থাভাবে চটীজুতা পায় দিয়া থাকিতেন, তথাপি একটী পয়সা অন্যায়ভাবে উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই। দুই তিন দিন তদন্তের পর বেলা প্রায় ১০½টার সময় আমি আহার করিতে বসিয়াছি, হরিমোহন বাবু uniform পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার বাঙ্গলায় আসিয়া অতি ব্যস্তসমস্তভাবে আমাকে বলিলেন, "আমি Assistant Superintendent সাহেবের নিকট বড় অপ্রতিভ হইয়াছি, আপনি একটু trouble নিয়া আমাকে একটা মোকদ্দমার নথী দিবার আদেশ দিন, পোলিস সাহেবকে দেখাইতে হইবে"। সবিশেষ জিজ্ঞাসার পর তিনি বলিলেন, "কল্য আমাকে পোলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখানকার Sub-Registrar S. D. O. সম্বন্ধে অনেক serious allegation করেন, তাহাতে মনে হয় তাঁর প্রতি Sub-Registrar এর কোন grudge আছে, তুমি ইহার কোন কারণ বলিতে পার?' আমি বলিলাম, "আর কিছু বিশেষ কারণ জানিনা, তবে S. D. O. Sub-Registrar সাহেবের এক মামাতো ভাইকে এক কাঁচাধানচুরীর মোকদ্দমায় জেল দিয়াছিলেন এবং সেই মোকদ্দমায় সাবরেজিষ্ট্রারের ভ্রাতার সাফাই সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়া মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছিলেন। অন্ত পোলিস সাহেব সাবরেজিষ্ট্রারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাহার কোন আত্মীয়কে এক চুরীমোকদ্দমায় তাহার ভ্রাতার সাফাই সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়া S. D. O. শাস্তি দিয়াছিলেন কিনা, তাহাতে Sub-Registrar নাকি বলিয়াছেন যে এমন কোন মোকদ্দমা হয় নাই ও তাহার সহোদর ভাইও কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেন নাই। ইহাতে পোলিস সাহেব আমার প্রতি চটিয়া বলিয়াছেন যে আমি তাহাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছি, শুধু একজন Hindu S. D. O.র পক্ষ সমর্থন করিতে। আমি অতি অপ্রস্তুত বোধ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু সময় লইয়া আসিয়াছি যে তাঁহাকে নথী দেখাইয়া আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিব।" আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। অফিসে লোক পাঠাইয়া পেস্কারের নিকট হইতে ঐ মোকদ্দমার নথীটা আনাইলাম। নথার সাক্ষীর জবানবন্দীতে ও রায়ের ভিতর যেসব স্থানে আসামীর সহিত সাব রেজিষ্ট্রারের সম্বন্ধ উল্লেখ আছে ও তাহার সহোদর ভাই যে সাফাই সাক্ষ্য দিয়াছিল সেই অংশগুলি লাল পেনসিল দিয়া চিহ্নিত করিয়া নথীটা হরিমোহন বাবুর নিকট দিলাম। তিনি নথী লইয়া চলিয়া গেলেন। নথী সাহেবকে দেখাইয়া আমাকে আসিয়া বলিলেন "সাহেব নথীটা কিছুকালের জন্য রাখিয়াছেন, বোধ হয় Sub-Registrar কে confront করিবেন। তিনি তো নথী পড়িয়া বিস্মিত হইলেন ও বলিলেন 'একজন বি, এ, উপাধিধারী

অফিসার এমনভাবে মিথ্যা বলিতে পারে ইহা আমার ধারণার বহির্ভূত। একবার S. D. O. কে অনুরোধ করিও আমার সঙ্গে যেন তিনি সাক্ষাৎ করেন'। আমি তখন উদাসীন থাকা সঙ্গত বোধ করিলাম না। পর দিন সকালে পোলিস সাহেবের সহিত দেখা করিলাম এবং সকল কথা তাহাকে বলিলাম, সন্দেশ ফিরান হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত। তিনি আমার কথা কতদূর বিশ্বাস করিলেন জানিনা, কিন্তু সাবরেজিষ্ট্রারের কথা আমার নিকট বলিলেন যে এই লোকটার মিথ্যা ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহ চলিয়া গিয়া এসম্বন্ধে কি রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা আমি জানিনা। নথাটা ফিরত দিয়া গিয়াছিলেন। সাবরেজিষ্ট্রারের এই মিথ্যা ধরা পরাতে আমার নিজের অনিষ্টটা কিছু প্রশমিত হইয়াছিল। ভগবান কোন্ সূত্রদ্বারা বিপন্নের উদ্ধার করেন তিনিই জানেন।

এদিকে মুসলমানগণ নানাপ্রকারে একটী পৃথক দল স্থষ্টি করিতে যত্নবান হইলেন। সাবরেজিষ্ট্রার সাহেব তাঁহাদের নেতা হইলেন। তখন মৌলবি এলাহি নেওয়াজ খাঁ নামক একজন নেত্রকোণাবাসী B. L. উকীল তথায় ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাবরেজিষ্ট্রার সাহেব তাহাকে ঐ দলভূক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "এই মহকুমায় আপনি ও আমি এই দুটীমাত্র মুসলমান গ্রেডুয়েট; আমি ঢাকার নবাব সাহেব হইতে একরূপ assurance

পাইয়াছি যে আমরা যদি বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ করি, তবে নিশ্চয়ই ডিপুটীগিরি চাকরী পাইব। অতএব আপনাকে অনুরোধ করি আপনি হিন্দু নেতাগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মতানুসরণ করুন।" তাহাতে মৌলবি এলাহি নেওয়াজ সাহেব উত্তর করিলেন "আমি হিন্দুদের সহায়তায় লেখা পড়া শিখিয়াছি, প্রথম ওকালতি আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহারা আমার ব্যবসায়েও নানারূপ সহায়তা করিতেছেন; আমি তাঁহাদের আশ্রয় ছাড়িতে পারিনা" এই বলিয়া তিনি হিন্দু আন্দোলনকারীদের দলে যোগ দিলেন। তিনি তথাকার আঞ্জুমান ইসলামিয়ার সম্পাদক ছিলেন। এক দিন বহু মুসলমান আঞ্জুমান গৃহে এক সভা করিয়া তাঁহাকে সম্পাদকের পদ হইতে অবসৃত করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাহাতে সাবরেজিষ্ট্রার সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, "আমি নবাব সাহেব হইতে আদেশ পাইয়াছি, যদি এলাহি নেওয়াজ এ গৃহে প্রবেশ করে তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিব। হিন্দুদের সহিত মিশিয়া সে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। তাহার জীবন নিলেও কোন অপরাধ হইবেনা। ইত্যাদি"

ইহার পর দিন কি সেই দিনই মৌলবী এলাহি নেওয়াজ খাঁ আমার নিকট দণ্ডবিধি আইনের ৫০৪।৫০৬ ধারামতে (criminal intimidation &c.) এক complaint বা নালিশ দায়ের করিলেন। আমি তাহাতে অর্ডার দিলাম "This is a

complaint against a Government official of responsible position. I should hold a judicial enquiry before taking further action. Complainant will prove his case on a fixed date." বাদী বলিলেন এই আদালতের Court Sub-Inspector সেই সভায় ছিলেন, তাঁহার জবানবন্দী এখনই record করা হউক। আমি Court Sub-Inspectorকে ডাকাইয়া তাঁহাকে examine করিলাম। তিনি বাদীর উক্তি সমর্থন করিয়া আরও কিছু বলিলেন। অন্য সাক্ষী নেওয়ার জন্য পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট দিন রাখিয়া দিলাম। পর দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক চিঠী পাইলাম, তাহার ভিতর একখানা টেলিগ্রামের কপি আছে, সে টেলিগ্রাম Sub-Registrar পূর্ব্ব দিন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই :—Another false case instituted by my enemy before the S. D. O. already prejudiced against me. Pray transfer the case to your own file &c. &c." মাজিষ্ট্রেট ইহার নকল পাঠাইয়া আমাকে লিখিলেন :—"Please report the facts of the case to me and stop further proceedings." আমি সমস্ত অবস্থা লিখিলাম এবং উপদেশ চাহিলাম যে judicial enquiry নির্দ্দিষ্টদিনে করিব কি তাহাও স্থগিত রাখিব। তিনি লিখিলেন, "Please hold the judicial enquiry and unless you think it fit to

dismiss the case, send the record to me for disposal." নির্দ্দিষ্টদিনে আরও অনেক respectable সাক্ষী লইলাম। তাঁহারা বাদীর উক্তি সমর্থন করিল। আমার মনে হইল মোকদ্দমা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমি তখন মোকদ্দমার নথিতে অর্ডার লিখিলাম :—"As ordered by the District Magistrate, the record is submitted to him, as in my opinion the complaint has been substantiated and I do not think it fit to dismiss it." এবার বিষবৃক্ষ বেশ ফলিতে লাগিল।

ইহার কয়েক দিন পরই ডিঃ মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং নেত্রকোণা আসিলেন। তিনি অফিসাদি পরিদর্শন করিলেন। ফৌজদারী অফিস inspectionএর সময় যে সব complaint ২০৩ ধারামত dismiss হয়, তার ফাইলটা খুব ভাল করিয়া দেখিলেন। তাহার সংখ্যা বেশী ছিল, কারণ ওখানে vexatious এবং frivolous complaint খুব হইত। তিনি সেই সব মোকদ্দমায় হিন্দু কি মুসলমান মোক্তারের দরখাস্ত বেশী dismissed হইয়াছে তাহাই দেখিলেন। ইহাতে বুঝিলাম তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, আমি মুসলমান মোক্তার কর্ত্তৃক যে মোকদ্দমা দায়ের হয় তাহাই বেশী ডিসমিস করি। সেসময়ে অধিকাংশ মোকদ্দমা হিন্দু মোক্তারগণ file করিত, সুতরাং মাজিষ্ট্রেট দেখিলেন যদি ১৫।২০ খানা হিন্দু মোক্তারের মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া থাকে, সেখানে হয়তো ১ খানা মাত্র মুসলমান মোক্তারের

মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে। This was a point gained by me. অন্য বিষয়ে আমার বিচারপদ্ধতিতে দোষ পাইলেন না। আমি একাকী যে সব গুরুতর মোকদ্দমা বহু সংখ্যায় নিষ্পত্তি করিয়াছিলাম, একজন নিরপেক্ষ পরিদর্শক তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু তাঁহার চোখে কিছু "নেভার" দোষ ছিল।

মাজিষ্ট্রেটকে ভেট প্রদান।

সেসময়ে একজন Sub Dy. Collector আমার 2nd. officer ছিলেন। ইনি সাব রেজিষ্ট্রারের পদ হইতে উন্নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং বুঝিতে হইবে তিনি অতি clever বা খেলোয়ার officer ছিলেন। তিনি পরে আমার উপর গোয়েন্দারূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহা বুঝিয়াছিলাম। যা হউক যেদিন ডিঃ মাজিষ্ট্রেট নেত্রকোণা আসিলেন সেই দিনই তিনি তাঁহার এক ভৃত্য দিয়া বাজার হইতে ১৲ দিয়া এক রুই মাছ কিনিয়া সাহেবের নিকট Inspection বাঙ্গলায় পাঠাইয়াছিলেন, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে। কিন্তু সেই ভৃত্য যখন ফিরিয়া আসিল তখন সাবডিপুটী বাবু আমার নিকট ছিলেন। বেচারা সরলপ্রাণ ভৃত্য আমার সম্মুখেই রুই মৎস্য পৌছানের সংবাদটা বলিয়া ফেলিল। ইহাতে আমি বড় false positionএ পরিলাম। কেননা 2nd. officer ভেট্ দিলেন, আমি S. D. O. নীরব থাকা অশোভন দেখায়। কোন কোন বন্ধু আমাকেও এক ভেট্ পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। আমার মনে নানা

চিন্তা আসিল। আমি ইতিপূর্ব্বে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কখনও ভেট দেই নাই। আর আমি নিশ্চয়ই সাহেবের তত প্যায়ারের নই যত আমার সৌভাগ্যশালী সাবডিপুটী ভ্রাতা। তারপর সাহেব হয়তো আমার কার্য্যাদি সম্বন্ধে enquiry করিতেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন ভেট নাও রাখিতে পারেন। কিন্তু একজন প্রবীণ ও স্থিরধীর কর্ম্মচারীর পরামর্শ অনুসারে এক বুদ্ধি আটিয়া ভেট পাঠান স্থির হইল। তখন শীতকাল, ভাল কমলালেবু পাওয়া যাইত। মিউনিসিপ্যালিটীর বাগানে খুব সুন্দর cabbage (কপি) হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেকটা।৵০ (ছয়) করিয়া বিক্রি হইত। বাজার হইতে কমলা ও রুই মৎস্য ও বাগান হইতে ৪টী কপি কিনিয়া আমার নায়েব নাজিরকে দিয়া for Mrs. C. বলিয়া এক slip দিয়া মেম সাহেবের নিকট পাঠান হইল। সুখের বিষয় তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলনা। কলেক্টার সাহেবকে ভেট পাঠান এই আমার জীবনে প্রথম এবং সৌভাগ্যক্রমে ইহাই আমার শেষ। (আর একবার আসাম চাকরীর সময় এক কমিশনারকে কিছু আম ও অন্য ফল পাঠাইয়াছিলাম মাত্র)।

পরিদর্শনাদির পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কতক ভদ্রলোকদের সহিত private interview করিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিলেন। এক দিন সকালে আমি ও তিনি সহর পরিদর্শনে বাইসিকলে চড়িয়া বাহির হইয়াছি। নদীর পার দিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর (এক উকীল) Vice-Chairman

এর বাসার সম্মুখস্থ সড়ক দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় ঐ উকীল বাবুর ৯।১০ বৎসর বয়স্ক এক সুদর্শন বালক পাশে আসিয়া মাজিষ্ট্রেটকে আহ্বান করিয়া বলিল "ও সাহেব, বন্দে মাতরম্", সাহেব দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া হস্তদ্বারা নিষেধ সঙ্কেত জানাইলেন। বালকটীকে আর কিছু বলিলেন না। আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। ঐ সময়ে কেন, বোধ হয় এখনও "বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে" অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। সাহেবের সহিত ঐ বিষয়ে আমার কিছু কথোপকথন হইল, তাহাতে বুঝিলাম নেত্রকোণার বালকদের অভিভাবকগণের গুরুজন প্রতি সম্মান প্রদর্শনবিষয়ে নীতি শিক্ষা শিথিল ও অপ্রশংসনীয়, সাহেবের এই ধারণা জন্মিয়াছিল।

তারপর মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার পরিদর্শনের অন্যতম গুরুতরকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সাবরেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা ছিল তাহা তখনও pending, অনেকে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছে, কিন্তু মৌলবী এলাহি নেওয়াজ খাঁ সাহেব "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি", অবশেষে সাহেব তাঁহাকে ডাকাইলেন। সেবেচারা ভীতি ও সৎসাহস উভয় জিনিষ লইয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব তাহাকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন যে এই মোকদ্দমা তাহার উঠাইয়া নেওয়া উচিত। মৌলবী অটল। অবশেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, সাবরেজিষ্ট্রার মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে গোপনে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাহার পক্ষে হিন্দুদের

সহিত মিশিয়া একজন সমধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর সহিত মামলা মোকদ্দমা অতি অসমীচীন ও নিষ্ফল হইবে ইহাও তাহাকে বুঝান হইল। মৌলবী নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "আপনি জেলার মালিক, আপনার কোন অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত নয়। তবে আমি আপনাদের নিকট বিচারপ্রার্থী, সদ্বিচার যাহা হয় করুন, আমি আমার উকীলগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া মোকদ্দমা মিটাইতে প্রস্তুত নহি।" সাহেব তাহাকে পরামর্শ করিতে সময় দিলেন। একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে মৌলবীকে ডাকাইয়া এবিষয়ে মীমাংসা করার সময় আমাকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। মৌলবী তাঁহার উকীল বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহেবকে জানাইলেন, "যদি প্রকাশ্য আদালতে সাবরেজিষ্ট্রার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে আমি এই মোকদ্দমা মিটাইতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু সাহেব সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। একজন রাজকর্ম্মচারীর prestige নষ্ট করাই অবিচার হইবে বোধ হয় এইরূপ ভাবিলেন। অথচ মোকদ্দমাও ডিসমিস করিলেন না। সে যাত্রায় মোকদ্দমাটী pending রাখিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি নেত্রকোণা থাকা পর্য্যন্ত ইহার কোনই মীমাংসা হইয়াছিল না।

তিনি চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আমি Inspection বাঙ্গলায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তাঁহাকে আমি সরলভাবে

দুচারটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, যথা "মহাশয়, আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট অনেক দরখাস্ত ও মৌখিক allegation হইয়াছে। এই কঠিন সময়ে আপনার কি Commissioner সাহেবের কোনই উপদেশ পাই নাই যে আমার কিরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। আপনি নিজে সকল অবস্থা দেখিলেন এবং বোধ হয় অনুসন্ধানও করিয়াছেন, আমি আপনার অভিমত জানিতে উৎসুক যে কোন বিষয়ে আমার ক্রটী হইয়াছে কিনা। আর আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।" তিনি সরল কি অসরলভাবে বলিলেন জানিনা, তিনি বলিলেন "I do not find any fault with you. But you ought to have taken stronger measures". আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ বিষয়ে আমি strong meaure নিতে পারিতাম অথবা কোন বিষয়েইবা আমি weakness দেখাইয়াছি?" তিনি বলিলেন, "ধর, মুসলমানগণ বিলাতী লবণ পাওয়ার সম্বন্ধে অনেক complaint করে, তাহাদের জন্য গবর্ণমেণ্ট "গোলা" করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, আর মহাজনদিগকে বিলাতী লবণ রাখা ও বিক্রি করার জন্য বাধ্যতামূলক measures নেওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি।" আমি বলিলাম, "এবিষয়েও আমি উপর হইতে কোন উপদেশ পাই নাই। আর বিলাতী লবণ পাওয়ার অসুবিধা বিষয়ের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া আমার বিশ্বাস।" যাহউক কিছুকাল কথোপকথনের পর আমার এই উপলব্ধি হইল যে আমার administration

সাহেবের মনঃপূত হয় নাই। অবশেষে আমি বলিলাম:— "Sir, this place has become too hot for me. I shall consider it safe for me if I could get a transfer to some other station. তিনি বলিলেন "I too should think so. Let me consider it on my return to Head quarters." তাঁহার হাবভাবে বুঝিলাম এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সহিত তাঁহার Correspondence হইতেছিল। পরবর্ত্তী ঘটনাতে আমার অনুমানই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

ইহার পূর্ব্বে আমি এক স্বদেশী মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলাম। একহাটে (বোধ হয় বস্থর বাজার) কতক যুবক নিশানাদি লইয়া এক procession form করিয়া উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক এক দোকানদারের বিলাতী লবণ ফেলাইয়া দিয়াছিল। পোলিস এই মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া আসামী কয়েকজনকে ১৪৭ ধারামত বিচারের জন্য চালান দেয়। ময়মনসিংহ হইতে Government Pleader এই মোকদ্দমা চালাইতে নেত্রকোণা আসেন। বিচার আরম্ভ করিলাম। বাদী তাহার মোকদ্দমা প্রমাণ করিল, কিন্তু সাক্ষীগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক ও শিক্ষার প্রভাবে এক এক জন এক এক রূপ বলিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট Pleader Police diaries হইতে দেখাইলেন তাহারা Police এর নিকট মোকদ্দমা সমর্থন

বিলাতী বর্জ্জন বা স্বদেশী আন্দোলন

করিয়া অন্যরূপ বলিয়াছিল। তিনি সেইভাবেই তাহাদের জেরা করিলেন। আমার মনে হইল মোকদ্দমার ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু পক্ষগণ পরে আপোষ করিয়া আসামীদিগকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে জবানবন্দীতে নানারূপ গোলমাল বাঁধাইয়া দিয়াছে। আমি morally convinced হইলাম আসামীগণ দোষী। কিন্তু ইহাতে legal conviction হয় কিনা সে স্বতন্ত্র কথা। অন্যক্ষেত্রে কি বিচার করিতাম বলিতে পারি না। তবে সে সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আসামী-দিগকে convict করিয়া প্রত্যেকের দুই সপ্তাহের কয়েদ ও কিছু জরিমানা করিলাম। ইহারা আপিল করিল, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় (আমার আত্মীয়) এই আপিল দায়ের ও argue করিলেন। আসামীগণ খালাস পাইল।

আমি এক বৎসর ১মাস কাল মাত্র নেত্রকোণা ছিলাম। এই সময়ে অনেক সময় একাই আমার সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। তাহাতে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। তাহার উপর স্বদেশী আন্দোলন সম্ভূত নানা বিষয়ে চিন্তা, কার্য্য ও লেখাপড়া করিতে হইত। আমি এই এক বৎসরে বহুসংখ্যক বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমা ফয়সেলা করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহার কাজ কে দেখে। ওখানে rioting ও স্ত্রীলোক ঘটিত অনেক মোকদ্দমা হইত। এই সব মোকদ্দমায় বিস্তর সময় যাইত। তারপর আমাকে আত্মরক্ষার জন্যই বিব্রত থাকিতে হইত। তবে আমি কখনও অসৎ অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করি নাই।

সরকারী কার্য্য loyally সম্পাদন করিয়াছি। শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম পোষণ করে। তবে কেহ নিজ স্বার্থের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বদেশদ্রোহীতা প্রদর্শন করে। আমি কোন বিষয়ে স্বদেশপ্রেম দেখাইতে গিয়া কখনও গবর্ণমেণ্টের নীতি বা স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়াছি বলিয়া মনে করি না। অথচ আমার শত্রুদল অনেক বিষয়ই আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ আমার অজ্ঞাতসারে (behind my back) করিয়াছিল। একটী দৃষ্টান্ত যথেষ্ট হইবে। কোন এক সময়ে এক স্বদেশী গায়ক আসিয়া নাকি আমার বাসা হইতে হারমোনিয়াম নিয়া অন্যত্র গান করিয়াছিল, আমি নিজে ইহার কিছুই জানিনা। অথচ এ ঘটনাও মাজিষ্ট্রেটের নিকট (অবশ্য রঞ্জিতভাবে) রিপোর্ট হইয়াছিল। সেসময়ে শত্রু মিত্র বোঝা যাইত না। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি তখনকার নেত্রকোণাস্থ মুনসেফগণ সকলেই আমাকে উপদেশ ও সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁদের ভিতর মিষ্টার অমৃতনাথ মিত্র মহাশয় আমার রিপোর্ট প্রভৃতি লেখার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাল ইংরেজী জানিতেন। আমার কোন কোন রিপোর্ট তিনি সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি এখন বিহার গবর্ণমেণ্টে judicial serviceএ উচ্চপদে আছেন।

১১০ ধারার ও অন্যান্য মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত জন্য প্রায়ই মফঃস্বল যাইতে হইত। বর্ষাকালে ঢাকা হইতে এক কোষ

নৌকা (Green boat) ভাড়া নিয়া তাহাতে প্রায় ২॥ মাস নানাস্থানে tour করিয়াছিলাম। এই নৌকাতে এত মশা ছিল যে তাহাতে বাস করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও পাটাতনের নীচের মশা তাড়ান গেল না। দিনে মোটা কাপড়ের পেণ্টুলান পরিয়া বসিতে হইত। এই নৌকাযোগে একবার সুসুঙ্গ গেলাম। সেখানে নৌকা হইতে নামিয়াই রাজবাড়ীতে গিয়া রাজপরিবারের ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। পরে নৌকায় ফিরিতেছি এমন সময়ে পোষ্টপিয়ন আমার হাতে কতকগুলি টেলিগ্রাম দিল। তাহার সমস্ত গুলিই মোকদ্দমা মুলতবী রাখার প্রার্থনা কি এই ধরনের বিষয়ে। একখানা টেলিগ্রাম নেত্রকোণার ডাক্তার আমার নামে করিয়াছেন। "Amal suffers suspected Diphtheria, come immediately". আমি অত্যন্ত উদ্বেলিত হইলাম। কোনরূপে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিয়া আমার পেস্কারের একখানা ক্ষুদ্র নৌকাতে একজন অতিরিক্ত মাল্লা লইয়া রওনা হইলাম। সেই দিনই রাত্রিতে প্রায় ১১টার সময় বাসায় পঁহুছিলাম। অমলের অবস্থা কিছু ভাল দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এবার ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল। জল বাড়িয়া উঠানের লেভেলের সমান হইয়াছিল। একরাত্রে উঠানে মৎস্য চলাচলের শব্দ পাইলাম; বাহির হইয়া দেখি উঠানে প্রায় ১ হাঁটু জল। পর দিন জল বাড়িয়া ঘরের পাকা plinth বা পোস্তার সমান হইল। রান্নাঘরের মেজোতে জল উঠিল।

বাঙ্গলার মেজোতে লোহার উনুনে রান্না হইল। "কোন্দা" বা "সরঙ্গা" নৌকায় কাছারীতে গেলাম। এইভাবে ২।৩ দিন চলিল, পরে ক্রমশঃ জল কমিয়া গেল।

একবার Green boatএ কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে tour করিতে গেলাম। উকিল, মোক্তার, আমলা, পোলিস, পক্ষগণ নৌকা করিয়া সঙ্গে অনুসরণ করিতেছিল। ময়মনসিংহের উকীল বাবু বাণেশ্বর পত্রনবিশ B. L. মহাশয়ের গ্রামে গেলাম। তাঁহার বাড়ীর লোক আমাদিগকে (উকীল প্রভৃতি সমস্ত ভদ্রলোকদিগকে) আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি যাইতে অসম্মত হইলাম। বাণেশ্বর বাবুর মাতা বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান। আমি তাঁদের বাড়ী গেলাম, তখন তিনি এমন নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, আমি খাইতে স্বীকার করিলাম। রাত্রিতে আমরা প্রায় ১০০ লোক খাইতে বসিলাম। বাড়ীর মেয়েরা স্বহস্ত প্রস্তুত খাদ্য সকল নিজেরাই এই অপরিচিত অতিথিবৃন্দকে তাঁহাদের আপন মাতা বা ভগ্নীর ন্যায় নিঃসঙ্কোচে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তাঁদের রান্নাও উপাদেয় হইয়াছিল। ঐ দৃশ্যটী দেখিয়া এত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম যে তাহা জ্ঞাপন করার জন্যই এখানে কথাটা লিখিলাম। পাড়াগাঁয়ের এই সরল, অমায়িক, নিঃস্বার্থ আতিথ্য ক্রমে লোপ পাইতেছে।

১৯০৫।১০ই জুন (বাঙ্গলা ১৩১২।২৭শে জ্যৈষ্ঠ) আমার তৃতীয়া কন্যা (বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠা) শ্রীমতী রেণুপ্রভা জন্মগ্রহণ

করে। ঐ সময় প্রফুল্লের সেবাশুশ্রূষা ও দেখাশুনার জন্য বধূঠাকুরাণীকে দেশ হইতে আনাইয়াছিলাম। নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইল বটে, কিন্তু তাহার কিছু দিন পর হইতেই প্রসূতীর সূতিকা রোগের লক্ষণ দেখা দিল। এই পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তিনি প্রায় ২ বৎসর কাল ক্রমাগত ভোগিলেন।

পিতৃকল্প সেন মহাশয়ের মৃত্যু।

এই স্থানে থাকিতে থাকিতে একটী শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাইলাম। পূর্ব্বে বিশেষ কিছু জানিতাম না। আমার পিতৃকল্প চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কিছু কিছু অসুখ ছিল। আমার চাকরী পাওয়ার ২।৩ বৎসর পর হইতে তাঁহার বার্দ্ধক্য বশতঃ ওকালতীতে তত আয় ছিল না। আমি প্রতিমাসে কিছু কিছু অর্থ তাঁহার নিকট পাঠাইতাম। এইটী আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইত, যদি কোন ব্যয়ে আত্মপ্রসাদ পাইতাম, তবে এইটী তার ভিতরে প্রধান। এক দিন হঠাৎ তাঁহার নিকট প্রেরিত ১০ টাকার একখানা মাণিঅর্ডার ফেরত আসিল, form খানা হাতে লইয়া দেখি তাহাতে লেখা "The addressee is dead, so the M. O. is returned undelivered." ইহার অব্যবহিত পরেই তারিণীর বিস্তৃত চিঠী পাইলাম। আমি ও আমার গৃহিণী উভয়েই অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। প্রথম দিন হবিষ্যাদি করিলাম। মা বরদাসুন্দরীকে সমবেদনা সূচক পত্র লিখিলাম এবং শ্রাদ্ধের সময় যথাসাধ্য কিছু অর্থ তারিণীর নিকট পাঠাইলাম। এইবার

আর এক পিতা হারাইলাম। নানারূপেই এ বৎসরটী অমঙ্গলজনক ছিল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট মহাশয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ ফিরিয়া যাওয়ার কয়েক দিন পরই সংবাদ পাইলাম আমি 'বড়পেটা' বদলী হইয়াছি এবং রায় বাহাদুর বরদাকান্ত গাঙ্গুলি আসিয়া আমাকে relieve করিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিষবৃক্ষের এই শেষ পরিদৃশ্যমান ফল ফলিল। বড়পেটা আসামের অন্তর্গত কামরূপ বা গৌহাটী জেলার একটী সাবডিভিসন। পূর্ব্বে তাহার নাম "এণ্ডি প্রাপ্তির স্থান" বলিয়া জানিতাম, আর কোন জ্ঞানই ছিল না। যখন সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত হই, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই আসাম রাজ্যে যাইতে হইবে। এই বদলীর সংবাদে বিষণ্ণ ও ভগ্নহৃদয় হইলাম। চাকরী ভিন্ন জীবনধারণের অন্য উপায় নাই, সুতরাং আসাম দেশে যাইতেই হইবে। মনকে ক্রমে প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন প্রবোধ পাইলাম না। তখন ভাবিলাম না যে মঙ্গলময় বিধাতা সকল বিষয়ের পশ্চাতে থাকিয়া অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের সূচনা করেন। আমরা তো এই বদলীতে আকুলিত হইলাম। কিন্তু ইহা আমার পক্ষে Blessing in disguiseরূপে আসিল। নেত্রকোণাতে আমার সরকারী কার্য্যের সকল সুখ্যাতির Grave বা কব্বর রচিত হইয়াছিল। সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে বাঙ্গলায়

আসাম বদলী।

থাকিলে আরওনা কত বিপদ হইত? হয়তো ordinary প্রমোশনই বা বন্ধ হইয়া যাইত। আসাম গিয়া ঐরূপ কোন বিপদে পতিত হই নাই ইহাই ভগবানের করুণা।

ময়মনসিংহে লাট সাহেব।

এই বদলীর অর্ডার পাওয়ার প্রায় সমসময়েই বিভক্তবঙ্গের প্রথম ও নূতন লাট Sir Bamfylde Fuller সাহেব ময়মনসিংহ পরিদর্শনে আসিলেন। সাবডিভিসনাল অফিসারের রাজকীয় কর্ত্তব্যানুরোধেই আমার ময়মনসিংহ যাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনায় যোগ দিতে হইল। ময়মনসিংহ মাতুলশ্বশুর উপেন্দ্র বাবুর বাসায় গিয়া অতিথি হইলাম। প্রায় ৩ দিন তথায় থাকিলাম। দ্বিতীয় দিবস যখন লাট সাহেব ময়মনসিংহ ষ্টেশনে তাঁহার Special train হইতে অবতরণ করিলেন, সেখানে দরবার বেশ পরিধান করিয়া উপনীত হইলাম। অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার, রাজকর্ম্মচারী, উপাধিভূষিত ও অভূষিত উকীল, ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ময়মনসিংহ জেলাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ তথায় উপস্থিত হইলেন। একটী অভিনব দৃশ্য প্রথমই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, যাহা পূর্ব্বে কোন লাটঅভ্যর্থনায় দেখি নাই। স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও যুবকবৃন্দ গঠিত, সুশোভন, মুসলমান বেশ পরিহিত একটী দল নিশানহস্তে করিয়া platformএর উপর লাইন করিয়া অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। নবাবজাদা একজন ময়মনসিংহস্থ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের Captain বা Commander ভাবে তাঁহাদের movement direct

করিতেছেন। গাড়ী Platformএ আসামাত্র যুবকবৃন্দ 'মারহাব্বা' 'মারহাব্বা' এই শব্দে তাহাদের অভিনন্দন জানাইল। লাট সাহেবও প্রথম নামিয়াই সেই যুবকবাহিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। পরে একটু দূরে সম্মিলিত ভদ্রলোকদিগকে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক এক করিয়া Introduce করিতে লাগিলেন। এই অল্প সময় মধ্যেও লাট সাহেব প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই দুএকটী কথা বলিলেন। মনে পরে সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে এক প্রিয়দর্শন বালক আত্মীয় নিয়া গিয়াছিলেন। রাজাকে দেখিয়া লাট সাহেব বলিলেন "Hallo Manmatha, you have come ?" রাজা বলিলেন "Yes, your Honour, I have come all the way from Calcutta to receive your Honour in my district." সেই বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "Who is this boy, have you brought him to make an offering of him to me ?" যখন আমার নাম বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে Introduce করিলেন, তখন লাট সাহেব বলিলেন "I have another gentleman your namesake in my Province, are you a relation of his ? "আমি বলিলাম "No, your Honour." তখন বলিলেন "Do you come from the same district of Sylhet ?" I am a native of this district, your Honour.'

বেশ জাঁকজমকের সহিত এই platform এর অভ্যর্থনা শেষ হইল।

পর দিন আমাদের Private interviewর দিন। টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণার ৪ জন সবডিভিসনাল অফিসার ও সদরের তিন জন senior ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট একত্রে interviewর হলে (Circuit house) উপনীত হইলাম। Private Secretary আমাদের সাত জনকেই এক সঙ্গে লাট সাহেবের নিকট নিয়া নাম বলিয়া পরিচিত করাইলেন। আমার নাম করা মাত্র লাট সাহেব বলিলেন "Oh, you have sent some people to jail in a swadeshi case, have your countrymen boycotted you?" আমি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি এমন সময় আর এক প্রশ্ন হইল "How do you like Netrakona?" আমি রক্ষা পাইলাম এবং বলিলাম "I began to like the place, your Honour, but I am under order of transfer to Barpeta." তিনি বলিলেন, "I did not know it, Mr. Lyon must have done it. Have you ever been to Assam? Barpeta is a lovely place, but it is full of waters, the whole country goes under water during the rains."

আমি :—I do not mind it your Honour, I am born in a subdivision where we are used to annual floods in the rains.

His Honour :—Are you a sportsman? You will have splendid game there. তারপর অন্য সকলের সঙ্গে এইরূপ দুএক কথা আলাপ করিলেন। টাঙ্গাইলের subdl. officer বেশ কাজের কথা পাড়িয়া বলিলেন :—

Your Honour, we have all come to a new Province under your Honour's Governorship; we earnestly pray that your Honour will kindly see that our interests in the matter of promotion &c. may not suffer by comparison with those of our brethren in severed Bengal.

His Honour :—হাসিতে হাসিতে বলিলেন "Well, you see Assamese are my first children. I should naturally be inclined to look to their interests first."

S. D. O. :—But, we are the children of your Honour's old age and can claim to be entitled to still greater fondness.

তখন লাট সাহেব অট্টহাসি হাসিয়া আকুল। Sir Bamfylde Fuller সাহেবের অন্য গুণ, দোষ, যাই থাকুক, তিনি অতি সদালাপী ও সরলপ্রাণের লোক ছিলেন। তিনি মনের ভাব সরলভাবে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদের interview শেষ হইলে Chief Secretary

(Mr. Lyon) এর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহাকে আমি বলিলাম "sir, আমাকে বড়পেটা বদলি করিয়াছেন, তথায় যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু সেখানকার ভাষা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পারিব কিনা জানি না। তিনি বলিলেন "Oh, it is nothing, almost the same as here. You will be able to pick them up in a month's time".

আমি :—Sir, I have cause for some regret in this transfer. There were some allegations against my administration of Netrakona. Unfortunately no enquiry was made to my knowledge. Now I am sent away from the place, naturally my friends, brother officers and the pubic will look upon this as a punishment inflicted on me. I do not know in what respects my work and motive have been found worthy of blame.

Chief Secy. :—Well, we are confident about the loyalty of our officers, you may go to Barpeta free from all these thoughts. I hope you will find the work interesting there.

সেই সময় ঢাকার Commissioner Inglis সাহেবও ময়মনসিংহ ছিলেন। তাঁহারি সহিতও দেখা করিতে গেলাম।

তাঁহাকে পূর্ব্বে আর দেখি নাই। তাঁহার সহিত নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইল :—

আমি :—Sir, I have just been transferred to Barapeta. I take it as a sort of punishment. You know there were so many false and malicious allegations against me. I have always tried to do my work honestly and loyally, my only regret is that you did not personally enquire into those allegations and ascertain how far they were true. I had no instruction from any superior officer as to any particular policy I had to follow. Will you please tell me in what respects I have been found wanting at Netrakona ?

Commr. :—My advice to you is, go quietly to your new station and join there. Do you know what happened to Mr. S. the Collector of Barisal, a senior and distinguished member of the I. C. S. He could not give satisfaction to the authorities and the L. G. addressing him said, "Well Mr. S. You have been found wanting here, I am sending you to Rangpur, a quieter and much lighter district. Bear in mind, if you

are found wanting there also, you will never be made a Commissioner. What do you expect from Mr. (Oh beg your pardon) Sir Bamfylde Fuller who could have treated so shabbily a member of the I. C. S. of Mr. S's position ? You are only a petty Deputy Magistrate, so I say, do not murmur but proceed to Barpeta quietly.

বড়পেটা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানার অভিপ্রায়ে Secretariat এর বাবুদের সঙ্গে দেখা করিলাম। একজন ভদ্রলোক ঐ স্থানের সম্বন্ধে বেশ Encouraging রিপোর্ট দিলেন এবং তথায় কোন বিষয়েই আমাদের কষ্ট হইবেনা বলিলেন। খোলাবাঁধা ষ্টীমার ষ্টেশনে নামিয়া কিভাবে যাইতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। তাঁহার কথায় একটু আশ্বস্ত হইলাম। ভবিষ্যতে তাঁহার উক্তির সত্যতাও অনুভব করিয়াছিলাম। পর দিন নেত্রকোণা চলিয়া আসিলাম এবং আমার relief আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

আসাম যাত্রা।

জানুয়ারির (১৯০৬) শেষভাগে নেত্রকোণার কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া সুদূর আসাম যাত্রা করিলাম। সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই দেশ, যার সম্বন্ধে ছেলেবেলায় অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছিলাম। এমন দেশে শাস্তি পাইয়া যাওয়াতে গভীর বিষাদের সঙ্গে একটু মৃদু আশা ও হর্ষ ছিল যে নেত্রকোণার উষ্ণ আবহাওয়া ছাড়িলাম।

নেত্রকোণা থাকার সময় social বা সামাজিক জীবনের দিকটা বড় মন্দা ও একঘেয়ে ছিল। কেবল সরকারী কার্য্য আর স্বদেশী আন্দোলনঘটিত রিপোর্ট ও কৈফিয়ত লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। সেখানে সাধারণের মিলন স্থান ছিলনা। কখনও আমার বাসাতে ডাক্তার ও মুনসেফ দুএকজনের সহিত তাস খেলিতাম। সুতরাং নেত্রকোণা ছাড়িতে আমার বিশেষ দুঃখ হইল না। তবে প্রফুল্লের শরীর সূতিকারোগে অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। এই অবস্থা সত্ত্বেও পরিবার লইয়া আসাম চলিলাম।

১৫শ পরিচ্ছেদ।

বড়পেটা (আসাম)

বড়পেটার পথে।

প্রথম ময়মনসিংহ, তথা হইতে ট্রেইনে জগন্নাথগঞ্জ গিয়া আসাম মেইল service ষ্টীমারে উঠিলাম। যে কেবিন ভাড়া করিলাম তাহা সুন্দর ও আরামপ্রদ। সঙ্গে পাচক ছিলনা। steamerএ আহারের বড় সুন্দর বন্দোবস্ত। দ্বিতীয় দিবস রাত্রি প্রায় ১০ কি ১১টার সময় 'খোলাবাঁধা' পহুছিলাম। তথায় নামিয়া দেখি অনেক লোকজন আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বড়পেটা লোকেল বোর্ডের Surveyor শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা (an Assamese

gentleman), তাঁহার অধীনস্থ লোক, পিয়ন, গ্রামের দুএকজন গাঁওবুড়া (village headman) প্রভৃতি অনেক লোক লইয়া উপস্থিত। তিনি আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সবই বাঙ্গালী বাবুদের খাদ্যোপযোগী, মুগের ডাল, মাছের ঝোল প্রভৃতি। সেখানে খড়ের একটী temporary inspection bunglow ছিল, তাহাতে আশ্রয় লইলাম। বেশ তীক্ষ্ণ শীত; বঙ্গদেশ হইতে কিছু বেশী। পর দিন সকালে সেখানে আমাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত হইল, দাইল, মাগুর মাছের ঝোল ইত্যাদি। ভৈঁষা দই অতি চমৎকার মাখন সংযুক্ত। নৌকা, হাতী ও গোশকট সবই উপস্থিত ছিল। প্রফুল্ল এক গোশকটে আরোহণ করিলেন, বিমল, মন্তা প্রভৃতি হাতীতে। জিনিষপত্র অনেক নৌকাতে প্রেরিত হইল। আমি বাইসিকলে ও কতকটা হাতীতে চলিলাম। খোলাবাঁধা হইতে বড়পেটা ১৪ মাইল। দুধারে ১৫।১৬ ফিট লম্বা নলখাগড়ার নিবিড় জঙ্গল। মাঝে ২।৩ খানা ক্ষুদ্র গ্রাম। জঙ্গল কিন্তু ভয়াবহ, সেখানে বাঘ, মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানা রকমের বন্য জন্তু আছে। ছেলেবেলার শোনা গল্প সত্য মনে হইল। সে দৃশ্য বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক। এইভাবে অপরাহ্ণ ৩।৪ টার সময় বড়পেটার এক মাইল পূর্ব্বদক্ষিণপ্রান্তে 'চালখাওয়া' নদীর নিকট উপস্থিত হইলাম। নদী পার হইয়া, গোগাড়ীর পশ্চাতে ভীষণ বালুকারাশির উপর বাইসিকল হাতে ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। তখন এই সব অবস্থা দেখিয়া

প্রফুল্ল বলিলেন, "এমন যায়গায়ও লোকে পরিবার নিয়ে আসে ?" কিন্তু পরে তাঁহাকে অন্যরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড়পেটা S. D. O. র বাঙ্গলাতে পঁহুছিলাম। বাঙ্গলা কোর্টের অতি নিকট। ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র দত্ত (যিনি তথায় 2nd officer এবং সেসময়ে Sub-dl. Officer ছিলেন) কোর্ট হইতে আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও সহৃদয়তা প্রথমেই আমাকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি বলিলেন তাঁহার গৃহেই আমাদের রাত্রির আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। সকলে বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলাম। তিনি বেশ সরলভাবে প্রফুল্লের নিকট গিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি তো আমার বৌদিদি, কোন লজ্জা বোধ কর্‌বেন না, আমার গৃহে আপনারা আহার কর্‌বেন"। তাঁহার নিজের কোন বাড়ী ছিলনা। Police Inspectorএর বাসা খালি ছিল, তিনি সপরিবারে তথায় থাকিতেন। পরে আমি Deputy Commissionerএর অনুমতি লইয়া তাঁহাকে আমার বাঙ্গলার এক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেখানেই তিনি সপরিবারে থাকিতেন।

সাবডিভিসনাল অফিসারের বাসগৃহ (quarters) অতি মনোরম। আসাম প্যাটারনের বাঙ্গলা। খড়ের ছাউনি, ইক্‌রার চুনকামকরা দেওয়াল, কাঠের platform. জানালা সাসি প্রভৃতির সুন্দর বন্দোবস্ত। দুখানা বড় bedroom, একখানা

সুবৃহৎ dining hall, ২ খানা dressing rooms, ২ খানা bath rooms. একটী গাড়ী বারেন্দায় বসিবার ঘর। দুপাশে প্রশস্ত প্রশস্ত বারেন্দা। রান্নাঘর ২ খানা ও অন্য আবশ্যকীয় outhouses. বাঙ্গলার তিনপাশে পরিখা, সেখান হইতে মাটী তুলিয়াই site উচ্চ করা হইয়াছিল। সম্মুখে পূর্ব্বদিকে রাস্তা, তাহার অপরদিকে Circuit house, আর Circuit houseএর দক্ষিণেই Court house এবং Court compound. বাঙ্গলার উত্তরপার্শ্বে অনতিদূরে চাল্‌খাওয়া নদী যাহা প্রায় সমস্ত সবডিভিসনের দক্ষিণাংশ প্রদক্ষিণ করিয়া প্রবাহিত হয়। বাঙ্গলাতে একটী Tube well বা নলের কূপ, অতি সুপেয় প্রচুর জল যোগাইত। পূর্ব্বে এমন সুন্দর গৃহে বাস করি নাই।

আসামে কর্ম্মজীবন

পর দিন ৩রা ফেব্রুয়ারি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এখানে S. D. O.কে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে হইত। দেওয়ানী, ফৌজদারী উভয় শ্রেণীর মোকদ্দমা করিতে হইত। সাবজজের ও সেটলমেণ্ট অফিসারের ক্ষমতা ছিল। সেখানে জমীদারী (Permanent Settlement) নাই। সমস্ত প্রজা গবর্ণমেণ্টকে direct খাজনা দেয়। এই খাজনা প্রত্যেক মৌজার মৌজাদারগণ আদায় করেন। মৌজাদারগণ কমিশন পান। মৌজাদারগণই বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, খাসমহলের তহসিলদারের মত। বিভিন্ন centreএ কয়েকজন Sub-Deputy Collector, Circle Officer

থাকেন, তাঁহারা ভূমির মাপ, বন্দোবস্ত, খাজনা নির্দ্ধারণ, হস্তান্তর প্রভৃতি Revenue কার্য্য করেন। S. D. O. ইহাঁদের উপরিস্থ Settlement Officer. সেখানে Local Board ক্ষুদ্র ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মত। প্রায় লক্ষ টাকা আয়। Primary Education ও রাস্তাঘাটেই অধিকাংশ টাকা ব্যয়িত হয়। S. D. O. তাহার Chairman. সহরের লোকসংখ্যা ১০০০০ হইতে কিছু বেশী। একটী ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটী আছে। S. D. O. তার Chairman. এই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে হইত। শীতকালে প্রায় ৬ মাস একজন ডিপুটী কালেক্টর 2nd. Officer থাকিতেন, তিনি অধিকাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতেন। অপর ছয় মাস S. D. O. একলা বিচারকার্য্য করিতেন। ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা খুব কম। গুরু অপরাধ যেমন খুন, ডাকাইতি, দাঙ্গাহাঙ্গামা অত্যন্ত কম। অধিবাসীগণ সত্যবাদী ও শান্তিপ্রিয়। ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়। একজন বৃদ্ধ উকীল আমাকে বলিয়াছিলেন "মোর দেশত আকালও নাই ভরালও নাই," অর্থাৎ দুর্ভিক্ষও নাই ঐশ্বর্য্যও নাই। সুতরাং বাঙ্গলার মত S. D. O.কে বিচারকার্য্যে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে হইত না। নিম্ন শিক্ষা, রাস্তাঘাট পরিদর্শন ও উন্নতি সাধনের জন্য অনেক সময় পাইতাম ও ব্যয় করিতাম।

প্রথমতঃ বোধ হয় Mr. Bentinck I. C. S. ডিপুটী কমিশনার ও Mr. Monahan I. C. S. কমিশনার ছিলেন।

ইহাঁরা উভয়েই কৃতী ও সহৃদয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তারপর Major D. Herbert I. A. ডিপুটী কমিশনার হন, ইনি মিলিটারী officer, পরে Colonel উপাধি পান। ইনি যেমন একজন সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী, তেমন ভদ্র ও সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। ইহাঁর সৌজন্য, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলাম, পরে দুএকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। Colonel Gordon পরে Commissioner হইয়াছিলেন। ইনি আসামবাসীদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

আমি প্রায় ৮ মাসকাল এখানে কার্য্য করিলাম। প্রথম দুএক মাস আমার কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে ও আসামী ভাষা শিখিতেই অতিবাহিত হইল। আসামী ভাষা বাংলার অপভ্রংশের মত, উচ্চারণে একটু প্রভেদ, সহজেই ভাষা শিখিলাম; যদিও তাড়াতাড়ি বলার অভ্যাস হইল, শুদ্ধ লিখিতে পারিতাম না, ব্যাকরণ ভুল হইত। এই অল্প কয়েকমাসে মামুলিধরনের রাজকার্য্য করিয়াছি, বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কিছু নাই।

কুচবিহার মহারাজার শিকার

এইবার শীতের শেষদিকে কুচবিহারের মহারাজা স্বর্গীয় হিজ হাইনেস নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর বড়পেটার জঙ্গলে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন, অবশ্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া। এই শিকারকার্য্যে আমি তাঁহার অনেক সহায়তা করিয়াছিলাম। তাঁহার কোন লোক তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে আমি প্রথম জীবনে তাঁহার রাজ্য মেখলিগঞ্জে ছিলাম, এবং দেওয়ান

বাহাদুর ৺ কালিকা দাস দত্ত মহাশয় আমাকে পূর্ব্বেই এবিষয়ে লিখিয়াছিলেন। মহারাজা শিকার যাইবার সময় বড়পেটা হইয়া যান, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তখনই তিনি বলেন, "তুমিতো আমাদেরই লোক, আমার সব অভাব অভিযোগ তোমাকেই জানাইব ইত্যাদি"। আমিও কুলি সংগ্রহ, খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহার শিকারের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম। তাঁহার অফিসার ও সঙ্গীয় এডিকং (aid-de-camp) আমাদিগকে শিকারদর্শনে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি ও যোগেশ বাবু এক দিন এক গোশকটে তাঁহাদের শিকারক্যাম্পে গেলাম। ঐ camp বড়পেটা হইতে ১২ মাইল দূরে, বেঁকি নামক এক পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সকালে আহার করিয়া হাতীতে বাহির হইয়া শিকার দেখিব এই বন্দোবস্ত। তাঁহাদের campএর এক তাঁবুতে আহার করিতে বসিলাম, তাহার পার্শ্বে দেখি অন্য তাঁবুতে একজন লোকের ভয়ানক কলেরা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তখন আমাদের আহার ও শিকার দর্শন উভয়ই মাথায় উঠিল। কোনরূপে আহার শেষ করিয়া সেই রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে ও আমাদের কোন সহায়তার প্রয়োজন আছে কিনা এবিষয় তদন্ত করিলাম। দেখিলাম মহারাজার সঙ্গের ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন ও আমাদের কোন সহায়তার প্রয়োজন নাই। তখনই আমরা বড়পেটা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এখানে আসার পর হইতে প্রফুল্লের সূতিকাপীড়া একইভাবে রহিল। অজীর্ণতা ও শরীর শীর্ণতা উভয়ই বেশ প্রবল। ভাবিলাম কিছু দিন দেশে বাড়ী গিয়া থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল হইবে। তিন মাসের বিদায় লইলাম। ১৫ই সেপ্টেম্বর বড়পেটা পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালন্দ-গামী ষ্টীমারে পোড়াবাড়ী পঁহুছিয়া, তথা হইতে শাঁকরাইল গেলাম। সেখানে মা বরদাসুন্দরীর বৈধব্যদশায় সহানুভূতি জানানই বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বোধ হয় ১ দিন তথায় থাকিয়া বাড়ী গেলাম।

ছুটীতে গৃহে।

বাড়ীর ঘরগুলি সমস্ত টিনের প্রস্তুত হইয়াছিল। পরিস্কার ও সুদর্শন হইলেও বড় comfortable বোধ হইত না। শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রাখর্য্য বেশী অনুভূত হইত। প্রফুল্লের অসুখ বরং একটু বাড়িয়া গেল। গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ (৺ তারিণীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়) একরূপ তেল ব্যবহার করিতে দিলেন। তাহা ব্যবহার করিয়া ক্রমে ভাল হইতে লাগিলেন।

তখনও আমার প্রথম শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ী শারদীয় পূজা হইত। প্রফুল্ল ও সন্তানগণ তথায় পূজার আমোদ অনুভব করিলেন। সে গৃহেও প্রফুল্ল কন্যারূপে আদৃত হইতেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাসের ছুটী শেষ হইল। গেজেট নোটিফিকেসনে দেখিলাম আমাকে গৌহাটী বদলী করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অর্ডারও পাইলাম। তখন পরিবার লইয়াই গৌহাটী

রওনা হইলাম। পোড়াবাড়ী ষ্টীমারে উঠিয়া পূর্ব্ব পরিচিত পথে তৃতীয় দিনে গৌহাটী পহুছিলাম। এবারকার trip বড় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। পোড়াবাড়ীর বিখ্যাত রসগোল্লা সঙ্গে ছিল। ষ্টীমারে একজন ব্রাহ্মণ হিন্দুমতে বাটলারের কার্য্য করিত। সে ডাল্, মাছের ঝোল, ভাত প্রভৃতি রাঁধিত। ইচ্ছামত অন্য ২।১টী course আমরা অপর বাটলারের নিকট হইতে লইয়া Anglo-vernacular ধরনে ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করিতাম। এই অল্প জলভ্রমণে প্রফুল্ল একটু স্ফূর্ত্তি বোধ করিলেন।

১৬শ পরিচ্ছেদ।

গৌহাটী ও বড়পেটা।

১৫ই ডিসেম্বর গৌহাটী পঁহুছিলাম। সেখানে শুক্রেশ্বরের মন্দিরের নিকট আমার জন্য একখানি বাঙ্গলা ভাড়া করা হইয়াছিল। বেশ পুষ্পোদ্যান শোভিত compound; বড় খড়ের ছাউনি পাকা দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর। মেজো পাকা কিন্তু বড় low. শীতও প্রখর, মেজোতে নগ্নপদে হাটা অসম্ভব। প্রফুল্ল তাঁহার রুগ্নশরীরে হাটিতে গিয়া বলিতেন, "এ যে বরফের তৈয়েরী মেজো"। তখনই চটী জুতা কিনিতে হইল। ইহার পূর্ব্বে তিনি আবশ্যক মত জুতা ব্যবহার করিতেন,

কিন্তু সর্ব্বদা চটী পায় দেওয়ার অভ্যাস ছিল না। রাত্রিতে প্রবলশীতে সকলকেই বড় অতিষ্ঠ করিল। বাড়ীখানি বৃহৎ হইলেও নানা অসুবিধাজনক মনে হইল। তখন বড়পেটার comfortable livingএর কথা মনে করিয়া আমাদের দুভার্গ্যকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম। যা হউক, পর দিন charge লইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। একটী ফৌজদারী মোকদ্দমাও নিষ্পত্তি করিলাম। পর দিন সকালে ডিপুটী কমিশনার আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার পুনরায় বড়পেটা যাইতে হইবে, অদ্যই তুমি charge make over করিয়া তোমার যাওয়ার বিষয় বড়পেটা টেলিগ্রাম কর"। আমি ধন্যবাদ দিয়া বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণী শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। বড়পেটা পরদিনই রওনা হইব বলিয়া টেলিগ্রাম করিলাম। তখনও জিনিষপত্র সব খোলা হয় নাই।

বেলা দশটার সময় আমরা কামেখ্যা দর্শনে রওনা হইলাম। কামেখ্যা পাহাড়ের দক্ষিণদিকে যে পাথরের সিঁড়ি আছে, তাহা অত্যন্ত steep বলিয়া অনেকে পরামর্শ দিলেন, উত্তরদিকে ব্রহ্মপুত্র হইতে যে রাস্তা মন্দিরে উঠিয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং রুগ্না প্রফুল্লের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। সুতরাং নৌকাযোগে উত্তরপ্রান্তে গিয়া সেই রাস্তাদিয়া উঠিলাম। কামেখ্যার পূজা দেওয়া হইল। পাণ্ডা প্রফুল্লকে তাঁহাদের বাড়ী নিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও দেবীর প্রসাদ ছাগমাংসের ঝোল প্রভৃতি দ্বারা আহার

কামেখ্যা মন্দির।

করাইলেন। আমি সেখানে গেলাম না। প্রফুল্ল পরে বলিয়াছিলেন যে পাণ্ডা মহাশয়ের পত্নী এক অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী যেন ভগবতীর প্রতিমা, আর তাঁর হাতের রান্নাও অনুপম। দক্ষিণ প্রান্তের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে বাসায় ফিরিলাম। কামেখ্যা পরম রমণীয় স্থান। পর্ব্বতশৃঙ্গে মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কিছু নীচদিকে যাইতে হয়, সেখানেই "পীঠ"। প্রকোষ্ঠ অন্ধকার। সর্ব্বদাই আলো জ্বালা থাকে। মন্দিরের বাহিরে একটী পুকুর, তাহাতে অনেক কচ্ছপ দেখিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই উচ্চ পর্ব্বতের উপর মেলা নারিকেল গাছ। সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গে ভুবনেশ্বরের মন্দির। সেখান হইতে ব্রহ্মপুত্রগর্ভে নৌকাগুলি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর নৌকাস্থ মানুষগুলিকে ৭।৮ বৎসরের শিশুর মত দেখায়।

১৭ই ডিসেম্বর গৌহাটী পরিত্যাগ করিয়া, পর দিন বড়পেটা পঁহুছিলাম ও ১৯শে ডিসেম্বর পুনরায় বড়পেটার গদী দখল করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে যোগেশ বাবু গৌহাটী বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। যতদূর মনে পরে এবারও তিনি 2nd. Officer হইয়া আমার ওখানে একলা আসিলেন। আমার বাঙ্গলায়ই তাঁহার থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

পূর্ব্ব প্রণালী মত সরকারী কার্য্য চালাইতে লাগিলাম। এ যাত্রায় আমাকে প্রায় ২॥ বৎসর এই ষ্টেশনে থাকিতে হইল।

এই সময়ে ফৌজদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি মোকদ্দমা অনেক বিচার করিলাম। ইহার ভিতর interesting কি গুরুতর কোন মোকদ্দমা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। Revenue work, স্কুল পরিদর্শন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও পরিদর্শন প্রভৃতি কার্য্যই বেশীর ভাগ করিতে হইত। বাইসিকলে ও কখন কখন হাতীতে মফঃস্বল যাইতাম। বর্ষার সময় নৌকায়। গবর্ণমেণ্ট S. D. O.র ব্যবহার জন্য একটী হাতী বড়পেটা রাখিয়াছিলেন। তাহার up-keep জন্য ৬ মাস আমার মাসিক ১৫৲ দিতে হইত। অন্য ৬ মাস সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিতেন। একটী মাহুত ও একজন মেট ছিল, তাহারা হাতীর তত্ত্বাবধান ও পালনাদি কার্য্য করিত। হাতীর নাম ছিল 'মোহনপ্রসাদ'। সে বড় ঠাণ্ডাস্বভাবের ছিল। ছেলেরা তাহার উপর চড়িত ও তাহার শুঁড় ধরিয়া তাহার সহিত খেলা করিত। মাহুতের সাময়িক অনুপস্থিতিতে আমিও হাতী চালাইতাম, যদিও ভয় করিত। এই হাতী দ্বারা মফঃস্বলে টেণ্ট, জিনিষপত্র লইয়া যাইতাম। দূর হইতে চাউল ও জ্বালানি কাষ্ঠ আনাইতাম। লোকেল বোর্ডের একখানা ক্ষুদ্র 'কোন্দা' নৌকা ছিল, জানালা সাসি প্রভৃতি বসান। তাহাতেই বর্ষাতে tour করিতাম। এই tour গুলি বড় interesting ছিল। তখন বড়পেটাতে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত। প্রথম দিন বাজার হইতে চাপরাশী ৪।৫ সের ওজনের একটী রুই মাছ আনিয়া বলিল মূল্য ৵১০ দশ পয়সা। আমি ভাবিলাম

চাপরাশী বেশী মূল্যে অথবা অন্যায়পূর্ব্বক আনিয়া আমাকে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছে। দ্বিতীয় দিন ২০টী বৃহৎ কই মৎস্য আনিয়া বলে মাত্র পাঁচ পয়সা দাম। নাজীর বাবু ৺দীননাথ বসুকে আমার মনের ভাব জানাইলাম, তিনি বলিলেন "আজ্ঞে, এখানে মাছের মুল্য ঐরূপই কম।" আশ্চর্য্যের বিষয় ২ বৎসরের মধ্যে গোলোকগঞ্জ গৌহাটী রেইল খুলিয়া গেলে সেইরূপ কই প্রত্যেকটী তিন পয়সায় কিনিয়া আসিয়াছি।

এই সাবডিভিসনে বহু জলকর আছে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আয় ১ লক্ষেরও উপর। দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্তে

বাঘবেড় পাহাড়।

'বাঘবেড়' নামে এক উচ্চ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে গোয়াল পাড়ার পাহাড় (যাহার উপর সেখানকার S. D. O'.s bunglow) মাত্র ১০।১২ মাইল। "বাঘবেড়" পাহাড়ের পাদদেশে পূর্ব্বপ্রান্তে একটী বিল বা lake আছে, তাহার নাম 'সিলোষি বিল', এই বিলে বহু লক্ষ কই মাছ ও মাগুর মাছ থাকিত। এই বিল পূর্ব্বে ৩০০৲ টাকা জমায় বন্দোবস্ত হইত। আমি প্রথম বৎসর ইহার জমা বাড়াইয়া ৬০০৲ তে বন্দোবস্ত করি। ক্রমে বাড়াইয়া আমি শেষ বর্ষে এই বিল ২৫০০৲ টাকাতে বন্দোবস্ত দিয়াছিলাম। প্রতি বৎসর শীতঋতুতে 'বাঘবেড়' পাহাড়ে গিয়া camp ফেলিতাম। তখন কই মৎস্যের তামাসা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। প্রতিদিনই বিল বন্দোবস্ত গ্রহণকারীর অধীনস্থ লোক হাজার হাজার সুবৃহৎ আয়তনের

কই ধরিতেছে। ঐসব কই তখন নৌকাতে কলিকাতা, সিরাজগঞ্জ, ধুবড়ি, পাবনা প্রভৃতি স্থানে চালান হইত। নৌকাতে মৎস্য মরিয়া না যায় তজ্জন্য পূর্ব্বে তাহাদিগকে train করিয়া লইত। সে বেশ process. তুই বা ততোধিক সঙ্কীর্ণ স্থান বাঁশের বাণা দিয়া, ঘেরা। প্রত্যহ যেসব নূতন মাছ ধরা পরে সেগুলি এই আবদ্ধস্থানে রাখা হয়। ক্রমাগত সাত দিন তথায় রাখা হয়। এই সময়ে তুচার পাঁচশ মাছ মরিয়া যায়। বাকীগুলি শক্ত ও trained হয়, নৌকাতে বোঝাই হইলেও মরে না। অদূরে 'চালখাওয়া' নদীতে নৌকা থাকে, সেখানে নিয়া ঐ সব trained মাছ নৌকা বোঝাই করিয়া চালান দেয়। ঐ স্থানে বিশেষতঃ পাহাড়ের উপরে মাছের মাথা ও কাঁটা স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, যেহেতু হাজার হাজার চিল সেই সব মাছ আনিয়া পাহাড়ে ও গাছে বসিয়া সেইগুলি খায়। একবার হাতীতে ২।৩ খানা ছালাতে বোঝাই করিয়া আমি ৭০০ কই মাছ ও ১শত মাগুর মাছ বাসায় পাঠাইয়াছিলাম। তাহার কতক মরিয়া ছিল। অবশিষ্ট অনেক বন্ধুদের বাসায় বিলি করা হইয়াছিল।

এক বৎসর বর্ষাকালে নৌকাযোগে বাঘবেড় পাহাড়ে গিয়াছিলাম। প্রচলিত নিয়মানুসারে S. D. O. মফঃস্বল যাওয়ার পূর্ব্বে নোটিশ পাইয়া গ্রামবাসীগণ তাঁহার বাসের জন্য ২।৩খানা খড়ের ঘর তুলিয়া রাখে। ইকড়া, খাগড়া ও ঘাস জঙ্গলে প্রচুর, তাহাদ্বারা প্রজাগণ ৫।৭ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ ঘর প্রস্তুত

করিয়া ফেলে। একখানি ঘর শয়নোপযোগী করে। অন্যগুলিতে রান্না ও লোকজন থাকার বন্দোবস্ত হয়। আমি নৌকা সহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই পাহাড়ের নিম্নস্থ গ্রামে পহুঁছিলাম। যাইয়া দেখি পাহাড়ের ঠিক নিম্নে পূর্ব্বপ্রান্তে slope এর উপর ২খানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। একখানিতে জিনিষপত্র রাখিয়া আমার লোকগণ রান্না আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আমার নৌকায় বসিয়া আহার করিতেছি এমন সময় নৌকা হইতে ২৫।৩০ হাত উপরে পাহাড়ের গায়ে ২।৩টা বাঘ আসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমরা ভীত হইলাম। গ্রামবাসীরা আসিয়া আগুন জ্বালাইল ও টিন বাজাইয়া শব্দ করিতে লাগিল। Master stripes ভ্রূক্ষেপও করিলনা। আহারান্তে নৌকা ডেঙ্গা হইতে দূরে জলের মধ্যে নিয়া রাখিলাম। সমস্ত রাত্রিই বাঘগুলির ক্রীড়া ও গর্জ্জনাদি চলিতে লাগিল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সব নিস্তব্ধ হইল।

নৌকায় ভ্রমণ।

ঐ বৎসর পূজার বন্ধের সময় নৌকাযোগে মহকুমার পশ্চিম প্রান্তে 'মানস' নদীর দিকে tour করিতে গেলাম। সঙ্গে Local Board এর Overseer সর্ব্বানন্দ বাবু এক স্বতন্ত্র নৌকায় চলিলেন। প্রত্যেক নৌকায় তিনজন মাল্লা বা মাঝি। পাচক, ভৃত্য ও আরদালি প্রভৃতি আরও ৩।৪ জন লোক ছিল। মানস নদী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। এই নদী বড়পেটার পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করে। নদীতে বেশ স্রোত, আর নদীটীও

নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়। উভয় পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা সেই নদীতে পঁহুছিলাম। ঐ নদীর ভাটীর দিকে একটী গ্রামে গিয়া অবস্থান করিব এইরূপ অভিপ্রায়। যেই আমার নৌকা নদীতে পরিল হঠাৎ একটী প্রকাণ্ড জলজন্তু (বোধ হয় কুমীর) নীচ হইতে নৌকাকে প্রবল আঘাত করিয়া নৌকাখানা উল্টাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। মাঝিগণ অতি কৌশলে নৌকাখানা রক্ষা করিল। আমরা চলিতে লাগিলাম। রাত্রি ৯টা হইল। মাঝিরা বলিল 'গন্তব্য গ্রাম কতদূর তাহারা ঠিক পাইতেছেনা।' সুতরাং রাত্রির জন্য ঐ স্থানেই নৌকা রাখা স্থির হইল। সেদিন লক্ষ্মী পূর্ণিমা ছিল। শরচ্চন্দ্র মধুর জ্যোতিতে ধরিত্রী প্লাবিত করিতেছিল। বর্ষার কুলপ্লাবনকারী বারিরাশি নামিয়া গিয়াছে। "মানসের" তীরভূমি জাগিয়াছে। তীরদেশে পলি (silt) পড়িয়াছে। দৃঢ়ভূমি দেখিয়া একস্থানে নৌকা লাগান হইল। দ্বিতীয় নৌকাতে পাচক রান্না করিতেছে। আমি পায়খানার যাওয়ার উদ্দেশ্যে তীরে নাবিলাম। একজন মাঝি নৌকা হইতে ৮ কি ৭ গজ দূরে একটী দৃঢ় ভূমিযুক্ত স্থান দেখিয়া সেখানে আমার 'গাড়ু' রাখিয়া আসিল। আমি সেখানে গিয়া বসিলাম। তখন আমার দুই পা ক্রমে 'পলি' পরা আদ্রভূমিতে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি একটী কেঁসো ঘাসের ছোপ (bush) হাতে ধরিলাম। কিন্তু পা ক্রমে নীচে যাইতে লাগিল। হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত যখন ডুবিল, তখন সর্ব্বানন্দ

বাবুকে ডাকিয়া অবস্থা বলিলাম। তিনি ২ মাঝি লইয়া আসিলেন এবং এই তিনজনে আমাকে টানিয়া এই আংশিক কব্বর হইতে বাহির করিলেন। আমি নৌকার নিকটে গিয়া হাত পা কিছু ধুইলাম। মাঝিরা সেস্থান হইতে ১৫।২০ হাত দক্ষিণে একটা শক্তভূমি পরীক্ষা করিয়া গাড়ু রাখিয়া দিল। এবার নির্ব্বিঘ্নে পায়খানা শেষ করিয়া, নৌকার নিকট গেলাম। সাবান দিয়া পা, হাত ধৌত ও পরিস্কার করিতে লাগিলাম। তখন দেখি যেস্থানে আমি প্রথম বসিয়া কর্দ্দম-নিমজ্জিত হইতে ছিলাম, ঠিক সেইস্থানে ২টী বাঘ আসিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল ও মৃদু গর্জ্জন করিতে লাগিল। কি অদ্ভুত উপায়ে আমি এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া ভগবানের করুণার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে চাহিলাম। মাঝিগণ বড় বড় "লগ্গি" (নৌকা চালানের বাঁশের pole) লইয়া শব্দ করিতে করিতে ব্যাঘ্র যুগলকে তাড়াইতে চেষ্টা করিল। তাহারা কিন্তু নিশ্চল। আমি দুএকটা রিভলভারের গুলি ছুড়িলাম। কোন ফল হইলনা। পরে মাঝিগণ "লগ্গির" অগ্রভাগে খর বাঁধিয়া তাহা জ্বালিয়া সেই অগ্নি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন ধীরে ধীরে অরণ্যবিহারী হিংস্র বন্ধুগণ সেখান হইতে চম্পট দিল। নৌকাতে আহার করিতে বসিলাম। আর এক উপদ্রব উপস্থিত। আহার সময়ে অভুক্ত খাদ্য জলে নিক্ষেপ করিতেছি এমন সময় দুটী কুমীর নৌকার পশ্চিম পার্শ্বে আসিয়া ফোঁস ফোঁস আরম্ভ করিল। তীরভূমি নৌকার পূর্ব্বপার্শ্বে। ক্রমে

৩টী, ৪টী পরে ৫টী কুমীর আসিয়া ভাসিতে লাগিল। আমরা ভীত হইলাম পাছে নৌকা আক্রমণ করে। মাঝিরা লগ্‌গি ও বৈঠাদ্বারা খোঁচা মারিতে লাগিল। আমি ক্রমে ৭।৮টা রিভলভারের গুলি ছুড়িলাম, একটাও লাগিল না। তারা বেশ আরামে জলে বিচরণ করিতে লাগিল, ডুবিল আবার উঠিল। নৌকায় কিছু মৎস্য ছিল, সেইগুলি জলে ফেলাইয়া দেওয়া হইল। অনেক রাত্রির পর ২।১টা করিয়া ঐ সব জলবিহারী জন্তুগণ অদৃশ্য হইতে লাগিল। মাঝিরা জাগ্রত অবস্থায় পাহাড়া দিতে লাগিল। আমি পশ্চিম পার্শ্বের সাসী ও জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রা হইল না। রাত্রি দুই কি তিনটার সময় মানস নদীর পশ্চিম পারের জঙ্গলে ভীষণ ব্যাঘ্র গর্জ্জন আরম্ভ হইল। এমন ভীতি সঞ্চারক গভীর নিনাদ জীবনে আর শুনি নাই। কোনরূপে রজনী প্রভাত হইল। "ডেঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর" এই উক্তির চাক্ষস প্রমাণ দেখিলাম। ইহার পর দিন দেখিলাম আমাদের গন্তব্য গ্রাম মাত্র ১½ মাইল ভাটীর দিকে ছিল।

এই জঙ্গলাকীর্ণ উপবিভাগে সকল রকমের শিকার পাওয়া যায়। আমি নিজে কখনও শিকারে অভ্যস্ত ছিলাম না।

শিকার।

প্রথম বড়পেটা যাওয়ার পরই, আমার orderly peon (চাপরাশি) ভগীরাম বলিল "এখানে সকল হাকিমই শিকার করেন, আপনি বন্দুক কিনুন"। ভগী খুব ভাল শিকারী। আমার ফৌজদারী পেস্কার মহোদর

পাঠকও একজন নামিক শিকারী। তাহাদের নিজদেরই এক হাতী ছিল। সেও বন্দুক ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিল। আমি কলিকাতা হইতে ১২৫৲ মূল্যে দোনালা breech-loader (Cleopatra নামক) এক বন্দুক আনাইলাম। ভগীকে retainer ভাবে সেই বন্দুক ব্যবহারের অনুমতি Dy. Commissioner হইতে আনাইলাম। মে মাসে এক দিন বন্দুক পঁহুছিল। ভগীর পরামর্শ অনুসারে পর দিন সকালে টাউন হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে একস্থানের পাউণ্ড দেখিতে রওনা হইলাম। আমি, এক সাবডিপুটী ও ভগী তিনজনে হাতীর পিঠে চলিলাম। ভগী সঙ্গে বন্দুক ও কিছু Buck-shot লইল। সহর হইতে ঐ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জঙ্গলের ভিতর দিয়া এক রাস্তা আছে। অল্প দূর পর্য্যন্ত সেই রাস্তা দিয়া গিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিলাম। মাত্র ১ মাইল গিয়াছি তখন ভগীর ইঙ্গিতে মাহুত হাতী থামাইল। ভগী তখনই aim করিয়া এক গুলি ছাড়িল। আমি কিছুই দেখিতে পাই নাই। সেই গুলিতেই দেখি এক হরিণশাবক ভূপতিত হইল। বড় সম্বার জাতীয় হরিণের বাচ্চা। এক জাতীয় ছোট হরিণ (spotted deer) আছে, তাহাকে স্থানীয় লোকেরা "ফৈটা পহু" বলে। হরিণকে তাহারা "পহু" (পশুর অপভ্রংশ) বলে। বাচ্চাটী এই ফৈটাপহুর বড়টার সমান। ওজনে ১৷৷০ মণ হইবে। সেই মৃত হরিণকে রশিদ্বারা হাতীর পার্শ্বে বাঁধা হইল। আরও অগ্রসর হইলে এক অদ্ভুত দৃশ্য নয়নপথে

পতিত হইল। জঙ্গলের একস্থানে যুগপৎ ৫।৬টী হরিণ হাতীর শব্দ পাইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। তাহার একটা কিছু দূর গিয়া দাঁড়াইয়া হাতীর দিকে চাহিবামাত্র, ভগী গুলি ছাড়িল। গুলি বোধ হয় লাগিল, কিন্তু হরিণ ছুটিয়া পালাইল। তারপর আরও ৩টা প্রকাণ্ড হরিণ বহুশাখা সমন্বিত সিং মস্তকে লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে জঙ্গলের মাঝে দৌড়িতে লাগিল। আর গুলি করা হইল না। ভগী ভারি বিরক্ত হইয়া বলিল, "আপনারা সঙ্গে থাকিলে শিকার হয়না, আপনারা যেরকম নড়াচড়া করেন"। যাহউক সেদিন পাউণ্ড দেখিয়াই মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিলাম। হরিণের মাংস কিছু বিতরিত হইল। কিছু আমরা আহার করিলাম। সেখানে এই আমার প্রথম হরিণমাংস ভক্ষণ। পরে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ঐ মাংস খাইতাম। স্থানীয় লোক প্রায়ই হরিণ শিকার করিয়া মাংস বিলাইত।

ভগী সেদিন বৈকালে কতকগুলি ছোট গুলি গালাইয়া বড় বড় গুলি প্রস্তুত করিল। পর দিন প্রভাতের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে, মাহুত ও হাতী লইয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে ঐ জঙ্গলে চলিয়া গেল। বেলা ৯টার সময় সে এক প্রকাণ্ড সম্বার জাতীয় হরিণ শিকার করিয়া আনিল। তাহার মাংস ৪০ ভাগ করিয়া বিলান হইল। প্রত্যেক ভাগে প্রায় ৪ সের মাংস। সেই হরিণের বিচিত্র শাখা সমন্বিত সিংটী এখনও আমার গৃহে আছে। সমস্ত বর্ষা ভরিয়া এইরূপ হরিণ শিকার চলিত।

বড়পেটার ৭ মাইল উত্তরে Trunk Road এর পাশে হেলা পাক্ড়ি নামক স্থানে একটী Inspection bunglow আছে। সেখানে প্রায়ই যাইতে হইত। গৌহাটী হইতে গোয়ালপাড়া যে Trunk Road গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিতে হইলেই হেলা পাকড়ী যাইতে হয়। একবার বর্ষায় সেখানে আমি, পেস্কার মহোদর বাবু, সর্ব্বানন্দ বাবু প্রভৃতি সহ গেলাম। ১০টার সময় পঁহুছিলাম। মধ্যাহ্ন আহারান্তে আমি বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। মহোদর ও ভগী আমাদের দুই হাতী লইয়া বাঙ্গলার পশ্চিমে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তখন বেলা তিনটা হইবে। আমি বাঙ্গলা হইতে কিছু সময় পরে পরে ৪।৫টী বন্দুকের শব্দ পাইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা ৪টী "হৈটা পহু" মারিয়া সঙ্গে আনিলেন। দুইটা বড়পেটা পাঠান হইল। ১টা সেই দিনই সদ্ব্যবহারে লাগিল। আর একটার মাংস নিকটস্থ গ্রাম্য লোকদিগকে দেওয়া হইল। পর দিন আর দুটী হরিণ শিকার করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বর্ষাতে দেশ জলপ্লাবিত হইত। উচ্চভূমিতে জঙ্গলে আসিয়া হরিণের দল আশ্রয় লইত। দুষ্ট মানুষ তাহাদের বাসস্থানের সন্ধান লইয়া এই ধ্বংসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। আরও অনেক সময় ভগীরাম এই হরিণ শিকার করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইত। শুধু হরিণ নয় অনেক রকমের ducksও রাশি রাশি শিকার করিয়া আনিত।

সর্থেবাড়ী একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার কাঁসার বাসন শুধু আসামে নয় অন্যত্রও বিখ্যাত। সেখানকার থালা, কলসী,

গামলা, পানেরবাটা প্রভৃতি অতি সুন্দর ও ব্যবহার্য্য জিনিষ।

পণ্ডিত সমাজ। আমিও নানারকমের জিনিষ তথা হইতে প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। এইস্থানে ও নিকটে সংস্কৃতজ্ঞ ভাল ভাল পণ্ডিত বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতাম, তাঁদের একজন অনর্গল সংস্কৃতে আলাপ করিতে পারিতেন, এমন কি অনুষ্টুপ ছন্দে, তাঁহাকে আলাপ করিতেও শুনিয়াছি। সর্থেবাড়ী বড়পেটা হইতে ১৫।১৬ মাইল পূর্ব্বদিকে। এই উভয়স্থানের মাঝে কতকটী বিল আছে। কোন বিল পদ্মে পরিপূর্ণ, কোনটা কুমুদে, কোনটা পানিফলে, কোনটা জলীয় ঘাসে আবৃত। মাঝে মাঝে অল্প স্থানে পরিস্কার জল আছে। একবার শীতের প্রারম্ভে নৌকাযোগে সর্থেবাড়ী রওনা হইলাম। সঙ্গে সর্ব্বানন্দ বাবু। ভগী বন্দুক, গুলি বারুদ প্রভৃতি পুরা মাত্রায় লইল। আমাদের সঙ্গে বড়পেটা স্কুলের Headmaster আমার কলেজ সহধ্যায়ী বাবু কালী মোহন গুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার বন্দুক লইয়া চলিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই বিল দেখিতে পাইলাম। সে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। বিলে জলের কোন চিহ্ন নাই। সমস্ত বিল হাঁসজাতীয় (ducks) পাখীতে ভরা। এক হাজার দুই হাজার হাঁস নয়, বোধ হয় লাখ খানি। মাত্র একটী বিলের কথা বলিতেছি। সেই হাঁস বিভিন্ন জাতীয় রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বেলেহাঁস, নারকোলিহাঁস, ইত্যাদি। এক জাতীয় হাঁসের মাত্র ইংরেজি নাম জানি (pintail). শিকার আরম্ভ হইল। আমরাও অগ্রসর হইতেছি।

এইরূপ পাখিসংঘাবৃত ৩।৪টী বিল অতিক্রম করিলাম। ইহার একবিলে ভগীরাম এক গুলিতে ৪টী বেশ বড় রাজহাঁস ভূপাতিত করিল। শিকার শেষ হইল, সন্ধ্যার সময় সর্থেবাড়ী পঁহুছিলাম। তখন দেখা গেল, ভগীরাম ৫টী রাজহাঁস, ১টী প্রকাণ্ড বক জাতীয় মৎস্যাহারী পাখী, ৪০ কি ৪২টী অন্য হাঁস শিকার করিয়াছেন। আর হেডমাষ্টার বাবু ২১টী হাঁস হত্যা করিয়াছেন। আমি ও সর্ব্বানন্দ বাবু কখনও বন্দুক ধরিতাম না। ইতিপূর্ব্বে নৌকাভ্রমণকালে এক দিন হাঁস লক্ষ্য করিয়া ২।৩টী গুলি ছাড়িয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। আমি nervous হইয়া লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারিতাম না। উহাই আমার শিকারের প্রথম ও শেষ প্রয়াস। সর্থেবাড়ী হইতে অন্য স্থান পরিদর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে ২২।২৩টী হাঁস মারিয়া আনা হইয়াছিল।

বাইসিকল, গোশকট ও হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণও বড় আমোদজনক হইত। শীতকালে বাইসিকলে কখনও Grand Trunk Road দিয়া যাইতাম। একটী বৃত্তান্ত typical হইবে বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বে হস্তীপৃষ্ঠে বা গাড়ীতে জিনিষপত্র পাঠান হইয়াছে। এক দিন বাইসিকলে অপরাহ্ণে ভবানীপুর ইন্‌স্পেক্সন বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। সঙ্গে সর্ব্বানন্দ বাবু, পাচক ভৃত্য প্রভৃতি আছে, তাহারা জিনিষের সঙ্গে আসিয়াছে। ঐ সব জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ভ্রমণ করিতে প্রায়ই সর্ব্বানন্দ বাবুকে সঙ্গে নিতাম, আর তার রাস্তা

মৎস্যের দেশ।

ঘাটই বেশী পরিদর্শন করিতে হইত। আমাদের সঙ্গে আহার্য্য সবই আছে। মৎস্য নাই। এমন স্থান কম দেখিয়াছি, যেখানে মাছ পাওয়া যায় না। গৃহস্থেরা ডাল খায় না। বিল, খাল জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া খায়। বাঙ্গলার সাম্‌নে চেয়ারে বসিয়া আছি, দেখি যে দলে দলে কৃষকগণ রাত্রির আহার্য্য মৎস্য লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। সর্ব্বানন্দ তাহাদের প্রত্যেকের নিকট কিছু মাছ চাহিয়া রাখিতেছেন। এইভাবে আমাদের ২২টী বৃহৎ বৃহৎ মাগুর মৎস্য সংগৃহীত হইল। পর দিন অন্য প্রকারের মৎস্যও জুটিল। কে এত মাছ খায়? দু'এক দিন তথায় কার্য্য করিয়া ফিরিবার পথে দেখি এক শুষ্কোন্মুখ বিল সেঁচিয়া কাছারীগণ ঐ প্রকারের বড় মাগুর মাছ ধরিয়া স্তূপ করিয়াছে। এক যাত্রায় শীত

বন্য বরাহ।

ঋতুতে আমি একাকী বাইসিকলে ভবানীপুর হইতে বাসায় ফিরিতেছি। ভবানীপুর হইতে হেলাপাকড়ী হইয়া বড়পেটা যাইতে হয়। হেলাপাকড়ী হইতে যখন ৩ মাইল পূর্ব্বে একস্থানে পঁহুছিলাম, তখন দেখি রাস্তার উপর এক ভীমকায় বন্যবরাহ দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। আমি প্রায় ৫০ গজ দূর হইতে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলাম। শূকর আমাকে আক্রমণ করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সম্মুখে প্রায় ১½ মাইল পর্য্যন্ত দৃশ্যমান পথে জনপ্রাণী নাই। পশ্চাতে ½ মাইল পথ দেখা যায়, সেস্থানেও কোন লোক নাই। যদি পশ্চাৎদিকে

ফিরিয়া যাই, শূকর আমাকে অনুসরণ করিবে, সেদিকে নিকটে লোকালয় নাই। পথের উভয় পার্শ্বে ঘোর জঙ্গল। সাহস করিয়া বাইসিকলের বেল বাজাইলাম, বরাহরাজ একবার আমার দিকে চাহিল। পুনঃ পুনঃ বেল দিতে লাগিলাম। এইভাবে তিন চার মিনিট আমি কম্পিতহৃদয়ে "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া সেই বরাহকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। তখন সে হঠাৎ পার্শ্বের জঙ্গলে প্রবেশ করিল। ভগবান আর একবার আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। আমি ১০ মিনিট ঐ অবস্থায় ওখানে দাঁড়াইলাম। সম্মুখে খুব দূরে একটী লোক আসিতেছে দেখিয়া ভয়ানক জোড়ে bicycle চালাইয়া সেই লোকটীর নিকট আসিলাম। সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিল। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া ভয়ার্ত্তহৃদয়ে অতি দ্রুতবেগে বাইসিকল চালাইয়া বাসায় ফিরিলাম।

নূতন রেইলপথ পরিদর্শন।

সেই সময় গোলোকগঞ্জ হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত রেইল প্রস্তুত হইতেছিল। রেইলের construction প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। সেই রেইলপথে কতকগুলি waterways এবং level crossingএর এক plan রেইলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছিল। ডিপুটী কমিশনার সেই plan আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে তদন্ত করিতে আদেশ দিলেন, এই level crossings যথেষ্ট হইবে, কি আরও অন্যস্থানে রেলপথের

উপর দিয়া গ্রাম্য পথ রাখা প্রয়োজন হইবে। এই উপলক্ষে সমস্ত সাবডিভিসনের ভিতর যে রেইল গিয়াছে তাহা পরিদর্শন করিতে হইয়াছিল। রেইলওয়ে কর্ম্মচারীদের Headquarters ছিল "ষড়ভোগ" বড়পেটা হইতে ১৫।১৬ মাইল উত্তরে। আমি ষড়ভোগ গিয়া camp ফেলিলাম। তথা হইতে Railway department আমাকে trolly দিয়া সমস্ত লাইনে লইয়া যাইত। প্রথম দিন পশ্চিমদিকে গেলাম, মানস নদী পর্য্যন্ত। গ্রীষ্মকাল। বেলা প্রায় ১১টার সময় মানসতীরে পঁহুছিলাম। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ। একজন trollyman এক ঘটীতে মানস হইতে জল আনিল। পান করিয়া স্নিগ্ধ হইলাম। ঠিক বরফ দেওয়া জলের মত ঠাণ্ডা। কারণ জানিতে উৎসুক হইলাম। একজন বাবু বলিলেন, গ্রীষ্মাগমে হিমালয়ে বরফ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাই জল এত সুশীতল। ২টার সময় বাসায় ফিরিলাম। অন্য অন্য দিনে পূর্ব্ব পাশের লাইন দেখিলাম। রেইলওয়ের বাবুরা প্রচুর মাছ খাইতেন। রেইল রাস্তা প্রস্তুত করিতে যে মৃত্তিকা খনন করিতে হইয়াছিল, তাহাতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র পুকুর বা ডোবা প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ষায় সেগুলি জল ও মৎস্য পূর্ণ হইয়া থাকিত। সমস্ত শীতকাল ও গ্রীষ্মারম্ভ পর্য্যন্ত বাবুরা সেই মাছ ধরিয়া খাইতেন।

আমি রিপোর্ট করিলাম, level crossings এর সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়াছে। planএর ভিতর অন্য অনেকটী crossings suggest করিয়া দিলাম। কিন্তু রেইল ডিপার্টমেণ্ট

মাত্র ২।১টী অতিরিক্ত level crossing দিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে ইহাও জানাইলাম যে waterways এর সংখ্যাও বেশী করা উচিত। জলনিকাসের উপায় কম রাখার দরুণ প্রথম বর্ষাতেই বোঁক নদীর উপরস্থ bridge ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সংবাদ পাইয়া বহুকষ্টে হেলাপাকড়ী হইতে জঙ্গলের ভিতর দিয়া নৌকাযোগে সেই প্লাবনস্রোতের বিরুদ্ধে গিয়া সেই ভগ্ন সেতু দেখিয়াছিলাম এবং ডিপুটী কমিশনারকে report করিয়াছিলাম।

টেরাই ভ্রমণ।

বোধ হয় ১৯০৮ সনের শীত ঋতুতে সাবডিভিসনের উত্তর প্রান্ত সমস্তটা আমার পরিদর্শন করিতে হইয়াছিল। বড়-পেটার উত্তর সীমা পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভুটানের দক্ষিণ সীমা সংলগ্ন টেরাই (হিমাচলের পাদদেশ) হাতীর পিঠে পর্য্যটন করিলাম। ৩০ কি ৪০ মাইল পথ। ষড়ভোগের উত্তর হইতে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইলাম। এক এক দিন ৭।৮ মাইল যাইয়া camp করিতাম, প্রত্যেক ক্যাম্পে মৌজাদারগণ খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। হিমাচলের মনোহর দৃশ্য তাহার পাদমূলে দাঁড়াইয়া দেখিতাম, আর বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র মহিমা অনুভব করিতাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী সুশীতল বারি দান করিত। এই প্রদেশে ধান্যের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। এত প্রচুর ধান্য কোথায়ও দেখি নাই। বরিশালেও জমীতে এত ধান্য ফলিতে দেখি নাই। কতক ধান

পাকিয়াছিল এবং কতক পাকিতেছিল। দিগন্ত প্রসারিত সোণার বরণ এই ধানের খেতগুলি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে বড় সুন্দর দেখাইত। Golden corn নাম দুইভাবে সত্য। যেমন সোনালী রঙ্গ, তেমন সোণার মত দামী জিনিষ। এখান হইতে প্রচুর ধান্য বড়পেটা চালান হইত। বঙ্গদেশীর মহাজনগণ হাজার হাজার নৌকা বোঝাই করিয়া বড়পেটা হইতে সেই ধান বঙ্গদেশে লইয়া যাইত।

টেরাই অঞ্চলের ধান্যরক্ষার জন্য কৃষকদিগকে অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হয়। একস্থানে দেখিলাম বন্য হস্তী নামিয়া অনেক ধান খাইয়াছে ও নষ্ট করিয়াছে। এইরূপ বন্য হস্তী ও শূকরের উৎপাত সেখানে খুব বেশী। অথচ কৃষকদিগের বন্দুক রাখার উপায় নাই।

৭।৮ দিনে এই প্রান্ত প্রদেশের tour শেষ করিলাম। সেখানে অধিবাসীর সংখ্যা কম। তাহার দক্ষিণে রহা ও বজালি থানার অন্তর্গত অনেক স্থান বঙ্গদেশের গ্রামগুলির মত। জঙ্গল কম, ঘন বসতি, অনেক ফলমূলের গাছ আছে, এবং কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে কমলা লেবুর ও নারিকেলের গাছও যথেষ্ট আছে। আমি পূর্ব্বে কমলালেবুর গাছ দেখি নাই। প্রথম বৎসর এক দিন এক গ্রামে রাস্তা হইতে দেখিলাম এক গৃহস্থের প্রাঙ্গণে এক কমলার গাছে প্রায় ২ হাজার বড় বড় কমলা, সকলই প্রায় পাকিয়াছে ও কমলা রঙ্গ ধরিয়াছে। গাছটী যেন কমলা রঙ্গের এক টোপর মাথায় পরিয়াছে।

আমি সঙ্গী সর্ব্বানন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটী কিসের গাছ হে ?" তিনি বলিলেন, "Sir, এ আপনি জানেন না, এ যে orange tree". একটু অপ্রস্তুত হইলাম। গাছটী ভাল করিয়া দেখিতে সেই গৃহস্থের প্রাঙ্গণে গেলাম। বৃক্ষতলে ৩।৪টী লেবু পড়িয়া আছে দেখিলাম। গৃহস্থ আমাদিগকে পকেট ভরিয়া কতকটী লেবু দিল। লেবু দেখিতে খুব সুন্দর ও বড়, কিন্তু শ্রীহট্টের কমলার মত মিষ্টি নয়।

বড়লাটের শিকার।

১৯০৮ সনের শেষদিকে আমার উপর এক গুরুতর কার্য্য-ভার নিপতিত হইল। পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে Viceroy Lord Minto বড়পেটার অন্তর্গত রক্ষিত জঙ্গলে (Reserved forestএ) শিকার করিতে আসিবেন স্থির হইল। প্রায় ৪ মাস পূর্ব্ব হইতে এই শিকারের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কুচবিহারের মহারাজার তত্ত্বাবধানে এই শিকার হইয়াছিল ও বড় লাট সাহেব ও তাঁহার party মহারাজার অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। শুধু শিকার কার্য্যের বন্দোবস্ত যথা হস্তী সংগ্রহ, জঙ্গল প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্যের ভার মহারাজাই লইয়াছিলেন। গোলকগঞ্জ-গৌহাটী রেইলওয়ের কার্য্য প্রায় শেষ হইতেছিল। এই লাইনের উপর একটী স্থান আছে তার নাম সরুপেটা। ভবানীপুর Inspection Bunglow হইতে ২ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। সরুপেটা হইতে প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে লাহাপাড়া নামক স্থানে লাট সাহেবের camp হইবে। এই ১৫ মাইল

নিবিড় জঙ্গল। কোন পথ ঘাট নাই। তিনটী ছোট ছোট stream বা ক্ষুদ্র নদী আছে। এই ১৫ মাইল স্থানে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে ৩টী কাঠের bridge থাকিবে, রাস্তাতে বহু মটরকার, গাড়ী প্রভৃতি চলিতে পারে এরূপভাবে রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই রাস্তা প্রস্তুত জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইল। Executive Engineer Mr. Paresh charan Chatterji সেই রাস্তা ও Camp প্রস্তুতের ভার পাইলেন। আমি তাঁহার কুলি ও কতক জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া দিতে আদিষ্ট হইলাম। লাট সাহেবের সঙ্গে যে Military party প্রায় ২।৩ শত গুরখা সৈন্য প্রভৃতি আসিবে, তাহাদের বাসস্থান ও রসদ সংগ্রহের ভার, লাহাপাড়া Camp এ menialsদের বাসোপযোগী ঘর নির্ম্মাণ, আহার্য্য সংগ্রহ, লাট সাহেবের পার্টির দুধ, জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করা, Camp এ একটী বাজার বসান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য আমার উপর পড়িল। Mr. Chatterji বড়পেটা আসিলেন। আমরা উভয়ে পরস্পরকে সহায়তা করার জন্য programme করিলাম। সরুপেটাতে আমাদের ও গবর্ণমেণ্টের অন্য অফিসারদের (যথা Deputy Comr., Police Superintendent, Dy. Conservator of forests ইত্যাদি) বাসোপযোগী কয়েকখানা খড়ের বাঙ্গলা ও outhouses প্রস্তুত করাইলাম। আমরা উভয়ে সরুপেটা গিয়া camp করিলাম এবং সেখান হইতে প্রথম জঙ্গল কাটা ও

রাস্তা প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করিলাম। পরে রাস্তা কিছু চলার উপযোগী হইলে, লাহাপাড়া কেম্পে খড়ের ঘর তুলিতে লাগিলাম। এইরূপে সমস্ত কার্য্য চলিতে লাগিল। ডিপুটী কমিশনার Major Herbert মাঝে মাঝে আসিয়া সরুপেটা থাকিয়া কার্য্য দেখিতেন ও উপদেশ দিতেন, এই উপলক্ষে আমি প্রায়ই bicycleএ তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতাম। এক দিন আমার বড় সর্দ্দি হইয়াছিল। সাহেব ব্যস্ত হইয়া নিজের সঙ্গে যে ঔষধপত্র ছিল, তাহা হইতে আমাকে ঔষধ দিলেন। তাঁহার খাদ্য হইতে আমাকে প্রায়ই কিছু কিছু পাঠাইতেন। সোডা, লেমনেড্ প্রভৃতি প্রতি দিনই খাওয়াইতেন। আমার বাইসিকল খারাপ হইলে নিজে মেরামত করিয়া দিতেন। তাঁহার সদ্ব্যবহার ও দয়া আমি কখনও ভুলিব না। এক দিন আমরা উভয়ে বাইসিকলে সরুপেটা হইতে লাহাপাড়া যাইতেছি, পথ অনেকটা প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বাইসিকলের গতি থামাইয়া আমার নিকট আসিলেন ও বলিলেন "What do you think of the deportations which have just been ordered in Bengal ?"

আমি :—Sir, this is a delicate question for me. If I disclose my personal views frankly, I stand the chance of incurring your displeasure which may mean injury to me.

Dy. Com. :—Oh yes, you must tell me frankly what you think and feel. I shall be the last

person to take advantage of my official position to injure you or to be offended with you simply because we may not agree on some points.

আমি :—Sir, we Indians do not and cannot support these deportations, keeping people in confinement without giving them the chance of proving their innocence in a regular trial according to law. I am sure there are some men of irreproachable character amongst the 9 men who have been deported. I have heard much about the saintly character of Babu Asvini kumar Dutta of Barisal, but have not the honour of knowing him personally. But I do personally know one gentleman Babu Krishna kumar Mitter who is even distantly related to me and who is essentially a man of religion rather than of patriotism. He is a man of sturdy independence and is the Editor of a weekly paper 'Sanjibani' in which vigorous but thoughtful articles are written about the political condition of our country. No Indian would think that he is capable of anarchism or any revolu-

tionary movement against the established Government of the country. He is held in high esteem by all sections of his countrymen, and such a man has been deported.

Dy. Com. :—If what you say be true, your own assertions constitute very good arguments to justify the action of the Government. You know, in all countries, men connected with religion or church or Press e. g. missionaries & editors are always respected by people and have great influence with them either for good or evil. If he write vigorous articles, as you say, the Government would naturally expect some danger from him. So you see the deportation was justifiable.

ডিপুটী কমিশনার অতি সরলভাবে এই কথাগুলি বলিয়া ছিলেন, স্থতরাং আমি আর তর্ক করা সঙ্গত মনে না করিয়া শুধু বলিলাম—

Sir, it is not possible for me to continue the arguments, as I am ignorant of the Government policy or the high reasons of State which guide their action. তারপর অন্য বিষয়ে আলাপ হইল, সেও

একটু মজার। তখন রাস্তাটী রোল করা হইতেছিল। আমি বলিলাম "If providentially we get some rains to-day, our work of rolling and smoothing the road will be rendered so easy, as we will then be saved from the expenses of carrying water from a distance".

Dy. Com. :—হাসিয়া বলিলেন, do you think your Providence is so much anxious about this big shoot which is sure to destroy so many animals created by Him ?

মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই শিকার আরম্ভ হইবে। লাহাপাড়ার campএর গৃহগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। তথায় প্রায় ১০০০ মণ চাউল সংগ্রহ করা হইল। ১২০টা দুগ্ধবতী গাভী সেখানে সংগৃহীত হইল। আর একদল দুগ্ধবতী মহিষী আনিয়া এক বাথান প্রস্তুত করা হইল। হাঁস, মুরগী প্রায় ৩০০ পরিমাণে মজুত করা হইল। স্তূপীকৃত জ্বালানিকাষ্ঠ আনাইলাম। বড়পেটা হইতে একজন দোকানদারকে অনেক তোষামোদ করিয়া সেখানে আনাইয়া এক দোকান খোলাইলাম, যে দোকানে নিত্য আবশ্যকীয় খাদ্য ও মনোহারী দ্রব্য সকলই পাওয়া যাইত। অবশ্য এই সব দ্রব্যাহরণ, গৃহনির্ম্মাণ, কুলি সংগ্রহ প্রভৃতি মৌজাদারদের সহায়তায় হইয়াছিল। মৌজা-দারগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী (কায়স্থ) পুষ্পরাম

চৌধুরী, ও তমুরাম চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৫ মাইল দীর্ঘ পথ সরুপেটা হইতে লাহাপাড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল। তিনখানি bridge শালকাঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইল। আমাদের কর্ত্তব্য, সকল আয়োজন যথাসময়ে সুসম্পন্ন হইল।

বড় লাট সাহেব আসার ২।৩ দিন পূর্ব্বে Deputy Commissioner (Major D. Herbert) সরুপেটা আসিয়া আমাদের ক্যাম্পে যোগ দিলেন। তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত নিজে পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইলেন। সরুপেটা হইতে লাহাপাড়া ক্যাম্পে জিনিষ পত্রাদি লইয়া যাওয়ার জন্য প্রায় ৩০০ গাড়ী নানা স্থান হইতে আনাইলাম। তখন মহারাজার পার্টির অফিসারগণও আসিলেন। মহারাজা বড় লাট সাহেবের সঙ্গেই আসিলেন।

৯ই কি ১০ মার্চ্চ বেলা ১টা ২টার সময় লাটসাহেবের special train গোলোকগঞ্জ হইতে নবনির্ম্মিত রেইল পথে সরুপেটা আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে তখন কোন station হয় নাই। Campএ যাওয়ার রাস্তার মাথায় এক temporary platform প্রস্তুত ছিল, সেখানে লাটসাহেব অবতরণ করিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে অর্ডার দিয়া ৩টী বিভিন্ন রকমের সুট (dress) প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিলাম। তাহার একটী কাল রঙ্গের সার্জ্জের তৈয়ারী। এই সুট পরিয়া Dy. Commissioner সাহেবের নির্দ্দেশ মত platformএর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। অন্য ২।১ জন সাহেবকে introduce

করার পর, ডিঃ কমিশনার আমাকে ডাকিয়া বড় লাট বাহাদুরের নিকট আমাকে introduce করিয়া দিলেন। তিনি আমার করমর্দ্দন ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া শিকারের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। আমি নির্ভয়ে উত্তর দিলাম। লাট সাহেব ও তাঁহার পার্টি মোটর করিয়া তৎক্ষণাৎ লাহাপাড়া রওনা হইলেন। Major Herbert লাট সাহেবের মোটরে গেলেন। তাঁহার মোটরে আমাকে ও Mr. Chatterjiকে যাওয়ার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমরা সেই মোটরে অনুসরণ করিলাম। লাট ও মহারাজার পার্টিতে বোধ হয় ৭।৮ খানা মোটর আসিয়াছিল। তখন মোটর লরীর খুব চল ছিল না, থাকিলে নিশ্চয়ই আসিত ও সুবিধা হইত। কেননা প্রতিদিন লাট সাহেবের জন্য খাদ্য ও অন্য যেসব জিনিষ ট্রেইনে আসিত সেগুলি campএ পৌঁছাইতে কুচবিহারের কয়েকখানি accelerated bullock cart নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ মোটরে নেওয়া হইত। ডিপুটী কমিশনার, ডিপুটী Conservator of Forest (Mr. Copeland), Police Superintendent (probably Mr. Luffman) তাঁহাদের নিজ নিজ Tentএ থাকিতেন, কিন্তু আহার করিতেন মহারাজা ও লাট সাহেবের সঙ্গে। মহারাজার ও লাটসাহেবের ও সঙ্গীদের থাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চমৎকার Tent সব মহারাজার লোকগণ আনাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

মহারাজার অফিসারদের থাকার বাসগৃহ campএর পশ্চিম পার্শ্বে করা হইয়াছিল। আমাদের বাসগৃহ ও অন্য গৃহ তাহার দক্ষিণে। আমি ও Mr. Chatterji আমাদের অধীনস্থ লোকজন লইয়া এই সব গৃহে থাকিতাম। লাট সাহেবের সঙ্গে যেসব গুপ্ত পোলিস অফিসার আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদিগের সঙ্গে থাকিতেন। অবশ্য campএ Post Office ও টেলিগ্রাফ অফিস খোলা হইয়াছিল, তাহার কর্ম্মচারীগণের জন্য ক্যাম্পের পূর্ব্বপ্রান্তে গৃহ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলাম। এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান একটী ক্ষুদ্র lively বা সজীব পল্লীতে পরিণত হইল।

অপরাহ্ণ ৫ কি ৬ টার সময় লাট সাহেব একটী কুকুর সঙ্গে campএর দক্ষিণপ্রান্তে খোলাস্থানে একটু হাটিয়া বেড়াইলেন। তাঁহার aid-de-camp তাঁহার সঙ্গে একজন armed guard দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি নাকি তখন বলিয়াছিলেন :—"Let me for once enjoy the freedom of life and breathe the open air of the country".

মহারাজা নিজে এই শিকার জন্য ৮০।৯০টী হাতী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। camp এর পশ্চিমে একটী সুন্দর পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল, তাহার পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমিতে হাতীর দল রাখা হইত। গাভীগুলি কেম্পের দক্ষিণদিকে ও মহিষগুলি উত্তরদিকে। এই স্রোতস্বতীর জলই পানীয় জল। তবে আমরা দুইস্থানে দুইটী Tube well বসাইয়া নিয়াছিলাম। তাহার সুপেয় জলই ভদ্রলোকগণ ব্যবহার করিতেন।

পর দিন সকাল ৮ টার সময় শিকার পার্টি ক্যাম্প হইতে যাত্রা করিবে এই স্থির হইল। হাতীগুলি আরও পূর্ব্বে শিকারস্থলে প্রেরিত হইবে। ডিপুটী কমিশনার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি শিকার পার্টিতে যোগ দিবে?" আমি বলিলাম, বাঃ নিশ্চয়ই। তখন বন্দোবস্ত হইল পোলিশ সাহেব আমাকে তাঁহার হাতীতে লইয়া যাইবেন, কেননা সে হাতীতে হাওদা ছিল। আর মহারাজার এডিকং সূর্য্য বাবু Mr. Paresh Chatterji কে তাঁহার হাতীতে নিয়া যাবেন। আমরা এই interesting অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

পর দিন সকালে আহার শেষ করিয়া আমরা ৮টার সময় শিকারক্ষেত্রে রওনা হইলাম। ক্যাম্প হইতে প্রায় ৩ মাইল পূর্ব্বদিকে জঙ্গল beating আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই Deputy Conservator of Forest জঙ্গলের মাঝে মাঝে পোড়াইয়া open ground প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লাট সাহেবের, মহারাজার ও অন্য শিকারী সাহেবদের ৭।৮টা হাতী সেই open ground এর পূর্ব্বপ্রান্তে দাড়াইল। আর প্রায় ৭২টা হাতী ১ মাইল পশ্চিম হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইল। পোলিস সাহেবের হাতীতে আমি ছিলাম। সে হাতী এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হাতীর দলের প্রায় মাঝখানে ছিল। আমরা যখন সেই open ground এর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তখন বন্দুকের শব্দ শুনিলাম। সকলে বলিতে

লাগিল Lady Minto এক বাঘকে গুলি লাগাইয়াছেন। ব্যাঘ্র কিন্তু লম্ফ দিয়া পার্শ্বের জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তখন মহারাজা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটা জঙ্গলের অংশ দেখাইয়া বলিলেন "এইস্থানে বাঘ প্রবেশ করিয়াছে।" সে জঙ্গলটা আমাদের ঠিক সম্মুখে। অন্য দিক হইতে হাতীগুলি সেই জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমাদের বামপার্শ্বে ঠিক ২।৩ হাত দূরে এক হাতীতে Captain White নামক কুচবিহারের সিভিল সারজন ও লাটপার্টীর একজন বড় সাহেব হাওদাতে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাদের হাতীর সম্মুখে ১০ হাত পরিমাণ দূরে জঙ্গল নড়িতে দেখিয়া সাহেবগণ সকলেই rifle হাতে লইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া Captain White সাহেবের হাতীর মাথার উপর এক থাবা মারিল। বলিহারি ইংরেজের সাহস। তম্মুহূর্ত্তে Captain White ও তাঁহার সহচর যুগপৎ বাঘের উপর গুলি নিক্ষেপ করিলেন। বাঘ এক লম্ফের মত দিয়া ভূপতিত হইল, নিশ্চল ও নিস্তব্ধ। লাট সাহেবের পত্নী, লাট সাহেব, মহারাজা প্রভৃতি সকলেই নিকটে আসিলেন। হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া Lady Minto বন্দুকহস্তে সেই বাঘের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তাঁহার ফটো তোলা হইল। তাঁহার গুলি বাঘের গায়ে প্রথম লাগিয়াছিল বলিয়া শিকারপ্রথা অনুসারে, তিনিই এই বাঘ শিকার করিয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইল। সংবাদ পত্রেও পর দিন সেইরূপ প্রচারিত হইল। ইহার পর ছোট

ছোট টেণ্ট পড়িল, তাহাতে তাঁহাদের জলযোগ হইল। আমরাও সঙ্গে যাহা খাবার নিয়াছিলাম তাহা খাইলাম। পরে আবার কিছুক্ষণ jungle beating হইল, কিন্তু আর কোন শিকার মিলিল না। অপরাহ্নে আমরা camp এ ফিরিলাম। সেদিন স্থানীয় শিকারীগণ সংবাদ আনিল যে camp হইতে উত্তর পূর্ব্বাংশে তাহারা গণ্ডারের track পাইয়াছে। পর দিন গণ্ডার (Rhinoceros) শিকারে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। এদিনও আমরা আহারান্তে ৮টার সময় বাহির হইলাম। ডিপুটী কমিশনার আমাকে বলিলেন, "কল্য যে অবস্থা দেখিলাম তাহাতে তোমার জীবন বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল, আমি তোমাকে আমার হাতীতে করিয়া নিব।" তাই তাঁহার হাতীতে উভয়ে হাওদায় বসিয়া চলিলাম। প্রায় ৩ মাইল উত্তরে জঙ্গল beating আরম্ভ হইল। অনেক সময় পর একস্থানে যুগপৎ তিনটী গণ্ডার দেখা দিল। আমি নিজে একটীমাত্র দেখিলাম, কেননা সেই মুহূর্ত্তে এক বিপ্লব ঘটিল। গণ্ডার দেখামাত্র নিকটস্থ সমস্ত হাতী ভয়ে চীৎকার করিয়া তীব্রবেগে দৌড়িতে লাগিল। লাটসাহেবের, মহারাজার ও আরও ৩।৪টী হাতী মাত্র সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আমাদের হাতীও দৌড়িল। ভাগ্যে হাওদা ছিল বলিয়া পড়িয়া গেলামনা। যাঁহারা বিনা হাওদায় শুধু গদীর পিঠে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই "ধুপধাপ" মাটিতে পড়িলেন ও কেহ কেহ কিছু জখমও হইলেন। এইভাবে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, দুএকটী গুলির

শব্দ শুনিলাম, কিন্তু কোন পশুহত্যা হইলনা। পরে শুনিলাম, লাট সাহেব এবং অপর এক সাহেব গুলি ছুড়িয়াছিলেন। পুনরায় অনেককষ্টে হাতীগুলি একস্থানে সংগৃহীত হইল। তখন আমরা পূর্ব্বদিনের ন্যায় "লাঞ্চ" বা বৈকালিক আহার করিলাম। আহারের পর পুনরায় জঙ্গল beating হইল, কিন্তু শিকারোপযোগী আর কোন পশু দেখা গেলনা। যে গণ্ডারটী আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা মাঝারি size এর, বোধ হয় ৫. ফিটের বেশী উচ্চ হইবেনা। camp এ ফিরিতেছি, Dy. Commissioner আমাকে cigar খাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কেননা পূর্ব্বে তাঁহার এই অনুরোধ আমি ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম ভারতবাসীগণ তাহাদের সম্মানাস্পদ ব্যক্তির সম্মুখে ধূম্রপান অশিষ্টতা মনে করে। তিনি বলিলেন, বিলাতে পিতা পুত্র এক সঙ্গে ধূম্রপান করে এবং ইহা কুপ্রথা নয়, তিনি কিছু argument ও উপস্থিত করিলেন। আমি বলিলাম "With due deference to your remarks, I still beg to maintain that it is a bad custom." এই কথা বলার এক উদ্দেশ্য আমার ছিল। ইহার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা আমাদের হাতীতে এক ছায়াযুক্ত স্থানে মহারাজার হাতীর নিকট ছিলাম। সে হাতীতে বড়লাট সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সিগারেট খাইতেছিলেন। আমরা উভয়েই তাহা দেখিয়াছিলাম। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে camp এ ফিরিলাম।

পর দিন পুনরায় প্রাতে ৮টার সময় শিকার পার্টি বাহির হইল। ক্লান্তি বশতঃ আমি গেলাম না। বেলা ৫টার সময় একটী গণ্ডার লইয়া তাঁহারা ফিরিলেন। বড় লাট এই গণ্ডার মারিয়াছিলেন। বেশ বড় রকমের গণ্ডার। বহু লোক আসিয়া তাহার মাংস নিয়া গেল। আমি অল্প কাচা মাংস রাখিলাম। ইহা সূতিকা পীড়ার ঔষধ বলিয়া শুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্থ দিন ডিঃ কমিশনারের হাতীতে আমি গেলাম। এদিন পশ্চিমদিকে শিকার স্থান ছিল। জঙ্গল beating হওয়াতে Bison (বনগরু) একদল বাহির হইল আর অনেক হাতী বিচলিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। bison অতি বলশালী ভয়ঙ্কর ferocious জানোয়ার। ইহারা আততায়ীকে আক্রমণ করে। নিরস্ত্র মানুষ ইহাদের দৃষ্টিরপথে পড়িলে তাহার রক্ষা পাওয়া দুরূহ। দুএকটী Bison হাতীগুলিকে charge বা আক্রমণ করিল। লাট সাহেব তাহার একটাকে গুলি লাগাইয়া ভূপাতিত করিলেন, অন্যগুলি পলাইল। অন্য সাহেবেরা কেহ কেহ গুলি ছুড়িলেন। ফল হইলনা। সেই নিহত Bison এর মাথা কাটিয়া camp এ আনা হইল। প্রকাণ্ড মস্তক, তাতে মনোহর দুটি কৃষ্ণ সিং।

তারপর শিকার আরও ৪ দিন চলিয়াছিল। আমার সখ মিটিয়া ছিল, আমি আর যাই নাই। পঞ্চম দিন আবার গণ্ডার দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সেদিন এক দুর্ঘটনা হইল। লাট সাহেবের Military Secretary (বোধ হয় তাঁর নাম

Colonel Victor Brooke ছিল), তাঁহার হাতীর সম্মুখে এক গণ্ডার ও তাহার বাচ্চা দেখিয়া প্রথম তাড়াতাড়ি এক Photo নিতেছিলেন, হঠাৎ বাচ্চাটা আসিয়া হাতীর পায়ে এক কামড় লাগাইল, হাতীটা খুব steady সত্ত্বেও একবারে অন্যদিকে ফিরিল। কর্ণেল সাহের আসনচ্যুত হইয়া হাওদার একপার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার এক হস্ত fracture হইল। তাড়াতাড়ি তাঁহাকে Campএ আনা হইল। পর দিন তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন। অপর কয় দিনে আরও ৩।৪টী বাঘ শিকার হইয়াছিল।

এই স্মরণীয় শিকার শেষ হইল। পর দিন (১৮ই কি ১৯শে মার্চ্চ) লাট সাহেব প্রাতরাশ শেষ করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ডিপুটী কমিশনার আমাকে ও Mr. P. Chatterjiকে লাট সাহেবের নিকট present করিলেন। তিনি এই বন্দোবস্তের জন্য আমাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায়সূচক করমর্দ্দন করিলেন। পরে সাহেবদের সঙ্গে Tentএর ভিতর আলাপাদি করিয়া মোটরে চড়িলেন। সরুপেটা হইয়া special trainএ কলিকাতায় গেলেন। পরে জানিলাম, লাট সাহেব ডিপুটী কমিশনার, ডিপুটী কনজারভেটর ও পুলিশ সাহেবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Souvenir উপহার দিয়া গিয়াছেন, Cigarette case, tie pin ইত্যাদি। এইরূপে সেই বৃহৎ রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। ইহার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে Deputy Commissioner সাহেব আমাকে বলিলেন "দেখ, একটা কার্য্য করিলে ভাল হয়, তুমি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই

campএর একটা census নিতে পার, আমি বড় সুখী হইব।" আমি এক census (লোকসংখ্যার তালিকা) প্রস্তুত করিয়া সাহেবকে দেখাইলাম। হাতীর মাহুত প্রভৃতি সমস্ত লোক লইয়া প্রায় ১২০০ হইল। ডিপুটী কমিশনার লাটসাহেবের সহিতই camp পরিত্যাগ করিলেন। আমরা সেদিন তথায় থাকিয়া উদ্বর্ত্ত জিনিষপত্রাদির বিলিবন্দোবস্ত করিলাম। পর দিন সরুপেটা গিয়া অবশিষ্ট কার্য্য ও হিসাবপত্র পরিস্কার করিলাম। সেই দিন আমাদের মনটা বেশ হাল্‌কা হইল। Mr. Chatterji তাঁহার দক্ষ বাবুরচি দ্বারা একটী বিদায়ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। পর দিন আমরা নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলাম। Mr. Chatterji আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন, সৌভাগ্যক্রমে ৭ বৎসর পর তাঁর সঙ্গে পুনরায় বরিশালে একত্র হইয়াছিলাম।

আমি বড়পেটা গিয়া যেসব কার্য্য মুলতবী পড়িয়াছিল তাহা ক্রমে শেষ করিতে লাগিলাম। এবার শীতঋতুর প্রথম হইতেই আমার নিদ্রার অভাব হইতেছিল; হয়তো শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমই তাহার কারণ। শিকারব্যাপারের অবসানে ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলাম। এপ্রিল মাসের প্রথমে ৩ মাসের বিদায় প্রার্থনা করিলাম। ডিপুটী কমিশনার তাহা recommend করিয়া পাঠাইলেন। শিকার কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে আমাকে ধন্যবাদ দিয়া যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহা আমাকে পাঠাইলেন।

এখন আমাদের বড়পেটা প্রবাস প্রায় শেষ হইতে চলিল। এখানে প্রথম আসিতে বড় ভয় ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু এখানে আমরা সুখ ও শান্তিতেই ছিলাম। বিমল, মন্তা ও নির্ম্মলের পড়ার জন্য ঢাকা পাড়াগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ঘোষ নামক জনৈক Undergraduate ভদ্রলোককে বাড়ীতেই গৃহশিক্ষক রাখিয়াছিলাম। ইনি বড়পেটাস্কুলে তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন।

বড়পেটায় সামাজিক জীবন।

এখানে মাত্র ৫।৭ ঘর বাঙ্গালী প্রবাসী ছিলেন। হাইস্কুলের Headmaster বাবু কালীমোহন গুপ্ত বি. এ. আমার বাল্যবন্ধু; ঢাকা আমরা একসঙ্গে F. A. পড়িয়া পাশ করিয়াছিলাম। অপর সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার, পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি। আমরা কখনও সন্ধ্যায় আমার গৃহে সমবেত হইয়া তাস খেলা করিতাম। সময়ে সময়ে ইহাঁদিগকে সপরিবারে নিমন্ত্রণও দিতাম। অফিসের নাজির স্বর্গীয় দীননাথ বসু ঢাকা জেলার অধিবাসী। তিনি ও তাঁহার ভাই অনেক দিন হইতে আসাম প্রবাসী ছিলেন। হেড্ ক্লার্কও একজন বাঙ্গালী ছিলেন। লোকেল বোর্ডের ওভারসিয়ার সর্ব্বানন্দ বাবু আসামী ব্রাহ্মণ হইলেও বেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সৎকর্ম্মশালী বাঙ্গালীর মত। আমাদিগের সঙ্গে মিশিতেন ও নানা বিষয়ে সহায়তা করিতেন। এখানে সংসারের আহারাদির ব্যয়ভার বাঙ্গলা কি বিহার অপেক্ষা কমই ছিল। মৎস্য প্রচুর পাইতাম, চিতল, আইর, কই ও পাপতা এত বড়

আর কোথায়ও পাই নাই। ইলিশ ও চিংড়ী পাওয়া যাইতনা। দুধ টাকায় ১০ সের ছিল। আমি দুই তিনটী গাভী রাখিয়াছিলাম। তাহারা 'চালখাওয়া' নদীর অপর পারে জঙ্গলে চড়িয়া খাইত, এক রাখালকে প্রত্যেক গাভীর জন্য মাসিক ৷৷৹ আট আনা দিতাম। ভাল ভৈঁষা ঘৃত ⅟৹ সের ছিল। গব্য ঘৃত মিলিত না। এই সময় মধ্যে আমি দেশের বাড়ীতে ১৩০০ টাকা ব্যয়ে একটী পুকুর কাটাইলাম। আর প্রায় ১৫০০ টাকা ব্যয়ে একটী বড় পাকা ইন্দারা খনন করাইলাম।

এসময়ে আমার promotion due হইয়াছিল, কিন্তু আমার নীচ হইতে একজন প্রমোশন পাইলেন। আমি তাহাতে একটু চিন্তিত হইলাম। এবিষয়ে ডিঃ কমিশনার ও জজ সাহেবকে মৌখিক বলিলাম। তাঁহারা আমাকে representation দিতে বলিলেন এবং উহা recommend করিবেন এমত আভাস দিলেন। কিন্তু এসব representation এ কোন ফল হয় না জানিয়া আমি নীরব রহিলাম। কিন্তু প্রতি বৎসরই Deputy Commr. এবং Judge সাহেব annual reportএ আমার কার্য্য সম্বন্ধে ভাল report দিলেন। Judge সাহেব একবার লিখিলেন "the best Magistrate and judicial officer in my Valley (Assam Valley Districts)" ফলে ১৯০৮। জানুয়ারী মাসে 4th gradeএ (500) প্রমোশন পাইলাম। নেত্রকোণার

ব্যাপারে আমার যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কতকটা গেল। কিন্তু ভবিষ্যৎজীবনে প্রথম জীবনের ন্যায় কৃতিত্ব আর ঘটিলনা। তাহার কারণও ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

ঐ বৎসর জুলাই মাসে (12 th July, ২৮শে আষাঢ়) আমার চতুর্থা কন্যা (বর্ত্তমানে ২য়া) অনুপ্রভা জন্মগ্রহণ করে। দেশ হইতে স্বর্ণমালিনী নামক একজন চাকরাণীকে সূতিকাগৃহ attend করিতে আনাইয়াছিলাম। এবার প্রসবে বিশেষ trouble হয় নাই।

বড়পেটা প্রথম আসার পূর্ব্বে লাট সাহেব যে বলিয়াছিলেন "the place is full of waters" তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিলাম। প্রতি বৎসর বর্ষাতে এই মহকুমার দক্ষিণাংশ প্লাবিত হইত। হিমালয় হইতে জলধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী দিয়া দক্ষিণে আসিত। আর ব্রহ্মপুত্রের বিপুল বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দক্ষিণাংশ ভাসাইয়া দিত। ২ বার বর্ষাকালে আমার বাঙ্গলার কম্পাউণ্ড ডুবিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলার platformএর ১ ফুট নীচ পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল। সমস্ত outhouse ও bath rooms জলের নীচে। একটা dressing roomই bath room এবং অপরটী রান্নাঘররূপে ব্যবহৃত হইত। প্রফুল্ল বাঙ্গলার bed room ও বারেন্দায় বসিয়া বরশি দিয়া সুন্দর ছোট ছোট মাছ ধরিতেন। এই জল ৭।৮ দিন থাকিয়াই নামিয়া যাইত। বর্ষান্তে পরিখাতে প্রচুর ছোট কই মৎস্য পাওয়া যাইত। সমস্ত সহরখানি জল-

নিমজ্জিত। বাড়ীঘর যেন জলে ভাসিত। উচ্চভূমিতে গৃহ, পার্শ্বের গলি জলপূর্ণ। বোধ হয় Veniceএর মত।

এ মহকুমায় স্থানে স্থানে বিশেষতঃ উত্তরাংশে অনেক কাছারী অধিবাসী ছিল। তাহারা আদিম অধিবাসী ও অসভ্য (aborigines), অন্য সব কৃষি ব্যবসায়ী লোক অশিক্ষিত, কিন্তু সরল, সত্যবাদী ও শান্তিপ্রিয়। রাজকর্ম্মচারীদিগকে ভয় ও শ্রদ্ধা করিত। বড়পেটা টাউনের অধিবাসীগণ সকলেই ব্যবসায়ী। তাহারা বিশেষ বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত। বাঙ্গালীদের সহিত মিশিয়া তাহাদের দোষ, গুণ উভয়ই পাইয়াছিল। আসামে সকল গৃহেই বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। বড়পেটাতে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও এণ্ডির কাপড় নির্ম্মিত হইত। বয়ন মেয়েদের এক বিশেষ accomplishment. ভাল বয়নকারিণী বালিকার বিবাহ অতি সহজে হইত। বড়পেটাবাসী লোক বড় অনুকরণ করিতে সক্ষম। কোন জিনিষ দেখাইলেই তাহার অনুরূপ আর একটী তৈয়ার করিতে পারিত। ‘রামমল’ নামে এক বৃদ্ধ স্বর্ণকার অতি উৎকৃষ্ট original রকমের অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। হাতীর দাঁতের জিনিষাদি সুন্দর প্রস্তুত হইত। তখনই এস্থানে কয়েকজন Graduate ও বি, এল উকিল ছিলেন। আমার মনে হয় শিক্ষা বিস্তারের সহিত এই মহকুমা শিল্প, সাহিত্য, ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি সব বিষয়েই আসাম প্রদেশে এক উন্নত স্থান অধিকার করিবে। আমি আসার পূর্ব্বে সর্ব্বানন্দ বাবু তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের নির্ম্মিত অতি

সুন্দর হাঁসিয়াযুক্ত এক এণ্ডির শাল আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন। আমার নিজগৃহে প্রফুল্ল এক তাঁত বসাইয়া বস্ত্রবয়ন শিখিয়াছিলেন। একজন শিক্ষয়িত্রী মাসিক ৮৲ বেতনে রাখিয়াছিলাম। সে কারুকার্য্য বিশিষ্ট অনেক বিছানার চাদর প্রভৃতি বুনাইয়া দিয়াছিল। দুঃখের বিষয় আসাম পরিত্যাগের পর এই বস্ত্রবয়নের আর চেষ্টা হয় নাই।

বড়পেটার সত্র।

বড়পেটাতে এক প্রাচীন ও বিখ্যাত ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে। হিন্দু অধিবাসীগণ শঙ্কর দেও মাধব দেও প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনুসরণ করে। তাহারা দেব দেবীর উপাসনা করে না। এক প্রকাণ্ড জনসাধারণের ভজনালয় আছে, তাহাকে "সত্র" বা "ছত্র" বলে। এখানে নাম বা কৃষ্ণলীলার গান হয়। নাম গান অন্তে, সিক্ত তণ্ডুল, নারিকেল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত প্রসাদ বিতরিত হয়। এই সত্র হইতে তাহাদের সকল সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা হয়। মদ্য পান, ব্যভিচার, অসত্যবাদিতা প্রভৃতি সামাজিক পাপের শাস্তি এই সত্র হইতে নির্দ্ধারিত ও দেওয়া হয়। সত্রের একজন মালিক আছেন তাঁহাকে "অধিকারী" বলে। ইনি জনসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হন। এই সত্রের নিয়মপ্রণালীগুলি যুক্তিযুক্ত ও উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইত। এই "সত্র" একটী grand democratic institution, যেন একটী Common Wealth যেখানে জনমত লইয়া সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের মীমাংসা হয়। বহু ধর্ম্ম ও জাতিবিশিষ্ট দেশে

এইরূপ একটী অনুষ্ঠান স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তি বলিয়া মনে হয়। সত্রের গৃহখানি টিন নির্ম্মিত, এত বড় যে তাহাতে ৩।৪ হাজার লোক উপবেশন করিয়া নাম গান করিতে পারে। আমি আমার শ্যালক সুরেশকে দিয়া তাহার একখানি ফটো তোলাইয়া ছিলাম।

এখানে একটী High School ছিল। আমি ও কালীমোহন বাবু (Headmaster) নূতন গৃহ Extension করিয়া, বোর্ডিং প্রস্তুত করিয়া ইহার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলাম। স্কুল প্রথমে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ছিল। ইহাকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে provincialize করার চেষ্টা পরে ফলবতী হইয়াছিল। একটী L. P. বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলাম। বর্ষাতে ছাত্রী কম হইত। এখন বোধ হয় তাহার অবস্থা উন্নত হইয়াছে।

ছুটীতে যাওয়ার পূর্ব্বে ডিপুটী কমিশনার সাহেব একবার বড়পেটা আসিলেন। আমাকে বলিলেন "তোমার বিদায় মঞ্জুর হইয়াছে।" আমাকে কতগুলি রাজকীয় কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তিনি বলিলেন "এই সব কার্য্য তুমি পুনরায় আসিয়া করিবে"। আমি তখন বলিলাম "Sir, I have been away from my people for a pretty long time, if you do not mind, I long to go back to Bengal". তিনি Chief Secretaryর নিকট সেইভাবে একখানা চিঠী লিখিলেন। পরে গৌহাটী গিয়া আমার কার্য্য সম্বন্ধে সুখ্যাতি করিয়া

একখানা appreciative চিঠী লিখিয়া আমি বড়পেটা ছাড়িয়া প্রকাশ করিলেন।

১৯০৯ সনের ৩রা মে আমি বড়পেটা সাবডিভিসনের charge make over করিয়া সেই দিনই নৌকাযোগে খোলা-বাঁধা রওনা হইলাম। এই বিদায় যাত্রা বড় প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। সহরবাসী বহু লোক তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় দিতে বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ প্রাচীনতম উকীল রামদাস বাবু আমাকে বলিলেন "বাঙ্গালীর প্রতি আমরা সহজে অনুরক্ত হই না। কিন্তু তোমার ন্যায় বিচার ও সুশাসনে আমরা তোমাকে আপন জন মনে করিতাম। তুমি সর্ব্বসাধারণের প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া এস্থান ছাড়িতেছ। বড়পেটাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিও।" আমি বড় affected হইলাম। আমি ও গৃহিণী বিষণ্ণমনে নৌকারোহণ করিলাম। পথে যাইতে আমার পূর্ব্ব পরিচিত পথ, জঙ্গল, নদী প্রভৃতি সমস্তই প্রিয়তর বোধ হইতে লাগিল। আমরা খোলাবাঁধা পঁহুছিলে দেখিলাম, সর্ব্বানন্দ বাবু তথায় অনেক লোক সঙ্গে উপস্থিত। তিনি আমাদের রাস্তায় আহার জন্য ২ টিন ভরিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাগুর মৎস্য দিলেন। আমরা গভীর বিষাদের মধ্যে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পোড়াবাড়ীর পথে যাত্রা করিলাম।

বড়পেটা ত্যাগ।

তৃতীয় দিন পোড়াবাড়ী পঁহুছিয়া শাকরাইল হইয়া পঞ্চম দিনে বাড়ী পঁহুছিলাম। বাড়ীতে ২॥ মাসের অধিক রহিলাম।

এই সময় মধ্যে পুকুর ও ইন্দারা উৎসর্গ করা হইল এবং তদুপলক্ষে গ্রাম্য ভদ্রলোক ও অপর লোককেও একটী ভোজও দেওয়া হইল। বিশ্রাম ও শান্তি লাভের আশায় বাড়ী গিয়াছিলাম। অবশ্য একঘেয়ে মামলার বিচার করা, অফিসের রুটিন কার্য্য করা হইতে বিশ্রাম হইল বটে, কিন্তু সমস্তটা ছুটী অশান্তিতে কাটাইলাম। প্রত্যেক ছেলেপেলে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইল। প্রফুল্ল একলা ইহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আসাম হইতে একজন ছোকড়া পাচক ও উমা নামক এক ছোকড়া চাকর সঙ্গে আনিয়া ছিলাম। ইহারা প্রথম ভাল ছিল পরে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হইল। ঠাকুর ভাল হইল, কিন্তু উমা ও আমি উভয়েই বিদায়ের শেষভাগে জ্বরাক্রান্ত হইলাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম, আমাকে বরিশাল যাইতে হইবে। তখন বিদায় শেষ হইয়াছে। আমি জ্বর লইয়াই বাড়ী ছাড়িতে কৃতসংকল্প হইলাম। এবার গ্রামে অন্যান্য বাড়ীতেও ঐ প্রকার জ্বরের ধূম। আমার মনে হয় এইবারই গ্রামে প্রথম ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিল।

১৭শ পরিচ্ছেদ।

বরিশাল।

২১শে কি ২২শে জুলাই নৌকাযোগে পরিবার লইয়া গোয়ালন্দ ষ্টীমার ষ্টেশনে গেলাম। সঙ্গে আত্মীয় বিপিন বাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে লইলাম। উমার ও আমার জ্বর তখন মাত্র remission হইয়াছে। গোয়ালন্দগামী ষ্টীমারে প্রথম অন্ন পথ্য করিলাম। মাদারিপুর হইয়া চতুর্থ দিন মধ্যাহ্নে বরিশাল পঁহুছিলাম।

পূর্ব্বে ব্রজমোহন কলেজের Principal বাবু রজনীকান্ত গুহ মহাশয়কে চিঠী লিখিয়াছিলাম, তিনি আমার জন্য টিনের ঘর বিশিষ্ট এক বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানেই উঠিলাম। এই ঘর দেখিয়াই আমাদের "অত্রানন্দ বিশেষ"। তখন অন্য পাকা ঘর পাওয়া গেল না, তাহাতেই প্রায় ১৫।১৬ দিন রহিলাম।

ভীষণ ডাকাইতি।

বোধ হয় ২৭শে জুলাই তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিনই এক অদ্ভুত মোকদ্দমার বিচারের ভার আমার প্রতি ন্যস্ত হইল। এত ভীষণ নৃশংসতা পূর্ণ অপরাধের বিচার পূর্ব্বে আর করি নাই। মেন্দিগঞ্জ নামক থানার একগ্রামে এক ভদ্র সম্পন্ন মুসলমান ছিলেন। তিনি কার্য্যোপলক্ষে বরিশাল আসিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহ পাহাড়ার জন্য কয়েকজন চাকর বাড়ী

রাখিয়া আসিয়াছিলেন। রজনীতে তাঁহার শয়নগৃহের বারেন্দায় এক ভৃত্য এবং অপর ঘরের বারেন্দায় অন্য ভৃত্য শুইয়াছিল। শয়নগৃহে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। সেদিন তাঁহার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। একজন গ্রাম্য ধাত্রীও তাঁর ঘরে ছিল। পাশের গৃহে তাঁহার সন্তানাদি ছিল। এই দুঃসময়ে ৪।৫ জন দস্যু তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করে। বারেন্দায় যে দুই জন ভৃত্য শুইয়াছিল, দস্যুগণ তাহাদের প্রত্যেককে কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা (সম্ভবতঃ রামদাও) এক কোবে গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলে, তাহারা কোন শব্দই করিতে পারেনা। পরে গৃহিণীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট হইতে লোহার সিন্ধুকের চাবি চায়, তিনি বলেন, 'স্বামী চাবি সঙ্গে নিয়াছেন।' তখন তাঁহারা নৃশংসভাবে তাহাকে রামদাও দ্বারা মুখ, বুক ও শরীরের অন্যান্য স্থানে প্রহার করে, তিনি ভূপতিত হইলে দস্যুগণ তাহাকে মৃত মনে করিয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিতে থাকে। ধাত্রী ইহা দেখিয়া পলায়ন করে। সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে কতক আভরণ ও ৩০০ পরিমাণ টাকা লইয়া যায়। এই টাকার ভিতর ২টা ডলার ছিল। অধিকাংশ টাকাতে একটা কালছে রঙ্গ ছিল, যেহেতু এই টাকা পূর্ব্বে মাটির নীচে প্রোথিত ছিল। গৃহিণীর চৈতন্য আর সে রাত্রিতে হইল না। প্রতিবেশীগণ আসিয়া অবস্থা দর্শনে মুহ্যমান হইল। থানাতে সংবাদ প্রেরিত হইল। পোলিস আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। পর দিন ঐ

গৃহস্থ পত্নী মৃত সন্তান প্রসব করার পর চৈতন্য লাভ করিল। পুলিস তাহাকে বরিশাল হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাইল। সেখানে সুস্থ হওয়ার পর তাহার উক্তি গ্রহণ করা হইল। সে বলিল ৪জন দস্যু তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার একজনের নীচের ঠোঁটে এক বৃহৎ কাটার চিহ্ন (Scar of a cut wound) আছে, ইহা ছাড়া আর কোন অনুসন্ধান সে দিতে পারিল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত পোলিস তদন্ত করিয়া বিশেষ ফল পাইল না। কিন্তু ভগবানের লীলা খেলা, এক অদ্ভুত উপায়ে এই ভীষণ নরহত্যা প্রকাশিত হইল। এই ঘটনার অনেক দিন পর অপহৃত টাকা ও আভরণাদি ভাগ লইয়া দুই জন দস্যুতে কলহ হয়, তার একজন (যাহার নিম্নওষ্ঠে এক কাটার দাগ ছিল) অপর দস্যুকে রামদা দিয়া পৃষ্ঠদেশে কোব দিয়া এক ভয়ানক জখম করে। ইহা প্রতিবেশীগণ জানিলে, আহত ব্যক্তি নীরব থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া থানায় গিয়া এক এজাহার দিল। এক হেড্ কনেষ্টবল তাহার এজাহার লিখিতে গিয়া দেখিল, আহত ব্যক্তি আঘাতের যে কারণ বলিয়াছিল তাহা অপ্রচুর ও অসম্ভব। সে আহত ব্যক্তিকে নানাভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে আহত ব্যক্তি ঐ হত্যা ও দস্যুতার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিয়া দিল। তাহাকে সদরে পাঠাইয়া তাহার উক্তি একজন মাজিষ্ট্রেট দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইল। ইহার ফলে অপর তিন জন দস্যু ধৃত হইল। তাহাদের গৃহ তল্লাসে কাল্‌ছে

রঙ্গের টাকা ও দুইজনের প্রত্যেকের গৃহ হইতে ১খানি ডলার বাহির হইল। যে ব্যক্তি তাহার সহকর্ম্মীকে (comrade) রামদার আঘাত করিয়াছিল, তাহার নিম্নওষ্ঠে এক প্রকাণ্ড কাটার চিহ্ন ছিল। গৃহস্থ পত্নী অনায়াসে তাহাকে সেনাক্ত করিল। আমি সাক্ষী প্রমাণ লইয়া মোকদ্দমা দায়রাতে সোপর্দ্দ করিলাম। দুইজনের প্রাণদণ্ড ও অপর দুইজনের দ্বীপান্তর শাস্তি হইল। এই মোকদ্দমার একটু বিশেষ বিবরণ দিলাম, যেহেতু বরিশালের মোকদ্দমার মধ্যে ইহা একটী typical case. সেখানে খুন, জখম, ডাকাইতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি এইরূপ গুরুতর ফৌজদারী নিয়তই হইত।

অল্প দিন পর আমি মাসিক ৩০৲ ভাড়াতে একটী ক্ষুদ্র একতালা পাকাবাড়ী ভাড়া পাইয়া সেখানে গেলাম। এই বাড়ীটী জমিদার শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীর নিকট। অবশিষ্ট সময় সেই বাড়ীতেই রহিলাম। এই সময়ে বিনয়বাবুর পরিবারে ও আমাদের পরিবারে বিশেষ বন্ধুতা ও ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল।

আমার শুধু রং বিরংএর ফৌজদারী মোকদ্দমাই করিতে হইত। প্রায় তিন বৎসর সেখানে ছিলাম। এই সময়ের স্মৃতি অধিকাংশ মোকদ্দমাঘটিত। সুতরাং তাহার সবিশেষ উল্লেখ প্রীতিজনক হইবেনা। এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, অপ্রচুর ও অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য নিবন্ধন কোন কোন সময়ে আমি বাধ্য হইয়া পোলিস case এ আসামী খালাস দিতাম। ইহাতে পোলিসের

সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অপ্রাতিভাজনই হইতাম। জজসাহেবের নিকট আমার আপিলে খুব ভাল ফল হইত। প্রায় সমস্ত রায়ই বহাল থাকিত। পোলিস চালানি মোকদ্দমায় আমি কিরূপে অপ্রীতিভাজন হইতাম তাহার একটী typical case এখানে উল্লেখ করিব।

বরের নামে পোলিস কেস্।

বোধ হয় বাখরগঞ্জ থানার এলাকায় ভুধাল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী পরিবার বাস করেন। তাঁহাদের বাড়ীতে একজন যুবকের বিবাহ উপস্থিত। পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিবাহের দিন সকালে ঐ যুবক স্নান করিয়া চন্দনচর্চ্চিতদেহে গলায় পুষ্প মাল্য ধারণ করিয়া বরশয্যায় বসিয়াছেন। সেখান হইতে উঠিয়া বিবাহের পূর্ব্বে পুনরায় সন্ধ্যায় স্নান করিবেন এবং বিবাহবাসরে যাইবেন। এই সময় মধ্যে বরশয্যা পরিত্যাগ করার প্রথা নাই। বেলা ১১টার সময় এক হেড্ কনেষ্টবল আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন "আমি সংবাদ পাইয়াছি আপনাদের অমুক প্রজা ও ভৃত্য এখানে কলাপাতা লইয়া আসিয়াছে। সে ১১০ ধারার এক মোকদ্দমায় ফেরারী আসামী, আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি, তাহাকে বাহির করিয়া দেন"। গৃহকর্ত্তারা বলিলেন "সেরূপ কোন লোক তাঁহাদের গৃহে আসে নাই"। তখন উভয় পক্ষে একটু বাদানুবাদ হইল। ইতিমধ্যে নাকি একজন চৌকীদার একটী লোককে দেখাইয়া হেড কনেষ্টবলকে বলিল, "এই সেই লোক", হেড

কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। তখন নাকি গৃহস্বামীর ৫।৭ জন লোক হেড্ কনেষ্টবলকে ধাক্কা মারিয়া তাহার uniform ছিঁড়িয়া, সেই গ্রেপ্তারী আসামীকে ছিনাইয়া লইল। আর যুবক বরও নাকি বরশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া হেড কনেষ্টবলকে বাধাপ্রদান কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এই সব উক্তির উপর পোলিস তদন্ত করিয়া ৫।৬ জন আসামীকে চালান দিল। দুর্ভাগ্য বর-যুবক তাহাদের মধ্যে প্রধান আসামী। আসামীগণ সম্পন্ন লোক, তাহারা স্বীকার করিল হেড্ কনেষ্টবল তাহাদের বাড়ী গিয়া ফেরারী আসামী বাহির করিয়া দিতে বলিয়াছিল। ঐ আসামী তাহাদের বাড়ী না থাকায় পোলিস কর্ম্মচারী তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করিয়াছিল। তাহাদের গৃহে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন, পোলিস তাহাদের থানাতালাস করিতে চাহিয়াছিল, এই লইয়া তর্ক হইয়াছিল। এবং হেড্ কনেষ্টবল তাহাদের নিকট অর্থ চাহিয়াছিল। অবস্থা বিবেচনায় বরের পক্ষে এই ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া আমার নিকট অসম্ভব মনে হইল। প্রমাণও দুর্ব্বল। সুতরাং আমি মোকদ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া আসামী খালাস দিলাম। ইহারই ১ ঘণ্টা পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার নিকট হইতে নথী লইয়া গেলেন। কয়েক দিন পর জানিলাম ঐ নথী কমিশনার সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং এই acquittal এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করার জন্য রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছে। কমিশনার সাহেব নথী

ফিরাইয়া দিয়া মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন যে "প্রমাণের অবস্থাদৃষ্টে এই মোকদ্দমায় আপিল করা সঙ্গত মনে করিনা। তবে মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা একবারে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছেন, সে মতের সহিত আমি agree করিনা", সুতরাং আর কিছু হইল না। তবে যবনিকার অন্তরালে কি হইল তাহা আমি জানিনা।

এই তিন বৎসর ব্যাপিয়া আমি অনেক মোকদ্দমার বিচার করিলাম। অনেক সময় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিতে হইত। কিছু দিন হইতে আমি একশিরার পাড়াতে কষ্ট পাইতে ছিলাম। ১৯১০ কি ১১ সনের শীত ঋতুতে Major Obrien সিভিল সার্জ্জন সাহেব দ্বারা আমার বাম পার্শ্বের operation করা হয়। আমি ৮।৯ দিনেই আরোগ্য লাভ করি। পরে আর ঐ রোগে কষ্ট পাই নাই।

পরবর্ত্তী বৎসর ১২ই নবেম্বর (২৬শে কার্ত্তিক) আমার পঞ্চম কন্যা "ডলী" বা "ক্ষণপ্রভা" জন্মগ্রহণ করে। বিনয়বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী সেসময়ে সূতিকাগৃহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া প্রফুল্লকে বিশেষ যত্ন করেন। এবার তাঁহার কোন বিশেষ অসুখ হয় না। শিশুটীর মাথায় এমন সুন্দর কোকরান কৃষ্ণ কেশ ছিল যে আমার কোন কোন বন্ধু বলিত "যেন একটী doll পুতুল" সেইজন্য তাহার ডাকনাম Dolly হইল।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত হইল। সেখানে Senior Deputy Magistrate ছিলাম বলিয়াই

বোধ হয় (অন্য কোন কারণ conceive করিতে পারিনা) একটী দরবার Medal পাইলাম। এই মেডেল প্রত্যেক জেলায়ই দুএকজনকে দেওয়া হইয়াছিল। যদিও সেখানে একজন Senior Dy. Magistrate ছিলাম, আমাদের official position শোচনীয় ছিল। বঙ্গচ্ছেদের পরও অনেক দিন বরিশালে এক উত্তপ্ত হাওয়া বহিতেছিল। কয়েক জন যুবক নিম্নগ্রেডের ডিপুটী সেখানে ছিলেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগকেই বেশী খাতির ও বিশ্বাস করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পরিদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া ষ্টীমারঘাটে গিয়া কি কোন partyতে গিয়া তাঁদের অভ্যর্থনাদি করিতেন। আমরা (শতহস্তেন বাজিনঃ) অনেক দূরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতাম, কখন বা করমর্দ্দন সৌভাগ্য ঘটিত, কখন বা সেটুকুও হইত না। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদেরও ত্রুটী আছে। উপরিস্থ সাহেব কর্ম্মচারীদের অনুগ্রহ লাভের প্রচলিত নিয়মগুলি (যথা হক্‌নাহক্ কার্য্যের ভাণ করিয়া সর্ব্বদা দেখাশুনা করা, কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা প্রভৃতি) কেহ কেহ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতাম না। কেমন একটা শঙ্কা ও অনিচ্ছা আসিয়া বাধা দিত। None but the brave deserve the fair. সুতরাং মামুলি চাকরী করিয়া অনাদৃত ভাবেই এখানকার জীবনটা কাটিয়া গেল। ৺ রায় বাহাদুর গঙ্গানারায়ণ রায় মহাশয় তখন এখানে ছিলেন, তাঁরও ঐ অবস্থা। পরে কিছু দিনের জন্য তিনি Addl. Dist.

Magistrate হইয়াছিলেন। ইনি একজন বিশেষ দক্ষ, সুপণ্ডিত, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

গঙ্গানারায়ণ বাবু একজন বিখ্যাত তাস খেলোয়ার ছিলেন। তিনি বহু প্রকার তাসের খেলা জানিতেন। রবিবার আমরা তাঁহার বাসায় গিয়া প্রথম Grabo খেলিতাম। শেষদিকে আমার বাসায় প্রায় প্রতি রাত্রিতেই Bridge খেলা হইত।

এখানে যোগেশ, মন্তা ও তৃতীয় শ্যালক রাজেন্দ্রচরণ (পচা) আমার নিকট থাকিত। ছেলেদের জন্য private tutor ৺ গিরিজাকান্ত বাগছী (দাইন্যা গ্রামবাসী) আমার বাসায় থাকিতেন। তিনি জিলা স্কুলের Asst. Headmaster ছিলেন। বিমল ও রাজেন্দ্র উভয়ে ১৯১২ সনে বরিশাল জিলা স্কুল হইতে Matriculation পাশ করে। রাজেন্দ্র 1st divisionএ, বিমল 2nd divisionএ.

যোগেশ Matric পাশ করিতে পারে নাই, চাকরীর চেষ্টায় গিয়াছিল। ৺বাবু শরতকুমার রায় Court of Wardsএর ম্যানেজার তাকে ২০৲ বেতনে অফিসে Clerk নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শরত বাবু নানা অভিযোগের ফলে এই কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। বাবু জ্ঞান চন্দ্র গোস্বামী তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন। জ্ঞান বাবু যোগেশকে ইংরেজী এক draftএর ভুল ধরিয়া কিছু মন্দ বলেন। যোগেশ বাসায় আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, "কাকা বাবু, আমি ইহাঁর অধীনে চাক্‌রী করিবনা, ইনি নিজে ভারি ইংরেজী তো জানেন, আমার অযথা ভুল ধরিয়া আমাকে

অপমানিত করিয়াছেন। আপনি ৩ বৎসরের খরচ দিন, আমি কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে পড়িব।" আমি খরচ দিতে স্বীকার করিলাম। সে কলিকাতা গিয়া R. G. Kerrএর স্কুলে ভর্ত্তি হইল। ঈশ্বরকৃপায় সে ৪ বৎসর পরে diploma লইয়া আসিল। এখন বাড়ীতে কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারি ব্যবসা করিতেছে।

বরিশাল সম্বন্ধে অপর বিষয়গুলি পরে বর্ণিত হইবে।

১৯১২ জুন মাসের শেষদিকে আমার ময়মনসিংহ বদলীর আদেশ আসিল। আমরা ২৮শে কি ২৯শে জুন ময়মনসিংহ রওনা হইলাম। প্রথম মামাশ্বশুর উপেন্দ্র বাবুর বাসায়ই উঠিলাম। দুচার দিন পর আমাদের জন্য যে একটী পাকা বাড়ী ভাড়া হইয়াছিল তথায় গেলাম।

১৮শ পরিচ্ছেদ।

ময়মনসিংহ।

১৯১২ সনের ১লা জুলাই কার্য্যে ভর্ত্তি হইলাম। প্রথম প্রথম আমাকে অধিকাংশ ফৌজদারী মোকদ্দমাই করিতে হইত। চার্জ লওয়ার তৃতীয় দিবসই আমার প্রতি এক মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্তের আদেশ হইল। ঈশ্বরগঞ্জ থানার এক মুসলমান দারোগার নামে অভিযোগ হইয়াছে যে সে বাদীকে চৌর্য্য

দারোগার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

অপরাধে অকারণ সন্দেহ করিয়া তাহাকে কয়েদ রাখিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা (বোধ হয় ২০০৲) extort করিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরগঞ্জ গিয়া Inspection বাঙ্গলায় সন্ধ্যার সময় আশ্রয় লইলাম। পর দিন স্থানীয় এক জমীদারের হাতী লইয়া ২।৩ মাইল দূরস্থ ঘটনার গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সেখানে অভিযুক্ত সাব ইনস্পেক্টর ও পোলিস ডিপার্টমেণ্ট হইতে এই Enquiry watch করার জন্য একজন Police Inspector উপস্থিত ছিলেন। আমি সেই Inspectorকে আমার সহযোগী করিয়া অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী লইলাম। তাহাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করিলাম। কেহ কেহ ঘটনার আংশিক প্রমাণ দিল। ইহাও প্রতীতি হইল অনেক সাক্ষী পোলিসের বা অন্য কাহারও ভয়ে সত্য গোপন করিতেছে। আমি তদন্ত শেষ করিয়া ময়মনসিংহ ফিরিলাম এবং বিস্তৃত রিপোর্ট করিলাম। তাহাতে লিখিলাম যে মোকদ্দমা সত্য, তবে প্রমাণ এমন প্রচুর নহে যে Sub-Inspector এর দোষ প্রমাণিত হইয়া তাহার শাস্তি হইতে পারে। কিন্তু এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার রিপোর্টের উপর এক লম্বা মন্তব্যে আমার যুক্তি খণ্ডন করিয়া হুকুম করিলেন মোকদ্দমা মিথ্যা এবং বাদী কেন ২১১ ধারামত মিথ্যা মোকদ্দমা করার জন্য সাজা পাইবেনা তাহার কারণ দর্শাইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে বাদী বেচারা তাহার উকিল লইয়া উপস্থিত। উকিল নজির প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "হুজুর এ মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের

নিকট সোপর্দ্দ হইয়াছিল এবং যিনি Enquiry করিয়াছেন তিনি ভিন্ন আপনি ঐরূপ আদেশ দিতে পারেন না, আপনার jurisdiction নাই।" তখন A. D. M. আমাকে ২১১ ধারার sanction দিতে আদেশ করিলেন। আমি record এ নিম্নলিখিত order লিপিবদ্ধ করিলাম। With due deference to the remarks and views of the A. D. M. I beg to adhere to my own opinion and decline to sanction the prosecution of the complainant u. s. 211 I. P. C. মোকদ্দমা আর উর্দ্ধগামী হইলনা। তবে আভ্যন্তরীন ফল কি হইল ভগবান জানেন, লেখক ও পাঠকগণ কেবল অনুমান করিতে পারেন। পরে এক সময়ে এই A. D. M. যখন বরিশালে D. M. ছিলেন, তখন আমি তাঁহার অধীনে কার্য্য করায় সময় ইহার ফল কিছু উপলব্ধি করিয়াছিলাম। এইভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রায় ১ বৎসর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারই করিলাম। পরে প্রায় ১ বৎসর Treasury, Tauzi, Certificate, Land acquisition প্রভৃতি Revenue work করিলাম। সেসময়ে Mr. H. E. Spry I. C. S. কলেক্‌টার ছিলেন, ইনি বিশেষ বুদ্ধিমান, দক্ষ, পরিশ্রমী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও ন্যায়পরায়ণতায় তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। Reforms Act পাশ হওয়ার ২।৩ বৎসর পর তিনি অসময়ে কার্য্য resign করিয়া বিলাত চলিয়া যান।

১৯১৩ সনের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে ৮।১০ দিনের ছুটী লইয়া সপরিবারে বাড়ী যাই। ১৩ই ফাল্গুন শ্রীমান যোগেশের বিবাহ হয়। ঘাটাইল নিবাসী স্বর্গীয় রমণী প্রসাদ রায়ের কন্যার সহিত এই সম্বন্ধ যোগেশের মাতাই ঠিক করেন। পরে আমরা শুধু সম্মতি দেই। রমণী বাবুর স্ত্রী মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী প্রফুল্লেরই মেজো ভগ্নী। আমি বিবাহের দুই তিন দিন পূর্ব্বে বাড়ী পঁহুছি। পর দিন শ্বশুর মহাশয় কলিকাতা হইতে আসেন। রমণী বাবুও তাঁহার কন্যা লইয়া আমার ওখানে আসেন। আমি এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করি; কেননা রমণী বাবু তখন বড় ঋণগ্রস্থ হইয়া সম্পত্তিখানি হারাইতে বসিয়াছিলেন। তিনি মেয়ে তুলিয়া বিবাহ দিলেন এবং সমস্ত ব্যয় আমার স্কন্ধে চাপাইলেন। তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই আমি এই ব্যয়ভার বহন করিলাম। যে আশায় এই বিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলাম, ভগবান কি তাহা ফলবতী করিবেন? বিবাহের ৩।৪ দিন পরই ময়মনসিংহ ফিরিয়া আসিলাম। যোগেশ এইবার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীর ভার লইল এবং practice আরম্ভ করিল।

যোগেশের বিবাহ।

১৯১৪ সনের এপ্রিল কি মে মাসে জনপ্রিয় ঢাকার Commissioner Mr. F. C. French ময়মনসিংহ পরিদর্শন করিতে আসেন। আমি ঢাকা বদলীর প্রার্থনা তাঁহার নিকট জানাই। তিনি তদনুসারে Chief Secretaryর

নিকট চিঠীও লেখেন। কিন্তু তাহার ফল হইল অন্য রকম, "বুনিলাম রুদ্রাক্ষ ফলিল তিল"। ঢাকার স্থানে দিনাজপুর বদলী হইলাম। উভয় স্থানের নাম লিখিতে D অক্ষর লাগে, এক D তো পাইলাম।

ময়মনসিংহ A. M. College হইতে রাজেন্দ্র 1st. Dn. এ F. A. পাশ করিল। কিন্তু বিমল পরীক্ষাতে allow হইলনা। তাহাতে দুঃখিত হইয়া, ঢাকাতে ছেলেপেলেদের পড়ার সুবিধা হইবে মনে করিয়া ঢাকা বদলী চাহিয়াছিলাম। ম্যালেরিয়াপূর্ণ দিনাজপুর পাইলাম। কোন বদলীতে আমি কখনও আপত্তি করি নাই। সুতরাং দিনাজপুর যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ময়মনসিংহ প্রফুল্লের অনেক আপনজন ছিলেন, মাতুল, মাতুলভগিনী, মেসো প্রভৃতি। তাঁহাদের বাসায় সর্ব্বদা যাতায়াত হইত। সেখানে খুব আমোদেই ছিলাম। কিন্তু দেশ হইতে অনেক আত্মীয় স্বগণ মোকদ্দমা ও অন্যকার্য্যে আসিতেন। এই সব আতিথ্যসৎকারে বহু অর্থ ব্যয় হইত। এখানে শ্বশুর মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়া মাস দুই ছিলেন, উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যের উন্নতি। তাহা বড় হইল না। অন্য স্থান অপেক্ষা এখানে বাড়ীভাড়া ও জিনিষপত্রাদিরও মূল্য বেশী।

এখানে আসার পরই জুলাই মাসে বঙ্গের গবর্ণর Lord Carmichael আগমন করেন। ঐ সময়ে তাঁহার নাম অনুসারে একটী সুন্দর club প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ক্লাবের গৃহ ও অনেক আসবাব

প্রদান করেন। তাঁহার Power house হইতে Electricity দান করিতেন। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত ছিল। সুন্দর Billiards table, দুইটী Tennis court (একটী পাকা, আর একটী lawn)। যাঁহারা এই club এ প্রথম মেম্বার হন তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। ময়মনসিংহ যত দিন ছিলাম, এই ক্লাবে প্রায় প্রতি দিন গিয়া Bridge ও Tennis খেলিতাম। এত সুন্দর club বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই। সুতরাং social life এখানে খুব আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

এখানে থাকার সময় Matriculation এবং অন্যান্য University Examination superintend করার ভার আমার উপর অর্পিত হইত। ইহা দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য হইলেও বড় interesting ছিল। একঘেয়ে মামলার বিচার করার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কয়েক দিন বিশ্রাম উপভোগ করিতাম। Matriculation পরীক্ষার সময় স্থানীয় জমীদার মহাশয়দের অনুগ্রহে সমস্ত গার্ডের tiffin বা জলযোগের ব্যবস্থা হইত। অতি সুন্দর সুন্দর মিঠাই, কেক্, সোডা, লেমনেড, চা প্রভৃতি আনাইয়া এই দৈনিক ভোজন ব্যাপার সমারোহে সম্পন্ন হইত। সময় সময় Guard মহাশয়দের ছেলেপেলে আসিয়া ভোজনে অংশীদার হইত।

১৯১৪।১২ই মে তারিখে ময়মনসিংহে কার্য্যের charge make over করিলাম। পরে বন্ধুবান্ধবের শুভাশীর্ব্বাদ ও প্রীতি লইয়া কিছু বিষাদের সহিত ১৮ই মে দিনাজপুর যাত্রা করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে দিনাজপুরের তদানীন্তন ডিপুটী শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীরমণ দত্ত মহাশয়ের নিকট আমার বাসা প্রভৃতি সম্বন্ধে চিঠী লিখিয়াছিলাম। ১৯শে মে সকালে দিনাজপুর ষ্টেশনে পঁহুছিলে, রেবতী বাবু ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের জন্য রক্ষিত রেইল ষ্টেশনের দক্ষিণস্থ একতালা পাকা বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তিনি আহার্য্য সমস্ত জিনিষ কিনাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানেই আহারের বন্দোবস্ত হইল। রেবতী বাবু আমাদের সর্ব্ববিষয়ের সুবিধা করিয়া দিলেন। ২০শে মে কার্য্যের ভার লইলাম।

১৯শ পরিচ্ছেদ।

দিনাজপুর।

ফৌজদারী মোকদ্দমার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল। এখানে খুব জটিল মোকদ্দমা বেশী হইত না, সংখ্যাও খুব বেশী ছিলনা। তথাপি দুরদৃষ্ট বশতঃ প্রথম হইতেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। Mr. Ezechiel I. C. S. তখন জেলার মাজিষ্ট্রেট। ইনি ইহুদিজাতীয় ইংলণ্ডবাসী লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

মাজিষ্ট্রেটের সহিত সংঘর্ষ।

আমি চার্জ লওয়ার সাত দিন পরই, পার্ব্বতীপুর থানার একজন কনেষ্টবলের নামে পোলিস এক্ট পাঁচ আইনের ২৯ ধারা মত এক মোকদ্দমা হয়। অপরাধ হুকুম অমান্য করা। রাত্রি ২টার সময় তাহাকে থানার পাহাড়ায় পাঠান হয়, সে যায়না। সেই রাত্রিতে ১১টার সময় কনেষ্টবল মফঃস্বল হইতে ফিরিয়াছিল। তাহার শরীর ভাল ছিল না বলিয়া সে পাহাড়ার কার্য্যে যায় নাই এই তাহার জব। একথা ঠিক ১১টা রাত্রিতে সে দূর স্থান হইতে ক্লান্তঅবস্থায় ফিরিয়া ছিল। তথাপি তাহার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত ছিল! আমি তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ২ মাসের বেতন ১৬৲ জরিমানা করি। মাজিষ্ট্রেট সেটী অপছন্দ করিলেন এবং আমাকে ডাকাইলেন। তার পর এই কথোপকথন হইল।

Dist. Magistrate :—Well, you have fined the man Rs 16. How is he to pay the fine?

I :—Sir, he has paid the fine immediately after the order. May I enquire whether it is necessary for a Magistrate who sentences an offender to consider how he will pay the fine imposed on him or how he will bear the sentence inflicted on him?

D. M. Well, what I mean is that the sentence was not suitable at all. Disobedience of order

is a serious offence, and imprisonment in such cases is the only suitable punishment.

I :—There was some extenuating circumstance in this case. The man had returned from moffusil at 11 P. M. and was told off to sentry duty after 3 hours when he was still fatigued.

D. M. :—If there were any extenuating circumstance you should have let him off with a nominal fine of Re 1-0-0. Why did you not do that ? Breaches of discipline by the subordinate police are serious offences. The punishment provided for them in the Existing Act is hardly adequate. So there is a proposal about the amendment of the law making imprisonment imperative in such cases of derelictions of duty.

I :—When the law is changed, the Magistrates will guide themselves accordingly, I hope. But as the law stands, three months' pay or a month's imprisonment is the maximum provided for the offence. There are various other circumstances which, I think, ought to be taken into consideration in passing sentence, specially on

offenders holding position of public servants. Imprisonment brings on with it a social degradation and Indians would gladly undergo any pecuniary loss to avoid that. Then this man stands the chance of losing his berth which means a perpetual punishment for the rest of his life. I may mention here, sir, that recently in course of six months or so, I had occasion to try two similar cases at Mymensing and in each of them I inflicted fines, in one case a month's pay and in another 2 month's pay: but there was no criticism of my action.

D. M. Well, I sent for you to let you know my views about such cases.

I :—I also have explained to you, Sir, my own views.

এখানেই কথোপকথন শেষ হইল।

কোন police case ছাড়িয়া দিলে আর রক্ষা নাই। তিনি ডিপুটীকে ডাকাইয়া উপদেশ, ধমক প্রভৃতি দিতেন। অতি সব petty caseএও এইরূপ করিতেন। আমাকে প্রথম প্রথম দু'চারটা caseএ ডাকাইতেন ও কর্কশভাবে উপদেশচ্ছলে ধমকাইতেন। আমি 'বেপরোয়া' ভাবে জব দিতাম, শেষে

আর না ডাকিয়া Court Inspector's daily report কিংবা Inspection Notesএর ভিতর "an unsatisfactory judgment" প্রভৃতি মন্তব্য লিখিতেন। প্রত্যেক ডিপুটীর নামে একখানা খাতা ছিল, তাহাতে তাহার বিচার সম্বন্ধে D. Magte. রিমার্কস্ লিখিতেন। একেই আমি 'Inspection notes' বলিয়াছি।

ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের সহিত আমার কথোপকথন ও ব্যবহার ও case সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের বিষয় আমি সে-সময়ে একখানা নোট বইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহার ইতিহাস লিখিলে অনেক কাগজ ও সময় বৃথা নষ্ট হবে ভাবিয়া শুধু নমুনাস্বরূপ একটী murder case সম্বন্ধে লিখিয়া এবিষয় শেষ করিব।

রাইগঞ্জ থানার এলাকার তরিপতি নাপিতানি (বোধ হয় ত্রিপতির অপভ্রংশ) তাহার স্বামী হরগোবিন্দ নাপিতকে হত্যার অপরাধে প্রেরিত হয়। সে police investigationএর সময় এক confession করে, আমি তাহা ১৬৪ ধারামত লিপিবদ্ধ করি। তাহাতে সে বলে, "ঘটনার রাত্রিতে স্বামী আমার শয্যায় শুইয়া ছিল, আমি তখন দা দিয়া তাহার গলা দুই বার দুইটী পোচ দিয়া কাটি (drawing cuts) তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।" প্রাথমিক বিচার আমি করি। সে-সময়ে সে তাহার উক্তি retract করিয়া বলে, "পোলিস আমাকে ঐরূপ শিখাইয়াছিল, আমি হত্যার কিছু জানিনা"। সিভিল সার্জ্জন সাক্ষ্য দেন:—"একটী মাত্র কোব্ (blow

cut) দ্বারা এই মৃতব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে। ছুটী পোছ বা drawing cutএর চিহ্ন পাই নাই। যে দা দ্বারা এই জখম হইয়াছে বলা হয়, তাহা আমার মতে অসম্ভব বোধ হয়, ইত্যাদি।" অন্য সব সাক্ষ্য লইয়া আমি ২০৯ ধারামত আসামীকে খালাস দেই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নথি নিয়া আমাকে তলপ দেন ও নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হয়:—

D. M.:—In the case U. S. 302 I. P. C. against the Napit woman you have discharged her !!!

I:—Yes, sir, the confession was retracted and there was no corroboration of the confession. The medical evidence was inconsistent with the so-called confession.

D. M. Did you question the C. Surgeon on such and such points? তিনি কতকগুলি points বলিলেন।

I:—Yes, sir, generally on those points. তিনি Civil Surgeon সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কতক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা আমার লিখিতে লজ্জা হয়।

D. M. This is a clear case of circumstantial evidence, and ought to have been committed to the Court of Sessions.

পরে তিনি নিজেই তরিপতির নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আমাকে further enquiry করিতে নিম্নলিখিত order দিলেন :—

The witnesses have been examined in a perfunctory and cursory way.…I direct further enquiry by the same Dy. Magistrate. Prosecution to be conducted by the Government Pleader.

গবর্ণমেণ্ট প্লিডার সেই সব সাক্ষীকেই আরও প্রশ্ন করিলেন এবং নূতন সাক্ষীও কিছু দিলেন। আমি No further light has been thrown on this case এইভাবে মন্তব্য লিখিয়া পুনরায় আসামীকে খালাস দিলাম।

তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনরায় তরিপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া আমাকে আদেশ করিলেন ইহাকে "সেসনকোর্টে Commit কর"। তিনি যে order লিখিলেন তাহাই একরূপ Grounds of Commitment হইল, আমি সেইটী refer করিয়া তরিপতিকে বিচার জন্য সেসনকোর্টে Commit করিলাম। তখন Mr. B. V. Nichols I. C. S. দিনাজপুরে জজ। তিনি ধর্ম্মভীরু, নির্ভীক ও বিবেকপরায়ণ জজ ছিলেন। ২ ঘণ্টা সময় মধ্যে বিচার শেষ করিয়া তরিপতিকে খালাস দেন।

ইহার পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে দেখিলে অন্যদিকে মুখ ফিরাইতেন, সেলাম দিলে বড় return করিতেন না।

দুঃখের বিষয় মহামতি জজ Nichols সাহেব দিনাজপুরে ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। সহরবাসী বহু লোক তাঁহার funeral ceremonyতে যোগ দিয়াছিল, আমিও বিষণ্ণহৃদয়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম।

কিছু দিন পর Mr. Bonham Carter I. C. S. Commissioner পরিদর্শন করিতে আসিলেন। হয়তো মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছিলেন, কেননা তিনি আমার অনেকগুলি নথি অফিসে দেখিলেন ও পরে কতক নথি বাসায় নিয়া দেখিলেন। সে-সময় তাঁহার inspectionএর মন্তব্য তিনি লিখিলেন না। সেদিন বৈকালে এক garden party ছিল, দিনাজপুরের মহারাজের বাড়ীতে। সেখানে গিয়াছি। আমি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম। কমিশনার নিজেই আমার নিকট আসিয়া আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি যদি মনে না করেন, আমি ব্যক্তিগত একটা কথা বলিতে চাই"। তিনি বলিলেন "নিশ্চয়ই তুমি বলিতে পার"। তখন আমি বলিলাম "আমি ২।৩ মাসের ছুটী প্রার্থনা করিতে চাই, আপনি যদি recommend করেন তবে ছুটী পাইতে পারি, মাজিষ্ট্রেট সাহেব হয়তো recommend নাও করিতে পারেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কেন ছুটী নিতে চাই। তখন আমি সরলভাবে বলিলাম "মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন এবং সর্ব্বদাই বড় উৎপাত করেন"। তিনি বলিলেন, "তাহা আমি টের

পাইয়াছি; তোমার অনেক নথি আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি। তোমার কার্য্যে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বিদায়ের দরখাস্ত দিলেই আমি তোমার ছুটী strongly recommend করিব"। আমি ওখান হইতে চলিয়া আসার পর আমার পেস্কার inspection remarksএর এক কপি আমার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহাতে দেখিলাম কমিশনার সাহেব আমার হাতের লেখার ও বিচারের খুব প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি তারপরই ২ মাসের ছুটীর দরখাস্ত দিলাম। বিদায় প্রাপ্তির আশায় উৎসুক হইয়া রহিলাম।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব শুধু আমার সহিতই যে ঐরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা নহে। একজন তাঁর favourite Deputy ছিল; অন্য সকলের প্রতি তাঁর ব্যবহার ভাল ছিল না। রেবতীরমণ বাবু তখন junior officer ছিলেন, Cess Revaluationএর কার্য্য সুখ্যাতির সহিত করিয়াছিলেন। তিনি Universityর একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র, খুব পণ্ডিত, লেখক ও সচ্চরিত্রবান। তাঁহাকে এক দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপ্রীতিকর ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন, রেবতী বাবু তদুত্তরে বলিলেন,—"If my work does not satisfy you, you may report accordingly. I am not at all anxious for this job. The Calcutta University recommended me for this appointment. I shall go back to my University and I am sure it will welcome me back."

এখানে একটী বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিমল তখন কলিকাতা থাকিয়া পড়িত। নির্ম্মল, অমল, মন্তা ইহারা আমার নিকট থাকিত। নির্ম্মল তখন প্রথম bicycle চড়িতে শিখিয়াছে। সে এক দিন তাহার এক সহপাঠীর বাইসিকলে Railwayর level crossing দিয়া বাসায় আসিতেছিল। তখন একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাহার উপর পড়ে। সে বাইসিকল হইতে ২।৩ হাত দূরে এক পার্শ্বে পড়িয়া যায়। বাইসিকল খানার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া সেখানা ভাঙ্গিয়া ফেলে। নির্ম্মল শরীরে নানাস্থানে আঘাত পায়। পরে তথা হইতে বাসায় যায়। আমি কোর্টে এই সংবাদ পাইয়া বাসায় গিয়া দেখি নির্ম্মল কাঁদকাঁদ হইয়া বড় nervous হইয়াছে। তাহার প্রথম ভয় আমি তাহাকে বকি, আর তাহার বন্ধুর বাইসিকলখানা ভাঙ্গিয়াছে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিলাম। তাহার বন্ধুর লোক আসিলে আমি ঐ বাইসিকলের মূল্য অথবা ঐরূপ একখানা বাইসিকল কিনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। আশ্চর্য্যভাবে বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছে, সেই জন্যই আমি ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। তাহার বন্ধু বালকটী হরিপুরের জমীদারের ছেলে। সন্ধ্যার সময় সে ও তাহার গৃহশিক্ষক নির্ম্মলকে দেখিতে আসিল এবং বলিল তাহার মাতা তাহাদিগকে নির্ম্মলকে দেখিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তিনি বড় ব্যথিত হইয়াছেন, আর বাইসিকলের মূল্য কি নূতন বাইসিকল তিনি কিছুতেই

দুর্ঘটনা

গ্রহণ করিবেন না, ঐরূপ দুর্ঘটনা তাঁহার ছেলেরও হইতে পারিত। পরে আমি তাঁদের বাসায় গিয়া অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বাইসিকলের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে স্বীকার করাইতে পারিলাম না।

যে ঘোড়ার গাড়ী হইতে এই দুর্ঘটনা হয় সে গাড়ী ছিল আমার মাতুলশ্বশুর মহাশয়ের জামাতা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র গুহ খাসনবিস মহাশয়ের। তিনি লজ্জিত বোধ করিয়া নির্ম্মলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই নির্ম্মল সুস্থ হইল। যোগেশ বাবুদের বাসা ছিল, পোড়াবন্দর। উভয় পরিবারে প্রায়ই যাতায়াত হইত। আরও দুএকঘর আত্মীয় তথায় ছিলেন। Social enjoyment ও বেশ ছিল। আমাদের "De Club" বলিয়া এক ছোট officersদের club ছিল। সেখানে রাত্রিতে Bridge খেলা হইত। আমার বাসার সাম্‌নে এক Tennis কোর্ট করিয়াছিলাম, সেখানে Tennis খেলিতাম। ছেলেরাও সঙ্গে খেলিত। ওখানে ২টী Theatre party ছিল, permanent stage ছিল, সুন্দর সুন্দর অভিনয় হইত। দুএক দিন তথায় গিয়া অভিনয় দেখিয়াছিলাম।

এখানে মাছ, দুধ একরূপ মিলিত। অন্য স্থান হইতে ট্রেইনে মাছ আসিত। স্থানীয় অনেক খাদ্য জিনিষ উৎকৃষ্ট ও

ম্যালেরিয়া।

প্রচুর পাইতাম, যথা আলু, পটল, বেগুন, কপি, বিলাতি বেগুন, মটর শুটী, চিড়া, মুড়ি, খই, গুড়, মিশ্রি ইত্যাদি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ ছিল

"কাটারীভোগ" চাউল। এমন সুগন্ধ মিহি, পরিস্কার চাউল আর কোথায়ও পাই নাই। এখানে আমের সময় গোপালভোগ প্রভৃতি নানা জাতীয় সুমিষ্ট আম প্রচুর অথচ অল্পমূল্যে পাইতাম। প্রফুল্ল প্রথম বার আমসত্ত্ব দিতে গিয়া প্রবল জ্বরে ভোগিলেন। পানীয় কূপের ও ইন্দারার জলও সুপেয় ছিল। বাসা একরূপ খোলা যায়গায়। কোর্টের পশ্চিম পার্শ্বে প্রকাণ্ড মাঠ। এই মাঠের পশ্চিমপ্রান্তে Railway Goods shedএর দক্ষিণে একতালা বাহিণীর জমীদারদের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে থাকিতাম। এই সব সুবিধা সত্ত্বেও আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেপেলে সব ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভোগিত। স্কুলে যাইতেছে, জ্বর লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অর্দ্ধ পথ হইতে ফিরিয়া আসিল। এই জ্বরের হস্ত হইতে সুস্থ হইতে ১টী বৎসর লাগিয়াছিল। বিমল বন্ধে ওখানে আসিয়া ঐ জ্বর লইয়া যায়, ক্রমাগত ২ বৎসর সে প্রায়ই জ্বরে ভোগিত। ঐ স্থান পরিত্যাগের ইহাও একটী কারণ হইল।

রাজা গণেশের রাজধানী।

এখানে থাকিতে আমি যোগেশ বাবুর সঙ্গে একবার রাইগঞ্জ গিয়াছিলাম। সেখানে মহারাজার কাছারীর একজন অফিসার যোগেশ বাবুর আত্মীয় কইজুরী নিবাসী ভানু ঘোষ মহাশয়ের বাসায় আহার করিয়া গোশকটে রাইগঞ্জ হইতে ৭।৮ মাইল দূরে "রাজা গণেশের রাজধানী" দেখিতে গিয়াছিলাম। দিঘি ও প্রাচীন ভগ্নাবশেষ অনেক দেখিলাম। কষ্টি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদের

অংশ সব যথাতথা নিপতিত রহিয়াছে, একটা প্রাচীন মসজিদের মত ভগ্ন সৌধ দেখিলাম। এখানে রাজা গণেশ কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানিনা। তখন সেখানে অনেকগুলি সাঁওতাল বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের গৃহে গিয়া স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সাঁওতালী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিলাম, তাহারা কিছু আশ্চর্য্য ও অত্যন্ত প্রীত হইল। আমরা তথা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া প্রথম রাত্রিতে ট্রেইনে দিনাজপুর ফিরিলাম।

এ জেলায় অনেক সাঁওতাল বাস করিত। তাহাদের মামলা মোকদ্দমা প্রায়ই আমি বিচার করিতাম ও সাঁওতালী ভাষায় তাহারা জবানবন্দী দিত, আমিও সাঁওতালীতে কথাবার্ত্তা বলিতাম। এক সময়ে কতগুলি সাঁওতাল বিদ্রোহাচরণ করিয়া পোলিস সাহেবের পায়ে তীর বিধাঁইয়া দিয়াছিল। এ বিষয়ে তাহাদের দলের একটী বালকের স্বীকার উক্তি আমি সাঁওতালি ভাষায় লিখিয়াছিলাম।

দিনাজপুরের মহারাজা ৺ গিরিজা নাথ রায় তখন জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদস্থ বিগ্রহ ৺ কান্তজীর পূজা দেখিতে একবার সপরিবারে তথায় গিয়াছিলাম। পূজার প্রসাদ পাইলাম, সে আঁটার প্রস্তুত লুচী ঠিক একটা ডালি বা ধামার মত। মহারাজা বড় মহানুভব সজ্জন লোক ছিলেন। বৃদ্ধ "রায় সাহেব" জমিদার মহাশয়ের সহিত দুই দিন সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি সদালাপী, পরম বৈষ্ণব, লোকহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন।

আমার ২ মাসের বিদায় মঞ্জুর হইল। ১৯১৫।১৯শে এপ্রিল আমি কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া সপরিবারে বাড়ী রওনা হইলাম। পূর্ব্বে দাদার জামাতা শ্রীমান শশীমোহনকে চিঠী দিয়াছিলাম, সে কুচবিহার হইতে সরোজিনীকে (দাদার মেয়ে) লইয়া কাউনিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। তথা হইতে সরোজিনীকে লইয়া ২১শে এপ্রিল বাড়ী পঁহুছিলাম।

এবার বাড়ী থাকার সময় ২২শে মে (১৩২২।৮ই জ্যৈষ্ঠ) অগ্রজ গোপাল চন্দ্র নাগ পরলোক গমন করেন। গ্রাম্য শ্মশানে নিজে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার সৎকার করি। এক মাস পর তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া যথাসাধ্য সম্পন্ন করি ও গ্রামস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। দাদা গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণী রোগে ভোগিতেছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্কও সম্যক ভাল হইয়াছিলনা। আমরা তাঁহাকে হারাইলাম, কিন্তু তিনি এক better world এ আশ্রয় পাইলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য আমি ৭ দিনের জন্য ছুটী Extension করিলাম। ইতিমধ্যে আমার বরিশাল বদলীর সংবাদ আসিল।

আমার ২ মাসের বিদায় মঞ্জুর হইল। ১৯১৫।১৯শে এপ্রিল আমি কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া সপরিবারে বাড়ী রওনা হইলাম। পূর্ব্বে দাদার জামাতা শ্রীমান শশীমোহনকে চিঠী দিয়াছিলাম, সে কুচবিহার হইতে সরোজিনীকে (দাদার মেয়ে) লইয়া কাউনিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। তথা হইতে সরোজিনীকে লইয়া ২১শে এপ্রিল বাড়ী পঁহুছিলাম।

এবার বাড়ী থাকার সময় ২২শে মে (১৩২২।৮ই জ্যৈষ্ঠ) অগ্রজ গোপাল চন্দ্র নাগ পরলোক গমন করেন। গ্রাম্য শ্মশানে নিজে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার সৎকার করি। এক মাস পর তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া যথাসাধ্য সম্পন্ন করি ও গ্রামস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। দাদা গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণী রোগে ভোগিতেছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্কও সম্যক ভাল হইয়াছিলনা। আমরা তাঁহাকে হারাইলাম, কিন্তু তিনি এক better world এ আশ্রয় পাইলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য আমি ৭ দিনের জন্য ছুটী Extension করিলাম। ইতিমধ্যে আমার বরিশাল বদলীর সংবাদ আসিল।

২০শ পরিচ্ছেদ।

পুনরায় বরিশাল।

১৯১৫।১লা জুলাই নৌকাযোগে পরিবার সহ বরিশাল রওনা হইলাম। এলাসিং ষ্টীমারে উঠিয়া ঢাকার পথে ষ্টীমার যোগে ৪ঠা জুলাই বরিশাল পঁহুছিলাম। প্রথমতঃ বন্ধু বিনয় বাবুর বাসায় উঠিলাম। পরে কিছু দিন একখানা ছোট বাড়ীতে বাস করিয়া, বিবির পুকুরের পশ্চিমদিকে Mr. S. R. Das মহাশয়ের যে দ্বিতল গৃহ আছে তাহাতে বাস করিতে লাগিলাম।

বরিশালে এই দ্বিতীয় বার আসিলাম। সকলই আমার পরিচিত। পূর্ব্ববৎ ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। নানাপ্রকারের জটিল বড় বড় মোকদ্দমার বিচার করিতে হইত। তথায় যাওয়ার কয়েক মাস পরই দুর্ভাগ্যবশতঃ এক Police Sub-Inspector এর বিরুদ্ধে কয়েদ ও Extortion সম্বন্ধে একটী enquiry করিতে হইল।

বাখরগঞ্জ থানার ২য় Sub-Inspector একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কোন চুরী মোকদ্দমার তদন্ত করিতে গিয়া একটী লোককে সন্দেহ করতঃ গ্রেপ্তার করেন ও তাহার নিকট হইতে ভয় প্রদর্শন করিয়া কতকটী টাকা গ্রহণ করেন; এই মর্ম্মে তাঁহার নামে এক অভিযোগ সদরে

দারোগার নামে অভিযোগ।

উপস্থিত হইল। ডিঃ মাজিষ্ট্রেট আমাকে এই মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত করিতে আদেশ দেন। তখন খৃষ্টমাসের বন্ধ ছিল। আমার জন্য Police launch বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই Enquiry watch করিতে একজন ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আমার সঙ্গে দেন। আমরা উভয়ে ঘটনাস্থানে গিয়া অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া স্থানীয় অবস্থা পরিদর্শন করি। আমার মতে এই মোকদ্দমা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও আমার সহিত একমত প্রকাশ করিলেন। আমি সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া report দিলাম এই মোকদ্দমা সত্য, কিন্তু প্রমাণের অভাব বশতঃ conviction হওয়ার আশা নাই। Sub-Inspector এর বিরুদ্ধে departmental action নেওয়া উচিত। History repeats itself. সেই ময়মনসিংহ ঈশ্বরগঞ্জের Sub-Inspector এর মোকদ্দমার মত ফল হইল, তবে এখানে একটু বিশেষত্ব ছিল। আমার রিপোর্ট দিবার পরই ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (বোধ হয় আমার report দেখিয়া) অন্য এক রিপোর্ট দিলেন "এই মোকদ্দমা মিথ্যা", কিন্তু তিনি বাদীকে ২১১ ধারামত prosecute করার প্রস্তাব করিলেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন "I agree with the Dy. Superintendent of Police." বোধ হয় আমারই ভুল হইয়া থাকিবে। এইখানে শেষ হইল। ইহার কয়েক মাস পর ঐ Sub-Inspector অন্যকারণে পদচ্যুত হন।

১৯১৬। সেপ্টেম্বর মাসে 3rd grade এ প্রমোশন পাইলাম। ইহার অব্যবহিত পরে ১৯১৬। ১৬ই নবেম্বর অপরাহ্ণ ৪-৫০ মিঃ সময় ৬ষ্ঠ কন্যা রমাপ্রভা জন্মগ্রহণ করে।

পূর্ব্বে বড়পেটাতে গুরু পরিশ্রমের জন্য সময় সময় আমি অনিদ্রাজনিত কষ্ট পাইতাম। দিনাজপুরেও সময় সময় অনিদ্রা হইত। বরিশাল আসিয়া অনিদ্রা রোগটী বেশ প্রবল হইল। চিকিৎসাতে বিশেষ ফল হইল না। বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। ১৯১৭ সনের মার্চ্চমাসে নির্ম্মল Matric Examination দিল। বিমলও I. A. দিল। আমি তুই মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলাম। কলিকাতা গিয়া নিজের চিকিৎসা করা ও বিশ্রাম লাভ করা উদ্দেশ্য। বিদায় মঞ্জুর হইলে ১৭ই এপ্রিল কলিকাতা রওনা হইলাম। সেখানে জবিক্‌স লেনে শ্বশুর মহাশয়দের বাসার নিকট একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলাম। অনেক ডাক্তারকে দেখাইয়া কিছু ঔষধও ব্যবহার করিলাম। বড় বেশী ফল হইল না।

এই সময় মধ্যে একলা দার্জিলিং গেলাম। সেখানে Lowis Sanitorium এ প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিলাম।

দার্জ্জিলিংএ।

আমি orthodox departmentএ আহার করিতাম। আহার্য্য জিনিষপত্র অনেকই আসিত। কিন্তু রান্না অথবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে আমার মত বড় অনুকুল নয়। তবে ভৃত্যগণ বেশ attentive & respectful ছিল। বঙ্গদেশের এই শোভা

সৌন্দর্য্যপূর্ণ শৈলাবাসের রমণীয় স্থানগুলি সবই একে একে দেখিলাম। প্রতি দিন দুবেলাই খুব বেড়াইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই হিমাচল শৃঙ্গে ভীষণ শীতের রাত্রিতেও আমার মোটেই নিদ্রা হইত না। কখন যদিও এক আধ ঘণ্টা নিদ্রা হইত, তাহা স্বপ্ন পরিপূর্ণ। দিনেও ঘুমের চেষ্টা নিষ্ফল হইত। স্থূলকথা এখানে অনিদ্রা আরও বাড়িয়া গেল। অধিক শীতের সময়ই আমি এই অসুখ বেশী feel করিতাম। সুতরাং দার্জিলিং পরিত্যাগ করিতে হইল। সেখানে লাট সাহেবের গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইয়া এক দিন লাটভবনে গিয়াছিলাম। আর এক দিন Secretariatএ গিয়া Chief Secretaryর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম এবং আমাকে অন্যত্র বদলী করিবেন কিনা ইহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে ঢাকা বদলী হওয়ার প্রার্থনাও জানাইলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন "ঢাকাতে কোন স্থান এখন অপূর্ণ নাই"। পরে ইহাই ঠিক হইল আমাকে "পুনর্মূষিকভব" হইতে হইবে অর্থাৎ বরিশাল যাইতে হইবে, আমি "তথাস্তু" বলিয়া সেলামপূর্ব্বক বিদায় হইলাম। দুচার দিন পরই কলিকাতা চলিয়া আসিলাম।

নির্ম্মল ১ম শ্রেণীতে Matric এবং বিমল ২য় শ্রেণীতে I. A. পাশ করিয়াছে সংবাদ পাইলাম। আত্মীয়স্বগণকে একটী প্রীতিভোজ দিলাম। পরে সপরিবারে বরিশাল গিয়া ১৭ই কি ১৮ই জুন পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।

সেই একঘেয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুন জখমের পাল্লায় পড়িলাম। কিছু দিন পর Governor সাহেব বরিশালে জলের কল খুলিতে শুভাগমন করিলেন। ঐ সময়ে আমি Chief Secretaryর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের service prospects সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ করিলাম।

পুনরায় বরিশালে।

I :—Sir, some officers junior to me have already been provided in a listed post. I should presume that the District Magistrate's reports about my work are not so favourable.

C. S. :—Why do you presume so ?

I :—Sir, in several cases, I have not seen matters eye to eye with the police who have naturally been dissatisfied with me. The Superintendents of Police have the ears of the Dist. Magistrates. So I can hardly expect favourable remarks from them.

Now what I respectfully request you to do is to have a look into the confidential reports of the District Judges about my judicial work for years. I am confident they are favourable to me.

C. S. :—Oh yes, we look into those reports also.

I :—Sir, then I request you to judge of my claim in the light of those reports.

C. S. :—We do not do anything without looking into the merits of officers.

ইতিপূর্ব্বে বরিশালে Sadar Subdivision System আরম্ভ হইয়াছিল। তখন আমাকে Additional S. D. O.র অধীনে তাঁহার 2nd. officerএর মত কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ইনি আমার অনেক junior. এবং ইনি নেত্রকোণাতে আমার 2nd. officer ছিলেন, তখন তিনি Sub. Dy. Collr. ছিলেন। এই বন্দোবস্ত হওয়ার পর আমি মাজিষ্ট্রেটের হাত দিয়া এক protest অথবা representation পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহাতে অন্যত্র বদলীর প্রার্থনাও জানাইয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে লিখিলেন ঃ—This is only an administrative arrangement. It does not reflect any discredit on the part of the senior Dy. Magistrates concerned. As desired by the Dy. Magte, the question of his transfer will be considered as soon as possible." আমি ইহার পর কিছু কাল কার্য্য করিয়া ছুটীতে যাই। বরিশাল ফিরিয়াও সেই বন্দোবস্ত চলিল। কিন্তু A. S. D. O. আমাকে সর্ব্বদাই সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং বিশেষ বিবেচনার সহিত আমার নিকট case পাঠাইতেন। তিনি কতকগুলি Excise case আমার

নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আমি অনেক আসামী খালাস দিয়াছিলাম। তখন Dt. Magte. সাহেব এক order দিলেন "Excise cases should be tried by selected officers and should not be made over to Babu............ (meaning me). প্রায় ১ বৎসর এই অবস্থায় কার্য্য করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যেই Governor সাহেব বরিশাল আসিয়াছিলেন, যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

১৯১৮ সনের ১৮ই আগষ্ট টেলিগ্রাম দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাকে প্রথম Additional District Magistrate নিযুক্ত করেন। ইহার পর দুই বার অল্পকালের জন্য revert করিতে হয়। পরে ১৯২১ সনের ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমি A. D. M. এর কার্য্য করি, মাঝে দুইবার বা তিনবার District Magistrateএর কার্য্যে অল্প সময়ের জন্য officiate করি। এই সময়টুক আমার চাকরীর জীবনের বিশেষ Eventful period. ক্রমে সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস লিখিতেছি।

Listed post.

আমি যখন প্রথম Addl. Magistrate নিযুক্ত হই, তখন Mr. J. R. Blackwood, Collector ছিলেন। ইনি একজন সরলমতি, শান্তস্বভাব ও সদাশয় লোক ছিলেন। ভারতবাসীর প্রতি অশ্রদ্ধা থাকিলেও ব্যবহারে তাহা কখনও প্রকাশ করেন নাই। বিপন্নের সহায়তা করার প্রবৃত্তিও ছিল। পূর্ব্বে (যখন তিনি ময়মনসিংহ কলেক্টার ছিলেন) ভারতবাসীর অনেক

aspiration বা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, দেশীয় লোকদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন। এই সব কারণে নাকি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি একটু বিসদৃশভাব পোষণ করিতেন। সুতরাং দেশীয় লোকদের সহিত সহানুভূতি, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি কতকগুলি 'দোষ' তিনি বর্জ্জন করিবেন এরূপ ইচ্ছা লইয়াই বোধ হয় বরিশাল আসিয়াছিলেন। কেননা ঐ প্রকার দোষের ফলে তাঁহার serviceএর prospects নষ্ট হইতে যাচ্ছিল। তাঁহার সহিত আলাপপ্রলাপে তাঁহার এই মনের ভাব কতকটা জানিতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু তত্রাপি তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, সজ্জন লোক ছিলেন। লোকের স্বভাব বা nature একবারে বদলায় না। তাঁহার একটী বিশেষ গুণ এই ছিল যে পোলিসের সদসৎ সকল কার্য্যই তিনি চক্ষু বুজিয়া সমর্থন করিতেন না। সেইজন্যই পোলিসের সহিত সংঘর্ষ সত্ত্বেও তিনি যত দিন কলেক্‌টার ছিলেন, আমি কিছু দিন নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, যদিও পরিণামে আমার অনিষ্টই হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুএকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

পোলিসের সহিত সংঘর্ষ।

পিরোজপুর মহকুমার কোন থানার হেড্ কনেষ্টবল ও সাবইন্‌স্পেক্টারের নামে এক মুসলমান স্ত্রীলোক এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করে। তাহার স্বামী ১১০ ধারার এক মোকদ্দমায় ফেরার ছিল। পোলিস অফিসারগণ তাহার স্বামীর অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া সাবইন্‌স্পেক্টরের

নৌকায় নিয়া যায়। সেখানে নাকি সাবইন্‌স্পেক্টর কিছু দিন বা সময় তাহাকে নৌকায় রাখিয়া তাহার সহিত ঘৃণিত ব্যবহার করে ও পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পর এক দিন হেড্‌ কনেষ্টবল মৌজেআলি কতক কনষ্টবল সঙ্গে লইয়া ঐ স্ত্রীলোকের গৃহে গিয়া খানাতল্লাস করে। ঐ সময় তাহার উপর জমাদার ও কনেষ্টবলগণ অমানুষিক অত্যাচার করে। পরে তাহার নিকট হইতে কতকটী টাকা আদায় করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আইসে। এই অভিযোগের প্রথম Enquiry বোধ হয় পিরোজপুরের S. D. O. করেন। তিনি এই মোকদ্দমার trial হওয়া উচিত এই মর্ম্মে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করেন। মৌজেআলীর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা তাহার বিচারের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। তখন পুলিশের পক্ষ হইতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপত্তি উত্থাপিত হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন "তোমরাই বল এই ডিপুটী acquitting magistrate, বেশতো তোমাদের জমাদার খালাস পাইবে"। তিনি আর অন্য কোন ডিপুটীর নিকট মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে রাজি হইলেন না।

আমি পিরোজপুর গিয়া এই মোকদ্দমার বিচার করিলাম। সেখানকার সরকারী উকিলই বোধ হয় এই মোকদ্দমা চালাইলেন। দঃ বিঃ আইনের ৩৪৭, ৩৫৪ প্রভৃতি ধারা অনুসারে charge frame করা হইল। স্বয়ং পুলিশ সাহেব defence সাক্ষী দিতে আসিলেন, কিন্তু কি কারণে সাক্ষীর মঞ্চে আসিয়া

দাঁড়াইলেন না। আমি ৩৫৪।৩৪৭।৩৮৪ প্রভৃতি ধারাতে দোষী স্থির করিয়া হেড্ কনেষ্টবলকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও জরিমানা শাস্তি প্রদান করি। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হয়। ইংরেজ Additional Judge আপিল নামঞ্জুর করিয়া শাস্তি বহাল রাখেন। তখন হাইকোর্টে দ্বিতীয়বার আপিল হয়। হাইকোর্ট এই মোকদ্দমা সেসনে সোপর্দ্দ করিতে আদেশ করেন, যেহেতু আসামীর বিরুদ্ধে rapeএর allegation ছিল, যদিও সে সম্বন্ধে প্রমাণ দুর্ব্বল বলিয়া আমি তাহার charge করি নাই। তখন আমি ঐ মোকদ্দমা Sessionএ সমর্পন করি। জজ সাহেব জুরির সহায়তায় বিচার করিয়া আসামীকে ৩৫৪, ৩৪৭, ৩৮৪ ধারা প্রভৃতিতে convict করিয়া আমি যে শাস্তি দিয়াছিলাম সেই শাস্তিই প্রদান করেন। পুনরায় হাইকোর্টে আপিল হয়, তখন হাইকোর্ট মন্তব্য প্রকাশ করেন যে জজের Summing upএ misdirection to the jury হইয়াছিল। আসামী অনেকবার বিচারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, এই কারণে তাঁহারা আর পুনর্ব্বিচারের আদেশ না দিয়া হেড্ কনেষ্টবলকে খালাস দেন। সুতরাং ফলে ধরিতে হইবে আমার বিচারে ভূল হইয়াছিল। পুলিসেরই জয়লাভ হইল। যবনিকার অন্তরালে কি ফল দাঁড়াইল তাহা ভগবান জানেন।

বোধ হয় ১৯১৯ সনে আর একটী মোকদ্দমা সংঘটিত হইল। দুভার্গ্য বশতঃ এক্ষেত্রেও আমি Police authorities দের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। একজন পুলিস

সাবইন্‌স্পেক্টরকে পুলিশ সাহেব কতকগুলি অপরাধের চার্জ্জে চালান দিয়াছিলেন, আমার বিচারে তিনি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন। তাহার ইতিহাস এইরূপ :—

নলছিটী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার (একজন হিন্দু যুবক S. Sarkar) থানা হইতে ৪।৫ মাইল দূরে কোন এক গ্রামে ১১০ ধারার এক ফেরারি আসামী গ্রেপ্তার করিতে যান। বোধ হয় আসামীকে তাহার গৃহে পাইয়া গ্রেপ্তারও করেন। তখন তাহার প্রতিবেশী বন্ধুগণ আসিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লয় ও সাবইন্‌স্পেক্টরকে ধরিয়া প্রহার করে, তাহার দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি হইতে বলপূর্ব্বক একটী সোণার আংটী কাড়িয়া লয়, তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখে এবং পুলিশ সাহেবের নিকট এক টেলিগ্রাম করে তাহার মর্ম্ম এই, "Sub-Inspector came to my house to molest my daughter. We have kept him here, please come and enquire," এদিকে একজন দফাদার নলছিটি থানায় সংবাদ দেয়। তথা হইতে 2nd. Sub-Inspector কতক কনেষ্টবল প্রভৃতি লইয়া আসিয়া Senior Sub-Inspectorকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করে। পর দিন পুলিশ সাহেব আসিয়া তদন্ত করেন। তিনি পৃথক পৃথক দুটী charge sheet প্রেরণ করেন, একটী Sub-Inspectorএর বিরুদ্ধে অনধিকারভাবে গৃহ প্রবেশ, স্ত্রীলোকের প্রতি লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত প্রভৃতি অপরাধের জন্য। অপর charge sheet দেন ঐ স্ত্রীলোকের পক্ষে কতকটী লোকের

বিরুদ্ধে, পুলিশ অফিসারকে প্রহার, কয়েদ রাখা, আসামী ছিনাইয়া লওয়া প্রভৃতি অপরাধের জন্য। এই উভয় মোকদ্দমাই আমি বিচার জন্য আমার নিকট রাখি। তখন আমি বোধ হয় A. D. M.ই ছিলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে একখানা D. O. letter পাইলাম, তাহার মর্ম্ম এই :—It is alleged by the police that you are a relation or friend of the Sub-Inspector & so they apprehend that there would be no justice in this case. Could you suggest any Magistrate to whom I should make over this case? আমি উত্তরে লিখিলাম :—I knew the Sub-Inspector while he was a mere boy living with his elder brothers in a mess where I lived for some time at Dacca, about the year 1888. Since then, I knew nothing about his whereabouts until I met him here. It is an absolute lie that I am his friend or relation......Certain circumstances have happened which lead me to believe that the only Dy. Magte. here who is competent to try the case without any prejudice is Babu B. P. N. But I am sure the police would not like the idea of the case being made over to him. Please instruct

me if I should make over the case to him or any other Dy. Magte……."

Dist. Magte. তাহার উত্তরে লিখিলেন, "The allegation made against you has not made the least impression on me. You are at perfect liberty to try the cases yourself or deal with them in any way you like. I would not myself transfer the case from your file."

সুতরাং আমিই বিচার আরম্ভ করিলাম। প্রথম Sub-Inspector যে মোকদ্দমায় আসামী তাহাই লইলাম। সে মোকদ্দমার প্রকৃত complainant বা বাদী ফেরারী আসামীর কন্যা। এই মেয়েটীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, চেহারা নিন্দনীয় নয়, সুন্দরী না হইলেও কুৎসিতা নয়। সে তাহার জবানবন্দীতে বলিতে আরম্ভ করিল, "দারোগা বাবু আমাদের গৃহে আসিয়া আমার নিকট অশ্লীল প্রস্তাব করেন, আমি অস্বীকার করি ও তাঁহাকে গালি দেই ও ভয় প্রদর্শন করি। তিনি তখন আমাকে টাকার প্রলোভন দেখান, হাত হইতে সোনার আংটী খুলিয়া ঐ আংটী ও একখানা নূতন কাপড় আমার হাতে দেন। আমি তাহা নিতে চাইনা, তিনি বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে, আমি চিৎকার দেই; তখন আমার আত্মীয় স্বগণেরা আসিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলে। ইত্যাদি…"।

তাহার কতক জবানবন্দী হওয়ার পর দেখা গেল সে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, অবশেষে তাহার ফিটের মত হইল। সেদিন তাহার পরীক্ষা আর করা হইল না। অন্য একজন সাক্ষীর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতেই বাদিনীর উক্তি অনেক pointsএ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেদিন বাদিনীর অন্য সাক্ষী আর হইল না। পর দিন বাদিনীর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব দিনের মত সে প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিল এবং দুএকটী উত্তর এমন দিল যে তাহা prosecutionএর পক্ষে অনেকটা damaging. Public Prosecutor (যিনি এই মোকদ্দমা চালাইতে ছিলেন) তখন কতক সময়ের জন্য মোকদ্দমা মুলতবী বা স্থগিত রাখিতে বলিলেন। আমি কয়েক ঘণ্টা সময় দিলাম। পরে তিনি আসিয়া এই মোকদ্দমা withdraw করার এক দরখাস্ত দিলেন। আসামী Sub-Inspectorকে তখন আমি discharge করিলাম ও খালাস দিলাম।

তার পর অন্য charge sheet এর মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিলাম। এই মোকদ্দমার বাদী ঐ Sub-Inspector, আসামী পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার বাদিনীর স্বামী ও আত্মীয় স্বজন, তাহার পিতাও বোধ হয় আসামী ছিল, ঠিক মনে নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ assaulting a public servant, wrongful confinement, rioting প্রভৃতি অনেক ধারামত। এই মোকদ্দমায় পোলিস সাহেব

সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি ঘটনার তদন্ত করিয়া যাহা যাহা জানিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে বলেন। বাদী S. Inspector এর উকীল তাঁহার জেরা করেন এবং তিনি বলেন "The Sub-Inspector has an unusually (or extra-ordinarily) good reputation for honesty." Civil Surgeon সাক্ষ্য দেন। বাদী বলে তাহার হাতের সোণার আংটী কয়েক বৎসর যাবৎ সে খুলিতে পারিত না, যেহেতু আঙ্গুলের পক্ষে সেটী ছোট হইয়াছিল। আসামী পক্ষের লোকগণ বলপূর্ব্বক তাহার হাতের আংটী খোলাতে আঙ্গুলে abrasion হইয়া জখম হইয়াছিল। ঘটনার অব্যবহিত পরে যেসব পুলিস কর্ম্মচারী তথায় গিয়াছিল সকলেই ঐ জখম দেখিয়াছিল। সিভিল সার্জন বলেন বলপূর্ব্বক আংটী খোলাতে ঐ জখম হইয়াছিল; আংটী পুনরায় আঙ্গুলে পরাইতে চেষ্টা করার Experiment প্রকাশ্য আদালতে করিয়া তিনি প্রায় অকৃতকার্য্যই হইয়াছিলেন। তিনি বাদীর শরীরে অন্য অন্য জখম দেখিয়াছিলেন। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আমার বিশ্বাস হইল, সাবইন্‌স্পেক্‌টর আসামী গ্রেপ্তার করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল; স্ত্রীলোকের সহিত অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসামী পক্ষের লোকগণ তাহাদের বে-আইনি কার্য্যের সমর্থন জন্য ঐ গল্প উদ্ভাবন করিয়াছিল। সুতরাং আমি আসামীদিগকে ৩৪২। ৩৫৩।১৪৭ প্রভৃতি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া ছয়মাসের

কারাদণ্ড প্রদান করিলাম। এই মোকদ্দমার বিচারের বিরুদ্ধে আপিল হইল। তখন বরিশালে একজন বাঙ্গালী জজ ছিলেন। তিনি একজন দারোগার চরিত্র above suspicion হইতে পারেনা, এই ground এর উপর নির্ভর করিয়া আসামীদিগেক খালাস দিলেন। এই মোকদ্দমায় আমি পোলিসের পক্ষে রায় দিয়াও বিপরীত ফল পাইলাম। জানিনা কোন্ কারণে পোলিস সাহেব ঐ সাবইনস্পেক্টরের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। হয়তো তাঁহার চরিত্র বিষয়েই সন্দিহান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতের সহিত আমার অনৈক্যই একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব (Mr. Blackwood) আমার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া আসামীদিগের acquittal এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করার জন্য Commissioner এর through তে লিখিলেন। Legal Remembrancer মত দিলেন যে প্রমাণ দৃষ্টে acquittal যুক্তিসঙ্গত না হইলেও, appeal এ কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব, কেননা প্রমাণ বিশ্বাস্য কিনা এবিষয়ে মাজিষ্ট্রেট ও জজ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইখানেই এ ঘটনা শেষ হইল। ইহার আভ্যন্তরীন ফল আমার পক্ষে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অশুভ হইয়াছিল।

১৯১৯ সনের শীতের সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বরিশালে এক Agricultural Exhibition করিয়াছিলেন। তাহাতে আমার ও Executive Engineer Mr. Paresh ch. Chatterji মহাশয়ের অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। Mr. Chatterjiর

অক্লান্ত শ্রমে এই Exhibition বিশেষ successful হয়। রেণুপ্রভা তাহার শিল্প প্রদর্শন করিয়া একটী রৌপ্য পদক পাইয়াছিল।

১৯২০ সনের ২১শে জুন রাত্রি ১১টার সময় আমাদের স্নেহের কন্যা রমাপ্রভা ৩॥ বৎসর বয়সে হঠাৎ একদিনের জ্বরে অমরধামে চলিয়া যায়। পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে তাহার জ্বর হইয়াছিল। ভোর সময় হইতে convulsion আরম্ভ হইয়া অজ্ঞান হয়। সিভিল সার্জ্জন আমাদের পরিবারের হিতৈষী বন্ধু Dr. কালীমোহন সেন ও অন্য চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। একটা গভীর বিষাদ আমার পরিবারকে আচ্ছন্ন করিল। এই মেয়েটী অত্যন্ত precocious ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাবেলাতেও সে রবীন্দ্রনাথের দুইটী সঙ্গীত অমলের সঙ্গে গাহিয়াছিল, "জয় অজানার জয়" আর "জাগরণে গেল বিভাবরী"। তাহার শ্মশানে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে "জয় অজানার জয়" এই কয়েকটী কথা খোদা আছে।

কন্যা রমার স্বর্গারোহণ।

১৯২০ সনের পূজার পূর্ব্বে Mr. Blackwood ঢাকার কমিশনারের স্থানে officiate করিতে আসেন। আমি তাঁহার স্থানে কলেক্টারের কার্য্য করি। পূজার সময় ভীষণ cyclone হইয়া বরিশালের উত্তরাংশে গৌরনদী থানার এলাকায় প্রজাবর্গের অশেষ

ভীষণ সাইক্লোন।

ক্ষতি হয়। অধিকাংশ লোকের গৃহ নষ্ট হইয়া যায়। অন্ন বস্ত্রাভাবেও অনেকে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। আমি A. S. D. O. ও অন্য একজন ডিপুটী ঐ সব স্থানে গিয়া তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের relief কার্য্য করি। গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আনাইয়া প্রজাদিগকে খাদ্য ক্রয়, কৃষির সহায়তা জন্য ঋণদান করি। ইহাতে আমার অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যে উপর হইতে আমি কোন প্রশংসা সূচক মন্তব্য লাভ করিতে পারি নাই। অথচ আমি আমার অধীনস্থ যাঁহাদের কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইন্‌কাম-ট্যাক্স আপিল।

ঐ সময়ে পটুয়াখালিতে একজন সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তাঁহার নির্দ্ধারিত অনেকগুলি Income-tax assessment এর বিরুদ্ধে আমার নিকট আপিল হয়। আপিলে অনেক assessment cancel করিতে বাধ্য হই। সেই সব আপিল নিষ্পত্তির সময় ইহা প্রকাশিত হয় যে S. D. O. এক অদ্ভুত প্রণালীতে ঐ সব assessment ধার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ২০০০ ছাপান "পরোয়ানা" বা "নোটিস" অবস্থাপন্ন কৃষকদের উপর জারি করিয়াছিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট তারিখে এক এক স্থানে camp করিতেন। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের প্রতি ঐ নোটীস জারি করিতেন। নোটিসের মর্ম্ম এই:— "এতদ্বারা আদেশ দেওয়া যায়, যে তুমি অমুক তারিখে আমার

camp অমুক স্থানে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে তোমার উপর কেন ইনকাম ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না।” তদনুসারে নোটিস গৃহীতাগণ আসিয়া camp এ উপস্থিত হইত। তিনি তখন এক চাঁদার খাতা তাঁহাদের নিকট খুলিতেন। তাঁহার বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট অনেক fund ছিল। যথা “Social service fund”, “People's co-operative fund.” ৫।৭।১০।১৫ টাকা পর্য্যন্ত যাহারা চাঁদা দিত, তাহাদের কোন ট্যাক্স হইত না। যাহারা চাঁদা দিতে অস্বীকার করিত তাহাদিগের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইত। অধিকাংশ স্থলে এই ট্যাক্স অন্যায়রূপে agricultural income এর উপর ধার্য্য হইত। আমি এবিষয়ে Collector সাহেবকে মৌখিক জানাইয়াছিলাম, তাহার পরই তিনি ছুটিতে চলিয়া যান। আমার কলেক্টরের পদে officiating করার সময় ঢাকার কমিশনার সাহেব বরিশাল inspection করিতে যান। তখন তাঁহাকে সমস্ত মৌখিক অবস্থা জানাইয়া আমি ঐসব বেআইনী নোটিসও প্রায় পাঁচ শত খানা দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, “নূতন কলেক্টার আসিতেছেন, তাঁহাকে সব বলিও।” ইহার কয়েক দিন পর নূতন এক কলেক্টার আসিলেন। আমি তাঁহার নিকট লিখিত এক রিপোর্ট d. o. দাখিল করিলাম। তিনি নিজে কিছু দিন অবস্থা দেখিবেন বলিয়া বোধ হয় তখনই কোন steps নিলেন না। আরও হয়তো তিনি ভাবিলেন আমি অন্যায়পূর্ব্বক অনেক Income-tax assessments cancel

করিয়াছি। কয়েক দিন পর Income-tax Departmentটী নিজহস্তে লইলেন। তাঁহার নিকটও ঐ অসঙ্গত assessment এর বিরুদ্ধে কতকটী আপিল হইল। তখন তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি ঐ সব আপিল শুনিতে গিয়া দেখিলাম, তুমি যে রিপোর্ট করিয়াছ তাহা সত্য, আমিও S. D. O. র অনেক assessment cancel করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি তোমার রিপোর্ট অনুসারে গবর্ণমেণ্টে নিজেই S. D. O. র বিরুদ্ধে এক রিপোর্ট পাঠাইব।" তিনি আমাকে দেখাইয়া সেই রিপোর্ট পাঠাইলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ আসিল যে কলেক্টার নিজে বিশেষভাবে enquiry করিয়া তাহার ফল জানাইবেন। কলেক্টার নিজে enquiry করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের রিপোর্ট সমর্থন করতঃ রিপোর্ট পাঠাইলেন। ইহার কিছু দিন পর আমি বরিশাল হইতে চট্টগ্রাম চলিয়া যাই। তখন গবর্ণমেণ্টের অর্ডার কলেক্টার সাহেবের নিকট confidentially আসে। আমাকে এক copy প্রেরিত হয়। তাহার মর্ম্ম এই :—"অনেক সময় elapse করিয়াছে, এসময়ে S. D. O. র বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়ার সুবিধা হইবে না। তবে তাহাকে ছুটি দেওয়া হইল, আর ভবিষ্যতে তাহাকে কোন ফৌজদারী কার্য্য কি important revenue work দেওয়া হইবেনা। গবর্ণমেণ্টের মতে Additional Magistrate & Collector উভয়েই সময় মত এবিষয়ের তদন্ত না করার জন্য নিন্দনীয়।" আমি যথাসময়ে আমার উপরিস্থ অফিসারদিগকে

জানাইয়া ছিলাম, তথাপি আমিও দোষের ভাগী হইলাম। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।"

নূতন কলেকটার সাহেবের অধীনে ময়মনসিংহ কার্য্য করিয়াছিলাম। তখনও তাঁহার অপ্রীতিভাজন ছিলাম, তাহা পূর্ব্বে কতকটা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আসিয়াও তিনি আমার সম্বন্ধে ভাল ভাব পোষণ করেন নাই। কোন কোন ১১০ ধারার মোকদ্দমাতে আপিলে আসামী ছাড়িয়া দিলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করিতেন। একটী মোকদ্দমায় আসামী খালাস দিয়া পোলিসের সাক্ষ্য সংগ্রহ বিষয়ে আমি কিছু অপ্রীতিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় অমৃত বাজার পত্রিকায় এই case সম্বন্ধে কে যেন এক article বাহির করিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ কাগজ হাতে আমার নিকট আসিয়া আমাকে তাঁহার খাসকামরায় ডাকাইয়া নিয়া বলিলেন "Have you seen to-day's A. B. P.? What have you done? You have made us liable to answer many unpleasant interpellations in the Legislative Council." আমি বলিলাম, "Sir, I am personally responsible for any untoward results. I hope I shall be able to answer those interpellations. You need not worry yourself over it." আমার বিশ্বাস তিনি আসার পর

১১০ ধারার আপিল।

হইতেই আমাকে Additional Magistrateএর পদ হইতে সরাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অল্প কয়েক মাস পরই হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, গবর্ণমেণ্ট আমাকে চিটাগঙ্গ সদর সাবডিভিসনাল অফিসারের পদে বদলী করিয়াছেন। মনে বড় বিষণ্ণতা আসিল। একবার চিন্তা করিলাম, পেনসনের দরখাস্ত করিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ি। কিন্তু পরিবার পুত্র কন্যাদিগের নিঃসহায় অবস্থা ভাবিয়া বিরত হইলাম। ভগবানের দান সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা সকলই গ্রহণ করিতে হয়। বরিশালের মায়া কাটাইয়া গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে একবার ৩ বৎসর কাল বরিশালে ছিলাম। এযাত্রায় প্রায় ৫ বৎসর আট মাস এখানে থাকিতে হইল। মাঝে দুই মাস মাত্র ছুটীতে কলিকাতা ও দার্জিলিং ছিলাম। এখান হইতে নির্ম্মল ১৯১৯ সনে I. A. প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে। অমলও Matric 1st. Divisionএ পাশ করে। তাহার পর উভয়েই কলিকাতা প্রেরিত হয়। তথায় ১৯২১ সনে নির্ম্মল City কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করে। ১৯২৩ সনে অমলও বি, এ, পাশ করে। '২৪ সনে নির্ম্মল University College হইতে ইংরেজিতে ২য় বিভাগে এম, এ, পাশ করে। বড় কন্যা শ্রীমতী রেণুকে এখান হইতে কলিকাতা পাঠাইয়া ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দেই। সে বোর্ডিংএ থাকিত।

এখানে ডলী ও রমাপ্রভা জন্মগ্রহণ করে। এখানেই রমার জীবন লীলাও শেষ হয়। ১৯১৯ সনের ৩রা জুলাই কলিকাতাতে বিমলের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রীবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার রায় L. M. S. মহাশয় কলিকাতা Corporationএ অনেক বৎসর Food Inspectorএর চাকরী করিয়া সেই কার্য্য resign করতঃ Private practice করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বিভাবতীর সহিত বিমলের বিবাহ হয়। আমরা বরিশাল হইতে কলিকাতা যাই। দেশ হইতে পুরোহিত, আত্মীয় স্বজন লইয়া যোগেশ তথায় উপস্থিত হয়। হেমন্ত বাবু এক প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন, বিডন রোতে। সেই বাড়ীর এক অংশে আমাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হয়, অপর অংশে, তিনি পরিবার আত্মীয় স্বগণ লইয়াছিলেন। প্রফুল্লও এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। শ্বশুর মহাশয় তখন খুব অসুস্থ ছিলেন, তাঁহারা তখন ৫।৩ জরিপ লেনে থাকিতেন। তাঁহাকে দেখা ও বিবাহ দেখা উভয় উদ্দেশ্যেই প্রফুল্ল গিয়াছিলেন। শুভ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেলে আমরা নববধূ লইয়া বরিশাল ফিরিলাম। হেমন্ত বাবু কন্যা ও জামাতাকে সাধারণভাবে আভরণ, শয্যা, বাসনাদি কিছু কিছু দ্রব্য উপহার অথবা যৌতুক দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আমি তাঁহার নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করি নাই। বরিশাল ও দেশ হইতে আমাদের যাতায়াতের ব্যয়ও আমি সম্পূর্ণ নিজে বহন করিয়াছিলাম। বরিশালে নববধূর আগমনের পর বউভাত উপলক্ষে কয়েকজন রমণীকে এক নিমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল।

দীর্ঘ দিন বরিশালে বাসের দরুণ সেখানে আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের circle ক্রমে বড় হইয়াছিল। অনেক পরিবারের সহিত কতকটা ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল। এক পরিবার সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে হয়।

গুপ্ত পরিবার।

ইহাঁরা বরিশালের এক শিক্ষিত, উন্নত, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্ম পরিবার। তাঁহারা তিন ভাই, জ্যেষ্ঠ Mr. N. Gupta C. I. E. Bar-at-law, যাঁহার নাম বঙ্গদেশে সকলেই জানেন। মধ্যম শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্ত, কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ গুপ্ত। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয় ভ্রাতাই অবিবাহিত, এবং অনেক সময় বিদেশে থাকেন। একমাত্র বিনয় বাবু বরিশাল থাকিয়া তাঁহাদের বিপুল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি বিবাহিত, তাঁহার গৃহিণী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী একজন বিদুষী, ধর্ম্মপরায়ণা, সরলপ্রাণা, সাধ্বী রমণী। প্রফুল্ল ইহাঁকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় দেখিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে জ্যেষ্ঠার আদর ব্যবহারই পাইতেন। ইহাঁদের সন্তানগণ ও আমার সন্তানগণ আবাল্য পরস্পর ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আমার সকল আপদ বিপদে, সম্পদে এই পরিবারের সমবেদনা ও সহানুভূতি পাইয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের আতিথ্য অনেকবার গ্রহণ করিয়াছি। বিনয়বাবুর আতিথ্যসৎকারের একটা বায়ু ছিল বলা যায়। প্রথম যাত্রায় তাঁহার গৃহে আমি সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন করিয়া 'ডিনার' খাইতাম। কোন নূতন অভ্যাগত ভদ্রলোক আসিলেই তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

প্রত্যেক ডিনারে ৫।৭টী করিয়া বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইভাবে আমি ও আমার পরিবার কত দিন যে তাঁহার গৃহে অন্ন ধ্বংস করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও এক প্রেম ও প্রীতির সম্বন্ধে আমরা পরস্পর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অন্য অনেক হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের সহিতও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজ একটী গৌরবের জিনিষ। ৺কালীমোহন দাস তখন অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য্যের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্থায়ী আচার্য্য ছিলেন। ইনি একজন সুবক্তা, সুলেখক ও সুগায়ক। বঙ্গের অনেক স্থানেই ইহাঁর সঙ্গীত ও উপাসনা, বক্তৃতাদি অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। ইহাঁর সম্পাদিত "ব্রহ্মবাদী" মাসিক পত্রিকাতে চিন্তারাজ্যের অনেক অমূল্য রত্ন প্রকাশিত হয়। একজন বিজ্ঞ মাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মবাদীর প্রত্যেক article যেন 'হীরার টুকরা'।" ইহাঁর লিখিত ব্রাহ্ম সঙ্গীতগুলি প্রাণস্পর্শী উচ্চদরের চিন্তা ও ভাবের বিকাশ। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস একজন শিক্ষিত সুলেখক, সুবক্তা, সাধুচরিত্র পুরুষ, যিনি শিক্ষাকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বাবু মন্মথনাথ দাস, রাজ কুমার ঘোষ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মই শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা সমস্ত ব্রাহ্মোৎসবে যোগদান করিতাম। শেষেরদিকে মনোমোহন বাবু আমাকে টানিয়া নিয়া বক্তৃতামঞ্চেও

দাঁড় করাইতেন। আমি রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষদের স্মৃতিসভায় প্রায়ই কিছু কিছু বলিতাম। Public place বা meetingএ বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তখন হইতেই আরম্ভ হয়। ইংরেজি ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই বলিতাম। প্রায়ই প্রস্তুত হইয়া যাইতাম। Extempore যখন বলিতাম তখন আমার নিকটই তাহা ভাল বোধ হইত না, যদিও অনেকে তাহারও সুখ্যাতি করিতেন।

৺ অশ্বিনী কুমার দত্ত।

বরিশালবাসী পরিচিত ভদ্রমহোদয় কিংবা বন্ধুবান্ধবদের কথা বলিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রেই দেশপূজ্য ৺অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের কথা মনে পরে। তিনি যখন deportation হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি বরিশালে ছিলাম না। দ্বিতীয় যাত্রায় গিয়া তাঁহাকে দেখার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার বড় ইচ্ছা হইল। তখনও সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে তাঁহার সহিত মেশামিশি করা নিরাপদ মনে হইত না। এক দিন প্রাতে তাহার গৃহের নিকটস্থ রাস্তায় গিয়া দেখি তিনি একাকী তাঁহার বসিবার কক্ষে এক ফরাসে বসিয়া আছেন। আমি অমনি নিতান্ত unceremoniously ঐ কক্ষে প্রবেশ করিলাম ও নিজের পরিচয় দিয়া বলিলাম "মহাশয়, আপনি কি বিশ্বাস করিবেন আমি কোন গোয়েন্দাগিরি করিতে আসি নাই, শুধু আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির দর্শনলাভ ও আলাপ পরিচয়ের প্রীতি সম্ভোগ করিতে আসিয়াছি।" তিনি হাসিয়া আমার

সহিত আলিঙ্গন করিলেন। অনেক বিষয় আলাপ হইল। এই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ইহার কয়েক দিন পর তিনি আমার বাসায় গিয়া বলিলেন "দেখুন, return visit দেওয়া সামাজিক প্রথা, তাই একবার আসিলাম, কিন্তু আমি একাধিকবার আসিলে আপনার পশ্চাতেও প্রহরী নিযুক্ত হইতে পারে।" পরে আরও কয়েক বার কার্য্যোপলক্ষে আমার ওখানে আসিয়াছিলেন। শেষের দিকে তিনি official দুএক function এও নিমন্ত্রিত হইতেন। তিনি অতি সাদাসিধে মিষ্টভাষী সাধুপুরুষ ছিলেন। রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা এবং সেবা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি ও কার্য্যকলাপ ভারতবিশ্রুত, সুতরাং এখানে তাহা লেখা নিষ্প্রয়োজন। ঐ সময়ে একজন ইংরেজ I. C. S. official বরিশালে Additional Sessions Judge হইয়া আসিলেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি অন্য আলাপের পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, শুনিতে পাই, অশ্বিনী বাবু নাকি একজন ভাল লোক, তোমরা তাঁহাকে কিরূপ লোক বলিয়া মনে কর?" আমি বলিলাম, "মহাশয়, দেশ-হিতৈষী শিক্ষিতসমাজে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চ। সর্ব্বসাধারণ লোকে তাঁকে কোন্ চক্ষে দেখে, তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত আপনার নিকট দিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন এবং তাহাই যথেষ্ট হইবে। একজন কৃষক বড় সখ করিয়া এক কাঁঠাল গাছ তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে লাগাইয়াছিল, কিন্তু ফল হওয়ার সময়

উত্তীর্ণ হইলেও গাছে ফল ধরিত না। সে মানত করিল, 'এবার যদি ফল হয়, আমি প্রথম ফল অশ্বিনী বাবুকে উপহার দিব'। দৈবক্রমে সেবার তাহার গাছে কয়েকটী কাঁঠাল ধরিয়াছিল। সে বেচারা ১৩।১৪ মাইল দূর হইতে একটী কাঁঠাল মাথায় বহিয়া এক দিন অশ্বিনী বাবুর বাড়ী আসিয়া সেই কাঁঠাল তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া এক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। তিনি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "তুমি দূর হইতে কষ্ট করিয়া এই কাঁঠালটী আমাকে দিতে আসিয়াছ কেন ?" সে সমস্ত ইতিহাস বলিল, তিনি হাসিয়া আকুল।

সহরের অনতিদূরে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে এক মুসলমান বিধবা রমণী এক দুগ্ধবতী গাভী কিনিয়াছিল, দুধ বেচিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে আশায়। কিন্তু দেখিল গাভীর দুগ্ধ পাওয়া দুর্ঘট। দোহন করিতে গেলেই সে দোহনকারীকে লাথি মারিয়া সরাইয়া দিত। বেচারী বিধবা মানত করিল, "আহা, যদি গাভীটা সায়েস্তা হইয়া সহজে দোহাইতে দেয়, আমি প্রথম দিনের দুধ অশ্বিনী বাবুকে খাইতে দিব"। দুএক দিন পরেই ঐ গাভী শান্তভাবে দোহনকারীকে দোহাইতে দিল। তখনই ঐ বিধবা সেই দোহনপাত্রেই দুধ লইয়া অশ্বিনী বাবুর নিকট গিয়া হাজির হইল ও সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। অশ্বিনী বাবু স্মিতমুখে বলিলেন "জান কি, এই গাভীটী আমার মার মত। আমি তার মানুষ বৎস, প্রথম আমাকে দুধ না দিলে সে তোমাকে দুধ খেতে দিবে কেন ?"

সাহেবও শুনিয়া খুব হাসিলেন এবং বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হয় আমি অশ্বিনী বাবুর সহিত দেখা করি, কিন্তু তাঁকে চিঠী দিয়া আনা ঠিক হবে না, তুমি কি বল ?" আমি বলিলাম, "চিঠী দিলে তিনি আসিতে পারেন, কিন্তু কোন পোষাক পরিয়া আসিবেন না। বাঙ্গালীর সহজ বেশ ধুতি, চাদর লইয়া আসিবেন, যাহউক আমি তাঁহাকে আপনার অভিপ্রায় জানাইব"। পরে এক পার্টিতে উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইয়াছিল।

অশ্বিনী বাবু তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের নামে যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার হেড্ মাষ্টার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেসময়ে বরিশালের একজন অন্যতর সর্ব্বজনপূজ্য সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া শিক্ষারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থান একটী আশ্রমের মত ছিল। কতকটী ছাত্র সেখানে তাঁহার তত্ত্বাবধানে বাস করিয়া স্কুলে পড়িত। এই আশ্রমটী কোন বিশেষ নামে অভিহিত ছিল না। প্রতি রবিবার প্রাতে জগদীশ বাবু সেখানে হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্রাদি, উপনিষৎ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিতেন। অনেক পুরুষ, রমণী সে ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন। আমিও সময় সময় সেখানে যাইতাম। অনেকেই ধর্ম্মোপদেশ হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিতেন। তিনি উদার, বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাই করিতেন। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র, নিরহঙ্কার কোমল স্বভাব,

সাধু জগদীশ মুখোপাধ্যায়।

পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও বহুবিধ গুণে বরিশালবাসীগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

সেখানকার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় (এখন রায় বাহাদুর উপাধি ভূষিত) একজন পণ্ডিত ও সজ্জন ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল।

বরিশালের দীর্ঘ প্রবাস সময়ে আমি মফঃস্বলের কার্য্যে অনেক স্থানে গিয়াছি। প্রথম দিকে ১১০ ধারার মোকদ্দমা উপলক্ষেই বেশী যাইতে হইত। পরে A. D. M. ও Collectorএর কার্য্য করার সময় আমি সমস্ত Sub-divisional head quartersএ গিয়াছি। বিভিন্নস্থানের সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিতই আমাকে মিশিতে হইত। আমার বিশ্বাস তাঁহারা অনেকেই শ্রদ্ধার সহিত আমার কথা স্মরণ করেন। শেষদিকে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু Dr. কালীমোহন সেন সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি অনেক সময় আমার সহিত নৌকাতে বা 'লঞ্চে' (launch) মফঃস্বল যাইতেন। আমাদের এই একত্র ভ্রমণ বড় মধুর ও আমোদজনক হইত। ইনি একজন সহৃদয়, সচ্চরিত্র জনপ্রিয় চিকিৎসক ও কর্ম্মচারী ছিলেন। অনেক গরীব দুঃখীকে ইনি বিনাপয়সায় চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার স্বভাব যেমন কোমল, হৃদয় তেমন ধর্ম্মপ্রবণ। ইনি অনেক পরিবারের গৃহচিকিৎসক ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আমার পরিবারের সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তিনি এখন অবসর গ্রহণ করিয়া ঢাকাতেই আমার গৃহের অনতিদূরে বাস করিতেছেন।

শেষ বৎসর খ্রীষ্টমাসের সময় আমি এক কোষনৌকাতে প্রফুল্ল ও কন্যাগণ সহ মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম।

মফঃস্বল ভ্রমণ।

গৌরনদী থানার অধীন লক্ষণকাঠী গ্রামে স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয় নামক একটী সুন্দর বালিকাস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বালিকাস্কুলের সাম্বৎসরিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ সভায় আমাকে সভাপতির কার্য্য করিতে তাঁহারা অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষেই আমি সপরিবারে নৌকাযোগে ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলাম। স্কুলের prize distribution সময়ে প্রফুল্ল ও কন্যাগণ সেসভায় উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোকদিগের অনুরোধে আমার কন্যাগণ chorusএ তিনটী সঙ্গীত গাহিয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাদের সঙ্গীতের বেশ প্রশংসা করিয়াছিলেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে বালিকাদিগের জলযোগের জন্য প্রফুল্ল কিছু অর্থদান করিয়া বালিকাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। স্কুল পরিচালক গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণ আমাকে পদ্যে লিখিত একখানা অভিনন্দনপত্র কাচে বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

সেখান হইতে আমরা উজিরপুরের নিকটস্থ "তারাবাড়ী" কালী মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এক স্রোতস্বতীর

অনতিদূরে অতি রমণীয় স্থানে এই মন্দির স্থাপিত। এখানে বহু হিন্দু পুরুষ রমণী প্রতিনিয়ত আসিয়া থাকেন। এইভাবে আমরা গ্রামের বিচিত্র শোভা দেখিয়া ৫।৬ দিন কাটাইয়াছিলাম। অপরাহ্নে কখনও নদীতীরে সকলে ভ্রমণ করিতাম। মৎস্য-জীবীগণ যেখানে জাল দিয়া মৎস্য ধরে, তাদের নিকট গিয়া সদ্যধৃত মৎস্য ক্রয় করিতাম। গ্রামের ভিতর গিয়া গৃহস্থ রমণীদের সহিত মেয়েরা আলাপ করিয়া তাহাদের অবস্থা পরিদর্শন করিত। কয়েক দিন সহরের কোলাহল হইতে দূরে মুক্ত বায়ু সেবন ও পল্লী সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া মেয়েরা এই নৌকাযাত্রা বিশেষ আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিল।

১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে Inspector General of Registration স্বর্গীয় খান বাহাদুর আমিনুল ইসলাম সাহেবের সহায়তায় শ্রীমান বিমল সাবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া ময়মনসিংহে Probationer posted হয়। আমি তারপরই বদলী হইলাম বলিয়া, সে আমাকে নূতন ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আমার বরিশালের জীবন শেষ হইতে চলিল। তথাকার ভদ্রমণ্ডলী ও আমার সহকর্ম্মী বন্ধুগণ সকলে মিলিয়া আমাকে এক farewell party দিলেন। উকীল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, জমীদার, গবর্ণমেণ্ট অফিসার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সেই পার্টিতে যোগ দিয়াছিলেন। কেহ কেহ আমার প্রশংসা-সূচক বক্তৃতাও দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে এবং আমার

hosts দিগকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায়সূচক এক বক্তৃতা দিলাম, সে-সময়ে আমার পক্ষে অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়াছিল। ১৯২১।৬ই মার্চ্চ তারিখে অফিসের চার্জ্জ দিলাম। ৭ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে আমরা বরিশাল ছাড়িলাম।

২১শ পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রাম।

সুনীল আকাশের নিম্নে মৃদুমধুর বসন্তবায় প্রবাহিত হইতেছিল, দিবাকর পশ্চিম গগণে অস্তাচলগমনোন্মুখ, তাহার কিরণজালের প্রখরতা কমিয়াছে, প্রকৃতি বেশ শান্ত ও মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। এইরূপ লগ্নে (জানি না শুভ কি অশুভ) চট্টগ্রামগামী জাহাজে আমরা উঠিলাম। সঙ্গে প্রফুল্ল, বিমল, বধূমাতা বিভাবতী, কন্যাদ্বয় অনু ও ডলী, ভৃত্যদ্বয় কালীনাথ ও জয়কৃষ্ণ, গৃহপালিত পোষা ও প্রিয় কুকুর 'লিও' (Leo) ও বেড়াল। যাত্রাকালে বহু বন্ধু একত্রিত হইয়া আমাদিগকে বিদায় দিতে ষ্টীমারে আসিলেন। কেহ কেহ প্রচুর ডাব ও নানাপ্রকার মিষ্টি ও খাদ্য আনিয়া দিলেন। আমরা ৩ দিনের উপযোগী প্রচুর খাদ্য সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ও বন্ধুদের আশীর্ব্বাদ লইয়া অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় বরিশাল ঘাট

সমুদ্রপথে প্রবল ঝটিকা।

ছাড়িলাম। বরিশাল ছাড়িতে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলাম। নদীতীরস্থ সমস্ত চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি যখন ক্রমে দৃষ্টির অন্তরালে পড়িতে লাগিল, তখন ভাবিলাম, এমনিভাবে এক দিন প্রিয় বস্তু সকল ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিতে হইবে।

ষ্টীমারে আমাদের ভৃত্যগণ স্বতন্ত্রভাবে আমাদের রান্না করিত। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে আমরা হাতিয়া উপদ্বীপে পঁহুছিলাম। আহারাদি সুবন্দোবস্তে নির্ব্বাহ হইল। হাতিয়া ছাড়ার পর হইতে ক্রমে জোরে বাতাস বহিতে লাগিল। নদী-গর্ভ প্রকাণ্ড তরঙ্গে বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। পরে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। বেলা প্রায় ৪।৫ টার সময় সন্দ্বীপে পঁহুছিলাম। তখন বৃষ্টি ও অল্প ঝড় হইতেছে। সন্দ্বীপ ষ্টেশনে ষ্টীমার খানা লাগাইতেই প্রায় ১ ঘণ্টা লাগিল। ক্ষুদ্র নৌকাযোগে passenger দিগকে নামাইতে, উঠাইতেও অনেক সময় গেল। রাত্রির জন্য ষ্টীমার সেখানেই থাকার কথা। ঝড় কিন্তু ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ষ্টীমারখানাকে তীরভূমি হইতে ১ মাইল দূরে নদী অথবা সমুদ্রগর্ভে নিয়া নোঙ্গর করা হইল। রাত্রি প্রায় ৭টা হইতে ঝড়ের intensity বা উগ্রতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও চলিল। আমাদের কোন খাদ্য প্রস্তুত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি বৃদ্ধির সহিত প্রকৃতির প্রচণ্ডভাব এত বাড়িতে লাগিল যে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই ষ্টীমার ধ্বংসের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। উত্তাল তরঙ্গের উপর জাহাজখানিকে এমন নির্ম্মমভাবে আছড়াইতে

লাগিল, আমার মনে হইল কোন্ মুহূর্ত্তেই যেন জাহাজের নিম্নদেশ ফাটিয়া যাইবে এবং অতল জলগর্ভে আমরা নিমজ্জিত হইব। আমরা ২ কেবিনে ছিলাম। কেবিনের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলাম। প্রফুল্ল, বিভা, কন্যাগণ সকলেই ক্রন্দন ও ভগবানের নাম করিতে লাগিল। বেচারা Leoর সংত্রস্তভাব দেখিয়া বুঝিলাম সে কুকুর হইয়াও বিপদের আশঙ্কা উপলব্ধি করিতেছে। আমি এক এক বার ক্যাবিনের দ্বার খুলিয়া বাহিরের ভীষণ দৃশ্য দেখি ও ভগবানের নাম করি। ষ্টীমারের সারেঙ্গকে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাদিগকে সাহস দিতে কিংবা নিজের বাহাদুরী দেখাইতে বলিল, "বাবু ব্যস্ত হইবেন না। ইহা অপেক্ষা ভীষণ ঝটিকার ভিতরেও আমি এই ষ্টীমার রক্ষা করিয়াছি। ষ্টীমার কখনও ধ্বংস হইবে না। উপরের সমস্ত আবরণ (ceiling) যদি উড়াইয়া নেয়, তবুও চিন্তিত হইবেন না। প্রকৃত বিপদ উপস্থিত হইলে আমি তখন আপনাকে জানাইব ও আপনার পার্শ্বেই থাকিব", তখন কিন্তু কতকটা আবরণ স্থানচ্যুত হইয়াছে। কেবিনে জল পড়িয়া জিনিষপত্র ভিজিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই জলমগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছি। এইভাবে প্রায় সমস্ত রাত্রি অনাহারে এক ভীষণ উদ্বিগ্নতায় রহিলাম। প্রভাতের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঝড়ের প্রবল বেগ কমিতে লাগিল। প্রভাত হওয়া মাত্রই প্রকৃতি অনেকটা শান্তভাব ধরিল। তখন সামান্য বেগে হাওয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে

লাগিল। সারেঙ্গ ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই আমরা প্রকৃত সমুদ্রে পতিত হইলাম। দিগন্ত প্রসারিত নীলাম্বুরাশির বিচিত্রশোভায় হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছু সময় পূর্ব্বে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তারপরই ভগবান সেই মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া, তাঁহার সৃষ্টির এক অপূর্ব্ব মহিমা উপভোগ করিতে অধিকার দিলেন। বিচিত্র তাঁহার লীলা। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সকলকে লইয়া উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মেয়েরা হারমোনিয়াম বাজাইয়া কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক সঙ্গীত করিতে লাগিল। বরিশালের মনোমোহন বাবুর রচিত "ভয় কি আমার ?" সঙ্গীতটীও গীত হইল। মেয়েরা ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্তঅবস্থায়ও আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত অনেকগুলি গান গাইল। তৎপর আমাদের প্রাতরাশ হইল। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে; সমুদ্রবক্ষে চলিতে চলিতে একপাশে চট্টগ্রামের মনোহর পর্ব্বতমালা ও বেলাভূমি, অপরপার্শ্বে অনন্ত জলরাশি ও ভীষণ তরঙ্গভঙ্গির শোভা দেখিতে লাগিলাম। এই সময় আমি এই বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রার বৃত্তান্তটা লিখিলাম। পরে বরিশালের 'ব্রহ্মবাদীতে' ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রমে আকাশ পরিস্কার হইয়া বৃষ্টি ছাড়িল। আমরা বেলা ১১টার সময় কর্ণফুলির মোহনায় উপস্থিত হইলাম, সেইখানে ঐ স্রোতস্বতী সাগরে পতিত হইয়াছে। এই সাগরসঙ্গমও বিচিত্র এবং মনোহর। দক্ষিণপার্শ্বে এক অনুন্নত শৈল শৃঙ্গ সাগরের পানে তাকাইয়া বোধ হয় তাহার

বিশালতা ও ভীষণতার চিন্তা করিতেছে। ষ্টীমার কর্ণফুলি উজাইয়া প্রায় মধ্যাহ্নসময়ে বন্দরের জেটীতে উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে আমরা মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপন করিলাম। আমাদের শ্রদ্ধেয় আত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্র কুমার ঘোষ মহাশয় তখন চিটাগাঙ্গে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি কয়েকজন পিয়ন পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে জিনিষপত্র লইয়া সহরে উপস্থিত হইলাম। তখনও বাসা পাওয়া যায় নাই। ধুম নিবাসী স্বর্গীয় গোলোকনাথ রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর মহাশয়ের চট্টগ্রামস্থ বাসাবাড়ীতে আশ্রয় পাইলাম। তাঁহার সদ্‌গুণ সম্পন্ন পুত্রগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক আতিথ্য সৎকারের শ্রদ্ধা লইয়া আমাদিগকে বাসায় স্থান দিতে পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমাদের জন্য তিনটী সজ্জিত কামড়া ও একখানা পাকশালা ছাড়িয়া দিলেন এবং আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে স্থান দিলেন। দুদিন পর বিমল ময়মনসিংহ চলিয়া গেল।

১৪ই মার্চ্চ তারিখে আমি অফিসের কার্য্যে ভর্ত্তি হইলাম। প্রথম আমি সদর S. D. O.র কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। প্রথমেই আমাকে হাটহাজারি থানার অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামে বিপন্ন অধিবাসীদিগকে relief দেওয়ার কার্য্যে তথায় যাইতে হইল। যে ঝটিকাতে আমরা সমুদ্রের কুলে সন্দীপে এত বিপন্ন হইয়াছিলাম, সেই ঝটিকা সীতাকুণ্ডের পাহাড় অতিক্রম করিয়া ঐ সব গ্রাম

কর্ম্মক্ষেত্র।

গুলিকে ধ্বংস করিয়াছিল। আমি একজন সাবডিপুটী কলেক্টার সঙ্গে লইয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রদত্ত ২০০০৲ টাকা লইয়া তথায় গেলাম। দেখিলাম প্রায় ১৫।১৬ খানা গ্রাম ঝড়ে উৎসন্ন হইয়াছে। সমস্ত গৃহগুলি ভগ্ন ও স্থানচ্যুত। বৃক্ষাদি অধিকাংশ উৎপাটিত বা ভূপতিত। অনেক লোক আহত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেরিত এক ডাক্তার তাহাদের অনেকেরই চিকিৎসাদি করিতেছে। গাছপালা সরাইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ পরিস্কার করিতে লোক নিযুক্ত করিলাম। অর্থহীন নিঃসহায় প্রজাদিগের লিষ্টি করিয়া কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলাম। ৩।৪ দিন এই relief কার্য্য করিয়া সদরে ফিরিলাম। ঐ অর্থ অপ্রচুর ছিল। সদরে গিয়া চাঁদা ও অন্য উপায়ে আরও অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় আর একবার তথায় গিয়া যথাসাধ্য গরীব প্রজাদের দুঃখক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করিলাম। পরে এই relief কার্য্যের এক বিস্তৃত বিবরণ মাজিষ্ট্রেট সাহিবের নিকট দাখিল করিলাম।

রেইলওয়ে ধর্ম্মঘট

ইহার অল্প পরই চট্টগ্রাম সহর এক ভীষণ রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেই সময় আসাম বেঙ্গল রেইলওয়েের বিপুল ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। বঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ এই ধর্ম্মঘটের পৃষ্ঠপোষণ করিয়া সমস্ত জেলায় বিশেষতঃ চট্টগ্রাম সহরে এক ভীষণ অশান্তির বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। চট্টগ্রামবাসী Barrister Mr. J. M. Sen Gupta মহাশয় তাহাতে leading part নিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও বিভিন্ন

স্থানের নেতৃদল আসিয়া বক্তৃতাদি করিতেন এবং তাহাতে লোকের মনে এক অদম্য উত্তেজনার সঞ্চার হইল। চট্টগ্রাম হাঁসপাতাল যে শৈলশৃঙ্গের উপর অবস্থিত তাহার পশ্চাৎ বা উত্তরদিকে এক প্রান্তরে প্রতিদিন সভা হইত। ইহার নাম গান্ধি ময়দান রাখা হইয়াছিল। দুই হইতে পাঁচ হাজার লোক একত্রিত হইয়া সেখানে নেতাদের বক্তৃতা শুনিত। গবর্ণমেণ্টের ও রেইল বিভাগের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তাগণ সর্ব্বদাই উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিতেন।

এই strike আরম্ভের সময় Burma Oil Companyর স্থানীয় agents Messrs. Bullock Brothers কম্পেনির কুলিগণও ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা অনেকে ঐ কম্পেনির প্রদত্ত গৃহে বাস করিত। ধর্ম্মঘটের সময় প্রত্যেক কামড়ার দ্বারে তালা লাগাইয়া কুলিগণ অন্যত্র বাস করিতেছিল। এক দিন ঐ Companyর এক সাহেব কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে বলেন "তুমি আদেশ কর যে পোলিসের লোক ঐ তালা ভাঙ্গিয়া কুলিদের জিনিষপত্র বুঝিয়া লয় এবং আমাদিগের গৃহগুলি আমাদের দখলে ছাড়িয়া দেয়।" আমি তাহাকে লিখিত দরখাস্ত দিতে বলি, এবং মুখে বলি যে "আমি তখনই ঐরূপ আদেশ প্রদান করা সঙ্গত মনে করি না, কুলিদিগকে তাহাদের জিনিষপত্র সরাইতে কিছু সময় দেওয়া উচিত মনে করি।" ঐ সাহেব তখনই আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া তাঁহার ইচ্ছারূপ আদেশ বাহির

করেন। পোলিস তালা ভাঙ্গিয়া কুলিদের জিনিষপত্র থানায় নিয়া রাখে।

এইরূপ বিষয়ের প্রতিবাদ করার জন্য নেতৃগণ এক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিস বাহির করিলেন। তখন ঐ সভা বন্ধ করার জন্য কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারামত এক নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল। এই নিষেধাজ্ঞার মুসাবিদা সম্বন্ধে আমার সহিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতদ্বৈধ হইয়াছিল। পরে তাঁহার মতানুযায়ী নোটিসই জারি হইল। নেতৃগণ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে এক বিরাট সভার অধিবেশন করিলেন। তৎপর তাঁহাদের কয়েকজনের নামে দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারামত ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করা হইল। Mr. Sen Gupta তাঁহাদের ভিতর একজন আসামী ছিলেন। এদিকে নেতৃগণ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। জলের কলের কুলিদিগকে হস্তগত করিয়া তাহাদের দ্বারা কলের কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ ইংরেজগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের শিখরদেশে বাঙ্গলায় বাস করিতেন। সেখানে জল supply বন্ধ হওয়াতে, এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। সহরবাসী লোকও জল হইতে বঞ্চিত হইল। তখন মাজিষ্ট্রেট আপোষের প্রস্তাব করিয়া নেতৃবর্গকে ডাকাইলেন। Mr. Sen Gupta প্রভৃতি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া একটা conferenceএর মত করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে রক্ষা পাইলেন। জলের কল খোলা হইল।

ঐ সময়ে চাঁদপুরে চা বাগান প্রত্যাগত কুলিদের প্রতি কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে নেতৃগণ খুব উত্তেজিত হইয়া উঠেন। strike এবং চাঁদপুরের ব্যাপারকে এক common cause করিয়া তাঁহারা আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আমার নিকট হইতে সাবডিভিসনের চার্জ্জ লইয়া অন্য এক ডিপুটীকে দেওয়া হয়। আমি ট্রেজারি ও অন্য Revenue কার্য্যে নিযুক্ত হই। কিন্তু তথাপি রাজনৈতিক আন্দোলনঘটিত গোলমাল হইতে অব্যাহতি পাই না। প্রতিদিন গান্ধি ময়দানে বিরাট জনসংঘ একত্রিত হইত এবং গবর্ণমেণ্ট ও রেইল ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারা বক্তৃতা করিতেন। কতকদিনের জন্য আমাকে ও হরেন্দ্র বাবু ডিপুটীকে সেই সভায় গিয়া বক্তৃতার মর্ম্ম note করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিতে হইত। প্রথম ২।১ দিন আমরা সেখানে গেলে নব্যদলের কেহ কেহ একটু বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ করিত। পরে জননায়কগণ আমাদের বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং আমাদের প্রতি কোন অসম্মানসূচক ব্যবহার হইতে দিতেন না। এইকার্য্যে আমরা অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিতাম। অনেক রকমের স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক ও হাস্যরসব্যঞ্জক বক্তৃতা শোনা যাইত। প্রতিদিন ১০।১৫ জন লোক বক্তৃতা করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই যুবক, তাঁদের বিদ্যাও খুব বেশী নয়, অনেকে পল্লীবাসী। কিন্তু তাঁদের ভিতর অনেকেই অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতেন, তাহাতে

ভাষার সৌন্দর্য্য ও বাগ্মীতা উভয়ই ছিল। কেহ কেহ অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু এত সাবধানতার সহিত যে তাহাদিগকে কোন seditionএর চার্জ্জে ফেলান শক্ত ছিল। প্রতিদিন ২ হইতে ৫।৬ হাজার শ্রোতৃবৃন্দ নীরবে বসিয়া সেই বক্তৃতা শুনিত। দক্ষিণদিকস্থ হাঁসপাতালের পাহাড়ের slope একটী স্বাভাবিক galleryর মত ছিল, সেখানেও হাজার লোক বসিয়া থাকিত। কোনপ্রকারের গোলমাল হইত না। সেসময়ে চট্টগ্রামে যে একতা, সহিষ্ণুতা, উত্তেজনা ও স্বদেশহিতৈষণা দেখিয়াছি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও আশাপ্রদ। কিন্তু এই উত্তেজনা ও ভাব বেশী দিন চলিয়াছিল কিনা সন্দেহ। strikeও কয়েক মাস চলিয়া পরে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আমি মাত্র ৬ মাস চট্টগ্রামে ছিলাম। শেষেরদিকে আমার জুনিয়ার এক সাহেব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট তথায় Additional District Magistrate নিযুক্ত হন। সেই সময়ে গবর্ণর সাহেব চট্টগ্রাম পরিদর্শন করিতে আসেন। আমি Chief Secretaryর নিকট ঢাকা বদলী হওয়ার প্রার্থনা জানাইলে, তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

চট্টগ্রাম সহর এক পরম রমণীয় স্থান। দক্ষিণে সমুদ্র। উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে শৈলশ্রেণী। প্রশস্ত স্রোতস্বতী কর্ণফুলির তীরে সহরটী স্থাপিত। সহরে উচ্চ ও অনুচ্চ কতকগুলি শৈলশৃঙ্গ, তাহার উপর সাহেবদের বাঙ্গলো। উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে একটী শৃঙ্গের উপর চট্টেশ্বরীর

মন্দির। এই সহরকে কেহ কেহ দার্জিলিংএর miniature বলিয়া থাকেন। এখানে আসাম বেঙ্গল রেইলওয়ের Head Office. এই অফিস ও রেইলওয়ের বাঙ্গলা, Railway Institute প্রভৃতি প্রায় সমস্তই ছোট বড় পাহাড়ের উপর। সহরের দক্ষিণপ্রান্তে Port Commissioner's Office. ইহা বাঙ্গলার একটী বাণিজ্যপ্রধান বন্দর। সহরের আয়তন, লোকসংখ্যা, ব্যবসায়বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় ধরিলে বাঙ্গলা প্রদেশে চট্টগ্রামকে তৃতীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রমণীয় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হিসাবে, দার্জিলিংএর পরই এই সহর। গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি অফিসাদি সমস্ত Fairy Hill নামক উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত। অফিসের সৌধমালার উপর হইতে সমুদ্র দেখা যায়। সেখানকার দৃশ্য প্রকৃতই মুগ্ধকর। আমি অনেক দিন এই পাহাড়ে উঠিয়া প্রাতর্ভ্রমণ করিতাম। পশ্চিমপার্শ্বে সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া পাহাড়ে উঠা যায়। পূর্ব্বপার্শ্বে ঘুরান ঘুরান রাস্তা আছে যাহা দ্বারা গাড়ী, মটর প্রভৃতিও পাহাড়ে উঠিতে পারে। অফিসে যাইতে প্রায়ই পশ্চিমপ্রান্তের সিঁড়ি দিয়া উঠিতাম। উঠিতে একটু ক্লান্তি.বোধ হইত। মাঝখানে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়াইয়া লইতাম।

সহর হইতে ২৩ মাইল পশ্চিমে সীতাকুণ্ড রেইলওয়ে ষ্টেশন। এই স্থানেই হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান "সীতাকুণ্ড" বা "চন্দ্রনাথ"। এখানকার স্বভাবের শোভা আরও বিচিত্র

ও মনোমুগ্ধকর। প্রথমেই সপরিবারে এই তীর্থ দর্শন করিতে গেলাম। তখন দোল উপলক্ষে মেলা হইতেছিল। সাবডিভিসনাল অফিসারকে শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্য বিধান প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই তথায় যাইতে হয়, আমিও সেই সরকারী কার্য্যোপলক্ষেই গিয়াছিলাম। Inspection বাঙ্গলায় গিয়া আমরা বাসা লইলাম। পর দিন প্রত্যূষে অনাহারে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠিলাম। পাণ্ডার একজন লোক, একজন কনেষ্টবল ও একজন চৌকিদার আমাদের পথপ্রদর্শক ও প্রহরী স্বরূপ সঙ্গে উঠিল। একজন tiffin carrier এ কিছু খাদ্য লইল। ক্রমে সীতাকুণ্ড, স্বয়ম্ভূ, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি স্থান ও দেবালয় দর্শন করিতে করিতে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গোপরি "চন্দ্রনাথ দেবের" শিবমন্দির পর্য্যন্ত উঠিয়া দর্শন করিলাম। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত কেবলই বিচিত্রতা ও পরম রমণীয় দৃশ্য। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে যখন অনন্ত সাগরের শোভা দেখিতে লাগিলাম, তখন সমস্ত চিন্তা সেই অনন্ত অসীম বিরাট ও ভূমার পানে প্রধাবিত হইল। মিলটনের কবিতা মনে পড়িল :—

চন্দ্রনাথ তীর্থ।

These are thy glorious works, Parent of good
Almighty, thine this universal frame,
Thus wondrous fair, thyself how wondrous then."

সেই শৃঙ্গে বসিয়া সকলে কিছু জলযোগ করিলাম। পাহাড়ে উঠিতে বেশ ক্লান্তি বোধ হইল। নামিবার সময় তত কষ্ট

হইল না। অল্প সময়েই তাড়াতাড়ি নামিলাম। পাহাড়ের নিম্নদেশে এক কুণ্ড আছে, তাহারই নাম "সীতাকুণ্ড", সেখানে কুণ্ডের একপার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে সর্ব্বদাই এক ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া প্রায় মধ্যাহ্নসময়ে বাঙ্গলায় গিয়া স্নান আহারাদি সম্পন্ন করিলাম।

পর দিন গোশকটে করিয়া সহস্রধারা প্রভৃতি স্থান দেখিতে গেলাম। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পশ্চিমাংশে বারাইয়াঢালা ষ্টেশনের অনতিদূরে এই 'সহস্রধারা' নামক জলপ্রপাত। সেইস্থানে যাইতে কতকটা পাহাড় অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। এই পথে স্বভাবের কতগুলি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য আছে। এক কুণ্ডে নিয়ত ঈষৎ উষ্ণ বারি উত্থিত হইতেছে। জল মুখে দিয়া দেখিলাম লবণাক্ত। অদূরে এক কুণ্ডে সুশীতল সুপেয় জল, তাহার নাম "দধিকুণ্ড"। কিছু দূরে দেখিলাম পর্ব্বত-গাত্রে নিয়তই দীপশিখা জ্বলিতেছে। সেই গাত্রে পাথরের উপর যষ্ঠী, ছাতার বাঁট কি অন্য কিছু দিয়া অল্প আঘাত (বা খোচা) দিলেই আগুন জ্বলিতে থাকে। এই সব দেখিয়া "সহস্রধারা'য় পঁহুছিলাম। অতি উচ্চ শৃঙ্গ হইতে অজস্র লক্ষ লক্ষ ধারায় বারি পতিত হইতেছে, যেন বর্ষার বৃষ্টি পড়িতেছে। নীচে দাঁড়াইয়া বহু লোক সেই জলধারাতে স্নান করিতেছে। আমরাও স্নান করিলাম। অনেকে "বোম বোম" শব্দ করিতেছে। এই শব্দ করিলে নাকি জলধারা আরও

প্রবলবেগে বেশী করিয়া পড়ে। রাজমহলে যে "মতি ঝরণা" নামক জলপ্রপাত দেখিয়াছিলাম, এস্থানও কতকটা সেইরূপ, তবে তাহা হইতে সহস্রধারাতে কিছু কম পরিমাণ জল পড়ে। এই সমস্ত দৃশ্য সম্ভোগ করিয়া, পথে জলযোগ করিয়া প্রায় সন্ধ্যায় বাঙ্গলাতে ফিরিলাম।

পর দিন সীতাকুণ্ড ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে রেল গাড়ীতে "বাড়বাকুণ্ড" নামক ষ্টেশনে গেলাম। সেখান হইতে প্রায় ১½ মাইল পথ হাটিয়া "বাড়বাকুণ্ড" নামক এক অদ্ভুত কুণ্ড দেখিতে গেলাম। ইহাও সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথ পাহাড়েরই Extension, কিছু পূর্ব্বদিকে। ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠিলাম। একটী অনুচ্চ শৃঙ্গের উপরিভাগে এই কুণ্ড। ইষ্টক নির্ম্মিত দেয়াল দ্বারা ঘেরা। বেশ গভীর বলিয়া মনে হইল। এই কুণ্ডের মাঝখানে বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বদাই দাউ দাউ করিয়া জলের উপর অগ্নি জলিতেছে। কি বিচিত্র দৃশ্য! পার্শ্বের জলে হাত দিয়া দেখিলাম জল তত উষ্ণ নয়। কোন কোন যাত্রী সেই কুণ্ডের পার্শ্বে নামিয়া স্নানও করিল। আমরা স্নান করিলাম না। এই কুণ্ড হইতে নিয়ত জলধারা একটী নালা দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিম্নদিকে যাইতেছে। এখানেও একটী শিবের মন্দির আছে। পাণ্ডাও আছে। তাহাদিগকে কিছু পয়সা দিলাম। প্রায় ২ ঘণ্টাকাল এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া হাটিয়া বাড়বাকুণ্ড ষ্টেশনে ফিরিলাম এবং তথা হইতে ট্রেইনে সীতাকুণ্ড গেলাম। সীতাকুণ্ডে শ্রীযুক্ত হরকিশোর

অধিকারী মহাশয় (এখন রায় সাহেব) আমাদের পাণ্ডার কার্য্য করিলেন। ইনি একজন শিক্ষিত, সভ্য ও উদার শ্রেণীর লোক। সাহেবসুবাদের নিকটও বেশ প্রতিপত্তি আছে। সেখানকার স্কুল, স্বাস্থ্য কমিটি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক লোক-হিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন। চতুর্থদিনে আমরা চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসিলাম। ইহার মাসখানেক পরে আমার এক আত্মীয়া (Mrs. J. Niogy), রেণু, নির্ম্মল ও অমলকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে চন্দ্রনাথ তীর্থ দেখাইতে পুনরায় তথায় গিয়াছিলাম। সরকারী কার্য্যের জন্য আমি একলা আরও দুএকবার গিয়াছিলাম। রাজকার্য্যোপলক্ষে বিনাব্যয়ে "বৈদ্যনাথ", "কামেখ্যা" ও "চন্দ্রনাথ" এই তিনটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে ভ্রমণ ও দর্শন আমাদের সৌভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

সাগর দর্শন।

একদিন অপরাহ্নে আমরা সকলে ২খানা ফিটন গাড়ী ভাড়া করিয়া সহর হইতে ৫॥ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র দেখিতে গিয়াছিলাম। নির্ম্মল ও ধুম নিবাসী বীরেনবাবু বাইসিকলে গিয়াছিল। তখন ভাটার সময় ছিল। সমুদ্রের উপকুল হইতে জল প্রায় এক মাইল দূরে ছিল। এই বালুকাপূর্ণ সমতল সৈকতে মেয়েরা দৌড়িয়া গিয়া সাগরের জল স্পর্শ করিলেন। সকলেই জল মাথায় দিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত জলেও হাটিলেন। প্রায় ১½ মাইল দূরে জেলেরা মৎস্য ধরিতেছে। সমুদ্র তরঙ্গ ভীতির সঞ্চার করিলেও আমরা আনন্দের সহিত সেখানে বিচরণ করিলাম।

সন্ধ্যা সমাগত। বামদিকে চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ শৈলশ্রেণী নীলাভ পরিদৃশ্যমান। সম্মুখে অনন্ত সাগর। কি বিচিত্র শোভা! "দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী তমাল তাল বনরাজী নীলা, আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা"। প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। সোণার থালা সাগরের পশ্চিমাংশে ধীরে ধীরে ডুবিল। আমরা জোয়ার আসিবাব ভয়ে তাড়াতাড়ি সৈকত পার হইয়া গ্রামে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাসায় ফিরিলাম।

চট্টগ্রামে আহার্য্য জিনিষ মন্দ পাওয়া যাইত না। তবে Railway strike এর সময় মৎস্য আমদানি বন্ধ হওয়াতে মৎস্য দুর্ল্লভ হইয়াছিল। আমি কালীবাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটী সুন্দর (যদিও পুরাতন) দ্বিতল গৃহ পাইয়াছিলাম। ধুমের বাবুদের বাসারই নিকটে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে। ধুমের বাবুদের পরিবারের সহিত আমাদের বেশ সখ্যতা ও বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। সময় সময় রাত্রিতে আমার বাসাতেই Bridge খেলা হইত।

চিটাগঙ্গ ক্লাবটী বড় সুন্দর। একখানি সুন্দর গৃহ, তাহাতে Billiards table, ছোট Library এবং Bridge খেলার এক ফরাস ছিল। প্রাঙ্গণে পাকা Tennis Court. আমি যাওয়ার পরই ক্লাবের মেম্বর হইয়াছিলাম। দিন ভাল থাকিলে প্রায় প্রতিদিন সেখানে গিয়া টেনিস খেলিতাম। নির্ম্মল, অমল ও রেণু বৈশাখমাসে

ক্লাব।

কলেজ বন্ধ হইলেই তথায় আসিয়াছিল। নির্ম্মল সেবার বি, এ, পাশ করিল। সেও ক্লাবে গিয়া প্রতিনিয়ত টেনিস খেলিত। ক্লাবটী আমাদের বাসা হইতে প্রায় ১½ মাইল দূরে সহরের উত্তরদিকে অবস্থিত। সন্ধ্যার সময়ই প্রায় বাসায় ফিরিতাম। স্থানীয় স্বাস্থ্য খুব ভাল নয়। মাঝে মাঝে জ্বরজারি হইত। আমি নিজে প্রায় ৭ দিন জ্বরে বেশ ভোগিয়াছিলাম। ঈশ্বরকৃপায় ছেলেপেলে কেহ অসুস্থতায় কষ্ট পায় নাই।

চট্টগ্রাম থাকার সময় জুলাইমাসে যোগেশের নিকট এক হাজার টাকা পাঠাইলাম। তাহাদ্বারা সে আমাদের গ্রামের স্বর্গীয় দীননাথ চন্দ মহাশয়ের টাঙ্গাইলের বাসা, তাঁহার স্ত্রী ও পোষ্যপুত্র দেবেন্দ্র নাথ চন্দের নিকট হইতে ক্রয় করিল। এই সম্পত্তি আমার স্ত্রী প্রফুল্লকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামেই কওয়ালা করা হইল। এই বাসা ক্রয় করার পর শ্রীমান রমেশ চন্দ্র সিংহ তথায় প্রায় দুই বৎসর বাস করিয়াছিল। আমি তাহার নিকট ১০০৲ পাঠাইয়াছিলাম, তদ্দারা সে মাটি উঠাইয়া স্থান ভরট করিয়াছিল। কিন্তু বাসার খরের ঘরগুলি আর বেশী improve করিতে পারে নাই। পরে সমস্ত ঘরগুলি নষ্ট প্রায় হওয়াতে টিনের ঘর উঠানের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল।

আমাদের চট্টগ্রাম প্রবাস শেষ হইতে চলিল। এমন সময় অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথমেই একটী শোচনীয় সংবাদ পাইয়া

ব্যথিত হইলাম। আমার জননীস্থানীয়া বরদা সুন্দরী দেবী শাঁকরাইল গ্রামে বন্ধু তারিণীর বাড়ীতে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এপর্য্যন্ত তাঁহাকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া সাহায্য করিতাম। তাঁহার প্রয়োজন মত কখনও কখনও কিছু বেশীও পাঠাইতাম। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শ্রাদ্ধের জন্য তারিণী বাবুর নিকট পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম।

মা বরদা সুন্দরীর মৃত্যু।

১৯২১।৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি চট্টগ্রামের কার্য্যের charge বুঝাইয়া দিলাম। সেই দিন সমস্ত জিনিষ এক মাল গাড়ীতে বোঝাই করিয়া ঢাকা পাঠাইয়া দিলাম। পর দিন রাত্রিতে আহারান্তে ভগবান স্মরণ করিয়া ট্রেইনে রওনা হইলাম। সঙ্গে প্রফুল্ল, রেণু, অনু, ডলি, কালীনাথ ও জয়কৃষ্ণ ভৃত্যদ্বয়, কুকুর Leo, ও পোষা বেড়াল পুসি আসিল। ভোর বেলা ট্রেইন চাঁদপুর পঁহুছিল। ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ আসিলাম। তথা হইতে ট্রেইনে ঢাকা পৌঁছিলাম।

২২শ পরিচ্ছেদ।

ঢাকা।

১৯২১।১০ই সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা ঢাকা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। প্রথম টিকাটুলিস্থ ‘গগন কুটীর’ নামক গৃহ ভাড়া লইয়া তিন সপ্তাহ তথায় থাকিলাম। কিছু দিন বিশ্রামের পর, ১৬ই সেপ্টেম্বর কাজে ভর্ত্তি হইলাম। আমি Treasury ও অন্য কতক Revenue কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলাম। ইহা অসম্ভব নয় যে উপরওয়ালাদের ইঙ্গিত মতই আমাকে শুধু revenue কার্য্য প্রদত্ত হইল। আমি কিন্তু ইহাতে আনন্দ ও সোয়াস্তি পাইলাম। বৃদ্ধবয়সে একঘেয়ে ফৌজদারী মামলা করা, দিস্তা দিস্তা সাক্ষীর জবানবন্দী লেখা, উকীল মোক্তার বাবুদের দীর্ঘ জেরা ও বক্তৃতা শোনা, অসত্যের স্তূপ হইতে সত্যোদ্ধারের বৃথা চেষ্টা করা, দণ্ডবিধি প্রভৃতি আইন ঘাটা, ঘৃণিত অপরাধের অশ্লীল ও ভীষণ কাহিনী শোনা, দস্যুতস্কর দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী অপরাধীদের সংসর্গে অফিসের জীবন যাপন করা,—প্রকৃতই একরূপ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনের অধিকাংশ সময় এই সব অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়া জীবনের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আমি প্রফুল্লচিত্তে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া এই revenue কার্য্য করিতে লাগিলাম।

রেভেনিউ কার্য্য।

কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কাল আমি এখানে কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম। Treasury, Certificate, Nezarat, Partition, Munshikhana, Record Room প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কার্য্য করিলাম। এখানকার কার্য্যে কিছু বিশেষত্ব কিংবা কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই। কর্তৃপক্ষগণ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট ছিলেন তাহাও বলিতে পারি না। তবে কোন সময়েও কোনকার্য্যে ক্রুটী বা দোষ ঘটে নাই। সুতরাং offiicial কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই উল্লেখ যোগ্য নাই।

পূর্ব্ববাসা ছাড়িয়া, অক্টোবরের প্রথমে Walter Road স্থিত (now called Rhishikesh Das Road) হৃষিকেশ দাস মহাশয়ের ভাড়াটীয়া এক সুন্দর দ্বিতল গৃহ মাসিক পঞ্চাশ টাকাতে ভাড়া লইয়া তথায় গেলাম। এখানে পূর্ব্বে ঝুলন হইত বলিয়া ইহাকে 'ঝুলন বাড়ী' বলে। ১৯২৫ সনের ৩রা জুন পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতেই বাস করিলাম। এখানে পারিবারিক জীবনের কতকটী গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

ভাদ্রমাসের শেষদিকে (সেপ্টেম্বরের মাঝদিকে) সংবাদ পাইলাম কলিকাতাতে বিমলচন্দ্রের একটী কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। পরে এই কন্যাকে "কুন্তী" বা "কুন্তু" বলিয়া ডাকা হইত। পর বৎসর ১৯২২। ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীরঞ্জন রাহা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট হইতে ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর পশ্চিমে আজিমপুরা নামক স্থানে ১॥ বিঘা কি ১। বিঘা জমি ক্রয় করিলাম। ঢাকাতে একখানা পাকা বাড়ী

করার সংকল্প বহু দিন হইতে মনে জাগিত। এই স্থানটী বাড়ী প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী মনে হইল। বিশেষতঃ নলিনীবাবুর তখন অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, তাঁহার প্ররোচনায়ও আরো প্রলুব্ধ হইলাম। এই জমি পিলখানা হইতে অল্প পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। দক্ষিণে পিলখানা রোড, পূর্ব্বে মসজিদে যাওয়ার রোড, উত্তরে মসজিদ, পশ্চিমে নলিনীবাবুর অন্য জমি যাহা তিনি পরে Hindusthan Co-operative Assurance Companyর নিকট বিক্রি করিয়াছেন। মার্চ্চ মাসে সমস্ত মূল্য দিয়া প্রফুল্লের নামে কওয়ালা করিয়া লইলাম। এই স্থান সহর হইতে প্রায় ১½ মাইল দূর, ছেলেরা ও গৃহিণী তথায় বাড়ী করা পছন্দ করিলেন না বলিয়া অন্যত্র পুনরায় ভূমি ক্রয়ের সন্ধানে থাকিলাম। এইবার বর্ষাতে দেশের বাড়ী পাকা করার জন্য চুন, সুরকি ও কাঠের দরজা, জানালা প্রভৃতি কিনিয়া নৌকাযোগে বাড়ী পাঠাইলাম।

১৯২২। ১লা জুন আমার শেষ কন্যা "মীরা" ঝুলন বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিল। Mrs. শশীমুখী নাগ ধাত্রী প্রসব করান। প্রসবে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার এক মাস

শেষ সন্তান ও গৃহিণীর অসুস্থতা।

'পর হইতে প্রফুল্ল সূতিকারোগে আক্রান্ত হন, পরে এই রোগ ভীষণ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। কয়েক মাস পর্য্যন্ত স্থানীয় ডাক্তার, কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইলাম। কোন ফল হইলনা। অবশেষে তাঁহাকে স্বাস্থ্যকরস্থানে নিয়া চিকিৎসা করার

প্রয়োজন হইতে পারে ইহাই মনে হইল। আর আমি নিজে তাঁহার শুশ্রূষা ও দেখাশুনা করার জন্য ৬ মাসের ছুটী প্রার্থনা করিলাম। ছুটী মঞ্জুর হইল, ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ছুটী avail করিলাম। প্রথমতঃ পূজার সময় প্রফুল্লকে বাড়ী নিয়া গেলাম। একখানা Green boat ভাড়া করিয়া বাড়ী যাতায়াত উপলক্ষে প্রায় ১৫ দিন এই Green boatএ বাস করিয়া ঢাকা ফিরিলাম। সামান্য উপকার হইল বটে, কিন্তু আসল পীড়ার কিছুই হইলনা। ভাবিলাম শীতঋতুতে তাঁহার শরীর ভাল হইবে। নবেম্বর মাস ঢাকার বাসায়ই রহিলাম। ক্রমে পেটের অসুখ বাড়িল, রক্তশূন্যতা, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিল। অনেকেই স্থানান্তরে changeএ নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। প্রফুল্লও নিজে বলিলেন "একবার দেওঘর গিয়া জীবন পাইয়াছিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলে হয়"। আমি তাঁহাকে লইয়া দেওঘর যাওয়া স্থির করিলাম এবং বাড়ীর জন্য শ্রীমান জানকী নাথ নাগকে চিঠী লিখিলাম (জানকী তখনও Deoghur Subdl. Officerএর কোর্টে Copyist এর কার্য্য করিতেন)। রোগিণীর শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও ১১ই ডিসেম্বর তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। সঙ্গে অনু, ডলী, মীরা ও পাচক অক্ষর ঠাকুর চলিল। নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দ ষ্টেশনে stretcherএ করিয়া রোগিণীকে উঠান নাবান হইল। এইভাবে কলিকাতা পঁহু-ছিয়া, পর দিন দিনের গাড়ীতে আমরা দেওঘর রওনা হইলাম।

রাত্রিতে দেওঘর পঁহুছিলাম, তখন রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। কোনরূপে জানকীর বাসায় নিয়া উঠাইলাম। পর দিন আহারান্তে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় গেলাম।

এই বাসা Subdl. Officerএর বাসার উত্তর দিকে, নন্দন পাহাড় যাওয়ার রাস্তার পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিমদিকে খোলা মাঠ, উচ্চ নীচ ভূমি, ছোট পাহাড়; পশ্চিমা হাওয়া বেশ খেলে। উত্তরদিকে রমণীয় নন্দন পাহাড়। বাড়ীটী বেশ। দেওঘর যাওয়ার পর হইতেই প্রফুল্লের জ্বর বাড়িয়া গেল। তখন তিনি সূতিকা-রোগের এক Specific medicine খাইতেছিলেন। তাহাই চলিল। চতুর্থ কি পঞ্চম দিন হইতে জ্বর কমিতে লাগিল। দুএক দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। পেটের অসুখও কমিতে লাগিল। দুই সপ্তাহ মধ্যে সমস্ত খারাপ উপসর্গগুলি অন্তর্হিত হইল। কেবল রহিল দুর্ব্বলতা ও রক্তশূন্যতা। আহারে একটু করিয়া রুচি বাড়িতে লাগিল। তখন নন্দন-পাহাড়ে যাওয়ার পথে অল্প অল্প হাটিতেন। পরে একটু দূরেও হাটিতেন। এইভাবে ভগবানের কৃপায় তিনি ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। খৃষ্টমাসের সময় নির্ম্মল, অমল ও রেণু কলিকাতা হইতে আসিয়া জুটিল। কতক দিন পর ভূষণ বাবু (সত্যেন্দ্র চরণ ঘোষ) ও তাঁহার কন্যা মণীকে নিয়া আসিলেন। নির্ম্মলেরা ১৫।১৬ দিন থাকিয়া চলিয়া গেল। রেণু কয়েক দিন রহিল।

দেওঘর স্বাস্থ্যাবাসে

২০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেওঘরে স্থায়ী বাসিন্দা ছিলাম। সুতরাং প্রফুল্ল পূর্ব্বপরিচিত পরিবারে দুই চারিটী বন্ধু পাইলেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে দেখিতেন। পরে তিনিও তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন। অনেক নূতন নূতন মহিলাদের সহিত পরিচয়ও হইল। ঢাকা হইতে রায় বাহাদুর রেবতী মোহন দাস মহাশয় ও হৃষিকেশ বাবুর পরিবারও দেওঘর আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমি তো সেখানে অনেকেরই পরিচিত। অফিসে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তথাপি উকীল, মোক্তার ও আমলাদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত লোক পাইলাম। সেখানে এক নূতন Social club হইয়াছে, তাহাতে Member হইলাম ও অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশিবার সুবিধা পাইলাম।

১লা জানুয়ারি "ঝসাগড়ি" নামক দেওঘরের পূর্ব্বপ্রান্তে একজন ধনী মাড়োয়াড়ী তাঁহার রমণীয় গৃহে clubএর মেম্বর-দিগকে একটী প্রীতিসম্মিলনসূচক পার্টি দিলেন। সেখানে সঙ্গীতাদি আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল। আমি তাঁহা-দিগকে কোনরূপ entertainment দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একটী Serio-comic speech প্রস্তুত করিয়াছিলাম। Subject ছিল "Malaria Conferente of Bengal". তাহাতে President ও অপর কয়েকজন delegates ডাক্তার, পণ্ডিত, উকীল, সমাজসংস্কারক প্রভৃতি বক্তাগণ কি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, আমি তাহা reproduce করিলাম। আমি extempore বলার ন্যায় মুখে মুখে এই বক্তৃতা করিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল ইংরাজীতে এই বক্তৃতা করিলাম। কেবল পণ্ডিতের বক্তৃতা পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গলা ভাষায় করিলাম। উপসংহারে সকলকে নববর্ষের অভিনন্দন জানাইলাম। ইহাতে সমস্ত মেম্বারগণ বড় আমোদ পাইয়া আমার বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন আমি একজন ভাল ইংরেজীতে অভিজ্ঞ বক্তা। মাড়োয়াড়ী বাবু আমাদিগকে নানাপ্রকার সুখাদ্য উপাদেয় আহার্য্যদানে ও সৌজন্যতায় বিশেষ আপ্যায়িত করিলেন।

ইহার কয়েক দিন পর স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্য (স্বামী উপাধিধারী এক ব্রহ্মচারী) আসিয়া স্বামীজির জীবন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিবেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের এক সভা আহূত হইল। স্থানীয় Rajnarain Bose লাইব্রেরীগৃহে তাহার অধিবেশন হইল। সহরবাসী সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও স্থানীয় পাণ্ডা প্রভৃতি অনেক সে-সভায় উপস্থিত হইলেন, আমিও তথায় গেলাম। প্রথম স্বামীজি বক্তৃতা করিলেন। পশ্চিম-বঙ্গবাসী, বেশ বাঙ্গলা বলিলেন, কিন্তু নূতন বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন। তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। এক ভদ্রলোক লিখিত এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তখন আমি উঠিয়া স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে বাঙ্গলাতে ১০।১২ মিনিট একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলাম। সভা ভঙ্গ হইলে অনেকে আমার নিকট আসিয়া আমার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিলেন। এইবার

আমি changeএর সমস্ত বাবুদের নিকট বিশেষ পরিচিত হইলাম। ইহার পরই তাঁহারা clubএ আমাকে আর একটা serio-comic speech দিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমি "Social conference" সম্বন্ধে আর একটী comic speech প্রস্তুত করিয়া Clubএ এক সান্ধ্য সমিতিতে তাহা মৌখিক delivery করিলাম। অমৃত বাজারের স্বত্বাধিকারী দু একজন বাবু সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তার পর সেই কাগজে এই বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক সমালোচনা বাহির হইল। কয়েক দিন পর Subdl. Officer শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে টেনিস খেলার উপলক্ষে এক পার্টি দিলেন। অপরাহ্নে টেনিস খেলিলাম। তার পর জলযোগ করিয়া তাঁহার বাসায় সকলে একত্রিত হইলাম। সেখানে আমাকে সকলে একটী comic speech দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি "Some scenes from the Court of an Indian Ruling Chief" নাম দিয়া এক বক্তৃতা করিলাম, সকলে হাসিয়া আকুল। দেওঘরে কোন কার্য্য ছিল না, ঐ speechটী কিছু দিন পূর্ব্বেই লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম। প্রায় প্রতিদিন ক্লাবে গিয়া Bridge খেলিতাম। অল্পসময়ের মধ্যে Club এর সভ্যদের এত প্রীতি সম্ভোগ করিয়াছিলাম যে, আমি চলিয়া আসার সময় তাঁহারা আমাকে এক farewell পার্টি দিলেন। সে পার্টিতেও আমাকে Malaria conference এর speechটি পুনরাবৃত্তি করিতে হইল।

আমিতো খুব popularity gain করিলাম। এদিকে আমার কন্যাগণ মহিলাসমাজে "এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে" হইয়া উঠিলেন। এক দিন অনেক মহিলা আমার বাসায় আসিয়া মেয়েদিগকে গান গাইতে বলিলেন। আমার সঙ্গে হারমোনিয়াম ছিল না, এই অজুহাতে মেয়েরা গান গাইতে নারাজ। তখনই সাবডিভিসনাল অফিসারের বাড়ী হইতে এক হারমোনিয়াম আনা হইল। মেয়েরা (অনু ও ডলী) কোরাসে প্রথম গান গাইল। পরে রেণু একলা গাইল। সবই রবীন্দ্রনাথের গান। মহিলাগণ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁহারা স্বস্ব স্থানে ফিরিয়া গিয়া রটাইয়া দিলেন "ঢাকা হইতে অমুকের বাড়ীতে তিনটী মেয়ে আসিয়াছে, তাহারা বড় সুন্দর গায়"। পর দিন হইতেই মেয়েদিগের অন্য অন্য বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তাহারা বিভিন্ন বাড়ী গিয়া গান গাইত এবং সেখানেই রীতিমত একটী চা পার্টি হইত। সেসময়ে Major D. N. Gupta M. B. দেওঘর হাঁসপাতালের ডাক্তার ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা, তাঁহার বাড়ীতে এক party হইল, যেখানে অনেক বাঙ্গালী মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া এই গান শুনিলেন। তাহারা "বর্ষামঙ্গল" ও "ফাল্গুনীর" প্রায় সমস্ত গানই পালার মত গাইত। এতদ্ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেক গান গাইত। মাঘোৎসবের সময় স্থানীয় সমাজে আমরা যোগ দিলাম। সেখানেও মেয়েরা গান করিল। মেয়েদের দৌলতে গৃহিণীও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলেন।

পূর্ব্বে দেওঘর বাসকালে আমরা রাজনারায়ণ বাবুর নামে যে ক্ষুদ্র Libraryর সূচনা করিয়া গিয়াছিলাম, আজকাল সে লাইব্রেরীর একখানি সুন্দর পাকা বাড়ী হইয়াছে। রেইল ষ্টেশনের পূর্ব্বে ও সহরের দক্ষিণাংশে এই লাইব্রেরীর গৃহ ও প্রাঙ্গণ। অনেকগুলি ইংরেজী ও বাঙ্গালা বইও হইয়াছে। হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য যে সব বাঙ্গালী দেওঘর আসেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই সুন্দর Libraryর সদ্ব্যবহার করেন। আমিও লাইব্রেরীতে কিছু অর্থ দিয়া তিন মাসের জন্য মেম্বর হইলাম। জানিলাম অবসর প্রাপ্ত District and Sessions Judge রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একান্ত যত্নে লাইব্রেরীর অবস্থা এত উন্নত হইয়াছে। তিনি তখনও দেওঘর নিজগৃহে বাস করিতেছিলেন।

প্রফুল্ল কিয়ৎপরিমাণে সুস্থতা লাভ করিলেই এক দিন আমরা ৺বৈদ্যনাথের মন্দিরে গিয়া পূজা দিলাম। আমাদের পারিবারিক পাণ্ডা ৺শ্যামাচরণ মিসিরের পুত্র চন্দ্রশেখর মিসির পৌরহিত্যের কার্য্য করিলেন। পরে তিনি আমাদের জন্য আরও ২।৩ দিন পূজা দিয়াছিলেন।

রিখিয়া।

এক দিন ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা প্রফুল্ল ও কন্যাগণ সহ দেওঘর হইতে ৫।৬ মাইল উত্তরে 'রিখিয়া' নামক স্থানে যে এক নূতন স্বাস্থ্যকামী বাবুদের বসতি হইয়াছে, সেই স্থান দেখিতে গেলাম। শ্রীযুক্ত রেবতী-বাবুও তাঁহার সঙ্গীয় মেয়েদিগকে লইয়া অন্য গাড়ীতে আমাদের

সঙ্গেই তথায় গেলেন। সেদিন রিখিয়ার হাট ছিল। মেয়েরা হাটে বেড়াইলেন। সেখানে আহার্য্য বিশেষ কিছুই মিলিল না। টাট্‌কা মুড়ি কিছু কেনা হইল। সঙ্গে আমাদের সন্দেশ প্রভৃতি খাদ্য ছিল। হাট হইতে রেবতীবাবু স্থানীয় তন্তুবায়দের প্রস্তুত কতকগুলি মোটা সুন্দর গামোছা (napkin) কিনিলেন। হাট হইতে আমরা ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গৃহে গিয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম এবং সঙ্গে যে আহার্য্য ছিল তদ্দ্বারা জলযোগ সম্পন্ন করিলাম। বেশ সুন্দর বাড়ী। ফল ও ফুলের বাগান আছে। এক নারিকেলী কুল গাছে কুলগুলি প্রায় পাকিতে আরম্ভ হইয়াছিল। মেয়েরা সেই অপক্ব কুলই নিজেরা পারিয়া খাইলেন। বাগানের মালি বেচারা ভয়ে ভয়ে হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েদিগকে যথেচ্ছ কুল পারিতে অনুমতি দিয়াছিল। সন্ধ্যাগমে আমরা স্বভাবের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দেওঘর ফিরিলাম।

এক দিন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহ দেখিতে গেলাম, তীর্থযাত্রার মত। প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে যে কামড়াতে বসিয়া সেই স্বর্গীয় জনপূজ্য সাধুর সহিত আলাপাদি করিয়াছিলাম, তাহা আজ শূন্য। সে গৃহের পূর্ব্বশ্রীও বিনষ্ট হইয়াছে। সাধুর একমাত্র জীবিত পুত্র মুনীন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইল। তিনি আমার পূর্ব্বপরিচিতই ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত "দেওঘর বাস" স্মৃতির ইতিহাসে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বালানন্দ ব্রহ্মচারীর উল্লেখ আছে। তিনি

পূর্ব্বে তপোবনে থাকিতেন। এখন দেওঘরের পূর্ব্ব প্রান্তে 'ঝসাগড়ী' নামক স্থানে এক পরম রমণীয় আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে শিব ও কালীর দুইটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই আশ্রম স্থাপিত। সেখানে অতিথিশালা, শিষ্যাবাস, বেদ বিদ্যালয়, প্রভৃতি অনেকগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ হইয়াছে। কর্ম্মচারীদের বাসের স্থান, অফিসাদিও আছে। প্রাঙ্গণে ফুল, ফল তরিতরকারীর বাগান। আশ্রমের এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিলে একদিকে যেমন ধর্ম্মের ভাব জাগ্রত হয়, অপরদিকে রাজসিক সুখ সচ্ছন্দতার ভাবও মনে আসে। এক দিন প্রফুল্ল ও কন্যাগণকে লইয়া আশ্রমে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিতে গেলাম। ব্রহ্মচারী তখন তাঁহার শয়নগৃহে ছিলেন। তিনি শিষ্যগণ ও দর্শকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শিবমন্দিরের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত বারেন্দা বা রোয়াকে বসিয়া আলাপাদি করেন এবং উপদেশ দেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ভাই পূর্ণানন্দ স্বামী অন্য একটী মন্দিরের পার্শ্বের ঘরে থাকেন। প্রথম তাঁহার নিকট গিয়া আত্মপরিচয় দিলাম। ২০ বৎসর পর আমাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আমি তাঁহাদের জন্য কিছু ফল ও মিষ্টদ্রব্য নিয়াছিলাম। সযত্নে তাহা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গৃহে বসিতে দিলেন। অল্পপরে ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার বসিবার স্থানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। স্বামী আমাদিগকে তাঁহার নিকট নিয়া আমার

স্বামী বালানন্দের আশ্রম।

পরিচয় দিলেন। আমি তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলে তিনি আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অভ্যর্থনাসূচক বাক্য বলিতে লাগিলেন এবং পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশ বৎসর পরে সাক্ষাৎ। উভয়ের চেহারা অনেক পরিবর্ত্তিত। আমি পূর্ব্বে শ্মশ্রুধারী যুবক ছিলাম, এখন শ্মশ্রুবিহীন শ্বেতকেশ বৃদ্ধ। তিনি আমাকে প্রথম দর্শনে না চিনার জন্য লজ্জা প্রকাশ করিয়া কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন। আর সমবেত ভদ্রলোকদের নিকট আমার অযথা প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন "ইনিই আমাকে দেওঘর রাখিয়াছিলেন।" প্রফুল্ল ও কন্যাগণ প্রণাম করিলে তাঁহাদিগকে মিষ্টবচনে স্নেহ প্রকাশ ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনেক সময় আমার সহিত আমার এই বিশ বৎসরের জীবনের আলাপাদি হইল। তৎপর ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেদিন তাঁহার সমস্ত উপদেশ আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অন্য দর্শক ও শিষ্যদিগকে দিলেন। তাহার প্রধান কথা এইরূপ ছিলঃ—"দেখ, এই পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য, ধনোপার্জ্জন, পরিজনপালন, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, নির্লিপ্ত হইয়া করিবে। এ জীবন, এ সংসার তোমার কিছুই নয়। তোমার মহাপ্রস্থানের সময়, সকল ছাড়িয়া তোমাকে যাইতে হইবে। এমন কি তোমার প্রিয়তম দেহখানিও পশ্চাতে থাকিবে। তুমি "ম্যানেজার" হইয়া কার্য্য করিবে। ম্যানেজার মনে মনে বিলক্ষণ জানে সমস্ত বিষয়ের মালিক একমাত্র রাজা,

তাই রাজার আদেশ ও ইচ্ছার সাপেক্ষ হইয়া যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, নিজে তাহার ফল ভোগের আশা রাখে না। সেইরূপ তুমিও বিশ্বরাজের "ম্যানেজার" হইয়া কার্য্য করিবে ইত্যাদি।" তিনি একজন ভাল Conversationalist; উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি হইতে quotation করিয়া ও দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার উপদেশগুলিকে সরস ও মনোহর করিতেন। সন্ধ্যাগত প্রায় সময় স্বামী পূর্ণানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "ইহাদিগকে নিয়া প্রসাদ খাওয়াইয়া দেও"। আমরা প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি দেওঘর থাকাকালে আমাদিগকে সর্ব্বদা তথায় যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। স্বামী পূর্ণানন্দ আমাদিগকে তাঁহার গৃহে বসাইলেন। মেয়েরা দু একটী সঙ্গীত গাহিলেন। অনেক শিষ্য সঙ্গীত শুনিতে সমবেত হইলেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় আমাদিগের সঙ্গে প্রসাদ দিয়া এবং সেই সঙ্গে একটী বৃহৎ পাকা পেপে দিয়া ভাই পূর্ণানন্দ আমাদিগকে বিদায় করিলেন। আমি পূর্ব্বে দেওঘর বাসকালে স্বামী পূর্ণানন্দকে ভাই বলিয়া ডাকিতাম, তখন তিনি প্রায় অজাতশ্মশ্রু বালক ছিলেন। আমরা গাড়ীতে রাত্রি ৯টার সময় বাসায় ফিরিলাম। দেওঘর থাকাকালে আরও এক দিন আশ্রমে গিয়া ব্রহ্মচারীর উপদেশ শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলাম।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে সত্যেন্দ্র বাবু ও তাঁহার কন্যা মণী কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পর রেণুও

কলিকাতা তাহার Boarding (Brahmo Girls School Boarding) এ চলিয়া গেল। প্রফুল্ল তখন সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু শরীর তখনও খুব শোধরায় নাই। তবে বেশ বেড়াতেন, আর তাঁর ক্ষুধাও বাড়িয়াছিল। প্রায়ই নন্দন পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। পূর্ব্বযাত্রায় একবার এই পাহাড় হইতে বাসায় ফিরিতে রাস্তা ভূলিয়া দূরতর গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন নন্দন পাহাড়ে কোন গৃহ ছিল না। এখন একটী ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির হইয়াছে, একজন পূজরীও থাকেন।

আমরা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত দেওঘর রহিলাম। এই প্রায় তিন মাসের প্রবাস আমরা খুব উপভোগ করিলাম। দুএক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ, পার্টি, picnic প্রভৃতি বেশ সম্ভোগ করা গেল। প্রায় প্রতিদিনই আমি নিজে বাজারে গিয়া আহার্য্য জিনিষ কিনিয়া আনিতাম। মৎস্য, মাংস, তরিতরকারী প্রভৃতি সকলই নূতন প্রতিষ্ঠিত মিউনিসিপাল মার্কেটে মিলিত। কিন্তু সব জিনিষই দুর্ম্মূল্য। দেওঘরের দধি ও প্যারা খুব উপাদেয় খাদ্য। প্রায়ই কিনিতাম। তবে পূর্ব্বে যেন উভয় জিনিষই অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। একজন ঢাকা বাসী বাঙ্গালী বেশ মিঠাইয়ের দোকান করিয়াছে, তাহার দোকান হইতে প্রায়ই সন্দেশ লইতাম। পূর্ব্বে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি ছানার মিঠাই পাওয়া যাইত না।

আমার ছুটী শেষ হইতে চলিল। প্রফুল্লও স্বাস্থ্যলাভে অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সুতরাং ঢাকা ফিরিতে প্রস্তুত

হইলাম। রেবতী বাবু ও আমরা উভয়ে এক সঙ্গে কলিকাতা পর্য্যন্ত   হইল ১৯২৩।১লা মার্চ্চ অপরাহ্নে আমরা দেওঘর ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম। অনেক বন্ধু ও মহিলাগণ আমাদিগকে বিদায় দিতে তথায় উপস্থিত হইলেন; কেহ কেহ বৈদ্যনাথ জংসনেও আসিলেন। জংসনে তাঁহারা ও পোলিশ কর্ম্মচারী স্থানীয় ষ্টেশনের লোকদের সাহায্যে আমাদিগকে প্রায় একখানা খালি Inter classএর গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। ভাবিলাম বেশ সুবিধা হইল। কিন্তু মধুপুর ষ্টেশন হইতেই ক্রমে লোক উঠিতে লাগিল। বর্দ্ধমান যখন পৌঁছিলাম, তখন রীতিমত Blackhole tragedy হওয়ার গতিক। অনেকে দাঁড়াইয়া রহিল। বহু রমণী ছেলেপেলে লইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে বসিবার স্থান দিতে গিয়া আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম অথবা জিনিষপত্রের উপর কোনরূপে বসিলাম। এইরূপ দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাতে ৬।৭টার সময় হাওড়া পঁহুছিলাম। কলিকাতা এক দিন থাকিয়া ঢাকা ফিরিয়া আসিলাম।

১৯২৩।৫ই মার্চ্চ পুনরায় ঢাকা অফিসে কার্য্যে ভর্ত্তি হইলাম। এবারও Revenue departmentএর কার্য্যভার পাইলাম।

পুনরায় ঢাকাতে।

পূর্ব্বের মতই নীরবে কার্য্য করিতে লাগিলাম। এইবার Easter Holidaysএর সময় ৩০শে মার্চ্চ তারিখে ময়মনসিংহ হইয়া ট্রেইনে একলা বাড়ী গেলাম। পোড়াবাড়ী হইতে পালকি করিয়া প্রথম টাঙ্গাইল

গেলাম। বরিশাল থাকার সময় টাঙ্গাইলে আমি আমাদের গ্রাম-বাসী ৺দীননাথ চন্দ উকীল মহাশয়ের বাসা ১০০০ টাকা মূল্যে আমার স্ত্রী প্রফুল্লের নামে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম। শ্রীমান রমেশ চন্দ্র সিংহ সেই বাসায় থাকিত। সেই বাসায় উপস্থিত হইলাম। রমেশ বাড়ী গিয়াছিল। জলযোগ করিয়া ও বিশ্রাম করিয়া পুনরায় পাল্‌কিতে সন্ধ্যার পর বাড়ী গিয়া পঁহুছিলাম। তখন বাড়ীতে দালানের কার্য্য আরম্ভ হইয়া প্রায় beam পর্য্যন্ত গাথনি শেষ হইয়াছিল। এই দালানের কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে suggestion ও উপদেশ ছিল, যোগেশকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। দেখিলাম যোগেশ বেশ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে দালানের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। ঢাকা হইতে চাঁদমিঞা নামক এক ওস্তাগার Head masonএর কার্য্য করিয়া অন্যান্য রাজ সহ দালান গাথিতেছিল। এই দালানের plan আমি ঢাকা হইতে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ৩।৪ দিন বাড়ী থাকিয়া পোড়াবাড়ী জগন্নাথগঞ্জ পথে ৪ঠা এপ্রিল ঢাকা ফিরিলাম। পোড়াবাড়ী হইতে এক হাঁড়ি রসগোল্লা ও কিছু চমচম কিনিয়া আনিলাম। ময়মনসিংহ ষ্টেশনে বিমল আসিয়া দেখা করিল। সে আমার জন্য ভাত, ডাল ও মৎস্যের ব্যঞ্জনাদি নানা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল। সঙ্গে তুলিয়া লইলাম। তাহাকে কতকটী রসগোল্লা দিলাম। বাসায় আসিলে মেয়েরা খুব আনন্দে রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করিল। দুচারজন বন্ধুকেও দেওয়া হইল।

এইবার নির্ম্মল চন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে ইংরেজীতে M. A. পাশ করিল। অমলও বি, এ. পাশ করিল। অমল পড়াশুনা কমই করিত। শুধু প্রতিভার বলে পাশ করিল। বিমলের মেধা ও প্রতিভা ছিল না, কিন্তু পরিশ্রম ও যত্নের ফলে সে পাশ করিয়াছিল। অন্য দুই ছেলের genius ছিল, application ছিল না, তাই তাহারা ভাল পাশ করিতে পারিল না। আমি লেখা পড়া বিষয়ে সন্তানগণকে উপদেশ দিতাম, কিন্তু শাসন করিতাম না। এবিষয়ে আমি পিতৃদেবের নিকট একটী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। তিনি বলিতেন শাসনদ্বারা ছেলেপেলের শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যে সখ করে বিদ্যা শিখ্‌তে চায়, তারই লেখাপড়া হয়। জানিনা ভবিষ্যতে পুত্রগণের কি গতি হইবে। আমি সময়ে সময়ে চিন্তিত হইয়াও ভগবানের হাতে সমস্ত সমর্পন করিয়া চিন্তা নিবারণ করি।

বর্ষাকালে বাড়ীর দালানের কার্য্যের জন্য রং, স্ক্রু ও লোহার কতক জিনিষ ও দুই শত মণ চূনা পাঠান হইল। বর্ষার শেষদিকে

পূজায় বাড়ীতে।

পূজার বন্ধের সময় প্রফুল্ল, বিমল, বধূমাতা ও কন্যাদিগকে লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী রওনা হইলাম। একখানা বড় ঘাসী নৌকাতে ১৫ই অক্টোবর রওনা হইলাম। পথে সিমুলিয়া বাজার হইতে মৎস্য, দুধ প্রভৃতি কিনিয়া, সিমুলিয়া স্কুলপ্রাঙ্গণে নৌকা রাখিয়া সেখানে স্নানাহারাদি সম্পন্ন করা গেল। স্কুলটী বড় মনোরমস্থানে। দক্ষিণ দিক খোলা, ধামরাই হইতে দ্বিতল স্কুল বিলডিংটী দেখা

যায়। তৃতীয় দিনে বাড়ী পঁহুছিলাম। তখন দালানের মাঝের কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিন কোঠাতে দরজা, জানালা, কপাটের কার্য্যও শেষ হইয়াছে। আমরা দালানের দুই কোঠা ব্যবহার করিলাম। রায়দের বাড়ীতে পূজাতে খুব কদিন নিমন্ত্রণ খাওয়া গেল। গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইতে হয়। শৈশবে পূজায় কত আমোদ, কত হর্ষ, কত প্রফুল্লতা দেখিতাম। কিন্তু বর্ত্তমানের জীবনসংগ্রামে, সমস্তই যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। জলকচুরীতে পুকুর, নালা, খাল সব পরিপূর্ণ। গ্রাম্য সমিতি হইতে তাহার বিস্তার নিবারণ চেষ্টা কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষ সফলতার সহিত নয়। পূর্ব্বে অনেক বাড়ীতেই পূজা হইত। এখন ভদ্রলোকদের ভিতর মাত্র রায়দের বাড়ী পূজা হয়। এক বর্দ্ধিষ্ণু সূত্রধর বাড়ীতেও এবার পূজা হইতে দেখিলাম। সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবীদের অবস্থা বরং কিছু ভাল দেখিলাম। অনেক নমঃশূদ্র বোধ হয় সামাজিক অত্যাচারেই গ্রাম ছাড়িয়া আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে।

আমার প্রথম শ্বশুর বাড়ীতেও ২।৩ দিন গেলাম। সেখানে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে অসুস্থঅবস্থায় দেখিলাম, তথাপি তাঁহার সস্নেহ আগ্রহ নিবন্ধন আমাদের সকলকেই তথায় এক দিন আহার করিতে হইল। শ্রীযুক্ত তারকবাবুদের বাড়ীতেও এক দিন ৺গোবিন্দরায় বিগ্রহের প্রসাদ লইতে হইল। গ্রামের কায়স্থগণ এবার পৈতা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ সেইজন্য

বিশেষ আন্দোলন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পৃথক হইয়া নিজেরা এক দিল বাঁধিয়াছেন। পুরোহিতগণ কায়স্থদের পৌরহিত্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্য গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া পুরোহিতের কার্য্য করেন। কায়স্থ ভদ্রমহোদয়গণ আমাকেও পৈতা গ্রহণের বিষয় বলিলেন। কিন্তু আমি ইহার বিরোধী। হিন্দুজাতির অধঃপতনের যতগুলি কারণ আছে, আমার মনে হয়, বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থান্বেষণে তাহাদের এক একটী গণ্ডী প্রস্তুত করাও তাহার অন্যতম একটী কারণ। বিভিন্ন জাতি কোথায় একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া উদার ও সনাতন হিন্দুজাতিকে শক্তি সম্পন্ন করিবেন, না পরস্পর হইতে পৃথক হইবার উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন। যোগেশও খুব পক্ষপাতী নয়, তবে গ্রামের সকল কায়স্থ পৈতা গ্রহণ করিলে তাহাকেও হয়তো সমাজের অনুরোধে গ্রহণ করিতে হইবে।

মাত্র ৬।৭ দিন বাড়ী থাকিয়া সেই সঙ্গের নৌকাতেই আমরা ঢাকা ফিরিলাম। আসার সময় মির্জাপুরের বাজার হইতে রসগোল্লা কিছু কিনিয়া আনা হইল। বাড়ী হইতে দেশের উৎকৃষ্ট দধিও এক হাঁড়ি আনিয়াছিলাম। ছেলেরা ২ জন বাসায় ছিল, তাহাদের জন্যই এই সব খাদ্যাদি আনা হইল। এইবারের নৌযাত্রাটি বেশ উপভোগ করা গেল।

পূজার পূর্ব্ব হইতেই রেণুর বিবাহের একটী প্রস্তাব চলিতেছিল। ঢাকাপ্রবাসী পণ্ডিত শশিকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই

প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ডিসেম্বরের শেষ দিক বিবাহের কথাবার্ত্তা প্রায় স্থির হইল। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র দাম মহাশয় কোচবিহার মাথাভাঙ্গায় ওকালতি করিয়া সেখানেই বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান মতিলাল দাম এম, এ, ঢাকা ইউনিভারসিটিতে Economics এর Lecturerএর কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সহিত রেণুর সম্বন্ধ স্থির হইল। প্রহ্লাদ বাবু ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সতীশ (unfortunately since dead) ও শ্রীমান মতি ইহারা সকলেই রেণুকে দেখিয়াছিলেন। রেণুর রঙ্গ খুব পরিস্কার নয়, তাহাকে খুব সুন্দরী না বলিলেও সুশ্রী বলা যায়। তাহার চেহারা লাবণ্যযুক্ত ও লক্ষ্মীশ্রী বিশিষ্ট। লেখাপড়া, শিল্প, সঙ্গীত, ইত্যাদিতে তাহার অশেষ গুণ আছে। সে এই সব বিষয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছিল। সাংসারিককার্য্যে, স্নেহমমতায়, লজ্জাশীলতায়, বাৎসল্য ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণে তাহাকে আমি গুণবতী বালিকা বলিয়াই মনে করিতাম। তাহার লিখিত কবিতা পুস্তক, শিল্পকার্য্য ও নম্রতা দেখিয়াই বোধ হয় মতিরা তাহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি মতির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরই পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহারা আমার নিকট কোন টাকা কি যৌতুক আভরণ কিছুই দাবী করিলেন না। কথাবার্ত্তা স্থির হওয়ার

রেণুর বিবাহ প্রস্তাব।

পর আমি যৌতুকের জন্য যখন কিছু কিছু অর্ডার দিতে লাগিলাম, তখন মতি নির্ম্মলকে জানাইল যে, অনেক জিনিষই সে নিষ্প্রয়োজন মনে করে এবং সেগুলি ক্রয় করিতে নির্ম্মলকে নিষেধই করিল। রেণু আমার বড় আদরের মেয়ে, সে সংসারে আসিলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাকে ও তাহার স্বামীকে আমার অনেক যৌতুক আভরণ দেওয়ার ইচ্ছা খুবই ছিল। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায়, আমি সামান্য আভরণ ও যৌতুক দিয়া বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলাম। আমাদের বড় সৌভাগ্য পাত্রপক্ষ তাহাতেই সম্মতি ও সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিলেন। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের মাথাভাঙ্গা হইতে যাতায়াতের খরচটা পরে দিয়াছিলাম। ৩রা ফাল্গুন (১৩৩১ সন) বা ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৪ সন) বিবাহের দিন স্থির হইল।

কিন্তু হঠাৎ ১৯শে কি ২০শে জানুয়ারী আমি গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ পাইলাম যে আমি Legislative Assemblyতে official member nominated হইয়াছি এবং ২৫শে তারিখ আমাকে কলিকাতা H. E. the Governorএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তার পরেই দিল্লী যাইতে হইবে। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি মাথাভাঙ্গা টেলিগ্রাম করিয়া বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু প্রহ্লাদ বাবু দিন পরিবর্ত্তন করিতে বড় রাজি হইলেন না। তখন আমি মতির বাসায় গিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইয়া তাহাকে বলিলাম, "হয় আমার দিল্লী যাওয়া বন্ধ করিতে হয়, নতুবা

বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তুমি তোমার বাবাকে নিজে টেলি করিয়া দিনটা পরিবর্ত্তন করাইতে পার কিনা দেখ"। মতি বলিল, "আমি টেলি করিব, কিন্তু তাঁরা দিন পরিবর্ত্তন পছন্দ করিবেন কিনা সন্দেহ।" বাস্তবিক তাহার টেলিগ্রামেও কোন ফল হইল না। তখন আমি বড় অধীর হইয়া পড়িলাম। এমন কি সেদিন রাত্রিতে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে কাঁদিয়াই ফেলিলাম। পর দিন মতির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে বলিল, "আপনি এত অধীর হইতেছেন কেন? আপনি নিশ্চয়ই দিল্লী যাবেন। এদিকে নির্ম্মলবাবুরাই বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন। আমাদের পক্ষ হইতেও সব ঠিক করিয়া লইব। কোন trouble বা গোলযোগ হইবে না।" ঘটক পণ্ডিত শশিকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ও তাই বলিলেন এবং নিজে ক্রিয়ানির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ভার লইলেন। আমার অপরাপর বন্ধুগণও আমাকে দিল্লী যাইতে পরামর্শ দিয়া সাহস দিলেন তাঁহারা তত্ত্বাবধান করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করাইয়া দিবেন। আমি কিছু আশ্বস্ত হইলাম। যতদূর সম্ভব দুই দিনেই অনেকটা জিনিষপত্র কিনিয়া দিলাম।

আমার ধারণা Mr. Moberly, Chief Secretary মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে Official member মনোনীত করিয়াছিলেন। আমার নিয়োগ পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার একখানা D. O. চিঠীও পাইলাম। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন "I am glad to inform you that you have

been appointed an official member of the Legislative Assembly. I hope this will be some consolation to you for your not having been able to secure a listed post &c. &c."

২৪শে জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা ও ত্র্যহস্পর্শ ছিল। এই শুভদিনে আমি হেমচন্দ্র নামক একজন ভৃত্য লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলাম। ষ্টেসনে মতি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে আমাকে বিদায় দিবার সময় আমার পদধূলি লইল। আমি মনে ভাবিলাম, এখনও ঐরূপ সম্মানের অধিকার আমার জন্মে নাই। কিন্তু মনে বড় আশ্বস্ত হইলাম এবং ভাবিলাম, মতি আমার অনুপস্থিতিতে ও নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন করিয়া লইবে। পরে আমার এই আশা সর্ব্বতোভাবে ফলবতী হইয়াছিল।

পর দিন সকালে কলিকাতা শ্বশুরালয় ৫।৩ জরিফ লেনে উঠিলাম। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় লাটভবনে গিয়া লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বাঙ্গলার অন্য অন্য elected ও nominated members দিগকেও আহ্বান করা হইয়াছিল। তাঁহারা ও আমি একসঙ্গে এক Conferenceএ সাক্ষাৎ করিলাম। গভার্ণার সাহেব আমাদিগকে এক উপদেশসূচক বক্তৃতা দিলেন। Bengal's Contribution according to Lord Meston's award সম্বন্ধেই বেশী করিয়া বলিলেন। মাত্র এক ঘণ্টা কাল Conference হইল, আমরা চলিয়া আসিলাম।

২৩শ পরিচ্ছেদ।

দিল্লী।

পর দিন রাত্রি ৮॥ টার সময় পাঞ্জাব মেইলে আমি ও হেমচন্দ্র দিল্লীতে যাত্রা করিলাম। আমি ২য় শ্রেণীর একখানা berth reserved করিয়াছিলাম। হেমচন্দ্রকে আমার গাড়ীর সঙ্গে যে Servant's compartment আছে তাহাতে রাখিয়া দিলাম।

দ্বিতীয় দিবস শেষ রাত্রিতে দিল্লী ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। আমাদের গাড়ী কাটিয়া sidingএ রাখিয়া দিয়াছিল। সুতরাং রাত্রিতে গাড়ীতেই শুইয়া রহিলাম। প্রভাত হইলে একখানা পাল্‌কী গাড়ী করিয়া আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান রাইসিনা নামে অভিহিত নূতন দিল্লীতে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বেই আমি চিঠী পাইয়াছিলাম যে রাইসিনাতে Queensway 10. E নম্বরের গৃহে আমাকে বাসস্থান দেওয়া হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত অমর নাথ দত্ত M. L. A. মহাশয়ের জন্যও ঐবাসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাইসিনা গিয়া সহজেই Quarters বাহির করিলাম। এক কম্পাউণ্ডে ৪।৫ খানা পৃথক পৃথক quarters, অন্য দুএকজন M. L. A. তাঁহাদের quarterএ আসিয়াছিলেন। 10. E. নম্বরে আমিই প্রথম উপস্থিত হইলাম। বেশ আসবাব সজ্জিত গৃহ। Bath room, privy, kitchen,

servant's rooms, 2 bed rooms, 1 dressing room প্রভৃতি অতি সুন্দর বন্দোবস্ত। গৃহের সম্মুখে ফুলের বাগান, প্রকাণ্ড বারেন্দা palm plants এবং orchids প্রভৃতিতে সজ্জিত। প্রত্যেক গৃহের মেজোতে সতরঞ্চ বা কার্পেট। আবশ্যকীয় furniture, electric light, fan, swer privy, সমস্ত বন্দোবস্ত বেশ আরামদায়ক। আমি, অমর বাবু আর কলিকাতা হাই কোর্ট ভকীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী M. L. A. তিনজনে এই এক quarters দখল করিলাম। অবশ্য Seasonএর জন্য আমাদিগকে প্রায় ৬০০৲ টাকা ভাড়া দিতে হইয়াছিল।

২৯শে কি ৩০শে জানুয়ারী হইতে Legislative Assemblyর Session আরম্ভ হইল। তখন প্রাচীন দিল্লী সহরের উত্তর প্রান্তে Secretariat buildingsএ Assemblyর Session হইত। ঐ স্থান Raisina আমাদের quarters হইতে প্রায় ৭ মাইল উত্তরদিকে অবস্থিত। প্রতিদিনই আমরা টোঙ্গাতে যাইতাম ও আসিতাম। যাতায়াতে তিন কি চারি টাকা ভাড়া লাগিত। প্রায়ই আমি ও অমরবাবু share করিয়া যাইতাম। কখনও অন্য মেম্বারদের motor carএও যাতায়াত করিতাম। নড়াইলের জমিদার বাবু ভবেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় M. L. A., ময়মনসিংহের Hon'ble রাজা বাহাদুর শশিকান্ত আচার্য্য মহাশয় (Member of the Council of State) ইহাঁরা উভয়েই নিজ নিজ মটর নিয়াছিলেন। তাঁহাদের

quartersও আমাদের বাসার নিকট ছিল। মাঝে মাঝে তাঁহাদের মটরে যাতায়াত করিতাম।

দিল্লীতে সেসময় প্রখর শীত ছিল। ৭টা কি ৭।০ টার সময় ভোর হইত। প্রায় ৮।। টার সময় স্নান করিয়া ৯।। টার মধ্যে আহার শেষ করিতে হইত। টোঙ্গায় যাইতে প্রায় ৩৫।৪০ মিনিট লাগিত। ঠিক ১১ টার সময় সেসন আরম্ভ হইত। শীতের মধ্যে এত সকালে স্নানাহার শেষ করিয়া যাইতে একটু কষ্ট বোধ হইত। সেখানে গিয়া পঁহুছিলে বেশ আরাম। প্রথম গিয়া প্রায় Libraryতে বসিতাম। সেখানে চেয়ার, কাউচ প্রভৃতি যথেষ্ট থাকিত। আগুণও জ্বালা থাকিত। Assembly Hallএও electric heater ছিল। মাঝখানে Lunchএর জন্য এক ঘণ্টার জন্য কার্য্য বন্ধ থাকিত। নিকটে European এবং Indian styleএ আহারের জন্য দুইটী Restaurant ছিল। সেখানে সব রকম খাবার পাওয়া যাইত। কেবল বাঙ্গলার মত সন্দেশ, রসগোল্লা পাইতাম না। আমি প্রতিদিন জল খাইতাম না। সঙ্গে কোন কোন দিন কিছু মেওয়া কি অন্য ফল নিয়া যাইতাম, শুধু তাহাই খাইতাম।

Assembly Hall
এসেম্বলি হল।

Assembly Hall Secretariat সৌধমালার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। সম্মুখে পশ্চিমদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার অনেক স্থানে flower beds, বিভিন্ন আকারে রঙ্গ-বিরঙ্গের season flowers দ্বারা শোভিত। উত্তর, দক্ষিণ ও

মধ্যস্থলে ৩টী প্রবেশ দ্বার। মোটর গাড়ী প্রভৃতি পার্শ্বের দ্বার দিয়া প্রবেশ করে। Assembly Hallএর ভিতর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত অথবা কতকটা oval shapeএর গ্যালারি। পশ্চিমপার্শ্বে প্রেসিডেন্ট মহাশয়ের বসিবার উচ্চ platform. উভয় পার্শ্বে Secretaryদের বসিবার স্থান। তাঁহার ডানদিকে Secretariat Officialsদের বসিবার আসন। অপর মেম্বারদের বসিবার স্থান নম্বর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। অনেকটা Province অনুসারে এই আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা ছাড়া বিশেষ প্রণালী অবলম্বিত হইত বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে নাকি এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া Party systemএ seat বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক seatএ ২।৩।৪ জন memberএর বসিবার স্থান। Springএর গদী আঁটা, মরক্কো লেদার পরিবেষ্টিত। Hallএর পার্শ্বে Lobby, যেখানে গিয়া ভোট দিতে হয়। লাইব্রেরীর পার্শ্বে Cloak room এবং তাহার পার্শ্বে Lavatory, জাঁকজমক ও সুবিধার দিকদিয়ে বন্দোবস্ত অতি সুন্দর ও রমণীয়।

Sir Malcolm Hailey.

সেসনের প্রথম দিন আমাকে ও নূতন মেম্বারদিগকে Oath of allegiance দেওয়া হইল। Assemblyর কার্য্য সম্বন্ধে আমি শুধু দর্শকের আমোদ উপভোগ করিতাম। প্রায় Official Provincial membersগণই দর্শকের ন্যায় নির্বাক হইয়া থাকিতেন। Imperial Secretariat এর official memberগণই

সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ discussionএ part নিতেন। সর্ব্বোপরি ছিলেন Leader of the House, Home Member, Sir M. Hailey. তিনি অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি, debating power, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, coolheadedness (স্থির, ধীর ও গম্ভীরভাব), wit, humour ও সৌজন্যতা সকলই অতি উচ্চদরের ছিল। তাঁহার প্রতি অনেক সময় তীব্র, অপ্রিয় এমন কি অপমান-সূচক বাক্যও প্রয়োগ হইত। কিন্তু তিনি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া স্থীর ও গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়া কৃতকার্য্যতার সহিত সমস্ত points meet করিতেন। সৌজন্যতা তাঁহার চরিত্রের একটী special feature বা trait ছিল। তিনি batch করিয়া সমস্ত nominated members দিগকে ও কতক কতক elected members দিগকে Luncheonএ নিমন্ত্রণ করিতেন। সেসন আরম্ভের ২য় কি তৃতীয় দিনেই তাঁহার গৃহে lunch খাবার নিমন্ত্রণ পাইলাম। তাঁহার বাসাও চিনিনা, কেমন যেন একটা বিপদ মনে হইল। যাহোক, লাইব্রেরীর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "খুব নিকটেই বাসা, আপনার সঙ্গে একজন চাপরাশী দিব, আপনি হেটেই যেতে পারবেন"। Lunch এর ছুটীর সময় চাপরাশী নিয়ে সাহেবের কুঠীতে ঢুকছি, ঠিক এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তিনি ডাকিয়া বলিলেন "Hallo Mr.—you are fumbling for my house, come along with me and dispense with the peon" এই

বলিয়া সঙ্গে নিয়া আমাকে drawing roomএ প্রবেশ করিলেন। তথায় Lady Hailey ও অন্য ২।৪ জন উপস্থিত guestএর নিকট আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। পরে একসঙ্গে আমরা ১২ কি ১৪ জন আহার করিতে বসিলাম। আহারের সময় বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হইল। Assembly সম্বন্ধেও দুএক কথা হইল। কিন্তু কোন বিষয়ে কাহারও স্বাধীন মত প্রকাশ বা ব্যবহারের সুবিধায় কিছুই বাধা হইতনা। আহারান্তে সিগার ও সিগারেট খাওয়া ও সেই সঙ্গে কিছু গল্প হইত। বেশ একটা প্রীতিসম্মিলন, যেখানে সাম্যভাব বিরাজ করিত। তখন আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট হেড্ কোয়ার্টারের ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের কথা মনে হইত। তাঁহাদের drawing roomএ Indian visitorsগণ বড় স্থান পান না। ডিপুটী, মুন্সেফ, উকীল ও জমিদার, কলেক্টার, জজ বা কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে বারেন্দায় রক্ষিত পুরাতন, অর্দ্ধভগ্ন, নোংড়া, unvarnished বেত বা কাঠের চেয়ারে বসিতে হয়। অনেক বৎসর সকল স্থানেই এই দৃশ্য সম্ভোগ করিয়াছি। সংপ্রতি দু এক স্থানে visitorsদের জন্য একটী room নির্দ্দিষ্টও দেখিয়াছি। সে রুম কিন্তু পশ্চাৎভাগে, হয়তো bath roomএর নিকট, অপ্রশস্ত, ill-ventilated, unfurnished, পুরাতন মাসিক পত্রিকার দু এক copyও কোন কোন স্থানে রক্ষিত দেখা যায়। Chair, bench দু চারখানা যা থাকে তার অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত মত, খুব respectable looking নয়।

লাঞ্চের পর আমরা সকলেই Assemblyতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। আরও দু দিন তাঁহার বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এক দিন ছিল Lady Haileyর নিমন্ত্রণ।

এক দিন Executive Councilএর member Mr. (now Sir) Atul ch. Chatterji মহাশয় H. E. The Viceroy Lord Reading ও তাঁহার পত্নীকে এক পার্টি দিলেন। সেখানে Assembly এবং Council of Stateএর সকল মেম্বারও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্বরাজ্য ও অন্য পার্টির মেম্বারগণ কতকটী সেখানে উপস্থিত হইলেন না। কিন্তু অধিকাংশ মেম্বারই গিয়াছিলেন। সেদিন অনেক দেশীয় বিদেশীয় উপাদেয় আহার্য্য ছিল। আমি উভয়-বিধ প্রণালীতে রসনার তৃপ্তি সাধন করিলাম। শেষদিকে H. E. The Viceroy গবর্ণমেণ্ট হাউসে Council of State এবং Assemblyর মেম্বারদিগকে এক Evening party দিয়াছিলেন। তাহাতেও স্বরাজ্য পার্টির মেম্বরগণ যোগদান করেন নাই। মনে পড়ে সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বাঙ্গালীর বেশে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী তুষ গায় দিয়া সে পার্টিতে গিয়াছিলেন। Lady Reading স্বয়ং Viceroyএর সহিত guestদের নিকট আসিয়া প্রায় প্রত্যেক মেম্বারের সহিত করমর্দ্দন ও আলাপ করিলেন। অন্য এক দিন রজনীতে গবর্ণমেণ্ট হাউজে আমরা এক দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেদিনও ভাল জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল।

Parties.

রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য, শোভা, জাঁকজমক ও বিলাসিতা দেখিয়া আমরা পাঁড়াগেয়ে লোক বিস্মিত হইয়াছিলাম। Lord Curzon দিল্লীতে যে Grand Durbar করিয়াছিলেন, তাহার রাজ-সিংহাসন ও অন্যান্য নিদর্শন সেদিন দেখিয়াছিলাম। এক পৃথক প্রকোষ্ঠে সে-সমস্ত সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

উভয় মন্ত্রণাগৃহের মেম্বারগণের মধ্যে কেহ কেহ এবং অন্য স্থানীয় বড় লোকগণও মাঝে মাঝে পার্টি দিতেন। এইরূপ পার্টি সপ্তাহে প্রায় ২।৩টা থাকিত। তাহার অনেক পার্টি Chelmsford clubএ হইত। সেখানে গিয়া partyর সময় বা তারপরে প্রায়শঃ Bridge খেলিতাম। এই সব পার্টির সংখ্যা এত বেশী ছিল যে শেষদিকে বিরক্তি বোধ হইত।

রেণুর বিবাহ দিন

১৫ই ফেব্রুয়ারি রেণুর বিবাহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নির্ম্মল বিবাহের জিনিষপত্র কিনিতে কলিকাতা আসিয়াছিল। সংবাদ পাইলাম সে জিনিষপত্র কিনিয়া ঢাকা ফিরিয়াছে। চিঠী পত্র দ্বারা যতদূর সম্ভব বিবাহের বন্দোবস্ত করা হইল। প্রথম কন্যার বিবাহ আমি অনুপস্থিত, ইহা ভাবিলেই আমি বড় বিষণ্ণ বা ক্ষুণ্ণ হইতাম। অন্ততঃ বিবাহের দিন উপস্থিত হইয়া বিবাহটা দেখিতে পাইলেও মনে শান্তি আসিত। সাত দিনের বিদায় পাইলেই ইহা সম্ভব হইত। Legislative Departmentএর Secretary সাহে-বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, আমার মনের ভাব ও বিবাহের অবস্থা

সকল বলিলাম এবং ১১ই কি ১২ই ফেব্রুয়ারি হইতে সাত দিনের ছুটী প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন "আমি Home Memberকে এবিষয় বলিয়া তাঁহার মত জানিয়া তোমাকে বলিব", কিন্তু সেই দিনই Lunchএর পর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ সময়ে আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা হইবে, তোমাকে ছুটি দেওয়া অসম্ভব।" আমি হতাশ হইয়া বিবাহ দেখার আশা ও বাসনা উভয়ই পরিত্যাগ করিলাম। বিবাহের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে রাজা বাহাদুর শশীকান্ত প্রভৃতি তথায় উপস্থিত কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধুদিগকে dinnerএ নিমন্ত্রণ করিতে আয়োজন করিলাম। সকালে জিনিষপত্র ক্রয় করা হইল। বৈকালে ভাল মিষ্টি ও কিছু ফল আনার জন্য চাঁদনিতে যাইতে হইল। চাঁদনি আমাদের বাসা হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তর পূর্ব্ব দিকে। রাজা বাহাদুর আমাকে তাঁহার মোটরে করিয়া চাঁদনি নিয়া গেলেন। সেখানে আবশ্যকীয় মিষ্টি, ফলাদি ক্রয় করিলাম। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, এমন সময় দেখি এক ধনী হিন্দুর কন্যাবিবাহের এক মহা জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছে। অতি সুন্দর সব সজ্জিত ঘোড়া, গাড়ী, মটর, নানাপ্রকার বাদ্য; আলোকমালা, চিত্রিত ছবি, পুতুল প্রভৃতি বহিয়া প্রায় সহস্রাধিক লোক সেই মিছিল রচনা করিয়াছে। এই মিছিল দেখিয়া এই গরীবের মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে বেশ ভালরূপে জাগ্রত হইল। বাসায় ফিরিলাম। চাঁদনি

যাওয়ার পূর্ব্বেই রাইসিনা টেলিগ্রাফ অফিস হইতে নির্ম্মলকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম যে বিবাহবাসরে শ্রীমান মতিলাল ও রেণুকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন যেন জ্ঞাপন করা হয়। পরে জানিয়াছিলাম, সম্প্রদান Ceremony হওয়ার অব্যবহিত পরেই বিবাহবাসরে সে টেলিগ্রাম পৌছিয়াছিল এবং পঠিত হইয়াছিল। গোধূলিলগ্নে বিবাহ হওয়ার কথা ছিল। আমি বাসায় ফিরিয়াই সন্ধ্যার ঠিক পর আমার নির্জ্জন শয়নগৃহে গিয়া বরকন্যার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট উপাসনা করিলাম ও মনে মনে তাহাদিগকে আমার আশীষ জানাইলাম। ৮টার সময় বন্ধুগণ আসিতে লাগিলেন। ৮॥ টার সময় আমরা আনন্দে প্রীতিভোজন করিলাম। হেম ও ক্ষিতীশ বাবুর ভৃত্য শশী উভয়ে সুন্দর রান্না করিয়াছিল। চপ, কাটলেট, পোলাও কারি, ফিসকারি, রোষ্ট, চাট্‌নি, দই, পায়েস, মিষ্টি, ফল প্রভৃতি বেশ ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সকলেই তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া আমার জামাতা ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। আমি অন্তরে অন্তরে ঢাকার বিবাহ বাসর দেখিলাম। পরদিনই বিবাহ সুনির্ব্বাহ হওয়ার সংবাদ টেলিগ্রামে পাইলাম। পরে যথাক্রমে সংবাদ পাইলাম, রেণু বিবাহান্তে স্বামী সহ তাহাদের মাথাভাঙ্গার বাসায় গিয়াছে এবং তথা হইতে ১০।১২ দিন পর ঢাকা ফিরিয়া, ফেব্রুয়ারির শেষদিকে Matriculation পরীক্ষা দিতে কলিকাতা গিয়াছে। সে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়

হইতে এই পরীক্ষা দিয়াছিল। বোধ হয় ৩রা মার্চ্চ হইতে এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষান্তে ঢাকায় ফিরিয়াছিল। তখন জামাতাকে আনিয়া আমার বাসায়ই রাখা হইয়াছিল। ২।৩ মাস পরে সংবাদ আসিল, রেণু প্রথম বিভাগে Matriculation পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জানুয়ারির শেষ হইতে বোধ হয় ২৬শে কি ২৭শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত Legislative Assemblyর Session চলিল। ইহার কার্য্যবিবরণী সমস্তই published হইয়াছে। প্রত্যেক মেম্বারকে সেই ছাপান কার্য্য বিবরণ, debates, resolutions, questions, answers প্রভৃতি এক এক কপি গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হয়। সংবাদপত্রেও সমস্ত প্রকাশিত হয়। সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে বিভিন্ন প্রদেশের মেম্বারদিগের সম্বন্ধে দু এক কথা লেখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষে Home Member Sir M. Hailey যেমন প্রতিভা ও শক্তি সম্পন্ন Leader of the House,

এসেম্বলির সদস্যগণ

অপরদিকে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেইরূপ বাগ্মী ও ক্ষমতাশীল স্বরাজ্যদলের Leader বা নেতা। ইঁহারা উভয়েই চমৎকার debaters, ইহাঁদের বক্তৃতা সকলেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত শুনিতেন। স্বরাজ্যদলের আরও কয়েক জন মেম্বার অতি তীব্রভাষায় পাণ্ডিত্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মান্দ্রাজের কয়েকটী মেম্বারই খুব prominent, যথা শ্রীযুক্ত

রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার, দুরাইস্বামী আয়াঙ্গার, রঙ্গ আয়ার, সম্মুখম চেটী, এম, কে, আচার্য্য, প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রদেশের prominent স্বরাজ্যদলের মেম্বরদের ভিতর দেওয়ান চমনলাল, খান বাহাদুর সরফরাজ হোসেন সাহেব, ও শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিংহ, যমুনাদাস মেটা, দেবকীপ্রসাদ সিংহ ও বঙ্গদেশের Mr. তুলসীচরণ গোস্বামী, ও শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত মহাশয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। Independent ও অন্যান্য দলের মেম্বারদিগের ভিতর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল, Dr. S. K. Dutta, Mr. Jinnah, Sir Purushottam Das Thakur Das, Sir শিবস্বামী আয়ার, Sir চিমনলাল শীতলবাদ, Mr. (now Sir) Gour, দেওয়ান বাহাদুর রঙ্গ চেরিয়ার, রামচন্দ্র রাউ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী প্রভৃতি অনেকেই কৃতিত্বের সহিত Assemblyর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। যেসব prominent মেম্বারদের নাম উল্লিখিত হইল ইহাঁদের ভিতর অনেকেই সুবক্তা। তবে তাঁহাদের বক্তৃতার ধরণ বা প্রণালী, বিভিন্ন রকমের। কাঁহার কাঁহার উচ্চারণ সুন্দর আর কাঁহারও বা ভাষা মধুর। কেহ তাঁহার বক্তব্য সুযুক্তিপূর্ণ করিতেন, অপর কেহ facts and figures দ্বারা পূর্ণ করিতেন। কাহারও বক্তৃতায় বাক্যাড়ম্বর বেশ আছে, substance কম। বক্তৃতার সমস্ত গুণ ও দোষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার মনে হয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়কে এক শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। সুন্দর সরল নির্ভুল ইংরেজি;

পরিস্কার accents ও enunciation; যুক্তি, প্রমাণ, facts and figures দ্বারা সমস্ত বক্তৃতা অনুপ্রাণিত। কোনরূপ মুদ্রাদোষ নাই। সময় সময় দীর্ঘ হইলেও শ্রোতাদের অপ্রীতিকর হইত না।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মতিলালের বক্তৃতা সর্ব্বদাই অকাট্য যুক্তি নিচয়, ঘটনাবলী, দৃষ্টান্ত ও রস পরিপূর্ণ (full of arguments, facts, figures, history, illustrations, wit and humour). ভাবোদ্দীপক eloquence না থাকিলেও শ্রোতার প্রাণ স্পর্শ করিত। তিনি ধীরে ও সহজভাবে বক্তৃতা করিতেন, খুব চেঁচামেচি করিতেন না। কণ্ঠস্বর খুব উচ্চ নয়, বেশী দূর হইতে ভাল শোনাও যাইত না।

Mr. মহম্মদ আলি জিনাসাহেব বিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত ইংরেজীভাষায় বারিষ্টারদের মত argumentative way তে সুন্দর বলিতেন, বক্তৃতায় পাণ্ডিত্য, wit, humour প্রভৃতি যথেষ্ট রস থাকিত, সুতরাং সকলেই হর্ষের সহিত তাঁহার বক্তব্য শুনিতেন। Sir Purushottam Das Tagore Das, ও শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা ইহাঁরা facts and arguments দিয়া সর্ব্বদাই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের বাগ্মীতা ও উচ্চ কণ্ঠ স্বর সমস্ত প্রকোষ্ঠখানিকে মুখরিত করিত। প্রথম যে দিন তাঁর বক্তৃতা দিবার কথা, সেদিন Secretariatএর অনেক বাঙ্গালী বাবুরা তাহা শুনিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু

সেদিন বিশেষ কিছু বলার ছিল না বলিয়াই হয়তো তাঁহারা তত আনন্দিত হন নাই। পালমহাশয়ের শরীর তত সুস্থ ছিল না, অথবা অন্য কারণেও বক্তৃতার materials collect করা, বক্তব্যবিষয়ের ইতিবৃত্ত study করা প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্য তিনি করিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি বাঙ্গালীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ বক্তা হইলেও, শুধু Eloquence বা উচ্চ কণ্ঠ দ্বারা সর্ব্বদা ভাল impression produced হইত কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলার উদীয়মান দেশসেবক শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম বক্তৃতা লিখিত ছিল, অতিচোস্ত Oxford Graduateএর ভাল ইংরেজী, ভাল উচ্চারণ, বেশ একখানি Essay. কালে ইনি ভাল বক্তা হইবেন সন্দেহ নাই, দুঃখের বিষয় তাঁহার কণ্ঠস্বর তত উচ্চ নয়, বড় জনতার ভিতর সকলের কর্ণে পৌঁছায় না। ক্রমাভ্যাসে কালে হয়তো স্বরের উৎকর্ষতাও বাড়িবে। মেম্বারদের মধ্যে ইহাঁর বয়সই বোধ হয় সকলের চেয়ে কম। অল্পবয়স্ক আর একজন যুবকের বক্তৃতা সকলেই খুব পছন্দ করিতেন। ইনি হচ্ছেন দেওয়ান চমনলাল, বারিষ্টার, Labour partyর প্রতিনিধি। ইনি চমৎকার ইংরেজীতে fluently, eloquently and forcibly বক্তৃতা করিতেন। ইনি অনেক সময়ই অতি তীব্র ভাষায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেন। Leader of the House এবং Treasury Benchএর মেম্বারদিগকে প্রায়ই তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেন।

মান্দ্রাজের অনেক মেম্বারই ভাল বক্তৃতা করিতেন। তাঁহারা Legislative Assemblyতে বিবেচ্য বিষয়গুলি অতি যত্ন ও শ্রমের সহিত study করিয়া, facts, figures ও arguments সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাঁহাদের বক্তৃতা অনেক স্থলে ভাল ফলও উৎপাদন করিত। তবে তাঁহাদের Intonation ও enunciation বা উচ্চারণ তত শ্রুতিমধুর না হওয়াতে সাধারণ শ্রোতাগণ ততটা প্রীতি উপভোগ করিতেন না। তাঁহাদের ভিতরে Sir Sivaswami Aiyer, Mr. M. K. Acharya, Mr. C. S. Ranga Iyer প্রভৃতি সুন্দর উচ্চারণের সহিত ভাল ইংরেজি বলিতেন। সেসময়ে Mr. Omalley I. C. S. বাঙ্গলার অন্যতম official member ছিলেন। তিনি এক দিন আমাকে বলিলেন "কাহার বক্তৃতা তোমার নিকট খুব ভাল লাগে?" আমি দুচারটা নাম করিলাম। তিনি বলিলেন "Mr. Ranga Iyerএর বক্তৃতা আমার নিকট ভাল লাগে, ইহাঁর ইংরেজী বেশ, eloquenceও বেশ"। অথচ Mr. Iyer অতি তীব্রভাষায় সর্ব্বদাই Government measures গুলির প্রতিবাদ করিতেন। বোধ হয় আর কেহ এত strong language ব্যবহার করিতেন না।

দুচারজন মেম্বারের বক্তৃতা এত একঘেয়ে, শ্রুতিকটু ও অন্যায়রূপে দীর্ঘ হইত যে তাঁহারা বলিতে উঠিলেই, বহু মেম্বার Hall পরিত্যাগ করিয়া corridor বা বারেন্দায় গিয়া

ধূম্র পান করিতেন এবং গল্পগুজব করিতেন, তাঁহারা না বসা পর্য্যন্ত আর গৃহে আসিতেন না। অনেকের বক্তৃতা অন্তঃসার বিহীন হইলেও অত্যন্ত আমোদজনক হইত। তাঁহাদের মধ্যে Captain Hira Singএর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি nominated member. গবর্ণমেণ্টের সমস্ত measures সর্ব্বদা support করিয়া সময় সময় স্বদেশদ্রোহিতার এত পরিচয় দিতেন যে সরকারী মেম্বারগণও অন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত হাসিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার মতে ভারতবাসীগণ কোনরূপ Representative or Democratic Institution চালাইতে এখনও উপযুক্ত হন নাই, অথবা স্বরাজ পাওয়ারও যোগ্য নহেন। ইংরেজী ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হউক নির্ভয়চিত্তে তিনি তাঁহার বক্তৃতা করিতেন, কোন taunting remarks শুনিয়াও বিচলিত হইতেন না এবং সর্ব্বদাই শ্রোতৃবৃন্দের আমোদ যোগাইতেন।

Assembly Hallএ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমোদের সৃষ্টি হইত যখন Mr. Kabeeruddin Ahammed Bar-at-law M. L. A. দাঁড়াইয়া কিছু বলিতেন। তিনি নিজে কোন দিন কোন বক্তৃতা দেন নাই। তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল "Supplementary question" করা। আর অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতা সময়ে অপ্রাসঙ্গিক, বিদ্রূপাত্মক, অসমীচীন মন্তব্য প্রকাশ করা বা টিপ্পনি কাটা। গবর্ণমেণ্ট বেঞ্চ হইতে যেই কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইত, অমনি Mr. Kabeeruddin দাঁড়াইয়া

হেলিতে দুলিতে তাঁহার peculiar সুর ও উচ্চারণে তিনি বলিতেন 'a supplementary question, Sir.' অনেক সময়ই সেই অতিরিক্ত প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বা বিরক্তিকর হইত এবং সকলেই অট্টহাস্যে গৃহখানি মুখরিত করিতেন। তাঁহার ইংরেজি ভাষা, উচ্চারণ, বলিবার কায়দা, grammar এবং idiom বিবর্জিত উক্তিগুলি শুনিলে কোন মেম্বারই হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেন না। স্বয়ং President মহাশয়ও সে হাসিতে যোগ দিতেন। যখন তিনি অন্য মেম্বারের বক্তৃতার সময় টিপ্পনি কাটিয়া interruption জন্মাইতেন, তখনও সভাপতি মহাশয় তাঁহার কার্য্যে খুব বাধা দিতেন না। কেননা অন্য সকল মেম্বারগণই এইভাবে নিরসতার ভিতর একটু একটু রসাস্বাদ করিতে চাহিতেন। তবে যদি তাঁহার মন্তব্য decorum এর মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত কিংবা personal attackএর মত হইত, তবে interrupted মেম্বরই মিষ্টি মিষ্টি দুকথা শুনাইয়া দিতেন। কিন্তু Mr. Kabeeruddin সাহেব দমিবার পাত্র ছিলেন না। লজ্জা অথবা অনুতাপ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি সেই মন্ত্রণাগৃহের একজন privileged member ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে "রাজকীয় বিদূষক" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

মাননীয় সভাপতি বা President Sir Frederick White সর্ব্বদাই বিশেষ যোগ্যতার সহিত সভানেতৃত্বের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সুবক্তা।

লেজিস্লেটিব বিভাগের নিয়মাবলী ও Parliamentary procedure সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। প্রায় সকল সময়ই নিরপেক্ষতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সহিত তিনি কর্ত্তব্যপালন করিতেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ ও ব্যবহারে সকল পার্টির মেম্বরগণই সন্তুষ্ট ছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট।

Assemblyর Marshall বা শান্তিরক্ষক Captain সুরাজ সিংহ একজন সাধুচরিত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক। সিমলা বাসকালে ইহাঁর সহিত বিশেষ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল।

মার্শেল।

দুঃখের বিষয় আমি নিজে কোন সময়ে বক্তৃতা দিবার সুবিধা পাই নাই। আমাদের মত নগণ্য Official memberদের প্রতি বলিবার ভার বড় দেওয়াও হয় না। কোন বিশেষ বিষয়ের discussionএ সেই departmentএর chargeএ যে যে মেম্বার থাকেন তাঁহারাই প্রায় বলিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট Whip, Leader of the Houseএর সহিত পরামর্শ করিয়া কিছু বলিতে আজ্ঞা করিলে বা অনুমতি দিলে বলা যায়। আমি গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী মেম্বার, আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট measures সমর্থন করা ও ভোট দেওয়া। দেশের জনমত সাপক্ষে বা সমর্থনকল্পে কিছু বলা আমার পক্ষে disloyalty হইত। সুতরাং আমি নীরবে ও loyally গবর্ণমেণ্ট পক্ষে ভোট দিয়া আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। একবার একটী resolution of a private member oppose

করার দুর্ম্মতি হইয়াছিল। Percentage of appointments in the Public Service according to communal interests সম্বন্ধে সেই মেম্বর এক resolution উপস্থিত করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। আমি এইটী oppose করিব ইচ্ছা করিয়া গবর্ণমেণ্ট Whip (তখন Mr. B. C. Allen I. C. S.) কে জানাইলাম এবং তাঁহার অনুমতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন "আরে সর্ব্বনাশ, এমন কার্য্য কখনও করিওনা,"Don't attempt such a thing. We are quite in the dark as to what views the Government holds in this matter." সেই হইতে আর কখনও এ সেসনে বলার চেষ্টা করি নাই। কেবল দর্শকভাবেই দীর্ঘ দুই মাস কাটাইলাম, a silent spectator of other men's fortunes or misfortunes. নানা রং বিরঙ্গের interesting, amusing, instructive বক্তৃতা, বাকযুদ্ধ ও debates মনোযোগ দিয়া শুনিতাম এবং নিরবচ্ছিন্ন আমোদ উপভোগ করিতাম। আমাকে প্রত্যেক দিনের sitting attend করিতে হইত। আমি একদিনও অনুপস্থিত হই নাই। যেদিন কোন বিশেষ important বিষয়ে ভোট দিবার প্রয়োজন সম্ভাবিত থাকিত, সেদিন উপস্থিত থাকিবার জন্য special instruction পাইতাম। তবে আমি প্রতিদিনই ১১টার পূর্ব্বেই Assembly Hallএ উপস্থিত হইতাম। কোন কোন দিন lunch এর পূর্ব্বেই সভা ভঙ্গ হইত। কখনও

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবেশন চলিত। মাঝে মাঝে পর্ব্ব কি অন্য কারণেও sitting বন্ধ থাকিত। তখন বাসায় বিশ্রাম করিতাম বা সহর দেখিয়া বেড়াইতাম।

এক দিন স্বরাজ্যদলের এক বিশিষ্ট prominent মেম্বার আমাকে বলিলেন, "Mr.···won't you vote with us on a single occasion?" আমি নীরব দেখিয়া তিনিই উত্তর দিলেন, "I see, you are paid for your votes, so you have already been bought." এক দিন Assembly গৃহের প্রাঙ্গণে প্রেসিডেন্ট Sir Frederick White, Kt., ডিপুটী প্রেসিডেন্ট ও প্রায় সমস্ত মেম্বারগণ মিলিত হইলেন এবং স্থানীয় একজন artist তাঁহাদের ফটো তুলিলেন। ফটো মন্দ উঠিল না। পরে প্রত্যেক কপি চারি কি ছয় টাকায় বিক্রীত হইত। আমি এক কপি আনিয়াছিলাম। এখানে আনিয়া ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিয়াছি।

দিল্লীর সহর, বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় রাজধানী! ইহার সহিত প্রাচীন ভারতের কত অতীত গৌরবকীর্ত্তি-কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত! যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া ইহা কত সুখ সমৃদ্ধি, শৌর্য্য বীর্য্য, উত্থান পতন, জয় পরাজয়, শান্তি অশান্তির ক্রীড়া-নিকেতন ছিল! এখান হইতে কত জ্ঞান, ধর্ম্ম, সভ্যতা, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন তাহাদের উজ্জ্বল আলোক ভারতে ও জগতে বিকীরণ করিয়াছিল! ইহারই গর্ব্বিতবক্ষে কৌরব পাণ্ডব বংশধরগণ

দিল্লী সহর।

হইতে আরম্ভ করিয়া "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরোবা" মোগল বংশীয় নৃপতিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মহিমান্বিত সিংহাসন পাতিয়া ছিলেন। ইহার প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের কত নূতন ইতিহাস সমুদ্ভুত হইয়াছে! কত বিচিত্র প্রাসাদ ও সৌধমালা, দুর্গ ও সেনানিবাস, প্রমোদ উদ্যান ও কেলিকানন, ভজনালয় ও বিদ্যাগার, সমাধি ও স্মৃতি মন্দির যুগে যুগে এই নগরীকে শোভিত করিয়াছিল। কালের অপ্রতিহত প্রভাবে আজ এ সকলই ধ্বংশাবশেষ ও ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া চিন্তাশীল দর্শকের হৃদয়ে শুধু অতীত গৌরবের স্মৃতিই জাগরিত করে, আর মানবজীবনের ও তাহার কার্য্য-কলাপের নশ্বরত্বই নির্দ্দয়ভাবে প্রমাণিত করে।

এই বিশ্ববিশ্রুত মহানগরী প্রকৃতির কেলিকানন বলিয়া মনে হয়। যে পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী যমুনার তরঙ্গ শ্রীরাধিকার মুগ্ধ মানসক্ষেত্রে কৃষ্ণপ্রেমের লহরী তুলিত, যাহার বক্ষে ও সৈকতে মোগল সাম্রাজ্ঞীগণ তাঁহাদের প্রেমাস্পদ নৃপতিগণ সহ দীর্ঘ দিবসযামিনী কত বিচিত্র বিলাস উপভোগ করিতেন, সেই নীলসলিলা যমুনা এই নগরের পূর্ব্ব প্রান্ত ধৌত ও পবিত্র করিয়া দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। পশ্চিম প্রান্তে ridge বা অনুচ্চ শৈল শিখরশ্রেণী নগরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। আরও দূরে আরাবল্লী পর্ব্বতমালা আকাশ প্রান্তে নীলাভ নবজলধরপটলের ন্যায় দৃশ্যমান। উত্তর ও দক্ষিণে বিশাল ও বিস্তৃত প্রান্তর,—দিগন্ত প্রসারিত।

দক্ষিণপ্রান্তে যে সুবিস্তৃত সমতল প্রান্তর সেখানে নবরাজধানী বা নূতন দিল্লী প্রস্তুত হইতেছে। উত্তর দিকে প্রাচীন দিল্লী, ইহার পরিমাণ ১৫।১৬ বর্গ মাইল হইবে বলিয়া মনে হয়। অল্প সংখ্যক বৃহৎ রাস্তা ব্যতীত, অন্য স্থানের পথ, গলি প্রভৃতি মোটেই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয়। গৃহগুলিও সুন্দর এবং সজ্জিত নয়। উত্তর পার্শ্বে Secretariat buildings এর নিকট দিয়া Officials দিগের গৃহ ও অন্যান্য ধনী ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সৌধমালা কতকটা চিত্তাকর্ষক। সমস্ত প্রাচীন দিল্লীর সহিত কলিকাতার উত্তরার্দ্ধাংশের তুলনা করিলেও দিল্লী সহর বোধ হয় তত সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে হইবে না। এই প্রাচীন সহরেই সমস্ত দোকান পাট, ব্যবসা বাণিজ্য। চাঁদনিতে সকল প্রকারের জিনিষের দোকান আছে। চাঁদনির পূর্ব্বদিকে যমুনার তটে ফোর্ট বা কেল্লা।

প্রাচীন দিল্লীর দক্ষিণপ্রান্তে যে বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর, সেখানে নবদিল্লী নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার রাস্তাঘাটগুলি প্রশস্ত এবং এক বিশেষ plan অনুসারে রাস্তা ও প্রাসাদাদি প্রস্তুত হইতেছে। Council of State এবং Assemblyর মেম্বারদিগের বাসভবন, Secretariat ও অন্য ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীদের গৃহ প্রভৃতি অনেক প্রস্তুত হইয়াছে। এই অংশকে Raisina রাইসিনা বলে। প্রায় প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণে পুষ্পোদ্যান, আর গৃহগুলি ধপধপে সাদা-রঙ্গের, যেন একটী white city (শ্বেত নগর), দক্ষিণ পশ্চিমদিকে বড় লাট সাহেবের প্রাসাদ, Executive Councillors প্রভৃতি

উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের বাসভবন, Secretariat buildings, Council Chamber, Assembly Hall প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। তাহার বহির্ভাগ প্রায়ই লাল রঙ্গের sandstone দ্বারা নির্ম্মিত। ভিতরে মারবল প্রভৃতি পাথরের ও রঙ্গের নানা কারুকার্য্য হইতেছে। সমস্তই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বিরাট ব্যাপার হইতেছে। এই সব গঠন কার্য্য শেষ হইলে, এই নবীন দিল্লী নিখিল ভারতের উপযুক্ত জাঁকজমকপূর্ণ রাজধানী হইবে আশা করা যায়। আয়তনে প্রায় ১৬।২০ বর্গ মাইল হইবে।

এখানে আসার পর হইতে অবকাশ মত প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ক্রমে দেখিতে লাগিলাম। এই সব কীর্ত্তি, ধ্বংশাবশেষ প্রভৃতি প্রাচীন ও নূতন দিল্লীতে ও তাহাদের বাহিরে নানাস্থানে নানাভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাইসিনাতে আমাদের বাসার অনতিদূরেই রাজা মানসিংহ স্থাপিত 'Observatory' বা 'মানমন্দির।' এখানে আমি মাঝে মাঝে প্রাতর্ভ্রমণে যাইতাম। দুটী structure সেখানে আছে যাহা দ্বারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতিবিধি নিরুপিত হয়। আমি তাহার কিছুই বুঝিতাম না। স্থানটী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

প্রাচীন দিল্লীতে চাঁদনির দিকটায় শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "জুম্মা মসজিদ" এক নয়নরঞ্জক সুবৃহৎ ভজনালয়, যাহার প্রস্তরমণ্ডিত প্রাঙ্গণে পাঁচ হাজার লোক দাঁড়াইয়া ভগবানের উপাসনা করিতে পারে। ভিতরে মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত মেজোতে বোধ হয় হাজার লোক বসিয়া সাধনভজন করিতে

জুম্মা মসজিদ।

পারে। এক দিন দেখিতে গেলাম। প্রবেশদ্বারে জুতা, মোজা রাখিয়া ৶০ আনা দিয়া টিকিট কিনিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সব দেখিলাম। একপাশে মিনারেটে উঠিয়া সহরের শোভা দেখিলাম। নামাজের সময় বহুলোকের সম্মিলিত উপাসনা দেখিয়া ভগবানকে স্মরণ করিলাম।

আইভরি প্যালেস।

জুম্মা মসজিদের উত্তর দিকেই অদূরে একটী দর্শনীয় আশ্চর্য্য দোকান আছে। তাহার নাম "Ivory palace". এক দিন তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেখিলাম। হস্তীদন্ত নির্ম্মিত নানাবিধ পণ্য সজ্জিত রহিয়াছে। নিকটেই কারখানা, কারিকরগণ কতরকমের মূর্ত্তি ও দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতেছে। সেখানে হস্তীদন্তের অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্য শোভিত বিভিন্ন প্রকারের এত দ্রব্যসম্ভার দেখিলাম যে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের মূল্য যে কত লক্ষ টাকা হইবে তাহার ধারণাও হইল না। ভারতের বাহিরে Ivoryর এমন সুন্দর কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না। বিস্ময় ও হর্ষের সহিত সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

দিল্লী ফোর্ট।

মহারাজা শশিকান্তের সহিত প্রথম এক দিন দিল্লীর ফোর্ট দেখিতে গেলাম। বাহিরে একটী অফিস আছে, সেখান হইতে ৷৷০ কি ।০ দিয়া প্রবেশের অনুমতিপত্র কিনিয়া প্রচণ্ড ও বিস্তৃত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে একটী দ্বিতল

গৃহ, তাহার নীচে এক প্রবেশ দ্বার, লৌহার্গলে বদ্ধ। টিকেট লইয়া প্রহরী দ্বার খুলিয়া দিল। এই গৃহের উপর একটী প্রদর্শনী, যেখানে বিগত ভীষণ ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের সমস্ত memorials অস্ত্রশস্ত্র, কামান, সেল, machine gun, ভিন্ন জাতীয় সৈনিকদের পোষাক, যুদ্ধের ফটো প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে শ্যামল দুর্ব্বাবৃত প্রাঙ্গণ। তারপর "দেওয়ানি আম" অর্থাৎ মোগল বাদসাহ-দিগের Public audience hall, যেখানে প্রজাসাধারণ সম্মিলিত হইয়া সম্রাট-দর্শন পাইত। সেখানে সম্রাটের সিংহাসন উচ্চমঞ্চে, নিম্নে উজীরের আসন। সকলই মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত। নানারঙ্গের লতাপাতা, পাখী প্রভৃতির চিত্রাবলীতে পরিশোভিত। আমি ভাবিলাম, পাথরের উপর স্থায়ী রঙ্গ দ্বারা ঐসব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মহারাজা আমার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তুমি খুব পণ্ডিত, ওসব বিভিন্ন রঙ্গের পাথর বসাইয়া চিত্র রচনা হইয়াছে।" কাল ময়নার চোখ ও ঠোঁঠ ও তাহাদের সদৃশ রঙ্গের পাথর দ্বারা নির্ম্মিত। এখান হইতেই মোগল সম্রাটদের মহাগৌরব ও সমৃদ্ধির চিহ্ন সকল আরম্ভ হইল। "দেওয়ানি আম" পার হইয়া এক ক্ষুদ্র শ্যামল প্রাঙ্গণ, তারপর "দেওয়ানি খাস" "Private audience hall," যেখানে ওমর উমরাও ও অমাত্যদিগের সহিত সম্রাট সাক্ষাৎ করিতেন। তারপর ক্রমশঃ উত্তরদিকে অন্দর মহল, স্নানাগার, উপাসনাগৃহ,

ভজনালয় বা মতি মসজিদ, প্রমোদোত্থান, বর্ষাঋতুর জলকেলি নিকেতন ইত্যাদি। সমস্তই মারবল ও অন্য মূল্যবান পাথরে নির্ম্মিত ও বিচিত্র কারুকার্য্যে পরিশোভিত। ছাদগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য, নানা রঙ্গ বিশিষ্ট অন্য ধাতুতে মণ্ডিত। সবস্থানের শোভা সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি অতুল। তাহার বর্ণনা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই পারস্য কবি সেখানে লিখিয়াছেন—

"আগর ফরদোস্ বর রুয়ে জমিনস্ত্,
হামিনস্ত, হামিনস্ত, হামিনস্ত"
"যদি মর্ত্ত্যধামে স্বর্গ থাকে কোনখানে,
এখানে এখানে তাহা নিশ্চয় এখানে"।

এই ফোর্ট যমুনার ঠিক পূর্ব্বতীরে নির্ম্মিত ছিল, বোধ হয় যমুনার গর্ভ হইতে ইহার ভিত্তি তোলা হইয়াছিল। সম্রাটপরিবার প্রাসাদে বসিয়া নীলযমুনার শান্তলহরী ও মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতেন। বর্ত্তমানে সেখানে যমুনাপুলিন, নদী অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া ক্ষীণতর ধারায় প্রবাহিত হইতেছে।

দক্ষিণপ্রান্তে একগৃহে museum, সেখানে মোগল সাম্রাজ্যের ও প্রাথমিক বৃটিস গবর্ণমেণ্টের• বহু interesting relics বা কীর্ত্তিকলাপ সংরক্ষিত হইয়াছে। বাদসাহদের প্রায় সকলেরই আলেখ্য তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ের অস্ত্র, শস্ত্র ও বাদসাহদের ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি জিনিষ রক্ষিত হইয়াছে।

এই ফোর্টের ভিতর অনেক নূতন দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে যেখানে ইংরেজ সৈন্য বাস করে। সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পুষ্পোত্থান, flower beds, lawn প্রভৃতি নূতন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দর্শকের মনোরঞ্জন করে।

দেখিলাম সুদূর ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে অনেক পুরুষ ও মহিলা tourists আসিয়া দুর্গ দেখিতেছেন। তাঁহাদের একজন বলিলেন, এমন সমৃদ্ধি শোভা ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ কারুকার্য্য ও স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন তিনি জগতে কম দেখিয়াছেন।

এই ফোর্ট হইতে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রাচীন ফোর্ট "ইন্দ্রপ্রস্থ" দেখিতে গিয়াছিলাম। কথিত হয় এখানেই পাণ্ডব বংশীয় রাজগণের প্রাসাদ ছিল। প্রাচীন কেল্লাও মুসলমান রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাও যমুনার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। চারিদিকের বিশাল প্রাচীর অনেক স্থানে ভগ্ন। তিনটি প্রকাণ্ড তোরণ বা সিংহদ্বার এখনও বর্ত্তমান আছে। মাঝখানে এক লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত মস্‌জিদ। একখানা ক্ষুদ্র একতল গৃহে এক হিন্দুর দেবমন্দিরও দেখিলাম। একজন পুরোহিত তাহার প্রাচীনত্বের ইতিহাস কিছু বলিলেন, সব বিশ্বাস্য বোধ হইল না।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

এই স্থান হইতে প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে বিখ্যাত হুমায়ুনের কব্বর (Humayun's tomb). আমাদের বাসা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূর। এক দিন অপরাহ্নে এক বন্ধু সহ হাটিয়া

এই tomb দেখিতে গিয়াছিলাম। এমন প্রকাণ্ড সুন্দর সমাধি মন্দির দিল্লীতে আর নাই। ইহার একপার্শ্বে ইশাখাঁর tomb, সেও বেশ বড়। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। টোঙ্গা কি Taxi কিছুই পাইলাম না। অন্যপথে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলাম যে যদি দৈবাৎ কোন টোঙ্গা কি একা পাই। কিন্তু সে-চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিলাম। সেদিন প্রায় দশ মাইল হাটা হইয়াছিল।

হুমায়ুনের সমাধি।

Humayun's tomb হইতে অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে জাহানারা প্রভৃতি বাদসাহাজাদী অনেকের কতকগুলি বিচিত্র মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি আছে। তাহার নিকটে বড় বড় মসজিদ। এই স্থানটী মুসলমানদের এক পবিত্র তীর্থ। এক দিন তথায় গিয়া সব দেখিলাম। মনে বিস্ময় ও ভগবৎভক্তি উভয়ই জাগ্রত হইল।

আমাদের বাসস্থান হইতে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ (একটু পশ্চিমকোণে) আর একটী প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির "সবদর জঙ্গ" এক দিন দেখিতে গেলাম। হুমায়ুন-সমাধি হইতে ক্ষুদ্র হইলেও শোভা ও সমৃদ্ধিতে অসামান্য বলিয়া মনে হইল। ইহা নাকি অযোধ্যার নবাব সবদরজঙ্গের সমাধি।

সবদর জঙ্গ।

এই সমাধি স্থান হইতে প্রায় ৫।৬ মাইল দক্ষিণে জগদ্বিখ্যাত "কুতুব মিনার"। মহারাজার সঙ্গে এক দিন সকালে তাঁহার মোটরে দেখিতে গেলাম। সেই অভ্রভেদী বিচিত্র স্তম্ভ প্রকৃতই

দর্শকের মনোরঞ্জন ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এত উচ্চ স্তম্ভ আর কোথায়ও দেখি নাই। লালরঙ্গের sandstone দ্বারা নির্ম্মিত, সমস্ত গাত্রে পারস্যভাষায় কোরাণ ও ইসলামধর্ম্মের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সব উদ্ধৃত লেখা। অনেক দর্শক তাহার শিরোভাগে উঠিতেছেন। আমি প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলাম না। ইহার অল্প দূরে, পশ্চিমে এক হিন্দুর মন্দির আছে, সেখানে নাকি রাজপুতবংশজা মোগল সম্রাজ্ঞী বাস করিতেন। মিনার হইতে অল্প দূরে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে এক মসজিদের নিকট এক ৮০ কি ১০০ ফিট গভীর কূপ আছে, দুচার আনা পয়সা দিলেই স্থানীয় লোকেরা সেই কূপে লাফাইয়া পড়ে ও দর্শকদের বিস্ময় জন্মায়। কুতুবের প্রাঙ্গণে একটী হোটেল বা ডাকবাঙ্গলা আছে। অনেক দর্শক European styleএ সেখানে আহার ও চাপান করিয়া থাকেন। আমরা মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিলাম।

কুতুব মিনার।

অন্য এক দিন মহারাজার মটরে তাঁহার সঙ্গে "ওকলা" নামক প্রসিদ্ধ স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। এস্থান রাইসিনা হইতে ৮।১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। যমুনার তীরে অবস্থিত। এখান হইতে যমুনা canalএর সৃষ্টি। যমুনা হইতে খালে বা কানেলে এক লৌহ বিনির্ম্মিত দ্বার (gate) দিয়া জল আনা হয়। এই canal দিল্লীর সহরের ভিতর দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যে প্রণালীতে এই canalএ জল প্রবেশ করান হয়, তাহাতে

ওকলা।

বেশ Engineering skill আছে। প্রশস্ত কিন্তু অগভীর (shallow) channel দিয়া যমুনার গভীর গর্ভ হইতে এক স্রোত বহিয়া gateএর মুখে আসে এবং দ্বার দিয়া canalএ প্রবেশ করে। দ্বারে ছোট ছোট লোহার শিক আছে। জল প্রবেশের সময় অনেক ছোট ছোট মৎস্যও প্রবেশ করে। তখন কাপড় পাতিয়া অনেকে মৎস্য ধরে। এই ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি আমাদের দেশের 'শৈল' বা 'গজারের' বড় পোনার ন্যায়। বেশ সুস্বাদু। মহারাজা ও ভবেন্দ্রবাবুর লোক মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া এই মাছ ধরিয়া আনিত এবং কখনও কখনও প্রকাণ্ড চিতল মাছ কিনিয়া আনিত। আমরা খুব তৃপ্তির সহিত খাইতাম।

'ওকলা' হইতে আমরা সেদিন আরও দূরে দক্ষিণপশ্চিমে "টোগলকাবাদ" দেখিতে গেলাম। সেখানে মহম্মদ টোগলকের রাজধানী ছিল। এক বিস্তৃত ও বৃহৎ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অতীতের গৌরব চিহ্ন হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার দক্ষিণে এক অতি প্রাচীন মসজিদ দেখিলাম। বাসায় ফিরিতে প্রায় ১টা বাজিয়া গেল।

মিউটনি মেমোরিয়াল।

শেষদিকে এক দিন প্রাচীন সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সিপাইবিদ্রোহের এক Memorial tower দেখিতে গিয়াছিলাম। সেসময়ে যে সব ইংরেজ সেনাপতি জীবনপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই Memorial বা Monument নির্ম্মিত হইয়াছে। মর্ম্মরপ্রস্তরে তাঁহাদের নাম

খোদিত আছে। ইহারই কিছু দক্ষিণে "অশোকের" এক স্তম্ভ দেখিলাম। অনুচ্চ, উপরের অংশ ভগ্ন। এই অশোক-স্তম্ভ আরও দুএক স্থানে আছে।

প্রসিদ্ধ সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিই এখন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সুরক্ষিত হইতেছে। Preservation of ancient monuments Act অনুসারে এই রক্ষা কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। Lord Curzon সাহেব ভারতশাসনে এইটী এক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

দিল্লী সহরে এবং বহু মাইল ব্যাপিয়া তাহার আশেপাশে এতগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ আছে, যাহা দেখিতে বহুদিনের প্রয়োজন। আমি মাত্র বিখ্যাত কয়েকটী স্থান দেখিয়াছিলাম। অনেকগুলি দেখার সময় ও সুবিধা আমার ঘটে নাই।

মার্চ্চ মাসের মাঝের দিকে শ্রীমান নির্ম্মল চন্দ্র দিল্লীতে আসিয়া পঁহুছিল। সে আমার সঙ্গে কয়েক দিন Assemblyতে গিয়া, visitor's card লইয়া দর্শকদিগের গেলেরিতে বসিয়া proceedings দেখিয়াছিল। কখনও আমার সঙ্গে, কখনও একা বাহির হইয়া দ্রষ্টব্য কতক কতক কীর্ত্তি-কলাপ ও বিখ্যাত স্থান দেখিয়াছিল। রেইলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে একটী চাকরীর প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিয়াছিল। Railway Boardএর Secretary সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কর্ম্মপ্রার্থীদের রেজেষ্টরী বহিতে নামও

ভৰ্ত্তি করাইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে কোন ফল হয় নাই।

দুএক দিন আমি Council of State সভায় তথাকার কার্য্যপ্রণালী দেখিতে গিয়াছিলাম। Legislative Assemblyর মেম্বরগণ বিনা টিকিটে (visitor's card) তথায় যাইতে পারেন। দর্শকের গেলেরিতে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন আছে। সেদিন Sir Pherose Sah Sethná মহাশয়ের সুন্দর বক্তৃতা শুনিলাম।

দিল্লী বাসকালে, বাঙ্গালি মেম্বর ও তথাকার বাসিন্দা ভদ্রলোকদের দু একজনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতাম। দেশের মত উপাদেয় আহার্য্য পাইয়া বড় প্রীত হইতাম।

২৫শে কি ২৬শে মার্চ্চ Assemblyর session শেষ হইল। পরবর্ত্তী দুই দিন নির্ম্মলের সহিত কতক কতক interesting place দেখিলাম, আর চাঁদনিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছু কিছু জিনিষপত্র কিনিলাম। বৌমা বিভাবতীর, মেয়েদের ও গৃহিণীর জন্য, দিল্লীর জরিদার জুতা, embroidered কাপড়, মোরাদাবাদী ট্রে, ফুলদানী, পানের বাটা প্রভৃতি অনেকগুলি জিনিষ কেনা হইল, যাহা সচরাচর আমাদের এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না।

২৮শে মার্চ্চ তারিখে নির্ম্মল ও ভৃত্য হেমচন্দ্র সহ পাঞ্জাব মেইলে কলিকাতা রওনা হইলাম। কলিকাতাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া ৩১শে মার্চ্চ আমরা নিরাপদে ঢাকা আসিয়া পঁহুছিলাম। নূতন জামাতা ও নবপরিণীতা কন্যা

রেণুকে দেখার জন্য বড় উৎকন্ঠিত ছিলাম। তাহারা উভয়েই বাসায় ছিল। আনন্দের ভিতর পরিবারে পুনর্ম্মিলিত হইলাম।

দুএক দিন বিশ্রাম লাভ করিয়া, পুনরায় কার্য্যে ভর্ত্তি হইলাম। পূর্ব্বের ন্যায় কয়েকটী Revenue Departments এর কার্য্য করিলাম। মাত্র ১॥ মাস কার্য্য করার পরই পুনরায় Legislative Assemblyর Session attend করিতে সিমলা যাইতে হইল।

২৪শ পরিচ্ছেদ।

সিমলা।

১৯২৪। ২১শে মে তারিখে ঢাকা মেইলে সিমলার পথে কলিকাতা রওনা হইলাম। এবার আমার orderly peon বৃদ্ধ মহিমের পুত্র হরিদাসকে সঙ্গে লইলাম। হরিদাস ১৮।১৯ বৎসরের বালক, প্রথম নূতন দেশ দেখার আমোদ কল্পনা করিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে চলিল, পরে তাহাকে লইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিকাতাতে কিছু শীতবস্ত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিষাদি কিনিয়া, ২২শে তারিখ পাঞ্জাব মেইলে সিমলা রওনা হইলাম। একখানা 2nd Class Berth reserve করিয়া হরিদাসকে পার্শ্বস্থ

সিমলার পথে।

Servants' কামড়ায় রাখিলাম। দিল্লী হইতে কালকা পর্য্যন্ত পথ আমার নিকটও নূতন। রাস্তায় খুব গরম বোধ হইল। কিন্তু স্বভাবের শোভা ও নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া আমোদই উপভোগ করিলাম। সকাল বেলা (প্রায় ৭॥টার সময়) কাল্কা ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। এই ষ্টেশন হিমালয়ের ঠিক পাদদেশে অবস্থিত। এখানেই সমতল ভূমি শেষ হইয়াছে এবং হিমাচলের ascent বা ক্রমোচ্চতা আরম্ভ হইয়াছে। যখন সুপ্তোত্থিত অবস্থায় প্রভাতের আলোকে কালকা ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম, তখন কিযে অপূর্ব্ব শোভা নয়নপথে পতিত হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। দক্ষিণে তরুবিহীন প্রকাণ্ড প্রান্তর। উত্তরে গিরিরাজ তাহার বিরাট মহিমায় দণ্ডায়মান, তাহার বনরাজি নীল অঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া ক্রমে উচ্চে উঠিতেছে। তাহার বক্ষে কত শৃঙ্গ, গহ্বর, প্রস্রবণ ক্ষীণ সরিৎ, ওষধি ও বনস্পতি। উচ্চতম শৃঙ্গ নিচয় চিরতুষার মণ্ডিত, তরুণ ভানুকিরণস্পর্শে স্বর্ণাভ, আবার দীপ্ত সৌর-কিরণসম্পাতে দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র। শৃঙ্গের পশ্চাতে উচ্চতর শৃঙ্গ, যেন বিশ্বস্রষ্টার শত সিংহাসন সেখানে পাতা রহিয়াছে। এই বিচিত্র রচনা কৌশল দর্শনে কোন্ মানুষ রচয়িতার অস্তিত্ব ও বৈভবের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারে? সেই অসীমের অসীমতা আপনিই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

কালকা হইতে পৃথক এক ক্ষুদ্রতর গাড়ীতে উঠিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রেইলপথ আঁকা বাঁকা হইয়া

কখনও গিরিবক্ষ ভেদ করিয়া, কখনও বা গভীর গহ্বরের প্রান্তদেশ দিয়া অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে। নির্ম্মাতাদিগের কৌশল ধন্য। প্রায় ১০৪টা সুরঙ্গের (tunnel) ভিতর দিয়া ট্রেইনখানা পাশ করে। তাহার একটী এত দীর্ঘ যে তাহা অতিক্রম করিতে প্রায় ৬।৭ মিনিট লাগে। সুরঙ্গের ভিতরে ট্রেইন প্রবেশ করিলেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতে থাকে। ক্রমে প্রখর শীতও অনুভূত হইতে লাগিল।

এই অতুল শোভা উপভোগ করিতে করিতে বেলা প্রায় ১১টার সময় বরোগ (Borogh) ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখানে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রণালীতে আহারের জন্য Refreshment Room (খাদ্যশালা) আছে। আমি ও হরিদাস তথায় গিয়া ভাত, রুটী, মাংস, ডাল্, চাটনি, দই প্রভৃতি দেশীয় আহার গ্রহণ করিলাম। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বোধ হইল। দক্ষিণাও খুব বেশী নয়, ২৷৷০ টাকাতেই বোধ হয় দুজনের আহার্য্য মিলিল। বেলা ২৷৷ টার সময় সিমলা ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। তথা হইতে রিক্স করিয়া Longwood Range নামক আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। কুলিগণ অল্পপরেই জিনিষপত্র লইয়া আসিল। এই স্থানটী সিমলার উত্তরদিকে অবস্থিত। একটী শৃঙ্গোপরি Longwood Hotel নামক এক বড় হোটেল আছে, তাহারই পাদদেশে Longwood Range. প্রায় ১২।১৪খানা রুম বা প্রকোষ্ঠ আছে। আমার জন্য ২০ নম্বর রুম নির্দ্দিষ্ট ছিল,

সেইখানে আশ্রয় লইলাম। উপরে একটী Bedroom, একটী dressing room, একটী bath room, নীচে পাকশালা। রুমগুলি প্রয়োজনীয় আসবাব দ্বারা সজ্জিত। বিজলি বাতি আছে। আরামজনক, কিন্তু দিল্লীর মত তত সুশোভিত ও সজ্জিত নয়। সম্মুখে অতলস্পর্শ এক গহ্বর, বারেন্দা হইতে সিমলা সহরটী অতি সুন্দর দেখায়। বামপার্শ্বে অত্যুচ্চ Jacko hill, পশ্চিমপার্শ্বে উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গমালা একের পর আর একটী আকাশের গায়ে কখনও আসমানি রঙ্গে কখনও বা তুষারাবৃত্ত হইয়া সাদারঙ্গে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে (দক্ষিণদিকে) গহ্বরের অপরপার্শ্বে বড় লাটসাহেবের সৌধ, Secretariat, Assembly Hall প্রভৃতি দেখা যায়, আর পর্ব্বতগাত্রে উচ্চ ও নীচে অসংখ্য গৃহ বিরাজিত। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোতে বিচিত্র শোভা ধারণ করে।

২৪শে মে বৈকালে সিমলা পঁহুছিলাম। তারপর দুই দিন বাজার করিয়া সব ঠিকঠাক করিলাম এবং কতক কতক স্থানও পরিদর্শন করিলাম। ২৭শে মে হইতে Assembly র Session আরম্ভ হইল। এবারকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল Lee Commission Report. দিল্লীর সেসনে যাঁহারা মেম্বার ছিলেন, এবারও প্রায় তাঁহারাই উপস্থিত হইয়াছিলেন। তবে Official membersদের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। Sir Alexander Muddiman এবার Home member এবং Leader of the House

সিমলা সহর।

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিও বেশ বিচক্ষণ, শান্তস্বভাব ভদ্রলোক, কৃতিত্বের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেন। আমি প্রতিদিনই উপস্থিত থাকিতাম। নীরব দর্শক ও ভোটদাতা। এবার বড় লাটসাহেবের গৃহে এক সান্ধ্য পার্টি, Sir Alexander Muddiman এবং Sir Basil Blacket উভয়ে এক মিলিত পার্টি দিয়া সকল মেম্বারগণকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানেও পার্টি হইত। ১০ই কি ১১ই জুন পর্য্যন্ত Session চলিল। এই সময় মধ্যে সহরের বিভিন্ন স্থান দেখিলাম। স্বভাবের বিচিত্র শোভা ভিন্ন কোন বিশেষ ঐতিহাসিক খ্যাতি বিশিষ্ট স্থান দেখিবার বড় নাই। সিমলাতে Himalayan Brahmo Samaj বলিয়া একটী ব্রাহ্ম সমাজ আছে। সেখানে ২।৩ দিন গিয়াছিলাম। বাঙ্গালিদের এক কালীবাড়ী আছে। সেখানে এক দিন গেলাম। এখানে বেশ জাঁকজমকের সহিত নিত্য কালী পূজা হয়। মন্দির সংলগ্ন একটী অতিথিশালা আছে। সেখানে আগন্তুক বাঙ্গালী ২।১ দিন বাস করিতে পারেন। ইহার নিকটেই Chelmsford Club আছে। সেখানে গিয়া প্রায়ই Bridge খেলিতাম। মোটের উপর প্রায় দশ টাকা হারিতে হইয়াছিল। সিমলা আয়তনে অনেক বড়। কিন্তু আমার মনে হয় দার্জিলিং অপেক্ষাকৃত সুন্দর। সিমলার বাজারের অংশটী বড় congested এবং খুব পরিস্কার নয়।

সিমলাতে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর কাঠের জিনিষ, কাঠ ও বাঁশের লাঠী পাওয়া যায়। যেস্থানে এই সব বিক্রয় হয়

তাহাকে "লস্কর বাজার" বা "লাকড়ি বাজার" বলে। এক খানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট tray, ও কিছু লাঠি কিনিলাম। ছেলেমেয়েদের জন্য শাল প্রভৃতি গরম কাপড়ও কিছু কিনিলাম।

১১ই জুন আমার ঢাকা নিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু (এখন রায় বাহাদুর) রেবতীমোহন দাস মহাশয় তাঁহার পুত্র শৈলেন্দ্র, দুটী মহিলা ও আত্মীয় শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র দাসকে লইয়া আমার বাসায় আসিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথা হইতে সিমলা দেখিতে আসিলেন। আমি তাঁহাদের জন্য একটী অতিরিক্ত কামড়া ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের সহিত তিন দিন সিমলার নানা স্থান দেখিলাম। ১৪ই জুন তাঁহাদের সহিত কলিকাতা রওনা হইলাম। দিল্লী দেখার জন্য তাঁহারা সেখানে নামিয়া রহিলেন। আমি ও হরিদাস ১৬ই জুন কলিকাতা পৌঁছিয়া সেই দিন রাত্রির গাড়ীতে ঢাকা রওনা হইলাম। পর দিন নিরাপদে ঢাকা পৌঁছিলাম।

পুনরায় ঢাকাতে অফিসের কার্য্য করিতে লাগিলাম। আমি

ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন

গত মার্চ্চ মাসে দিল্লী হইতে ফিরিবার সময়, আমার সম্বন্ধী ভূষণ বাবু (সত্যেন্দ্র) আমার সঙ্গে ঢাকা আসিয়াছিলেন। তিনি হাপানি প্রভৃতি রোগে অনেক দিন ভুগিতেছিলেন। শীতের সময় গিরিধি হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া কিছু উপকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু শরীর রোগা ছিল। আমার এখানে আহারাদির

সুবিধা হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা মণীকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানে আসার অল্প পর হইতে তাঁহার জ্বর হইতে লাগিল। বহু চিকিৎসায় কিছুই ফল হইল না। কলিকাতা হইতে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও ভ্রাতা দীনেন প্রভৃতি আমার বাসায় আসিলেন। ৬ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আমাদিগের মায়া কাটাইয়া ভূষণবাবু অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। নির্ম্মল, আমি, দীনেন ও অন্যান্য কতিপয় বন্ধু শ্মশানে গিয়া তাঁহার সৎকার যথাবিধি সম্পন্ন করিলাম। আমরা ভীষণশোকে আচ্ছন্ন হইলাম। হতভাগ্য কন্যা মণী পিতৃশোকে একবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাঁহার অনাথা পত্নী বিভাবতী দেবী কিছু সুস্থ হওয়ার পর তাঁহারা সকলে ১২ই আগষ্ট কলিকাতা চলিয়া গেলেন। আমাকেই খরচপত্র দিয়া পাঠাইতে হইল। ১৫ই আগষ্ট শ্মশানবন্ধুদিগকে লুচি, তরকারী, দই, সন্দেশ প্রভৃতি দিয়া খাওয়ান হইল।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমই Legislative Assemblyর শারদীয় অধিবেশন নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি পুনরায় সিমলা যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ২৮শে আগষ্ট পুরাতন ভৃত্য কালীনাথ দাসকে সঙ্গে লইয়া সিমলা রওনা হইলাম। কলিকাতাতে অল্প কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া ২৯শে রাত্রিতে পাঞ্জাব মেইলে যাত্রা করিয়া ৩১শে আগষ্ট অপরাহ্ণে সিমলা পঁহুছিলাম। এবারও Long-

পুনরায় সিমলা।

wood Range নামক পূর্ব্বোক্ত বাসাতে ১৯নং রুমে স্থান পাইলাম। সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্ব্বের ন্যায়। সমস্তই পরিচিত সুতরাং কোন কষ্ট হইল না।

এবার এক মাস কাল সিমলা রহিলাম। Sessionএর প্রতিদিনই Assemblyতে উপস্থিত হইতাম। এখানে ওখানে পার্টি attend করা, দুএকজন বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাওয়া, মাঝে মাঝে Chelmsford Clubএ গিয়ে Bridge খেলা। এই একঘেয়ে ধরণের জীবন শেষদিকে dull বোধ হইত। এক দিন Sir A. C. Chatterji মহাশয়ের গৃহে lunch খাইলাম। আমাদের Longwood Range barrackএ ৮ জন মেম্বার থাকিতাম। নিকটে ৪ খানা family quarters ও Longwood Range হোটেলেও অনেক মেম্বার বাস করিতেন। অনেকেই রাত্রিতে, অথবা ছুটীর দিনে দিবাভাগে, আমাদের বাসায় একত্রিত হইয়া নানারূপ আমোদ আহ্লাদ এবং কখনও Bridge খেলা করিতাম। এবার ময়মনসিংহের মহারাজা The Hon'ble শশীকান্ত বাহাদুর কিছু দিন আমাদের Rangeএর এক রুমে থাকিতেন। আর কয়েক-জন মান্দ্রাজের মেম্বার Mr. Nateson, Mr. Duraiswami Aiyangar, Mr. Rangaswami Aiyangar প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিশালী মেম্বার আমাদের Barrackএ থাকিতেন। ইহাঁরা আমাকে মান্দ্রাজের প্রণালীতে প্রস্তুত খাদ্য (রসম্ ইত্যাদি) প্রায়ই খাইতে দিতেন। সকলেই

দেখিলাম কৃতবিদ্য, পণ্ডিত, সুবক্তা, রসিক, সুজন ও সর্ব্বোপরি স্বদেশপ্রেমিক।

আমাদের সঙ্গে থাকিতেন Rao Sahib Captain Suraj Sing, Marshall of the Assembly. এঁর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি সৈনিকবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। বয়স পঞ্চাশের কিছু উপর। দেখিতে ৪০ বৎসরের যুবক বলিয়া মনে হয়। প্রতিদিন ১ কি ১।০ ঘণ্টা ব্যায়াম করেন। ৫।৬ মাইল ভ্রমণ করেন। ডাল, রুটী, দুধ, ফল প্রভৃতি অতি অল্প পরিমাণ আহার করেন। সর্ব্বদাই ধর্ম্মগ্রন্থ ও অন্যান্য উচ্চদরের ইংরেজী বই পাঠ করেন। সময় সময় ভজন গান করেন হারমোনিয়ামের সঙ্গে। ইনি বিপত্নীক। চরিত্র নির্ম্মল। বিনয় ও সৌজন্যতার আদর্শ। ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে ইনি ফ্রান্সে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইয়ুরোপের সকল দেশের অভিজ্ঞতা আছে। মধুর ও ললিত সদালাপে বন্ধুদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। আমাকে ও অন্য বন্ধুদিগকে প্রায়ই চা'তে নিমন্ত্রণ করিতেন। আমাকে সময় সময় অন্য ফল খাদ্যাদিও দিতেন। তাঁহার নিজের এক সুন্দর Library আছে। নূতন ভাল ভাল বই ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে আনাইতেন। আমাকে বই পড়িতে দিতেন, কিন্তু আমি বিশেষ পড়াশুনা করিতাম না। তিনি জাতিতে শিখ। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম দেখিলাম বিশ্বজনীন ও উদার। আমার সঙ্গে হিমালয়ান ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন ও

মার্সেল সুরাজ সিংহ

বক্তৃতা, উপদেশাদি শুনিতেন। তাঁহার চরিত্র, শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব বিশেষভাবে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝদিকে নির্ম্মল সিমলাতে আসিয়াছিল। তাহার জন্য কিছু চেষ্টা করিলাম, কিছু ফল হইল না। Captain স্বরাজ সিংহ নির্ম্মলকে বড় ভালবাসিতেন, এবং তাহার নিকট বাংলা গান শুনিতেন। আমাদিগকে ও অন্য কয়েকজন বন্ধুকে তিনি Longwood Range হোটেলে এক বড় tea party দিয়াছিলেন।

বোধ হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর Legislative Assemblyর সেসন শেষ হইল। আমি, নির্ম্মল ও কালীনাথ ২৭শে সেপ্টেম্বর সিমলা হইতে রওনা হইয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বাসায় পঁহুছিলাম।

বিগত ১৫ই আগষ্ট আমার ৫৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়াতে আমার অবসর গ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া Legislative Assemblyর সেসন attend করার জন্যই অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ২৷৷ মাসের extension of service মঞ্জুর করিয়াছিলেন। আমার দুই মাসের অনুগ্রহ বিদায় পাওনা ছিল, সেই বিদায় পাইতে দরখাস্ত করিলাম। মঞ্জুর হইল। অক্টোবর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, নবেম্বরের প্রথম হইতে দুই মাস চারি দিনের ছুটী উপভোগ করিতে লাগিলাম।

অক্টোবরের প্রথমদিকে ওয়ারিতে, ২৬নং রেঙ্কিন ষ্ট্রীট, একখানা ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী সাত হাজার পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয়

করিয়া, নবেম্বর মাসের শেষ দিক হইতেই এই বাড়ীখানা বড় ও নূতন করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের সহিত আলোচনা করিয়া একটা plan করিলাম, স্থানীয় কণ্ট্রাক্টার শাক্তা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নারায়ণ মিত্র সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার লইলেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হইতে কার্য্য আরম্ভ হইল। আমি প্রায় প্রতিদিন তথায় গিয়া কাজ দেখিতে লাগিলাম।

ঢাকার বাড়ী ক্রয়।

ডিসেম্বর মাসে একটী শোচনীয় ঘটনা হইল। বরিশালের অন্তর্গত চিড়াপাড়া গ্রামবাসী নরসুন্দর জাতীয় কালীনাথ দাস নামক আমার এক ভৃত্য ছিল (যে আমার সঙ্গে সিমলা গিয়াছিল)। আমি যখন ১৯২১ সনের মার্চ্চ মাসে বরিশাল হইতে চট্টগ্রাম বদলি হই, তখন সে বরিশাল হইতে আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম গিয়াছিল। চট্টগ্রামে তাহাকে আমার orderly peonএর কাজ দিয়াছিলাম। ঢাকা আসিয়া তাহাকে ট্রেজারীতে পিয়নের কার্য্য দিয়াছিলাম। সে আমাদের সঙ্গেই থাকিত। আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা মীরাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে দেখা গেল তাহার কামলা রোগ হইয়াছে। দুচার দিন সে টোট্‌কা ঔষধাদি ব্যবহার করিল। ১৩ই তারিখ Dr. Suresh ch. Gupta মহাশয়কে ডাকিয়া দেখাইলাম। তিনি বলিলেন রোগ সাংঘাতিক এবং রোগীকে হাঁসপাতালে

প্রিয় ভৃত্য কালীনাথের মৃত্যু।

লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তখনই গাড়ী করিয়া হাঁসপাতালে নিলাম। সেখানে ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বড় আশা দিলেন না, তবে তাহার চিকিৎসা যত্নের সহিত করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে সে মারা গেল। আমি টেলিফোঁতে সংবাদ পাইয়া হাঁসপাতালে গেলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই জীবন শেষ হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া সেবাশ্রমের লোক আনাইয়া, তাহাদের ও অন্য লোকের সহায়তায় তাহার সৎকার করাইলাম। বেচারা বৃদ্ধ পিতা মাতা, একটী বালিকা স্ত্রী ও ছোট ভাই রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাই যাদবকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়াছিলাম, কিন্তু সে মৃত্যুর পর দিন এখানে পঁহুছিয়াছিল। তাহার ১০০০৲ টাকার জীবন বীমা ছিল। অনেক চেষ্টায় ঐ টাকা তাহার স্ত্রীর হস্তে পৌঁছিয়াছে।

অবসর গ্রহণ।

১৯২৫ সনের ৫ই জানুয়ারি আমার বিদায় শেষ হইল, এবং সেই দিন আমি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ৫৫০৲ টাকা মাসিক পেন্‌সন পাইলাম। প্রায় ৩২ বৎসর ছয় মাস চাকরী করার পর পেন্‌সন পাইলাম। এখন এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জীবন আরম্ভ হইল। চাক্‌রি! দীর্ঘ ৩২ বৎসর তাহার প্রেমপাশে আবদ্ধ ছিলাম। কি দারুন বিচ্ছেদ ও বিদায়!! অনেকেই এই বিচ্ছেদে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। আমিও দুঃখিত হইলাম সন্দেহ নাই। তবে আমার দুঃখের একমাত্র কারণ, আয় একবারে হঠাৎ অর্দ্ধেক কমিয়া যাওয়া। নতুবা অন্য কোনরকম ক্ষোভ আমার

মনে আসে নাই। আমি অনেক দিন হইতে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী দাসত্বশৃঙ্খল শেষদিকে অশান্তির কারণ হইয়াছিল। যদি আমার ন্যায্য প্রাপ্য প্রমোশনগুলি পাইতাম, তাহা হইলে মনের ভাব কিরূপ হইত জানিনা, কিন্তু চাকরীর জীবনে সরকার কর্ত্তৃক যেদিন হইতে অনাদৃত হইতেছিলাম, সেদিন হইতেই আমার মোহ ঘুচিয়াছিল। তবে পরিবার ভরণপোষণের একান্ত গুরুভার বহনের জন্যই লাঞ্ছিত অবস্থায়ও কর্ম্মত্যাগ করিতে পারি নাই। এখন স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবসর লাভ করিলাম। মনে একটা শান্তিও আসিল, কেননা কতকটা স্বাধীনতা লাভ করিলাম। দশটায় তাড়াতাড়ি স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া, পোষাক আঁটিয়া দ্বিচক্র গাড়ীতে ছুটিয়া কারাগার সদৃশ বিচার বা অবিচার-আলয়ে কিংবা অফিসে প্রবেশ, দুর্নীতিপরায়ণ, অশান্তিজনক ও অপ্রীতিকর আবহাওয়াতে ৬।৭ ঘণ্টা বাস, একঘেয়ে নীরস মামলা মোকদ্দমা বা অফিসের কার্য্য করা, উপরিস্থ কর্ম্মচারীর অনুগ্রহ, নিগ্রহের জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকা—এই সকল বিড়ম্বনা হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

২৫শ পরিচ্ছেদ।

অবসরান্তে।

আমি ছুটী লওয়ার প্রায় সম সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor Dr. (now Sir Joseph) Hartog সাহেব আমাকে ডাকাইয়া নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Treasurerএর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমিও কিছু Occupation পাইব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতমণ্ডলীর মার্জ্জিত সংসর্গে থাকিতে পারিব এই আশা করিয়া ঐ পদ গ্রহণ করিলাম। '২৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার নিয়োগপত্র পাইলাম। '২৪ সনের ৩রা নবেম্বর হইতে ১৯২৫ সনের শেষ পর্য্যন্ত এই Honorary Treasurerএর কার্য্য করিলাম। আমি মনোযোগের সহিতই আমার কর্ত্তব্যসম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কতিপয় কারণে আমার নিকট এই কার্য্য প্রীতিজনক বোধ হইল না। অনেক শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসিলাম। অনেক নূতন বিষয়ও কিছু কিছু জানিলাম। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা হইল যে Treasurer নামে মাত্র আয় ব্যয় সম্বন্ধে একজন ক্ষমতাশালী Officer next to the Vice-Chancellor, প্রকৃতপক্ষে একজন Figure head, এবং President of the Finance Committee in name only. Finance Committee এবং Executive

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার।

Councilএর কার্য্যাবলী Universityর শিক্ষার Staff কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে controlled ও পরিচালিত হয়। আমার term শেষ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে আমি শ্রীযুক্ত Hartog সাহেবকে জানাইলাম যে ঐ কার্য্য করিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা নাই। তিনি বলিলেন "Why ? you do not find any interest in financial matters ?" আমি বলিলাম "কতকটা তাই বটে।" তিনি বলিলেন "আচ্ছা দেখি"। ইহার কয়েক দিন পর ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে জানিতে পারিলাম, আমি এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশাঙ্ককুমার ঘোষ, গবর্ণমেণ্ট প্লিডার Treasurerএর কার্য্য লইয়া ১লা বা ২রা জানুয়ারী হইতে কার্য্য করিতে লাগিলেন। Chancellor of the Dacca University H. E. the Governor of Bengal, Lord Lytton মহোদয় আমার Treasurerএর কার্য্য সম্বন্ধে আমাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানা চিঠী লিখিলেন।

চাকরী জীবনের ।।

এখন আমি সকল প্রকার সরকারী কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিলাম। আমার দীর্ঘ চাকরী জীবনের অভিজ্ঞতা অনেকটা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ Bengal Civil Serviceএর কোন কর্ম্মচারী, এই স্মৃতিগুলি পাঠ করেন, তবে এই চাকরীর সুখদুঃখ সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমি

যথানিয়মে প্রমোশন পাইয়া selection gradeএ উন্নীত হইয়াছিলাম, listed postএ officiate করিয়া দুই বৎসর কাল A. D. M. এবং মাঝে মাঝে Collectorএর কার্য্যও করিয়াছিলাম। কিন্তু স্থায়ীভাবে listed postএ নিযুক্ত হইতে উপযুক্ত বিবেচিত হই নাই; কেন হই নাই এ প্রশ্ন পাঠকের মনে আসিতে পারে। আমার মনে হয় ঐসব পদের আবশ্যকীয় শক্তি ও গুণগুলি আমার ছিল না। সেসব গুণ কি এবং কেনই বা আমার সেসব গুণের অভাব থাকা বিবেচিত হইয়াছিল, পাঠক এই স্মৃতিগুলিতে তাহারও আভাস পাইবেন। এখানে late Sir Surendra Nath Banerji মহাশয় লিখিত "A nation in making" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একটী সারবান উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। সেই গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষদিকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

"Strong convictions are perhaps a clog to official advancement in India and those who change as the official mind changes have the best prospects of official preferment."

এই উক্তির সত্যতা আমার নিজের ক্ষুদ্রজীবনে ও অন্য বহু সহকর্ম্মী বন্ধুগণের জীবনে নানাসময়ে পরিলক্ষ করিয়াছি। চাকরী করার অর্থ প্রভুর আদেশ মত কাজ করা। প্রভুর আদেশ পালন করাই ভৃত্যের কার্য্য। এমন অনেক প্রভু আছেন যাঁহারা অন্যায় আদেশ প্রদান করেন,

আর এমন ভৃত্যও আছেন যাঁহারা অন্যায় আদেশও পালন করেন এবং ন্যায্য আদেশ পালনেও শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। সকল প্রভুও ন্যায়পরায়ণ নহেন, সকল ভৃত্যও কর্ত্তব্যপরায়ণ নহেন। পরস্পরের কার্য্যাবলী হইতে প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ দাঁড়ায়, তাহার ফল হইতে ভৃত্যের অদৃষ্ট নিয়মিত হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক ভৃত্যই তাঁহার প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা সবসময়ে ফলবতী নাও হইতে পারে। একশ্রেণীর কর্ম্মচারী আছেন যাঁহারা নিজের বুদ্ধিমত এবং হয়তো বিবেকের অনুসরণ করিয়াই কাজ করিয়া যান, তাহাতে নিজের ভাগ্যে কি ফল হইবে সেটা ততটা গণনা করেন না। এই শ্রেণীর মধ্যে অনেক বিজ্ঞ, সৎ ও উপযুক্ত লোক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মজীবনে সাংসারিক উন্নতি সব সময় ঘটে না। আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী আছেন, যাঁহারা প্রত্যেক কার্য্য করার পূর্ব্বে বা পদবিক্ষেপের পূর্ব্বে, একটী হিসাব করিয়া লন বা জমিন মাপিয়া লন যে তাঁহার কার্য্যফলে তাঁহার নিজের লাভ লোকসান কতদূর হইবে। ইহাঁদিগকে clever বলা যাইতে পারে। ইহাঁদের প্রকৃত যোগ্যতা বেশী না থাকিলেও অনেক সময় সাংসারিক উন্নতি হইতে ইহাঁরা বঞ্চিত হন না। সংসারে দেখা যায় অনেক সাধু ও ধার্ম্মিক লোক রোগ, শোক, দারিদ্র্য প্রভৃতিতে অনুক্ষণ লাঞ্ছিত হন, অথচ অনেক অসাধুজন পার্থিব সম্পদ ও সুখ উপভোগ

করেন। কাহার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ বেশী কেমন করিয়া বলিব ?

পূর্ব্বে সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল জানিনা, কিন্তু আমাদের সময় পদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের অর্থাৎ সবজজ, মুনসেফ্, ডিপুটী বা সাবডিপুটীগণের ভিতর উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণের প্রথা প্রায় ছিলনা। ক্বচিৎ দুএকজন অফিসারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শোনা যাইত, যদিও দুর্ভাগ্য বশতঃ দুচারজন এই অপরাধে কর্ম্মচ্যুতও হইয়াছেন। পক্ষদের নিকট অর্থ গ্রহণ ছাড়াও dishonesty বা অসাধুতা হইতে পারে। মোটের উপর এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ honestly অর্থাৎ সাধুভাবেই কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই বিবেকের অনুসরণ করেন ইহা বলা যায় না। বিবেকানুসরণ ও ঐহিক সুবিধা সম্পদ প্রায় দেখা যায় পরস্পরের বিরোধী। সুতরাং সুধী ও যোগ্য সরকারী কর্ম্মচারী বন্ধুগণ কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তিই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। আমি আজ জীবনসন্ধ্যায় অনুতপ্তহৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছি যে সমস্ত বিষয়েই বিবেকানুসরণ করিতে সমর্থ হই নাই, ভগবানের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি। তবে বিবেক অনুসরণ করার একটা tendency ভগবান আমাকে দিয়াছিলেন, হয়তো এই tendency থাকার ফলেই সংসারক্ষেত্রে উন্নতির বাধা হইয়াছে। তাহাতে আমার প্রকৃত ক্ষতি হইয়াছে কিনা তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। আমার

কিছু আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে সত্য। কিন্তু অর্থই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়। Man does not live by bread alone. আমি অর্থের পরিবর্ত্তে অন্যপ্রকারের সম্পদ কিছু লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেইচ্ছে আত্মপ্রসাদ ও লোকপ্রীতি। যেখানে সততা ও বিবেক অনুসরণ করিয়া কাজ করিয়াছি, শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও মনে অশান্তি ও হৃদয়ে অবসন্নতা আসে নাই। আমার বিষয় বরিশালের একজন শিক্ষিত বিজ্ঞ বন্ধু বলিয়াছিলেন "He is a curious man, he may break but will never bend." বিভিন্ন কার্য্যস্থলে সহকর্ম্মী বন্ধু ও জনসাধারণের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে প্রীতি ও সম্মান লাভ করিয়াছি। যখন পদোন্নতি ও সেই সঙ্গে আর্থিক লাভ ঘটে নাই, এইটুকুই আমি সরকারীকার্য্যের গৌরবান্বিত পুরস্কার বলিয়া মনে করি। একথাও সাহস করিয়া বলিতে পারি, সততা, ন্যায় ও বিবেক অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। পৃথিবীর লাভ লোকসান হিসাবেও মোটের উপর তাহার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না। সুতরাং এসব বিষয়ে কেহ যদি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন, কি উপদেশ চান, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব ন্যায়, সততা ও বিবেক আশ্রয় করিয়াই জীবনের সমস্ত কার্য্য করা যেরূপ সঙ্গত, চাকরির কার্য্যও সেই প্রণালীতে করা উচিত, ফল যাহাই হউক। এখানে মহাত্মা যীশুর আর একটী মূল্যবান উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় "No

man can serve two masters, conscience and mammon."

আমরা যখন প্রথম চাক্‌রীতে প্রবেশ করি, তখন সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই দেশের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তখন আমাদের চাকরীতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষাও খুব বেশী ছিলনা। উপরিস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ মুরুব্বিপানা ভাবে কৃপার সহিত আমাদিগকে দেখিতেন। আমরা মানিয়া লইতাম তাঁহারা বিদ্যা, জ্ঞান, প্রতিভা, শক্তি প্রভৃতিতে আমাদের চেয়ে বড় এবং আমাদের উন্নতি, অবনতি সকলই তাঁদের হাতে। তাঁহাদের post গুলি পাইতে আমাদের যোগ্যতা ও দাবী আছে, আমরাও তাহা বড় আশা বা প্রকাশ করিতাম না, তাঁরাও কখন মনে করিতেন না। সুতরাং আমরা সর্ব্বদা কৃপাপ্রার্থী ভাবেই থাকিতাম, তাঁরাও প্রভু ও মুরুব্বি (patron) ভাবেই থাকিতেন। কোন্ শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গবিচ্ছেদ হইল, সেই হইতে দেশে এক আত্মবোধ জাগিয়া উঠিল। দেশনায়কগণ অনেক সত্ত্ব ও অধিকার দাবী করিতে লাগিলেন। দেশীয়দিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগের, Indianization of the Services প্রভৃতি নানা বিষয়ের দাবি উপস্থিত করিলেন। বঙ্গবিচ্ছেদের কতিপয় বৎসর পর হইতে এখন পর্য্যন্ত উপরিস্থ সাহেব কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের অধীনস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা cold formalityর ভাব আসিয়াছে। এখন বাহিরে সাহেবগণ ভদ্র ব্যবহার প্রকাশ

করেন, কিন্তু তাঁহাদের অধীনস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীগণকে প্রীতির চক্ষে দেখেন কিনা সন্দেহ। দেশীয়গণও সর্ব্বদা পূজার অর্ঘ্য লইয়া সাহেবদের পদপ্রান্তে উপস্থিত হন না। তবে স্বার্থান্বেষী clever ব্যক্তিগণ পূজার কিছু কিছু আয়োজন করিয়া থাকেন মাত্র। সর্ব্বত্রই প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ক্রমশঃ প্রাণহীন ও উষ্ণত্ব বিহীন হইতেছে। নিয়োগকর্ত্তা ও নিয়োজিত ইহাদের ভিতর একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। দেশ ক্রমে শান্তির দিকে যাইতেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। ভগবান দেশে শান্তি আনয়ন করুন ও দেশকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করুন ইহাই বৃদ্ধের প্রার্থনা।

১৯২৬ সনের মে মাসের মধ্যে ওয়ারির বাড়ী প্রস্তুত শেষ হইল। ৪ঠা জুন আমরা ভগবানের নাম লইয়া নিজদের নূতন গৃহে প্রবেশ করিলাম। সেদিন পণ্ডিত শশিকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গৃহদেবতার পূজা করিলেন। ক্রয়ের মূল্যের উপরও প্রায় তের হাজার টাকা খরচ হইল। ঢাকাতে একখানা বাড়ী করার ইচ্ছা বহু দিন হইতে পোষণ করিতাম, ভগবান সে ইচ্ছা ফলবতী করিলেন, তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

ঢাকার গৃহে প্রবেশ।

এই বৎসর পূজার সময় আশ্বিন মাসের শেষদিকে জামাতা শ্রীমান মতিলাল ও রেণুকে লইয়া আমরা বাড়ী গেলাম। নির্ম্মল ও অমল বাসায় রহিল। বাড়ীতে গৃহদেবতার ভোগ ও গৃহ সঞ্চার উপলক্ষে নিজগ্রাম, ব্রাহ্মণপাড়িল ও মিরিকপুর

গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোকদিগকে ও গ্রামের সধবা, বিধবা সমস্ত ভদ্রমহিলাদিগকে একটী প্রীতিভোজ দিলাম। রেণুর শরীর অসুস্থ হইল, মেয়েদের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাহারা ঢাকা ফিরিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইল। শ্রীমান মতি মাথাভাঙ্গা চলিয়া গেল। আমরাও মাত্র বিশ দিন বাড়ী থাকিয়া ঢাকা ফিরিলাম।

নবেম্বর মাসের শেষদিকে নির্ম্মল B. C. Service পরীক্ষা দিল। কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ এই পরীক্ষায় অঙ্কে অত্যন্ত খারাপ করিয়াছিল বলিয়াই ভবিষ্যতে পাশ হইতে পারে নাই।

শ্বশুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই সংবাদ পাইলাম, ভবানীবাবু শ্বশুর মহাশয়ের পাড়া (cancer) বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৭ই ডিসেম্বর আমি প্রফুল্লকে লইয়া কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু সেই দিনই সকালে তাঁহার স্বর্গারোহণের সংবাদ টেলিগ্রামে পাইয়া যাওয়া স্থগিত করিলাম। তখনই হবিষ্যাদির জন্য দীনেনের নিকট পঁচিশ টাকা পাঠাইলাম। ১১ই জানুয়ারী (১৯২৬) প্রফুল্ল ও খুকুকে লইয়া কলিকাতা গেলাম। ১১৯নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটে তখন তাঁহারা থাকিতেন। সেখানে ৫।৭ দিন থাকিয়া শ্বশুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলাম। নগদ ও অন্যভাবে প্রায় ২০০ টাকা সাহায্য করিলাম। ২২শে জানুয়ারি বিষাদের মধ্যে আমরা চলিয়া আসিলাম। শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুতে আমি ও প্রফুল্ল পিতৃহীন হইলাম। তিনি বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। দিব্য

গৌরকান্তি শ্বেতশ্মশ্রু বিশিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি, দেখিয়া লোকে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। পার্সি জানিতেন। সুবক্তা ও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত লেখক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "হেমেন্দলাল, "উৎপলা" প্রভৃতি উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে মূল্যবান রত্ন বলিয়া আদৃত হইয়াছে। তাঁহার উদার ধর্ম্মভাব, পূত চরিত্র ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাকে সমাজে পূজনীয় ব্যক্তি করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আলোচিত হইয়াছিল।

১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে আমি ইউনিভারসিটীর সংসর্গ ত্যাগ করিলাম। ঢাকা ইডেন বালিকা বিদ্যালয়, নূতন বালিকা বিদ্যালয়, ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন, ঢাকা অনাথাশ্রম, সুত্রাপুর সেবাশ্রম, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যাবলীতে যোগদান করিয়া, ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত পাব্লিক কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঢাকা আসার পর হইতেই সংস্রব আরম্ভ হইল। প্রায় প্রতি রবিবারই সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতাম। সমাজের উৎসবাদির সময়ও যোগদান করিয়া থাকি। আর সেখানে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের স্মৃতিসভায় সময় সময় কিছু বলিয়া থাকি। বাঙ্গলা ১৩৩২ সনের জন্য সমাজের Executive Committeeর মেম্বার ও East

Bengal Institution এর Managing Committeeর মেম্বার মনোনীত হইয়াছিলাম। এবৎসরও (১৩৩৪ সনে) এই দুই কার্য্য করিতে হইতেছে। এই সব কার্য্যে আমার কম সময়ই দিতে হয়। দিবসের অধিকাংশ সময় ভ্রমণ, পাঠ, কিছু কিছু লেখা, বাজার করা প্রভৃতি কার্য্যে অতিবাহিত করি। সন্ধ্যায় কখনও কখনও ক্লাবে অথবা কোন বন্ধুগৃহে ব্রিজ খেলি।

নির্ম্মলের বিবাহ

এই বৎসর নির্ম্মলের শুভ বিবাহ ভগবানের কৃপায় এক অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পন্ন হইল। বিক্রমপুর কৌঁয়রপুর নিবাসী স্বর্গীয় শশিভূষণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিপ্রভা (ডাক নাম Anne) স্থানীয় ইডেন স্কুলে ও কলেজে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিত। নির্ম্মলের সঙ্গে নাকি ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার আলাপ পরিচয় ছিল। তাহাদের আলাপ পরিচয় শেষে পরস্পরের প্রীতি বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়। কিন্তু সামাজিক হিসাবে এরূপ পরিণয়ে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। শশীবাবু আসামে গৌহাটী ও ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানে Deputy Commissionerএর অফিসে কার্য্য করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন না। তিনি এক উচ্চ আদর্শের পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ধর্ম্মপ্রাণা, সেবানিরতা রমণী ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই নাবালক সন্তানাদি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহাঁদের কয়েকটী কন্যা নিজেদের যত্নে লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন। Anneও কৃতিত্বের সহিত

বি, এ, পাশ করিয়া শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছিল। তাহার চরিত্রাদি সম্বন্ধে আমি খুব অনুকুল মত ও সংবাদ পাইলাম। এক্ষেত্রে, আমি ও আমার গৃহিণী এই শুভপরিণয়ে আমাদের প্রসন্ন সম্মতি জানাইলাম। গ্রীষ্মাবকাশে মে মাসে বিবাহ কলিকাতাতে হওয়ার কথা স্থির হইল। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে য়্যানিকে দুএকদিন আমাদের বাড়ী আনাইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে তাহাকে ভালভাবে দেখি নাই। দেখিলাম বড় শান্তস্বভাবা মেয়েটী।

আমার দুচারজন আত্মীয় স্বগণের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিয়া মতামতও চাহিলাম। যে ভাবেই হউক, অনেকেই সম্মতি দিলেন। ৩০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার (১৩৩৩), ১৩ই মে (১৯২৬ খৃঃ অঃ) বিবাহের দিন স্থির হইল। ১০ই মে নির্ম্মল ও অমলকে কলিকাতা পাঠাইলাম। পরে ১২ই মে আমি, বিমল, ও শ্রীমান অপূর্ব্ব চন্দ্র রায়কে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম। আমি ১১৯নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে শ্যালকদের গৃহে উঠিলাম। ১৩ই মে ভবানীপুরে ৬৯ বি টাউনসেণ্ড ভবনে য়্যানির জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সেনের গৃহে বিবাহের আয়োজন হইল। তাঁহারা Russa Roadএ একটী বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। ১৩ই মে সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় সেই বাড়ীতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। আমি ও কিছু প্রার্থনা করিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম ও উপদেশ দিলাম।

আমার কলিকাতাস্থ সকল আত্মীয়স্বগণই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। দেশ হইতে শ্রীমান চারু চন্দ্র রায়, অপূর্ব্ব চন্দ্র রায়, দেবেন্দ্র নাথ বসু, বেলতা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরবন্ধু গুহ (Bar-at-law) প্রভৃতি বিবাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগবৎকৃপায় শুভভাবে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ১৫ই মে য়্যানিকে লইয়া আমরা কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ মেইলে রওনা হইয়া ১৬ই অপরাহ্ণে বাসায় পঁহুছিলাম। প্রফুল্ল ও আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ বিভাবতী নববধূ বরণ করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।

২৪শে মে সোমবার সন্ধ্যায় বউভাত উপলক্ষে ঢাকাস্থ পরিচিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ভদ্র ও মহিলা প্রায় ৪০০ লোক নিমন্ত্রণ করিয়া পোলাও, মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা এক ভোজ দিলাম। হিন্দুসমাজের সমস্ত বড় বড় লোকই অনুগ্রহ করিয়া ভোজে যোগ দান করিয়াছিলেন।

নির্ম্মলের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতায় আমি অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলাম। তাহার অন্য দুএকটী চাকরীর offer আসিয়াছিল, তাহা আমার মনঃপুত না হওয়ায় সে চাকরী লইতে দেই নাই। কয়েক মাস হয় আমার দুজন বন্ধুর কৃপায় সে কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের অধীনে ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশি করিতেছে। অমল বি, এ, পাশ করিয়া বসিয়া আছে। বিমলেরও শরীর অসুস্থ। আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ বড় নিরাশাজনক। তবে বিশ্বাস করি আমা অপেক্ষা মহা-শক্তিশালী এক আশ্রয় আছেন যাঁহার প্রেম ও দয়া অফুরন্ত।

গত মার্চ্চ মাসে (১৯২৭) দ্বিতীয় কন্যা অনুপ্রভা Matriculation পরীক্ষা দিয়াছিল। প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া এখন Eden Collegeএ I. A. পড়িতেছে। ৩য় কন্যা ডলী এবার Eden Schoolএ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে।

জ্যেষ্ঠা কন্যা রেণু তাহার স্বামীসহ ঢাকাতেই তাহাদের নিজগৃহে বাস করিতেছে। এই গৃহ তাহারা সম্প্রতি ক্রয় করিয়াছে। আমার ঢাকার গৃহ হইতে মাত্র এক শত গজ দক্ষিণে অবস্থিত।

বিগত ২৪শে আষাঢ়, শনিবার, রাত্রি ২টা ২০ মিনিটের সময় য়্যানি একটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। ভগবৎকৃপায় শিশু ও প্রসূতী এপর্য্যন্ত ভাল আছে।

ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান যোগেশ চন্দ্র স্ত্রীপুত্রাদি সহ দেশের বাড়ীতে থাকিয়া ডাক্তারি ব্যবসা করিতেছেন। তাঁহার নানারূপ পারিবারিক অশান্তি। তবে বিধাতার অনুগ্রহে ব্যবসায়ে তাহার বিশেষ খ্যাতি ও উপার্জ্জন আছে।

আমি ষষ্ঠি বৎসরবয়সে পদার্পণ করিয়াছি। জীবনে উপার্জ্জনরূপ কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসও শেষ হইয়াছে। এখন বসে আছি কবে আমার ডাক আসিবে। করুণাময়ী জননী তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দিতে আমাকে কি প্রস্তুত ও উপযুক্ত করিয়া লইবেন? তাঁহার কথা সময়ে সময়ে ভাবি বটে, কিন্তু তাঁকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলাম কই? মা আমাকে প্রস্তুত কর।

২৬শ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

জীবনের অধিকাংশ ঘটনাগুলি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমার সন্তানগণ ও পরিবারস্থ অন্য লোকগণ আমার চরিত্র, আচার ব্যবহার, চালচলন সম্বন্ধে সকল কথাই জানেন। তথাপি গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন, ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমার মনোগত প্রকৃত ভাবগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ধর্ম্মবিশ্বাস।

প্রথমে আমার ধর্ম্মবিশ্বাস একটু অনিশ্চিত ধরণের ছিল। বাল্যে প্রচলিত হিন্দুক্রিয়াকলাপের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি। পারিবারিক গৃহদেবতা ও শালগ্রামশিলাদের নিত্য পূজা দেখিয়াছি, কিন্তু তখন এই সব পূজাপার্ব্বণ হইতে মনে কোনরূপ সংস্কার জন্মে নাই। যখন টাঙ্গাইল পড়িতাম, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ তালুকদার মহাশয় ও অন্য স্থান হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলাম। তারপর ঢাকা পড়ার সময় ব্রাহ্মসমাজে গতায়াত ছিল ও সাপ্তাহিক উপাসনাতে মাঝে মাঝে যোগ দিতাম। ভাল লাগিত। কলিকাতা বি, এ, পড়িতে গিয়া City College এ ভর্ত্তি হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ কিছু ঘনিষ্ঠতর হইল। কলেজে পরমশ্রদ্ধাস্পদ প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র দত্ত

মহাশয়, পূজ্যপাদ প্রফেসার শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় প্রভৃতি কয়েকটী আদর্শ ব্রাহ্মশিক্ষকের পূত চরিত্র ও নির্ম্মল জীবনের প্রভাবে আসিয়া পড়িলাম। শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ, স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ বসু প্রভৃতি দুচারজন বন্ধু সহপাঠী ব্রাহ্মের সহিত আলাপ পরিচয় ও বন্ধুতাও ঘটিল। সময় সময় হিন্দু ছেলেদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের তর্ক হইত। আমি সে-সব তর্কে যোগ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সমর্থন করিতাম। ইহা আমি সরল বিশ্বাসের সহিতই করিতাম, কেননা তখনই আমার ধারণা জন্মিয়াছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন রাজা রামমোহন, কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা লোকমুখে শুনিতাম, তাঁহাদের জীবন কিংবা উপদেশগুলি রীতিমত পাঠ করি নাই। সমাজে প্রায়ই ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনা ও উপদেশ শুনিতাম। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপের উপর আমার আস্থা কমিয়া গেল। নিরাকার পরমেশ্বর আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা ইহাই বুঝিলাম। কিন্তু পৌত্তলিকতা নিন্দনীয় বা পরিহার্য্য একথা মনে হইল না। যদি কেহ মূর্ত্তিতে ভগবানের অধিষ্ঠান সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের পূজা করেন, তাহা অধর্ম্মের কাজ হইবে ইহা মনে হয় না। হিন্দুজাতিতে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা হয়তো নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না। ইহার একমাত্র কারণ শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব। বর্ত্তমানে

শিক্ষিত হিন্দুগণ হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে বড় খবর রাখেন না। আধুনিক শিক্ষার ফলে লোকের মনে একটা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের (Universal religion) দিকে tendency বা ঝোঁক হইতেছে। আমি নিজে পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু পৌত্তলিকদের মধ্যে যাঁহারা নীতিপরায়ণ ও বিশ্বাসী আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, কিন্তু সেই ধর্ম্মানুসরণপ্রণালীতে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা প্রসূত দোষ থাকিতে পারে। এই জন্য আমি সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করি। আমি হিন্দুর সন্তান। আমি দেখিতে পাই এই হিন্দুধর্ম্মেই এক সার্ব্বভৌমিক বিশ্বজনীন সনাতন সত্যধর্ম্ম নিহিত আছে। সে-ধর্ম্ম জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তির সহিত পালন করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুসরণ হয়। ধর্ম্ম মনের জিনিষ। বাহিরে দেখাইবার কিছু নাই। ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া, সংসারে বিবেক ও নীতি অনুসরণ করিয়া কাজ করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য। আমি প্রতিদিন প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ও রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। ইহা আমি Lord's prayer ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত প্রার্থনার কতকগুলি উক্তি অনুসরণ করিয়া নিজের মনোমত প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। তাহাতে পারিবারিক মঙ্গলের প্রার্থনা ও অন্যান্য বিষয়ের, যেমন হৃদয়ের শান্তি ও মনের বলের, জন্যও প্রার্থনা থাকে। রাত্রিতে আমার ঘুম হয় না, পূর্ব্বে তখন শুধু ভগবানের নাম করিয়া একটী ক্ষুদ্র স্ফটিকের মালা জপ

করিতাম। অধুনা সময় সময় মালা ছাড়াই মনে মনে নাম করি। প্রাতের ও রজনীর প্রার্থনা আমি অনেক বৎসর হইতে করিতেছি।. পৌত্তলিক পূজাপার্ব্বণে বিশ্বাস না থাকিলেও আমি মূর্ত্তিপূজার নিকট সম্মান প্রদর্শন করি। পূর্ব্বে বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড হইলে নিজেও পূজা করাইতাম। মন্দিরাদিতে গিয়াও পূজা দিয়াছি। এখন আর সেসব বড় হয় না। মন্দির ও মসজিদ কিংবা অন্য ভজনালয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। ব্রাহ্মসমাজে সাধারণ উপাসনায় যোগদান ভিন্ন আর কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠান করি না।

নৈতিক জীবন।

আমার ১৯।২০ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ হয়। প্রথমা স্ত্রী শরত তখন ১৩ কি ১৪ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। বিবাহের পরই স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া এইটীই প্রথম স্থির করিলাম যে অন্য রমণীরদিকে যেন কখনও মন আকৃষ্ট না হয়। আজ বৃদ্ধবয়সে দয়াময় ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাইতেছি যে তিনি আমার এই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে আমাকে সমর্থ করিয়াছেন। যশোহর ও দেওঘর বাসকালে আমি অনেক প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তিনি আমার দুর্ব্বলহৃদয়ে প্রভূত বল দিয়াছিলেন এবং আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে দু এক স্থানে ভাল সংসর্গ পাই নাই, কিন্তু কোন প্রলোভনে পদস্খলন বা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নাই। বরিশালে দুইবারে প্রায় ৭।৮ বৎসর ছিলাম, এখানে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ও অপর দুএকটী বন্ধু নৈতিক

জীবনে বিশেষ উন্নত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত যেন একটা স্নিগ্ধ মধুর হাওয়াতে বাস করিতাম।

স্কুলে পড়ার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বারবনিতা সংস্পৃষ্ট কোন নৃত্য-গীতাদিতে যোগ দিব না। দুঃখের বিষয় এই সঙ্কল্প ৩।৪ বার রক্ষিত হয় নাই। কলেজে পড়ার সময় আমাদের দেশীয় এক জমীদার তাঁহার পুত্রের অন্নাশন উপলক্ষে Star Theatreএ এক অভিনয়ে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়াছিলেন। সেখানে সীতা কি রামের বনবাস অভিনীত হইয়াছিল। দুটী স্ত্রীলোক লব ও কুস সাজিয়াছিল, এই দৃশ্য বড়ই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল এবং তখন থিয়েটারের প্রতি একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। পরে যশোহর থাকার সময় চাঁচড়া রাজগৃহে আমরা সব গবর্ণমেণ্ট অফিসার নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম, জগদ্ধাত্রী কি অন্য একটা পূজা ছিল। প্রথম আমরা সেখানে পৌঁছিলেই আমাদিগকে নাচের আসরে নিয়া বসাইল। অনেক চেয়ার সজ্জিত ছিল, সেখানে বসিলাম। সম্মুখে দেখি নৃত্য-গীতের আসর প্রস্তুত, জানিলাম বাইজিদের নৃত্য হইবে। তখন চলিয়া আসার সাহস হইল না। নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ সদলে আসিয়া সঙ্গীতাদি আরম্ভ করিল। কিছু কাল সেখানে থাকিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া গেলাম ও কিছু সময় পরে আমার বন্ধুগণ জলযোগের সময় আমার সহিত পুনঃ মিলিত হইলেন। পরে সকলেই গৃহে ফিরিলাম। ইহার বহু বৎসর পর কলিকাতা কোন এক থিয়েটারে "চন্দ্রগুপ্ত" দেখিতে গিয়াছিলাম।

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় ভাল বোধ হইল। "মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে" এই সঙ্গীতটি শোনারই বিশেষ ইচ্ছা ছিল, শুনিয়া প্রীত হইলাম।

আমার প্রথম ছাত্রজীবনে একবার তামাক সেবন অভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু অল্প পরই তাহা ছাড়িয়া দেই। পরে চাকরী-জীবনে ডুমকা থাকার সময় এক বন্ধুর প্ররোচনায় এই কুঅভ্যাসটী আবার হয়। মাঝে দুএকবার ছাড়িতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই নাই। এখনও আমি এই অভ্যাসের অধীন। সময় সময় অল্প সিগারেট খাই, নতুবা অধিকাংশ সময় দেশীয়ভাবে তামাক খাইয়া থাকি। এটী নিতান্ত কুঅভ্যাস, পরিহার চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিলে এ অভ্যাস ক্রমে বদ্ধমূল হয়।

বরিশাল থাকার সময় আমার অনিদ্রা রোগ বেশী হয়। তখন একজন ডাক্তার বন্ধু শয়নের পূর্ব্বে ৪ ড্রাম whiskey prescribe করেন। ৪।৫ দিন ঐ ভাবে whiskey খাইয়া দেখিলাম আমার একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা হইত, অনিদ্রার কষ্ট যেন আরও বাড়িয়া গেল। ছাড়িয়া দিলাম। মদের বোতলটী একটী Trunkএ রাখিয়া দিলাম। সেই বাক্সে কিছু কাপড় ছিল। প্রায় ৪ মাস পর বাক্স খুলিয়া দেখি মদ পড়িয়া আমার মূল্যবান কিছু কাপড়চোপড় নষ্ট হইয়াছে। বুঝিলাম জ্ঞানীগণ এইজন্যই মদ স্পর্শও নিষেধ করিয়াছেন। জীবনে আর কখনও সুরা স্পর্শ করি নাই।

জীবনের প্রথমদিকে আমি আতিথ্যসৎকারে বড় প্রীতি লাভ করিতাম যত জায়গাতেই কার্য্য করিয়াছি, গৃহে অতিথি আসিলে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন করিতাম।

গার্হস্থ্য জীবন

ছেলেবেলায় আমার পিতৃদেবকে দেখিতাম গৃহে চাউল না থাকিলেও অন্য বাড়ী হইতে ধার করিয়া তিনি অতিথিসৎকার করিতেন। দেওঘর থাকার সময় অতিথির সংখ্যা বেশী হইত, এমন কি train আসার সময় না দেখিয়া মেয়েরা ও ভৃত্যেরা খাইতেন না। ময়মনসিংহ থাকার সময় দেশ হইতে অনেকে আসিতেন এবং কোন কোন সময়ে তাঁদের সংখ্যা এবং অবস্থান দীর্ঘ হওয়াতে বিরক্তি অনুভূত হইত। শেষদিকে অর্থাৎ পেন্‌সন লওয়ার পর ইচ্ছা সত্ত্বেও অতিথিদের সেরূপ যত্ন করিতে পারিতাম না। চাকরীর চতুর্থ ভাগের প্রথম সময় পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়ান একটা রোগ ছিল। পরে অভাব বশতঃ এটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

চাকরীর সমস্ত জীবন ভরিয়াই বাসাতে দুএকজন আত্মীয় ছাত্র রাখিতে হইত। আমার উভয়পক্ষের শ্যালকগণ প্রায় সকলেই বিভিন্ন সময় অল্পাধিক আমার বাসায় থাকিয়াই পড়াশুনা করিত। অন্য আত্মীয়ও দুচার জন থাকিত। দুঃখের বিষয় ইঁহারা কেহই তেমন কৃতী হইতে পারেন নাই। এক শ্যালক শ্রীমান রাজেন্দ্রচরণ ঘোষ বি, এল, পাশ করিয়া কলিকাতাতে স্কুল মাষ্টারী করিতেছেন। আর কেহই শিক্ষাক্ষেত্রে এতদূরও পৌছে নাই। বর্ত্তমানে বাসায় আমার অগ্রজের দৌহিত্র

শ্রীমান সুবোধ চন্দ্র বসু মেডিকেল স্কুলে পড়িতেছে। শ্যালক-পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রচরণ ঘোষ স্কুলে পড়িতেছে।

কোন প্রার্থী কি ভিখারী আমার গৃহে আসিলে আমি প্রায়ই যথাসাধ্য কিছু কিছু দিতাম। যত দিন চাকরী ছিল, তত দিন রিক্তহস্তে কাহাকেও ফিরাই নাই। অনেক সমিতি, সঙ্ঘ, আশ্রম প্রভৃতিতে চাঁদা দিতাম। ঢাকাতে এখনও রামকৃষ্ণ মিসন, সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, ব্রাহ্মসমাজ, সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী প্রভৃতিতে মাসিক চাঁদা দিতেছি। এতদ্ভিন্ন নানা অনুষ্ঠানে সময়ানুযায়ী চাঁদা দিতে হয়। পূর্ব্বে গরীব আত্মীয় স্বগণের শিক্ষার জন্য, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদির সাহায্যকল্পে অনেক টাকা দিতাম। এখন ঐরূপ দানের পরিমাণ ও সংখ্যা অত্যন্ত কমাইতে বাধ্য হইয়াছি।

আমার আশ্রিত ও ভৃত্য প্রভৃতি যাহারা আমার বাসায় থাকিত আমি কখনও কাহারও প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করি নাই। সকলকেই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছি। ভৃত্যদের স্বাস্থ্য, আহার ও সুখসুবিধার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতাম। বাড়ীর কেহ তাহাদের প্রতি অন্যায় কি অসদয় ব্যবহার করিলে আমি বড় ব্যথিত হইতাম। এজন্য সময় সময় ক্রোধও প্রকাশ করিয়াছি। একবার এক ভৃত্যকে চপটাঘাত করিয়াছিলাম, এজন্য আমি কয়েক দিন পর্য্যন্ত অনুতাপ ও অশান্তি ভোগ করিয়াছিলাম। ভৃত্যদের বিশ্রামের সময় আমার নিজের কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের আবশ্যক হইলে আমি নিজেই তাহা করিয়া লই।

পরিশ্রমান্তে তাহাদের অল্পনিদ্রার সময় ব্যাঘাত জন্মাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমার একান্ত বাসনা ও আশা আমার পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার সম্বন্ধে আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে। সর্ব্বদা মিষ্টি কথা বলিলে ভৃত্যের নিকট হইতে প্রকৃত ভক্তি ও বেশী কার্য্য উভয়ই পাওয়া যায়। এবিষয়ে কেহ কেহ আমাকে দুর্ব্বলচিত্ত মনে করিলেও আমি ইহাতে মানসিক শান্তি পাইয়া থাকি।

ভগবান সূতিকাগৃহেই আমাকে মাতৃহীন করিয়া সেই সঙ্গেই পালিকা মাতা দিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু

স্বাস্থ্য।

তিনি আমাকে ভাল স্বাস্থ্যই দিয়াছিলেন। এই দীর্ঘজীবনে কখনও গুরুতর অসুখ হয় নাই। অসুস্থতার জন্য চাকরীর সময় কখনও বিদায় নিতে হয় নাই। তবে দীর্ঘকাল অনিদ্রা রোগে ভোগিতেছি। অনেক চিকিৎসায়ও ফল পাই নাই। আমি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায় ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া কতকগুলি নিয়ম পালন করিতেছি। পূর্ব্বে মাংসাদি বেশী আহার করার দরুণই বোধ হয় অনিদ্রা রোগ জন্মে। এখন আহারের পরিমাণ কমাইয়াছি। মাংস কচিৎ খুব কম খাই। প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ৪৫ মিনিট কি এক ঘণ্টা বেড়াই। প্রায় ১৫ বৎসর এই প্রাতর্ভ্রমণ চলিতেছে। পূর্ব্বে বৈকালে টেনিস খেলা বা ভ্রমণ ছিল। এখন শুধু ২।৩ মাইল মাত্র বেড়াইয়া থাকি। সন্ধ্যার পর সাধারণতঃ ক্লাবে গিয়া Bridge খেলি, অথবা বাড়ীতে থাকিলে

সংবাদপত্র কি অন্য রকম light literature অধ্যয়ন করি। আমার ধারণা দুই বেলা রীতিমত ভ্রমণে আমার স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক ফল হয়। পূর্ব্বে সাংসারিক বৃথা চিন্তা কম করিতাম, এখন চেষ্টা সত্ত্বেও দুশ্চিন্তা আসিয়া আমাকে অবসন্ন করে। এচিন্তার কোনই অর্থ বা ফল নাই, কেননা আমার কোনই ক্ষমতা নাই যে আমি অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারি। যাঁর প্রকৃত ক্ষমতা আছে, তিনি অবশ্যই বিপদে সহায় হইবেন। তাঁহার কৃপায় বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা থাকিলে এসব চিন্তা আসে না।

আমার অভিজ্ঞতাতে মনে হয় বয়সানুযায়ী নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, অল্পাহার, মুক্ত বায়ু সেবন, চিত্তের প্রসন্নতা, পবিত্র চিন্তা, হিংসাবিদ্বেষ বিরহিত নির্ম্মল হৃদয়, শুভকামনা ও প্রেম দ্বারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।

প্রথম বয়স হইতেই ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষার সাহিত্যের দিকে আমার একটা প্রাণের টান ছিল। পদ্য অপেক্ষা গদ্য পুস্তকই বেশী পড়িতাম ও ভালবাসিতাম। চাকরীজীবনের প্রথমদিকে, সংবাদপত্রে সময় সময় দুএকটা প্রবন্ধ লিখিতাম। পরে অনেক দিন লেখার চেষ্টা করি নাই এবং পড়ার অভ্যাসও কিছু শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। গত বৎসর নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া কার্য্যহীন জীবন যাপন করা অপেক্ষা কিছু সময় লেখায় ব্যয় করার একটা প্রবৃত্তি জন্মিল। তাহার ফলে এই বৎসরের প্রথমদিকে "মনুয়া"

সাহিত্য চর্চ্চা।

প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অনুন্নত শ্রেণীর নারী-জীবনের একটী চিত্র। শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা অস্পৃশ্যা নারীও সমাজে কিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বৈধব্যজীবনে অনাবিল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারে ইহাতে তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত মহিলা বইখানি পাঠ করিয়া আমাকে তাঁহাদের প্রীতি জানাইয়াছেন এবং অনুকুল সমালোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের কোন ভ্রান্ত, অজ্ঞ, অর্ব্বাচীন লেখক সম্প্রতি হিন্দুবিধবাদের গার্হস্থ্য ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে দুএকটী ভিত্তিহীন, অশ্রাব্য ও অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও সেরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আমি বইখানি লিখি নাই, তথাপি মনে হয় 'মনুয়ার' নায়িকার জীবন সেই পাশ্চাত্য লেখকের ঘৃণ্য ও গ্লানিকর মন্তব্যের অমূলকতা নিঃসন্দেহে জগতের নিকট প্রমাণিত করিবে।

বিদায়।

এখন প্রায়শঃ দৈনিক সংবাদপত্রই পড়ি। অবসর সময় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করি, আর অল্প অল্প কিছু লিখি। জানিনা সেসব লেখা কখনও জগতের আলো দেখিবে কিনা। আমার অযোগ্যতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াও ষাট বৎসরের দীর্ঘ ইতিহাস এই সামান্য কতিপয় পৃষ্ঠায় আমার অনিপুণ হস্তে লিখিয়া ফেলিলাম। হয়তো ইহাই আমার ব্যর্থজীবনের শেষ বাণী। এই সুযোগে, আমি জগতের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে, আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে যেসব পুরুষ ও রমণী দ্বারা

নানাভাবে উপকৃত হইয়াছি, তাঁহাদিগকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর, বিভিন্নসময়ে ও বিভিন্নস্থানে যেসব সহৃদয় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ভদ্র ও মহিলাগণ হইতে দয়া, স্নেহমমতা, বন্ধুতা, সৌজন্য, সহানুভূতি, আদর, যত্ন প্রভৃতি সম্ভোগ করিয়া কত সুখ, শান্তি ও প্রীতি লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর, এই মহাযাত্রার পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, আজ যে উদীয়মান তরুণবয়স্ক, স্নেহভাজন নরনারীবৃন্দের মঙ্গলসূচক অভ্যুত্থান ও অভিযান দেখিয়া জন্মভূমির ও স্বদেশবাসীর ভাবী সুনিশ্চিত কল্যাণ ও সফলতার আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি, তাহাদিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। এখন আমার জীবনসন্ধ্যায় সেই সর্ব্বমঙ্গলনিধান, সর্ব্বশক্তিমান, করুণাময় জগতপিতার চরণে আমার অবনত মস্তক রাখিয়া, তাঁহারই প্রেম ও করুণার আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছি।

গ্রন্থকারের অন্য গ্রন্থ।

মনুয়া

অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগ বি, এ, প্রণীত।

সুমধুর, চিত্তাকর্ষক, উপদেশপূর্ণ, অনুন্নত শ্রেণীর
নারীজীবনের সম্মোহন চিত্র।

উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) অমল চন্দ্র নাগ বি, এ,
২৬নং র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীট, ওয়ারি, ঢাকা।

(২) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ঢাকা।

(৩) বাণীমন্দির, সদরঘাট, ঢাকা।

(৪) স্কুল সাপ্লাই কোং, সদরঘাট, ঢাকা।

(৫) চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থ সম্বন্ধে মত।

Amritabazar Patrika of 4th. Sept. 1927 writes :—

The literary venture is a story named 'Manua' written in chaste and simple Bengali in which the author has tried to shew how a girl belonging even to the untouchable caste, is capable, by education & culture, not only to acquire a high place in society for herself, but to do a lot of good work to the country and its people. And in this, we think, the author has been eminently successful. As the uplift of the country in the scale of nations is dependent, to a large extent, to the improvement of the so-called untouchable class, we think the book ought to be widely read by all classes of readers. The author has not only dealt with the untouchable class, but has dexterously introduced many items of other reforms in connection with the Renaissance of the country which have made his volume highly useful & attractive. Those who are in affluent circumstances & the workers for the good of the country will find much in the publication both to interest & instruct them. In a way, the book is highly attractive as a good story & at the same time, replete with lessons which should not be

lost sight of by all classes of people. We congratulate the author for the success he has attained in his undertaking.

'**সঞ্জীবনী**' of ২৯শে আষাঢ় ১৩৩৪ ঃ—

...মনুয়া একটী নিম্নশ্রেণীর বালিকা। সে শিক্ষার প্রভাবে আত্মোন্নতি করিয়া নিজের বৈধব্যে অনাবিল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছে।

...ভাষা বর্ত্তমান প্রচলিত উপন্যাসের মত নহে, অথচ সুন্দর, সংযত ও উপযুক্ত। ছাপা অতি সুন্দর।

'**দীপিকা**' of আষাঢ় ১৩৩৪ লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগ মহাশয় 'মনুয়া' নামক মনোজ্ঞ একটি উপন্যাস প্রকাশিত করিয়াছেন। 'ফুলমণি' বা 'মনুয়া' অনুন্নত শ্রেণীর একটি নারী। তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসখানি গ্রন্থকার রচনা করিয়াছেন। অনুন্নত সমাজের অশিক্ষিত একটি নারী কিরূপে গৃহসংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহারই একটি চিত্র গ্রন্থকার অতি নিপুণভাবে এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের দেশের মহিলাগণ 'বটতলা' হইতে প্রকাশিত মামুলি প্রেমের গল্প ছাড়িয়া একবার মনুয়া পাঠ করিলে, গৃহসংসারে ধরিয়া রাখিবার মতো অনেক ইঙ্গিত ইহাতে পাইবেন, যাহা দ্বারা তাঁহাদের সংসার শান্তি ও

সুখের বলিয়া মনে হইবে। মনুয়ার চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গ্রন্থকার দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

'পুষ্পাধার" রচয়িত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী চৌধুরাণী লিখিয়াছেন ঃ—

রচনাটি অতি সরল, আড়ম্বর শূন্য এবং সুন্দর হইয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীর নারীজীবনের একটি চিত্রের পার্শ্বে আপনি যে কয়টী চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমনি স্বাভাবিক তেমনি প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। এ চিত্র যদি আমাদের প্রতি ঘরে বাস্তব হইত, তবে বোধ হয় আমাদের এত দুর্দ্দশা থাকিত না। বইখানি পড়িয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিলাম।

দৈনিক বসুমতী, ২৯শে ভাদ্র, লিখিয়াছেন ঃ—

মনুয়া—সামাজিক উপন্যাস, শ্রীযুত গিরীশ চন্দ্র নাগ প্রণীত, মূল্য এক টাকা। মনুয়া সাওতালপরগণার কোন অনুন্নত হিন্দু পরিবারের কন্যা। শিক্ষার ফলে এবং বাঙ্গালীসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতায় তাহার জীবনের উন্নতি, তাহার স্বভাব-সুন্দর চরিত্র মাধুর্য্য প্রভৃতি গ্রন্থকার বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে কয়টি বাঙ্গালী পরিবারের চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। দুইটি শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক ও স্থানীয় একজন জমীদার মনুয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইলেও মনুয়া কিরূপে তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পায়, সে দৃশ্যগুলি উপভোগ্য। গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের উন্নতিকর নানা প্রতিষ্ঠান—কৃষি ও শিল্প শিক্ষালয়, বয়ন, সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কার্য্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষার আলয়, দাতব্য

ঔষধালয়, বালিকা স্কুল, মহিলা সমিতি উপন্যাসের এক নায়কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন। অনুন্নতদের শিক্ষা, অস্পৃশ্যতা পরিহার, খদ্দর ও বয়ন-শিল্প, সকলই যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উক্ত ধনী নায়ক স্ত্রী-বিয়োগের পর বালবিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, গ্রন্থকার অসবর্ণ বিবাহও দেওয়াইয়াছেন। গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক এক শিক্ষিত অর্থশালী পরিবারের "সাধুর" জীবনযাপন, কাশীধামে পল্লী অঞ্চলে যাইয়া সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা, সেবাশ্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথার সম্মিলন, এমন কি, টেবিলে স্ত্রী পুরুষের একত্র অন্ন গ্রহণ। নূতন, পুরাতন অনেক জিনিষই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। নব্য পাঠকসমাজ ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন, আশা করি। ২৬নং রেঙ্কিন ষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকায় গ্রন্থকারের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইবে।